DETECTIVE STORIES, No 193. দারোগার দপ্তর, ১৯৩ সংখ্যা।

খুন না চুরি ?

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সপ্তদশ বর্ষ।] সন ১৩১৬ সাল। [বৈশাখ।

খুন না চুরি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হাতের কাজ শেষ করিয়া অফিস-ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময়ে পশ্চিমদেশীয় একজন ভদ্র লোক আমার সম্মুখে আসিয়া নমস্কার করতঃ একখানি পত্র দিলেন। পত্রখানি গ্রহণ করিয়া দেখিলাম, উহা আমারই উপরিতন কর্ম্মচারীর লেখা। খুলিয়া পাঠ করিলাম। ভবানীপুর পদ্মপুকুর রোডে খুন হইয়াছে, আমাকে তখনই পত্রবাহকের সহিত তাহার তদ্বির করিতে যাইতে হইবে।

কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। আগন্তুক আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পরম আপ্যায়িত হইয়া বলিলেন, "আসুন মহাশয়! আমি ধনে প্রাণে মারা গেলাম। সকল কথা গাড়ীতেই শুনিতে পাইবেন।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাহির হইলাম। ফটকের সম্মুখেই তাঁহার গাড়ী ছিল, উভয়েই সেই গাড়ীতে উঠিলাম। কোচমান শকট চালনা করিল।

লোকটীর বয়স প্রায় পয়ত্রিশ বৎসর, দেখিতে অতি সুপুরুষ। বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট দেহ। তাঁহার পরিধানে একখানি পাতলা দেশী কালাপেড়ে ধুতি, একটা আদ্দির পিরাণ, একখানি মান্দ্রাজী জরি-পেড়ে উড়ানি, মস্তকে একটা ফিরোজা রঙের পাগ্‌ড়ী, গলায় গিনি সোণার মোটা হার, কর্ণে হীরাবসান ফুল, হস্তে হীরার আংটী, পায়ে বার্ণিশ করা জুতা।

কিছুদূর যাইতে না যাইতে তিনি অতি বিমর্ষভাবে বলিলেন, "মহাশয়, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমার ভাবী-পত্নীকে কে খুন করিয়াছে।"

ভাবী পত্নীর কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, তাঁহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। তিনি আমার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "দুই বৎসর হইল আমার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর দুই মাস পরে আমার একমাত্র পুত্রও মারা পড়ে। মনে করিয়াছিলাম, আর সংসারে লিপ্ত হইব না; কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। ভবানীপুর পদ্মপুকুর রোডে শোভন সিং নামে আমার একবন্ধু বাস করিতেন। আমি প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতাম। শোভন সিংএর অবস্থা বড় ভাল ছিল না। তাঁহার একটী কন্যা ছিল। মেয়েটীর বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইলেও অর্থ-অভাবে তিনি বিবাহ দিতে পারেন নাই। কন্যার নাম রূপসী। তাহার বয়স প্রায় চৌদ্দবৎসর, দেখিতে বেশ সুন্দরী। একদিন কথায় কথায় শোভন সিং কন্যার বিবাহের কথা উত্থাপন করেন এবং আমাকে বিবাহ করিবার জন্য অত্যন্ত অনুরোধ করেন। রূপসী সুন্দরী যুবতী, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমার, দু-পয়সার সঙ্গতিও আছে। আমিও পিতার একমাত্র সন্তান, বিবাহ না করিলে বংশ

লোপ হইবে, এই আশঙ্কায় বিবাহে সম্মত হইলাম। কিন্তু তাহার পর হইতে শোভন সিং আর বিবাহের কথা উত্থাপন করেন না দেখিয়া আমি তাঁহাকে বিবাহের দিন স্থির করিতে বলি। শোভন সিং আমার কথায় যেন বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "পাঁচশত টাকা না দিলে আমি রূপসীকে দান করিতে পারিব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শোভন সিং কি পূর্ব্বে টাকার কথা বলেন নাই ?"

তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না, টাকার নামও করেন নাই। টাকা দিতে হইবে শুনিয়া আমার কেমন সন্দেহ হইল। ভাবিলাম, হয় ত তিনি আর কোথাও পাত্র ঠিক করিয়াছেন। এখন টাকা চাহিয়া আমাকে তাড়াইবার চেষ্টায় আছেন। আমার তখন বিবাহে ইচ্ছা হইয়াছে। রূপসীও জানিতে পারিয়াছে যে, তাহার সহিত আমার বিবাহ হইবে। পূর্ব্বের মত সেও আর আমার কাছে আসিত না। কাজেই আমি সম্মত হইলাম। বলিলাম, আমি টাকা দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি বিবাহের দিন স্থির করুন। তখনই একজন দৈবজ্ঞকে ডাকা হইল। তিনি আসিয়া আমাদের বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া দিলেন। কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ সে লগ্নে আমাদের বিবাহ হইল না।

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন ?"

তিনি বলিলেন, "বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে শোভন সিংএর এক জ্ঞাতি বিয়োগ হয়। কালাশৌচ, কাজেই বিবাহ হইল না। অশৌচান্তে আবার দিন স্থির হইল। কিন্তু সেবারও বিবাহ হইল না। রূপসীর সাংঘাতিক জ্বর হইল। প্রায় তিন মাস ভুগিয়া রূপসী আরোগ্যলাভ করিল। এইরূপে আরও তিন চারিবার দিন

ধার্য্য হইল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তখনও বিবাহ হইল না। কোন না কোন অছিলা করিয়া শোভন সিং বিবাহের দিন ক্রমাগত পিছাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রায় আট মাস কাল এইরূপে অতিবাহিত হইল। পরে একদিন শোভন সিং বলিলেন যে, রূপসী ও বাড়ীর অন্যান্য লোকের চিকিৎসায় তাঁহার অনেক অর্থব্যয় হইয়া গিয়াছে। যদি আমি আরও তিন শত টাকা দিই, তাহা হইলে আমাদের শীঘ্রই বিবাহ হইতে পারে। আমি তখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। কাজেই শোভন সিংএর প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। বোধ হয় তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমি আর অধিক টাকা দিতে স্বীকৃত হইব না। কিন্তু যখন আমি তাহাতেও সম্মত হইলাম, তখন তিনি আন্তরিক বিরক্ত হইলেন। মুখে বলিলেন, সমস্ত টাকা অগ্রিম দিলেই বিবাহ হইবে। আমিও নাছোড় বন্দা, পরদিনই আটশত টাকা আনিয়া শোভন সিংএর হস্তে দিলাম। তিনি আনন্দিত মনে উহা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কোন রসিদ দিলেন না, আমিও চক্ষু লজ্জায় পড়িয়া কোন রসিদ চাহিলাম না। তবে যখন টাকা দিই, সেই সময়ে সেখানে তিন চারিজন লোক ছিলেন। তাঁহারাই সাক্ষী স্বরূপ ছিলেন। সে যাহা হউক, টাকা পাইয়া শোভন সিং আবার বিবাহের দিন স্থির করিলেন। আজই সেই দিন। বেলা পাঁচটার সময় আমি কয়েকজন মাত্র বরযাত্র লইয়া কন্যার গৃহে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র একটা ভয়ানক গোলযোগ আমার কর্ণগোচর হইল। ক্রমে চীৎকার, ক্রন্দনধ্বনিও শুনিতে পাইলাম। মনে একটা কেমন আতঙ্ক উপস্থিত হইল। আমার সঙ্গীগণ দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইলেন। বর বা বরযাত্র বসিবার স্থান পর্য্যন্ত করা হয় নাই। কি করিব,

কোথায় বসিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে শোভন সিং কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের নিকটে আসিলেন। বলিলেন, রূপসীকে কে খুন করিয়াছে। ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া প্রতিবেশিগণ ছুটিয়া আসিল, বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য হইল। রূপসীর মৃত্যু-সংবাদে দুঃখ হওয়া দূরে থাক, আমার অত্যন্ত ক্রোধ হইল। আমি অতি কর্কশ স্বরে বলিলাম, "চলুন—আমি মৃতদেহ দেখিতে চাই। কেমন করিয়া কেই বা রূপসীকে খুন করিল, আপনিই বা এখনও থানায় এ সংবাদ দেন নাই কেন? আমি বড় ভাল বুঝিতেছি না। ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনরূপ ষড়যন্ত্র আছে। রূপসী যদি সত্য সত্যই খুন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আপনাকে সহজে ছাড়িব না। এই দণ্ডে আমার আটশত টাকা চাই।"

আমার কথায় শোভন সিং কাতর হইলেন। বলিলেন, "আমার কন্যার মৃতদেহ পর্য্যন্ত পাইতেছি না। অগ্রে তাহার সন্ধান না করিয়া কেমন করিয়া থানায় সংবাদ দিব। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আপনি এখনই সংবাদ দিতে পারেন। আমি একা কোন্ দিক দেখিব?"

"কথা শুনিয়া আমার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইল। আমি তখনই সেখান হইতে বিদায় লইলাম এবং তৎক্ষণাৎ বরবেশ ত্যাগ করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এখন আপনিই আমার একমাত্র ভরসা। রূপসীকে পাই ভালই, নচেৎ আমার আটশত টাকা ফিরাইয়া চাই। আপনাকে ঐ টাকা আদায় করিয়া দিতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার নিবাস কোথায়? নামই বা কি?"

তিনি বলিলেন, "আমার নাম লালসিং, বাড়ী শিয়ালদহের নিকট।"

লালাসিংএর টাকার কথায় আমি কোন উত্তর করিলাম না দেখিয়া, তিনি পুনরায় ঐ কথা তুলিলেন। আমি বলিলাম, "টাকা আদায় করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমি কেবল খুনের তদ্বির করিতে পারিব।"

এই কথা শেষ হইতে না হইতে গাড়ীখানি একটী ক্ষুদ্র অট্টালিকার সম্মুখে থামিল। লালসিং অগ্রে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। আমিও নামিয়া তাঁহার সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, বিবাহোৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য বাড়ীখানি বেশ সাজানো হইয়াছে। চারিদিকে বেলোয়ারি ঝাড় ঝুলিতেছে, একখানি চাঁদোয়া দ্বারা সমস্ত প্রাঙ্গণ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। তাহারই নিম্নে একটা ঢালা বিছানা পাড়া ছিল। সেই বিছানার এক পার্শ্বে পাত্রের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু একজন লোককেও সেই শয্যার উপর দেখিতে পাইলাম না। অন্দর হইতে রমণীদিগের রোদনশব্দ আমার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। কিন্তু শোভনসিংকে দেখিতে পাইলাম না।

কিছুক্ষণ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় লালসিং অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা একজনকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনিই শোভনসিং—আমার ভাবী শ্বশুর।"

শোভন সিং আমাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু তখনই আত্মসংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি আমার কন্যার মৃতদেহ দেখিতে আসিয়াছেন?"

আমি লালসিংকে দেখাইয়া বলিলাম, "ইনি বলেন, আপনার কন্যা খুন হইয়াছে। কিন্তু আপনি ইহাঁকে তাহার মৃতদেহ দেখাইতেছেন না। আমি ইঁহার মুখে সমস্তই শুনিয়াছি। এখন লাস কোথায় বলুন ?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার কথা শুনিয়া শোভন সিং চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মহাশয়! আমার একমাত্র সন্তান—ঐ কন্যা ভিন্ন আমার আর কোন সন্তানাদি হয় নাই। তাহার বিয়োগে আমি যে অত্যন্ত কাতর হইয়াছি এ কথা বলাই বাহুল্য।"

শোভন সিংএর অবস্থা দেখিয়া এবং তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার কেমন সন্দেহ হইল। তাঁহার বয়স প্রায় বিয়াল্লিশ বৎসর; কিন্তু এই বয়সেই তাঁহার দেহের মাংস শিথিল হইয়াছে, সম্মুখের উপর-পাটীর দুইটী দাঁত পড়িয়া গিয়াছে। গোঁপ শ্মশ্রু ও মস্তকের কেশ পাক ধরিয়াছে। তাঁহাকে দেখিতে গৌরবর্ণ, তাঁহার দেহ দীর্ঘ ও শীর্ণ, হস্ত প্রায় আজানুলম্বিত, চক্ষু ক্ষুদ্র ও কোটরগ্রস্ত নাসিকা উন্নত এবং ললাট প্রশস্ত। মুখ দেখিয়াই কেমন ক্রূর প্রকৃতি বলিয়া বোধ হইল।

অপর কথায় সময় নষ্ট করিতেছেন দেখিয়া আমি বিরক্ত হইলাম। বলিলাম,—"আমি আপনার দুঃখের কথা শুনিতে আসি

নাই। কন্যাবিয়োগে আপনি যে কাতর হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এখন আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর দিন; আপনার কন্যার লাস কোথায় বলুন?"

আত্ম সংবরণ করিয়া শোভন সিং বলিলেন,—"সেই কথাই বলিতেছি,—"রূপসীর লাস পাওয়া যাইতেছে না।"

আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সে কি! লাস পাওয়া যাইতেছে না কি?"

কাঁদ কাঁদ হইয়া শোভন সিং বলিলেন,—"এখান হইতে কিছু দূরে আমার এক আত্মীয় বাস করেন, রূপসী আজ প্রাতে তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়াছিল। বাছা আমার সেই অবধি আর ফিরে নাই।"

আ। তবে খুন হইয়াছে বলিতেছেন কেন? আপনার কন্যা নিরুদ্দেশ হইয়াছে। হয় সে নিজে পলায়ন করিয়াছে, নচেৎ কোন লোক তাহাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

শো। না মহাশয়! সকল কথা শুনিলে বুঝিতে পারিবেন। রূপসী আর এ জগতে নাই।

এই বলিয়া শোভন সিং আবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কন্যাবিয়োগে তিনি বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে শান্ত হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—"প্রাতে রূপসী একজন সঙ্গিনী লইয়া এ বাড়ী হইতে বাহির হয়। পথে এক বৃদ্ধা তাহার সহিত আলাপ করে এবং উভয়কেই ভুলাইয়া লইয়া যায়। যে রূপসীর সঙ্গে গিয়াছিল, অনেকক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু রূপসী আর ফিরে নাই। গৌরীর মুখে যাহা যাহা এখন শুনিতেছি, তাহা বড়ই ভয়ানক!"

কন্যাম ৭০

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"গৌরী কে ?

শো। গৌরী আমার ভাগিনেয়ী, রূপসীর বিবাহ উপলক্ষে এখানে আসিয়াছে। গৌরীই রূপসীর সহিত প্রাতে আমার আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষায় গিয়াছিল।

আ। সে কি বলে ?

শো। আমি তাহাকে ডাকিয়া আনিতেছি, আপনি তাহার মুখেই সকল কথা শুনুন। এমন ইংরাজ রাজত্বে এখনও যে এই লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিতে পারে, আমার এমন ধারণা ছিল না।

এই বলিয়া আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তিনি অন্দরে প্রবেশ করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই এক খর্ব্বাকৃতি বালিকার হস্তধারণ করিয়া পুনরায় তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এই বালিকার নাম গৌরী, আপনি ইহার মুখেই সমস্ত শুনিতে পারিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গৌরী যখন ফিরিয়া আইসে, তখন তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। সে যেন পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল।"

গৌরীকে দেখিতে খর্ব্বাকৃতি হইলেও আমার অনুমানে তাহার বয়স অন্ততঃ পনের বৎসর বলিয়া বোধ হইল। তাহার দেহ শীর্ণ, কিন্তু তাহাতে যৌবনের চিহ্নগুলি ক্রমেই ফুটিয়া উঠিতেছে। গৌরীর আয়ত চক্ষু সদাই চঞ্চল, মুখখানি কাঁদ কাঁদ।

গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম,—"বল মা! কি জান বল ?"

কাঁদ কাঁদ হইয়া গৌরী উত্তর করিল,—"খুব ভোরে আমরা এখান হইতে বাহির হই। পথে লোক ছিল না বলিলেও [illegible] বাহির হইলাম বটে, কিন্তু দু-জনেরই গা কেমন ছম্ ছম করিতে

লাগিল। যখন আমরা পদ্মপুকুরের ধারে গিয়া উপস্থিত হই, দেখিলাম, এক বুড়ী যেন আমাদেরই দিকে আসিতেছে। কাছে আসিলে দেখিলাম, সে আমাদেরই দিকে কট্‌মট করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। চারি চক্ষু মিলিত হইবা মাত্র বুড়ী এক গাল হাসিয়া আমাদের নিকটে আসিল এবং নিমেষ মধ্যে দুই হাতে দুইটী জবা বাহির করিয়া আমাদের উভয়ের নাসিকার নিকট ধরিয়া বলিল,— 'দেখ দেখি, জবায় কেমন গোলাপ-গন্ধ ? আর কখন এমন জবা দেখেছ কি ?'

"সত্যসত্যই গোলাপের গন্ধ পাইলাম, জবাফুলে গোলাপ-গন্ধ পাইয়া কেমন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। তখন উভয়েই সমস্ত কথা ভুলিয়া গেলাম। রূপসীর বিবাহের কথা ভুলিলাম, কোথায় যাইতেছিলাম ভুলিলাম, বাড়ী ভুলিলাম, এমন কি, আপনাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিলাম। রহিল কেবল সেই বৃদ্ধা। আমরা তাহার হাতের খেলনা স্বরূপ হইলাম। সে আমাদিগকে যাহা বলিতে লাগিল, আমরা অনায়াসে তাহা করিতে লাগিলাম। প্রথমে সে আমাদিগকে কিছুদূরে লইয়া গেল। সেখানে একখানি গাড়ী ছিল। আমরা তিনজনে গাড়ীতে উঠিলাম। কতক্ষণ পরে বনের ভিতর একটা ভাঙ্গা বাড়ীর দরজায় আসিয়া গাড়ী থামিয়া গেল। আমরা সকলেই গাড়ী হইতে নামিয়া সেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে তিনজন সন্ন্যাসী একদৃষ্টে সম্মুখের প্রজ্জলিত অগ্নির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সন্ন্যাসী তিনজনের মধ্যে একজনকে দেখিতে অতি ভয়ানক, অপর দুইজনকে তাহার শিষ্য বলিয়াই বোধ হইল।

"আমাদের পায়ের শব্দে সেই ভয়ানক সন্ন্যাসী উপরদিকে

চাহিল এবং বুড়ীকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া নিকটস্থ দুইখানি কুশাসন ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিল। বৃদ্ধাও তাহার সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া আমাদের দুইজনকে সেই দুইখানি আসনে বসিতে বলিয়া স্বয়ং নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল।

"কতক্ষণ এইরূপে কাটিল বলিতে পারি না। কিন্তু কিছু পরেই অপর দুই সন্ন্যাসী রূপসীর হাত ধরিয়া সেখান হইতে লইয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম, কিন্তু আমার চীৎকারে কেহ ভ্রুক্ষেপও করিল না। আরও কিছুক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইল। তাহার পরে দেখিলাম, রূপসীর অচেতন দেহ সেই অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। পরক্ষণেই বুড়ী আমার হাত ধরিয়া ঘর হইতে বাহিরে আনিল এবং কত পথ ঘুরাইয়া একটা বাগানের নিকট আমায় ছাড়িয়া দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

"আমিও চীৎকার করিতে লাগিলাম, কিন্তু যে স্থানে সেই বৃদ্ধা আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল, সেখানে লোকজন নাই বলিলেও চলে; এত চীৎকার করিলাম, এত কাঁদিলাম, কেহই আমার সাহায্যের জন্য আসিল না। এই সময় হইতে আমার আর কিছুই মনে নাই। আমি তাহার পর কি করিলাম, কেমন করিয়া এখানে ফিরিয়া আসিলাম, এখানে আসিয়াই বা কি করিলাম, কিছুই জানি না। যখন রাত্রি হইল, বর আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আমার জ্ঞান হইল; তখন আমি সমস্ত কথা প্রকাশ করিলাম।"

এই বলিয়া গৌরী স্থির হইল এবং একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া শোভন সিংকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনার কন্যার গাত্রে কোন অলঙ্কার ছিল কি?"

শো। আজ্ঞে হাঁ, প্রায় দুই সহস্র টাকার অলঙ্কার রূপসীর গাত্রে ছিল।

আ। আপনার ভাবী জামাতার মুখে শুনিলাম, আপনার আর্থিক অবস্থা বড় ভাল নহে। আপনি এত টাকার গহনা কোথায় পাইলেন ?

শো। আমার ভাবী জামাতা সত্য সত্যই বলিয়াছেন। আমি অত্যন্ত দরিদ্র। কিন্তু বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে আমার আত্মীয়গণ এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধনবানের পত্নী। তাঁহারাই জোর করিয়া তাঁহাদের অলঙ্কারগুলি রূপসীকে পরাইয়া দিয়াছিল। আমি এখন ধনে প্রাণে মারা গেলাম।

আ। এ অঞ্চলে আপনার কেহ শত্রু আছে কি ?

শোভন সিং কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন, "আমারই এক আত্মীয় আমার ঘোর শত্রু ছিলেন। তাঁহারও নিবাস এই গ্রামে ছিল। কিন্তু এক বৎসর হইল, ভজন সিং কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছিলাম, তিনি না কি সন্ন্যাসী হইয়া দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।"

আ। তাহা হইলে যে সন্ন্যাসী রূপসীকে খুন করিয়াছে সেই হয় ত ভজন সিং—আপনার পূর্ব্ব শত্রু। এতদিন কোনরূপ সুবিধা করিতে না পারায় আপনার উপর কোনরূপ প্রতিহিংসা লইতে পারে নাই। আজ আপনার কন্যার গাত্রে অনেক টাকার গহনা দেখিয়া কৌশলে সেই বুড়িকে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

শো। আপনার অনুমান সত্য হইলেও হইতে পারে।

আ। আপনার আর কোন আত্মীয় আছে ?

শো। আত্মীয়ের মধ্যে আমার ভগ্নী—গৌরি তাহারই কন্যা।

আ। গহনাগুলিও কি তাঁহারই ?

শো। আজ্ঞে না—সেও আমার মত দরিদ্রা, অত টাকার গহনা সে কোথায় পাইবে ?

আ। তাঁহার নিবাস কোথায় ?

শো। সিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কিছু দূরে।

আ। সধবা না বিধবা ?

শো। আজ্ঞে সধবা—এই যে আমার ভগ্নিপতি আপনার সম্মুখেই দণ্ডায়মান।

এই বলিয়া শোভন সিং একজন বলিষ্ঠ যুবককে দেখাইয়া দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শোভন সিংকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি গৌরীকে বলিলাম, "মা, আমাকে সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে নিয়ে যেতে পার ?"

কিছুক্ষণ ভাবিয়া গৌরী বলিল, "না—কোন্ রাস্তা দিয়ে যে সেই বুড়ি আমাদের দুজনকে নিয়ে গিয়েছিল, সে কথা আমার কিছুই মনে নাই। তা ছাড়া, তখন আমরা যে যে কার্য্য করেছি, যেন অজ্ঞান হয়েই করেছি।"

আ। তুমি ত বলেছিলে, গাড়ী করে গিয়েছিলে ?

গৌ। আজ্ঞে হাঁ—গাড়ী ক'রেই গিয়েছিলাম।

আ। কোচম্যানকে চেন ?

গৌ। দেখ্‌লে চিনতে পারি।

আ। গাড়ীখানা কোথাকার ?

গৌরী বিরক্ত হইয়া বলিল, "সে কথা আমি কি জানি ?"

গৌরীকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভাবিলাম, তাহার দ্বারা আমার কোন সাহায্য হইবে না পদ্মপুকুর আমার জানা ছিল। সেখান হইতে কিছুদূরে আজ কাল যেখা... জগু বাবুর বাজার সেখানে একটা ঠিকা গাড়ীর আস্তাবলও ছিল। সেই আস্তাবলে গিয়া সন্ধান লইবার ...ছা হইল।

আমি তখন লাল সিংকে আশ্বাস দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম এবং শোভন সিং এর বাটী হইতে বাহির হইবার উদ্‌যোগ করিতেছি, এমন সময়ে শোভন সিং কাঁদিতে কাঁদিতে আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "আমি ধনে প্রাণে মারা গেলাম। এই দুঃসময়ে লাল সিং আমাকে অন্যায় করিয়া যৎপরোনাস্তি অপমান করিতেছে। কিন্তু সে যাহাই হউক, আপনি আমার একটী উপকার করুন—যে ব্যক্তি রূপসীকে খুন করিয়াছে তাহাকে ফাঁসী দিন। এখন আমার বেশ মনে পড়িতেছে যে, আমার সেই পূর্ব্বশত্রুই রূপসীকে খুন করিয়া তাহার গাত্রের অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিয়াছে। কিন্তু সে আপনাদিগের হস্ত হইতে পলায়ন করিতে পারিবে না, আপনাদের চক্ষে ধূলি দিতে পারিবে না। আজই হউক বা কালই হউক, সে নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে। আপনি তাহাকে ফাঁসী দিয়া আমার অন্তরের জ্বালা নিবারণ করুন।" এই বলিয়া চিৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনেক সান্ত্বনার পর তিনি কিছু সুস্থ হইলে আমি সেখান হইতে বাহির হইলাম।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ভবানীপুর সহর হয় নাই। এখনকার মত এত লোকেরও বাস ছিল না। পথের দুই পার্শ্বে তৈলের আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল, দুই একটা কুকুর পথের আবর্জ্জনারাশির নিকট দাঁড়াইয়া আহারের দ্রব্য অন্বেষণ করিতেছিল ; আর মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছিল।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমি আস্তাবলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দুই তিন ব্যক্তি তখনই আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার গাড়ীর প্রয়োজন আছে কি না ? আমারও গাড়ীর আবশ্যক ছিল, সেই মত উত্তর দিয়া একজনকে বলিলাম, "তোমা-দের মধ্যে কেহ কি আজ প্রাতে দুইটা বালিকা ও একজন বৃদ্ধাকে এখান হইতে কোথাও লইয়া গিয়াছিলে ?"

আমার প্রশ্ন শুনিয়া কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না ; পরস্পর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছু পরে একজন উত্তর করিল, "কই, না মহাশয় !"

তাহার কথায় আমার বিশ্বাস হইল না। আমি তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। বলি-লাম,—"কেন বাপু মিথ্যা কথা বলিতেছ ? ভাড়া পাইয়াছ, লইয়া গিয়াছ, কোন অন্যায় কাজ কর নাই, লুকাইবার প্রয়োজন কি ?"

আমার কথায় আশ্বস্ত হইয়া একজন বলিয়া উঠিল,—"আজ্ঞে সলামত কোচমান সে সওয়ারি নিয়ে গিয়েছিল। এখনও গাড়ী ফিরে আসে নি।"

এই কথা শেষ হইতে না হইতে গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরেই একখানা সেকেণ্ডক্লাস গাড়ী লইয়া সলামত উপ-

স্থিত। তাহাকে দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "ইহারই নাম সলামত।"

আমার পোষাক দেখিয়া ও তাহার নাম শুনিয়া সলামতের ভয় হইল। সে লাগামটী গাড়ীর চালে বাঁধিয়া নামিয়া পড়িল। পরে আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন মশায়? আমাকে কি দরকার?"

আমি বলিলাম,—"আজ প্রাতে তুমি দুইটী বালিকা ও এক বৃদ্ধাকে যেখানে লইয়া গিয়াছিলে আমাকে এখনই সেখানে লইয়া চল।"

সলামত প্রথমে কোন উত্তর করিল না। সে একমনে কি ভাবিতে লাগিল। আমি বলিলাম,—"তোমার ঘোড়া যদি ক্লান্ত হইয়া থাকে আর দুইটী ঘোড়া ভাড়া কর। আমি ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া দিব।"

তবুও সলামত উত্তর করিল না। সে কেবল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কথার উত্তর দিতেছ না কেন? সহজে না রাজী হও অন্য উপায় দেখিব।"

অনেক কষ্টে সলামত উত্তর করিল,—"সে জায়গাটা আমার ঠিক মনে নাই।"

আমার রাগ হইল। আমি কর্কশ স্বরে বলিলাম,—"দেখ সলামত! এই কাজ অনেকদিন থেকে করছি। তোমার মত অনেক লোক দেখেছি। তুমি একজন প্রবীণ লোক হ'য়ে মিথ্যা ক'রে বল, যে জায়গাটা মনে নাই? বিশেষ তুমি একজন পাকা কোচমান। একবার যে স্থান দেখ্‌বে সে আর জন্মে ভুল্‌বে না।"

আমার তোষামোদপূর্ণ কথায় সলামত ভুলিয়া গেল। বলিল,

"হুজুর, আমি মিছা বলি নি। যে পথ দিয়ে বুড়ী আমাকে নিয়ে গেল, সে পথ আমি আগে দেখি নি। এখনও যে আপনাকে সহজে নিয়ে যেতে পারবো এমন বোধ হয় না। চলুন, আমার ঘোড়া আজ বড় বেশী খাটে নাই, পাঁচটার সময় ঘোড়া বদল করেছি।"

আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া সলামতের গাড়ীতে উঠিলাম। বাসায় যাইবার জন্য যে গাড়ী ঠিক করিতেছিলাম, তাহার কোচমান ভাড়া না পাওয়ায় আন্তরিক বিরক্ত হইল। গাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া সলামত অশ্বে কশাঘাত করিল। সেই রাত্রে বাসা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পক্ষীরাজদ্বয়ের ইচ্ছা ছিল না; তাহারা দু-একবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিল কিন্তু উপর্য্যুপরি কশাঘাতে অগত্যা দৌড়িতে বাধ্য হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নকুলেশ্বর-তলা পার হইয়া গাড়ী ক্রমাগত দক্ষিণমুখেই যাইতে লাগিল। পূর্ব্বে দুই একটা আলোক দেখিতে পাইতেছিলাম, কিন্তু ক্রমে আর তাহাও দেখা গেল না। পথটী অতি সঙ্কীর্ণ, দুইপার্শ্বে বাগান বা বন। বড় বড় বৃক্ষগুলিতে খদ্যোতকুল আশ্রয় লইয়াছিল। দূর হইতে সেগুলিকে অতি মনোরম দেখাইতেছিল।

একে রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর আকাশে চন্দ্র নাই। চারিদিক ভয়ানক অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পথে জন-

প্রাণীর সাড়া-শব্দ নাই, কোথাও একটীও আলোক নাই। কোচমান অতি কষ্টে গাড়ীর আলোকে শকট-চালনা করিতেছিল।

কিছুদূর এইরূপে গমন করিয়া কোচমান সহসা গাড়ী থামাইল। আমি ভাবিলাম, বুঝি সে যথাস্থানে আসিয়া পড়িয়াছে এবং সেই মনে করিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় কোচমান বলিল, "বাবু! পথ ভুলে অন্যদিকে এসে পড়েছি। সে বাগানখানি এদিকে নয়। আমরা পূর্ব্বদিকে যে গলিটা ছেড়ে এসেছি, বোধ হয় সেই পথেই আমাদিগকে যেতে হবে।"

একে রাত্রি অধিক, তাহার উপর সেই ঘোর অন্ধকার, তাহাতে আবার আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কোচমানের কথায় আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে আমি কর্কশস্বরে বলিলাম, "তুমি কি মনে করিয়াছ যে, আমার চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন করিবে?" আমি বহুদিন হইতে এই কার্য্য করিতেছি। চোর, ডাকাত, দস্যুদিগের সহিত আমার চির বিবাদ, বদ-মায়েসগণ আমার নাম শুনিলে থর থর বিকম্পিত হয়! আর তুমি একজন সামান্য কোচমান হইয়া আমার সহিত চাতুরী করিতেছ? ধন্য তোমার সাহস! কিন্তু তুমি মনে করিও না যে, আমি তোমার কথায় ভুলিব। যদি ভাল চাও, এখনই সেইস্থানে লইয়া চল।"

আমাকে অত্যন্ত রাগান্বিত দেখিয়া কোচমান গাড়ী হইতে অবতরণ করিল এবং আমার পদতলে বসিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল, "হুজুর! আমার এমন সাহস নাই যে, আমি পুলিসের বাবুকে প্রবঞ্চনা করবো। [illegible]র দোহাই, আমি সত্য সত্যই পথ ভুলে গিয়েছি। এ[illegible]তে এই ঘোর অন্ধকার, আমি

রাস্তা চিন্‌তে পাচ্চি না। আপনি একটু এই গাড়ীতে বসুন, আমি একবার দেখে আসি।"

এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে সেখান হইতে চলিয়া গেল। আমি সেই ভয়ানক তমসাচ্ছন্ন নিশীথে একাকী সেই অপরিচিত স্থানে বসিয়া রহিলাম। একবার মনে হইল, লোকটা যদি দলবল লইয়া হঠাৎ আমায় আক্রমণ করে, তাহা হইলেই আমার সর্ব্বনাশ! একা দুই জনের বিরুদ্ধেও আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়, কিন্তু যদি তিন চারিজন বা ততোধিক লোকে একেবারে চারিদিক হইতে আক্রমণ করে, তাহা হইলে কি করিব ? লোকটাকে ছাড়িয়া দিয়া ভাল করি নাই। সে ত স্বচ্ছন্দে গাড়ী লইয়া পথ অন্বেষণ করিতে পারিত! গাড়ীর সহিত আমাকে এখানে রাখিয়া গেল কেন ? নিশ্চয়ই তাহার মনে কোন দুরভি-সন্ধি আছে।

এই প্রকার চিন্তা করিয়া আমি পকেট হইতে ক্ষুদ্র পিস্তলটী বাহির করিলাম এবং গাড়ী হইতে নামিয়া নিকটস্থ একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে গিয়া প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভাবিলাম, যদি কোচমান একা আইসে, তাহা হইলে কোন কথাই নাই। কিন্তু যদি লোক জন লইয়া আইসে, তাহা হইলে তাহার অভিপ্রায় নিশ্চয়ই মন্দ।

কিছুক্ষণ পরে অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি পিস্তলটী ঠিক করিয়া ধরিলাম। কিন্তু আমার অনুমান মিথ্যা হইল। কোচমান একাই ফিরিয়া আসিয়া একেবারে গাড়ীর নিকটে গেল এবং দরজার নিকট দাঁড়াইয়া বলিল, "হুজুর! পথ ঠিক করিয়াছি। আর কোন ভয় নাই।"

কোচমানের কথায় আন্তরিক প্রীত হইলাম এবং ধীরে ধীরে আসিয়া পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। কোচমান ভাবিল, আমি বুঝি প্রস্রাব করিতে গিয়াছিলাম। সেই ভাবিয়া সে বলিল, বাবু, প্রস্রাব কর্‌তে কতদূরে গিয়েছিলেন, এই অন্ধকারে কে আপনাকে দেখ্‌তে পেত, পেলেই বা আপনার কি কর্‌তো ?"

আমি সে কথার কোন উত্তর করিলাম না, বলিলাম, "যদি ঠিক সন্ধান পাইয়া থাক, তবে একটু শীঘ্র লইয়া চল। রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে। এমন সময় সেখানে গিয়া যে আজ কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারি, এমন ত বোধ হয় না।"

কোচমান কোন উত্তর না দিয়া অশ্বে কশাঘাত করিল। অশ্বদ্বয় ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। প্রায় আধঘণ্টা পরে একটী প্রকাণ্ড বাগানের ভাঙ্গা ফটকের নিকট গাড়ী থামাইয়া কোচমান বলিল, "হুজুর, এই সেই বাগান। এই বাগানের ভিতর একখানা ভাঙ্গা বাড়ী আছে। বুড়ী মেয়ে দুটীকে নিয়ে সেই বাড়ীতে গিয়েছিল। তার পর কি হ'ল আমি জানি না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাগানখানি কার ?"

কো। আজ্ঞে সে কথা বলেত পার্‌লাম না। এদিকে আমি আর কখনও আসি নাই।

আ। নিকটে কোন বাড়ী আছে ?

কো। আজ্ঞে না। চার্‌দিকেই বাগান।

আ। বাগান থাকিলে নিশ্চয়ই মালি আছে, তাহাদের বাস করিবার ঘরও আছে। সকালে কোন্ মালীর সহিত তোমার দেখা হইয়াছিল ?

কো। আজ্ঞে না—জনপ্রাণী না।

আ। এখান হইতে ফাঁড়ী কতদূর ?

কো। প্রায় একক্রোশ।

আ। তোমাকে বলিষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে, চল দেখি, উভয়ে বাগানের ভিতর যাই। প্রয়োজন হইলে তোমাকে আমার সাহায্য করিতে হইবে। পারিবে ?

কো। হুজুর—খুব পারিব। আমি একাই তিনজনকে রাখ্‌বো।

ঈষৎ হাসিয়া কোচমানকে সঙ্গে লইলাম এবং অতি সন্তর্পণে সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া বাগানে প্রবেশ করিলাম। আমার পকেটে চোরা লণ্ঠন ছিল, বাহির করিয়া জ্বালিয়া ফেলিলাম এবং সেই আলোকের সাহায্যে অতি ধীরে ধীরে একটী ভগ্ন অট্টালিকার দ্বারে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, দরজা খোলা। কোচমানকে সঙ্গে লইয়া আমি সেই দ্বার অতিক্রম করিলাম এবং অতি সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

বাহিরেও যেমন অন্ধকার, ভিতরেও ততোধিক, যতক্ষণ বাহিরে ছিলাম, চোরা লণ্ঠনটী হাতে ছিল, তাহারই মৃদু আলোকে কিছু কিছু দেখিতেও পাইতেছিলাম। কিন্তু ভিতরে যাইয়া লণ্ঠনটী পকেটে রাখিলাম। ভাবিলাম, যদি কেহ দেখিতে পায়, এখনই পলায়ন করিবে। তাহা হইলে সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কাহা-কেও খুঁজিয়া বাহির করা বড় সহজ হইবে না।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটা প্রকাণ্ড ঘরের দরজার সম্মুখে আসিলাম। বাহির হইতে দেখিলাম, ভিতরে তিনজন প্রশান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসী একমনে ধ্যানে নিমগ্ন। সকলেরই চক্ষু মুদিত; সকলেই

নাভীর নিম্নে করদ্বয় মিলিত করিয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত। সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নি ধূ ধূ শব্দে জ্বলিতেছিল।

তাহাদের গভীর ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আমার ভক্তির উদ্রেক হইল। যে কার্য্যে গিয়াছিলাম, সহসা তাহা করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, এমন শান্তমূর্ত্তি যাহাদের, তাহারা নারীহত্যা করিবে কেন? কিন্তু পরিক্ষণেই দেখিলাম, তিনজনের ললাটদেশে সিন্দুরের দীর্ঘফোঁটা, গলে রুদ্রাক্ষ মালা, হস্তেও অনেকগুলি রুদ্রাক্ষ, পরিধানে রক্তবর্ণ পট্টবাস, গলে যজ্ঞোপবীত। বেশ দেখিয়াই বোধ হইল, তাহারা কাপালিক। শক্তি-উপাসক। শুনিয়াছি, কাপালিকগণ সিদ্ধ হইবার জন্য নরহত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। এরূপ ঘটনা অনেক শোনা গিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের দ্বারা নারীহত্যা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। যে শক্তির উপাসনার জন্য তাহারা সেই কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতেছে, ইচ্ছা করিয়া কেন তাহারা সেই শক্তিকে খুন করিবে, বুঝিলাম না।

যাহাই হউক, দ্বার সমীপে গিয়া যখন দেখিলাম, তিনজন মাত্র সন্ন্যাসী—আর কোন লোক নাই, তখন আমার সাহস হইল। আমি বাহির হইতে জুতার শব্দ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, সে শব্দে তাহাদের ধ্যান ভঙ্গ হইবে। কিন্তু আমার অনুমান মিথ্যা হইল। তাহাদের কেহই চক্ষু উন্মীলন করিল না, সকলেই পূর্ব্বের মত ধ্যানে নিমগ্ন রহিল।

আমি আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। কোচমানকে বাহিরে রাখিয়া আমি একাই ভিতরে যাইলাম এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। অনেক ডাকাডাকির পর সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ চক্ষু চাহিল, কিন্তু সম্মুখে আমাকে দেখিয়া পুনরায় চক্ষু মুদিত

করিল। আমি বিষম ফাঁপরে পড়িলাম। কাহারও নাম জানি না. সুতরাং কি বলিয়া ডাকিব স্থির করিতে না পারিয়া, পুনরায় চিৎকার করিতে লাগিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মীলন করিল, আমাকে পরিষ্কার বাঙ্গালা ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাপু! এখানে এত গোলযোগ করিতেছ? গোলমালের ভয়ে আমরা লোকালয় ছাড়িয়া এই নির্জ্জন বনের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছি। আর তুমি কি না স্বচ্ছন্দে এখানে আসিয়া আমাদের ধ্যান ভঙ্গ করিতেছ। আকৃতি দেখিয়া তোমায় জ্ঞানবান্ বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু এ কি কাজ তোমার!"

গৌরীর মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে তাহাদের উপর কিছুমাত্র ভক্তির উদ্রেক হয় নাই। বরং তাহার মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া আমার ক্রোধ হইল। রাগ সম্বরণ করিয়া ঈষৎ কর্কশ স্বরে বলিলাম, "আর তোমার সাধুগিরিতে কাজ নাই। এখন ওঠ, আমার সঙ্গে থানায় চল।"

থানার নাম শুনিয়া সন্ন্যাসীর কিছুমাত্র ভয় হইল না। সে হাসিয়া উঠিল, পরে বলিল, "চল, আমাদিগকে যেখানে লইয়া যাইবে সেইখানেই যাইব। কিন্তু সেখানে যেন একটু নির্জ্জন স্থান পাই, আমরা যেন নির্ব্বিবাদে ধ্যান করিতে পারি।"

আমি হাসিয়া উঠিলাম। হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "এখন বুজরুকি রাখ ঠাকুর! সকালে যে কাণ্ড করেছ, তাহাতে শীঘ্রই চিরধ্যানে নিমগ্ন হতে হবে। আগে উঠ, পরে এই দুই জনকে নিয়ে শীঘ্র আমার সঙ্গে এস।"

সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে বলিল, "সত্যই কি আমাদিগকে তোমার সহিত যাইতে হইবে? সকালে কি কাণ্ড করেছি বাবা?"

আ। এখনও বলিতেছি, বুজরুকি রাখ, সকালে কি করেছ জান না না কি?

স। ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। আমি সেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে বলিতেছি যে, সত্যই আমি তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম, "সে কি! শোভন সিংহের কন্যাকে খুন করিয়া আবার মিথ্যা কথা বলিতেছ? তুমি কেমন সন্ন্যাসী? শক্তির উপাসক হইয়া শক্তিকে খুন?"

আমার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী হাসিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "বাবা! তোমার ভুল হইয়াছে। কোথায় আসিতে কোথায় আসিয়াছ, আমরা শোভন সিংএর কন্যাকে আজ দেখিও নাই।"

আ। আজ দেখ নাই, তবে কি আর কখনও দেখিয়াছিলে?

স। সে অনেক দিনের কথা।

আ। তবে তুমি শোভন সিংকে চেন?

স। বেশ চিনি, আমারই এক আত্মীয়ের নাম শোভন সিং। রূপসী নামে তার এক কন্যা ছিল। কিন্তু জানি না, সে এখনও জীবিত আছে কি না?

আ। তোমার আত্মীয়ের নিবাস কোথায়?

স। [illegible] — এই ভবানীপুরেই তাহার বাড়ী।

আ। [illegible] তোমার?

স। [illegible] বাড়ীর নিকটে ছিল; কিন্তু এখন আর নাই। এখন [illegible] সেই আমার বাড়ী।

আ। কত দিন হইল তুমি এই বেশ ধরিয়াছ?

স। প্রায় দুই বৎসর হইল।

আ। সংসার ত্যাগ করিলে কেন ?

স। সে অনেক কথা।

আ। শোভন সিং কি তোমার শত্রু ?

স। না—এ জগতে আমার শত্রুও কেহ নাই, মিত্রও কেহ নাই।

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া আমার সন্দেহ বৃদ্ধি হইল। ভাবিলাম, সে নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলিতেছে। পাছে শোভন সিংকে শত্রু বলিয়া প্রকাশ করিলে আমার মনে সন্দেহ হয়, এই মনে করিয়া সে বোধ হয় কথাটা লুকাইল। এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলাম, "আজ প্রাতে কি কোন বৃদ্ধা তোমার নিকট দুইজন বালিকা আনিয়াছিল ?"

স। কেমন করিয়া জানিব ? সমস্ত দিনের পর এই আমি চক্ষু চাহিতেছি।

আ। বৃদ্ধা যে দুইটী বালিকাকে এখানে আনিয়াছিল তাহার সাক্ষী আছে। যে গাড়ীতে করিয়া তাহারা তোমার নিকট আসিয়াছিল, সেই গাড়ীর কোচমান আমার সঙ্গেই আছে।

স। হইতে পারে—আপনার কথা যথার্থ হইতে পারে। কিন্তু আমি আজ সমস্ত দিনই ধ্যানে নিমগ্ন।

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইয়া গেল দেখিয়া, আমি তাহাকে বলিলাম, "বিচার পরে হইবে, এখন তোমরা তিনজন আমাদের সঙ্গে আইস।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই সন্ন্যাসী অপর দুইজনের ধ্যানভঙ্গ করিল। তখন তিনজনে মিলিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাহির

হইল এবং বাগান পার হইয়া সেই ভাঙ্গা ফটকের নিকট উপস্থিত হইল। ফটকের সম্মুখেই গাড়ী ছিল। আমি সন্ন্যাসী তিনজনকে তাহাতে উঠিতে বলিলাম। সকলে গাড়ীতে উঠিলে, কোচমান শকট চালনা করিল।

বাসায় ফিরিতে রাত্রি একটা বাজিয়া গেল। তখন সন্ন্যাসী তিনজনকে আটক করিতে বলিয়া আমি বিশ্রাম লাভ করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া অগ্রে সেই সন্ন্যাসীত্রয়কে দেখিতে গেলাম। যে ঘরে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলাম, তাহার দ্বারে দুইজন প্রহরী ছিল। সন্ন্যাসীদিগের কার্য্য লক্ষ্য করিতে এবং তাহাদের কথোপকথন শুনিবার জন্য আমি তাহাদিগকে পূর্ব্ব রাত্রে নিযুক্ত করিয়াছিলাম।

প্রহরীদ্বয়ের মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে তাহাদিগের উপর কোনরূপ সন্দেহ করা যায় না। তাহারা বলিল, সন্ন্যাসীগণ কোন কথা কহে নাই, যেখানে বসিতে বলা হইয়াছিল সমস্ত রাত্রি সেই-স্থানে চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়াছিল। ঘরে এক সামান্য আলোক দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু একমুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষু উন্মীলন করে নাই, কথা কহা দূরে থাক, কেহ একটী শব্দও করে নাই। অথচ গৌরীর মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে ত তাহাদিগের উপরই ভয়ানক সন্দেহ হয়। এ কি রহস্য!

একজন সন্ন্যাসীর মুখে শুনিলাম, শোভন সিং তাহার পরিচিত। শোভন সিং বলিযাছিলেন, ঐ সন্ন্যাসী তাহার পরম শত্রু। এত দিন সুবিধা পায় নাই বলিয়া কোন অপকার করিতে পারে নাই। সন্ন্যাসী কিন্তু সে কথা স্বীকার করিল না। তবে কি সন্ন্যাসীত্রয় নির্দ্দোষী ? আমি কি অন্যায় সন্দেহ করিয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়াছি। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমার যথেষ্ট পাপ সঞ্চয় হইল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু গৌরীর কথাই বা কেমন করিয়া মিথ্যা বলি। গৌরীর বয়স চৌদ্দ-পনের বৎসরের অধিক হইবে না। এ বয়সে সে যদি এত মিথ্যা কথা সাজাইয়া বলিতে পারে, তাহা হইলে বড় হইলে সে কি করিবে বলা যায় না।

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি সন্ন্যাসীদিগের নিকট গমন করিলাম। দেখিলাম তখনও তাহাদের চক্ষু মুদিত। একবার তাহাদের জিনিষপত্রগুলি দেখিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু সন্ন্যাসী-দিগের আবার কি জিনিষ থাকিবে ? যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছে, যাহারা মন হইতে বাসনা দূর করিয়াছে, তাহারা আবার সঞ্চয় করিবে কি ? তবে যদি ভণ্ড হয়, তাহা হইলে কিছু পাইলেও পাইতে পারি। এই ভাবিয়া আমি তাহাদের পরিচ্ছদ, কমণ্ডলু প্রভৃতি দ্রব্যগুলি অন্বেষণ করিতে আদেশ করিলাম।

যে দুইজন কনষ্টেবল প্রহরী ছিল, তাহারা তখনই আমার আদেশ পালন করিল, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সফল হইল না। ভাবিয়া-ছিলাম, যদি দুই একখানা গহনা বাহির করিতে পারি, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই রূপসীকে খুন করিয়াছে। কিন্তু সেরূপ কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না।

এইরূপ গোলযোগে সন্ন্যাসীগণের ধ্যান ভঙ্গ হইল। আমি

তখন অপর সকলকে সেখান হইতে দূর করিয়া গত রাত্রে যাহার সহিত কথা কহিয়াছিলাম, তাহাকে বলিলাম, "শোভন সিং তোমার নামে যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহাতে তোমাকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে। যদি নিজের মঙ্গল চাও, তাহা হইলে যাহা জান সত্য করিয়া প্রকাশ কর।" শোভন সিং বলেন যে, তুমি তাহার পরম শক্র এবং আর কোন উপায়ে প্রতিশোধ লইতে না পারিয়া অবশেষে তাহার এককাত্র কন্যাকে হত্যা করতঃ তাহার গাত্রের প্রায় দুই সহস্র টাকার অলঙ্কার অপহরণ করিয়াছ। শোভন সিংএর মুখে শুনিয়াছিলাম, সেই সন্ন্যাসীর নাম ভজন সিং। সত্য মিথ্যা জানিবার জন্য আমি সন্ন্যাসীকে নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। সন্ন্যাসী উত্তর করিল, সত্যই তাহার নাম ভজন সিং।

আমার কথা শুনিয়া ভজন সিং হাসিয়া উঠিল। বলিল, "আমি তাহার শক্র? না মহাশয়, সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী কাহারও শক্রতাচরণ করে না। এ জগতে আমারও শক্র কেহ নাই, আমিও কাহার শক্র নয়। যেরূপ করিলে আপনার বিশ্বাস হয়, আপনি স্বচ্ছন্দে তাহাই করুন, আমার তাহাতে কোন প্রকার ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। জীবন ক্ষণস্থায়ী, আজ হউক বা দুদিন পরেই হউক, কোন না কোন দিন আমাকে মরিতেই হইবে।"

আ। আমি শুনিয়াছি, তুমি অতি অল্পদিনই বিরাগী হইয়াছ, এখনকার কথা বলিতেছি না, পূর্ব্বে যখন তুমি সংসারাশ্রমে ছিলে, তখনকার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। শোভন সিংএর সহিত তোমার কিরূপ সম্পর্ক আছে? কেনই বা তুমি সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলে?

স। সমস্তই বলিতেছি——যদি একান্তই শুনিতে চান, শুনুন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার নাম ভজন সিং, আমি পিতার একমাত্র পুত্র। অল্প বয়সেই মাতৃহীন হওয়ায় আমি পিতার বড় আদরের সামগ্রী ছিলাম। আমার এক জ্ঞাতি ভগ্নী ছিল, পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় সে আমাদের বাড়ীতেই প্রতিপালিতা। তাহার সহিত শোভন সিংহের বিবাহ হয়। শোভন সিং সম্পর্কে ভগ্নীপতি। ভগ্নীপতি হইলেও শোভন সিং আমাকে দেখিতে পারিত না। আমিও তাহার সহিত মিশিতাম না। ক্রমে এই মনোবিবাদের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আমি তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতাম না। শোভন সিং কিন্তু আমার অপকারের চেষ্টা করিতে লাগিল। সুবিধা পাইলেই আমার অনিষ্ট করিতে লাগিল। এই সময়ে হঠাৎ হৃদরোগে আমার পিতার মৃত্যু হয়। যখন আমি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলাম, তখন হইতে শোভন সিংহের মতিগতি ফিরিতে লাগিল। উপযাচক হইয়া আমার সহিত দেখা করিল, কত মিষ্ট কথায় আমাকে সান্ত্বনা করিল, আপনার অসদাচরণের জন্য বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। শোভন সিংহের তৎকালীন অবস্থা ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার মনে কেমন বিশ্বাস হইল। আমি তাহার বশীভূত হইলাম। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হইল। উভয়ে মিলিয়া জুয়ার দলে মিশিলাম। তাহার পর যাহা ঘটিল তাহা আর বলিবার নয়। অল্প দিনের মধ্যে আমি নিঃসম্বল হইয়া পড়িলাম। পিতার বহু কষ্টে সঞ্চিত প্রায় লক্ষাধিক টাকা জুয়া খেলিয়া জলে ফেলিয়া দিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার অধিকাংশই শোভন সিংএর উদর পূর্ণ করিয়াছিল। আমাকে নিঃস্ব করিয়াও শোভন সিংএর তৃপ্তি হইল না, সে আমাকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিল। সৌভাগ্যক্রমে দুইজন ভদ্রলোক সাক্ষী

ছিলেন বলিয়াই সে যাত্রা অব্যাহিত পাই। এইরূপে নানা কারণে মনে কেমন বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, আমি সংসার ছাড়িয়া গুরুর নিকট যাইলাম। সেখানে দীক্ষা লইয়া সেই নির্জ্জন বনে সাধনা করিতে থাকি। কিছুদিন হইল, এই দুইজনের ইচ্ছায় আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু এখানেও নিস্তার নাই—শোভন সিং আমাকে প্রাণে মারিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহাতে সন্ন্যাসীর কি করিবে?

এই বলিয়া সন্ন্যাসী স্থির হইল। সে যে ভাবে কথাগুলি বলিল, তাহাতে তাহার কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তাহার কথাবার্ত্তায় তাহাকে বিদ্বান ও মহাশয় ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইল এবং এতক্ষণ যে তাহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হয় নাই, তজ্জন্য অনুতপ্ত হইলাম। আমি তখন অতি বিনীত-ভাবে বলিলাম,—"শোভন সিং আপনাকেই তাঁহার কন্যার হত্যা-কারী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছে এবং তাঁহারই কথামত আমি আপনাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইয়াছি। এখন আপনার মুখে যে সকল কথা শুনিলাম, তাহাতে আমার অবিশ্বাস নাই। কিন্তু তাহা হইলেও আমি এখন আপনাকে মুক্তি দিতে পারিব না। যতদিন না আপনার বিচার হয়, ততদিন এরূপে থাকিতে হইবে। শোভন সিংয়ের ভাগীনেয়ী আপনাকে দেখিয়াছিল। আমি এখ-নই তাহাকে এখানে ডাকিয়া আনাইতেছি। যদি সে সনাক্ত করে, তাহা হইলে বিচারে কি হয় বলা যায় না।"

সন্ন্যাসী ভজন সিং ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"মৃত্যুর জন্য ভয় করি না—যদি অদৃষ্টে থাকে তবে আমার এই অপঘাত মৃত্যুও কেহ রোধ করিতে পারিবে না। কিন্তু দেখিতেছি, আপনি ব্রাহ্মণ

সন্তান। দেখিবেন, যেন ভ্রমক্রমে একজন নিরীহ ব্রাহ্মণের মৃত্যুর উপলক্ষ না হন।"

আমি সাগ্রহে উত্তর করিলাম,—"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। যাহাতে প্রকৃত দোষীকে গ্রেপ্তার করিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে পারি, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব। তবে ভবিতব্যের কথা বলিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার নাই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী ভজন সিংএর নিকট বিদায় লইয়া আমি তখনই এক-জন লোককে শোভন সিংএর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলাম, দুইজন উপযুক্ত লোককে সন্ন্যাসীদিগের আড্ডায় গিয়া সেই ঘরটী বিশেষ করিয়া অন্বেষণ করিতে আদেশ করিলাম এবং অপর একজনকে লাল সিংএর নিকট প্রেরণ করিলাম।

সন্ন্যাসী গ্রেপ্তার হইয়াছে শুনিয়া, শোভন সিং ভাগিনেয়ীকে লইয়া কিছুক্ষণ পরেই আমার নিকটে আসিলেন। আমি গৌরীকে সেই সন্ন্যাসিদিগের নিকট লইয়া গেলাম। গৌরী তাঁহাদিগকে দেখি-য়াই চীৎকার করিয়া সেখান হইতে পলায়ন করতঃ শোভন সিংএর পশ্চাতে গমন করিল। তাঁহার ভাব-গতিক দেখিয়া আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, সে ঐ সন্ন্যাসী তিনজনকেই দেখিয়াছিল।

শোভন সিং আমার নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন। এক রাত্রের মধ্যে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছি বলিয়া আমার

যথেষ্ট সুখ্যাতি করিলেন। কিন্তু আমার সে সকল বড় ভাল বোধ হইল না। আমিও মিষ্ট কথায় তাঁহাকে বিদায় দিয়া বলিলাম, "প্রয়োজন হইলে সংবাদ দিব।"

শোভন সিং চলিয়া গেলেন। প্রায় একঘণ্টা পরে যে দুইজন লোককে সন্ন্যাসীর সেই বাসস্থানে অন্বেষণ করিতে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারাও ফিরিয়া আসিল এবং একছড়া স্বর্ণ-হার আমার হস্তে দিয়া বলিল যে, তাহারা সেই ঘরটী তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াছে কিন্তু ঐ একছড়া হার ভিন্ন আর কোন গহনা দেখিতে পায় নাই।

হারছড়া হাতে লইয়া আমি তাহাদিগকে বিদায় দিলাম। পরে একমনে ঐ সকল বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, সন্ন্যাসীর কথা কোনরূপেই অবিশ্বাস করা যায় না। তিনি শোভন সিং সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সত্য বলিয়া বোধ হইল। লোকটা তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে এবং এখনও যে করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এই হারছড়া কোথা হইতে আসিল? গত রাত্রে আমি স্বয়ং অন্বেষণ করিয়াছিলাম কিন্তু কই, তখন ত কিছুই দেখিতে পাই নাই। অতি সামান্য সময়ের মধ্যেই যখন হারছড়া খুঁজিয়া পাইয়াছে, তখন ইহা বিশেষ লুকান ছিল এমন বোধ হয় না। একি রহস্য? তবে কি সত্যসত্যই সন্ন্যাসী হইয়া বালিকা হত্যা করিল?

কিছুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম, সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই সত্য বলিয়াছেন। শোভন সিং লাল সিংএর সহিত যেমন ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে তাহাকেই শঠ ও প্রতারক বলিয়া বোধ হইতেছে। এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে যে, প্রকৃত দোষী অপরের স্কন্ধে দোষারোপ করিবার জন্য অনেকপ্রকার উপায় অবলম্বন

করিয়াছে। শোভন সিং যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাহাতে তাহার পক্ষে উহা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে লাল সিং সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিলাম। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন,—"আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহাই সম্পূর্ণ সত্য। শোভন সিং অত্যন্ত চতুর—তিনি না পারেন এমন কাজ অতি অল্প। সেই গত রাত্রে আপনার ফিরিয়া আসিবার পর কোনরূপে ঐ হারছড়াটী সেখানে রাখিয়া আসিয়াছে। যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে আপনি কালই রাত্রে ঐ হার পাইতেন।"

আ। যদিও আমি ভালরূপ অন্বেষণ করিবার অবকাশ পাই নাই, তত্রাপি যখন দুই ব্যক্তি এত অল্প সময়ের মধ্যে এই হার বাহির করিতে পারিল, তখন আমি যে একেবারেই উহা দেখিতে পাইলাম না, ইহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। হারছড়া নিশ্চয়ই তখন সেখানে ছিল না, পরে রক্ষিত হইয়াছিল।

লা। ঠিক বলিয়াছেন—আমার বিশ্বাস রূপসী এখনও জীবিত আছে। কেবল আমাকে ফাঁকি দিবার জন্যই ঐ মিথ্যা কথা রাষ্ট্র করিয়াছে। বিবাহ না দিলে পাছে আমার টাকা ফেরৎ দিতে হয়, এই ভয়ে আপনার কন্যার মৃত্যু সংবাদ রাষ্ট্র করিয়াছে।

আ। আমারও সেইরূপ মনে হয়। কিন্তু যে বৃদ্ধা গৌরী ও রূপসীকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সে কে? তাহাকে ধরিতে না পারিলে এ রহস্য ভেদ করা অতীব দুরূহ হইবে। আপনি সে বুড়ীকে চেনেন? কোনপ্রকার অনুমান করিতে পারেন?

লাল সিং কিছুকাল কোন উত্তর করিলেন না; একমনে কি

চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"রূপবতী পত্নী সত্ত্বেও, শুনিয়াছি, শোভন সিং অপর এক বেশ্যার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিল। সে তাহারই সমবয়স্ক, দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর সহিত কোন বিষয়েই তাহার তুলনা হয় না। এ ছাড়া, আমি আর কোন রমণীর সহিত শোভন সিংএর ঘনিষ্টতা আছে কি না জানি না। একে বেশ্যা, তাহাতে বয়স হইয়াছে, তাহার উপর তাহার অবস্থাও এখন হীন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাহাকে যে বুড়ীর মত দেখাইবে, আশ্চর্য্য কি? কিম্বা সে হয় ত বৃদ্ধার ছদ্মবেশ করিয়া থাকিবে। কেন না, গোপনে বালিকা ভুলাইয়া লইয়া যাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। যে সে লোকের উপর এমন কাজের ভার দেওয়া যায় না। আমার বোধ হয়, সেই মাগীরই এই কাজ।"

আ। আপনি তাহার বাড়ী জানেন?

লা। চেষ্টা করিয়া বাহির করিব। শুনিয়াছিলাম, মেছুয়াবাজারে তাহার বাসা। তাহার নাম কামিনী।

আমি সন্তুষ্ট হইলাম। তাঁহাকে কামিনীর সন্ধান করিতে বলিলাম। লাল সিং তখনই বিদায় লইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বেলা প্রায় চারিটার সময় লাল সিং পুনরায় আমার নিকট আগমন করিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি কার্য্যে সফল হইয়াছেন।

লাল সিং আমার নিকটে বসিয়া বলিলেন, তিনি কামিনীর সন্ধান পাইয়াছেন। বয়স অধিক না হইলেও বাতে তাহাকে বৃদ্ধা করিয়াছে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কামিনীর পরিচিত কি না? লাল সিং বলিলেন, বহুদিন পূর্ব্বে একবার মাত্র তিনি কামিনীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেই অবধি আর তাহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই।

লাল সিংএর কথা শুনিয়া আমি তখনই ছদ্মবেশ পরিধান করিলাম এবং তাঁহাকে লইয়া একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলাম, কামিনীর বাসা হইতে কিছুদূরে আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম এবং ধীরে ধীরে সেইদিকে যাইতে লাগিলাম।

যখন বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা। সেদিন শনিবার। আমি বেশ বাবু সাজিয়া গিয়াছিলাম। একে শনিবার সন্ধ্যাকাল, তাহার উপর আমি একজন নব্য বাবু, তাহাতে আবার আমি অতি ধীরে ধীরে একটী বাড়ীর বারান্দার দিকে দেখিতে দেখিতে যাইতেছি। এতগুলি কারণ যখন একত্রিত হইল, তখন কার্য্য না হইয়া আর যায় কোথায়? একজন আধা বাবুগোচ লোক তখনই আমাদের নিকট আগমন করিয়া বলিল,—"বাবু! ঐ বাড়ীতে যাবেন? আমি নিয়ে যাচ্ছি, আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।"

আন্তরিক সন্তুষ্ট হইয়া আমি হাসিয়া বলিলাম,—"ও বাড়ীতে মানুষের মত কে আছে? ঐ ত সব বসে আছে?"

আগন্তুক ঠকিবার পাত্র নয়। সেও হাসিয়া বলিল,—"আপনি রসিক বটে। কিন্তু এই সাঁঝের আঁধারে এতদূর থেকে কি ভাল দেখা যায়? বাড়ীর ভিতর চলুন।"

আমি বুঝিলাম, আগন্তুক দালাল। কিছু পাইবার প্রত্যাশায় আমাকে লইয়া যাইতে চায়। বাড়ীর ভিতর যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে মনে করিয়া আমি বাহিরেই কামিনী সহ দেখা করিতে ইচ্ছা করিলাম। লোকটাকে বলিলাম,—"বাপু, তুমি আমাকে যা মনে ক'রেছ, আমি তা নয়। তবে যখন আমার কাছে এসেছ, তখন যদি আমার একটা কাজ কর, আমি তোমায় সন্তুষ্ট করিব।"

শশব্যস্তে সে বলিয়া উঠিল,—"কি কাজ বলুন ?"

আমি বলিলাম, "ঐ বাড়ীতে কামিনী নামে একটা মেয়েমানুষ আছে জান ?"

সে যেন মুখ বিকৃত করিল। কিন্তু তখনই আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, জানি বই কি ? আগে ছিল ভাল—এখন বাতে পঙ্গু।"

আমি বলিলাম, "কামিনীকে কোনরূপে আমার কাছে আনিতে পার ? আমি বাড়ীর ভিতর গিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে পারিব না।"

লোকটা কিছু কাল, আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে বলিল, "কি বলিয়া ডাকিয়া আনিব ? আপনাকে সে কি চেনে ?"

আ। আমাকে সে চেনে না, কোন রকম কৌশল করিয়া তাহাকে আনিতে হইবে।

লো। কোথা দেখা করিবেন ? এই রাস্তায় ?

আ। না, তাহারও উপায় তোমায় করিতে হইবে।

লো। কি উপায় করি ?

আ। তোমাদের কোন ঘর এখানে নাই ?

লো। আছে, কিন্তু সেখানে নিয়ে গেলে সকলকে অংশ দিতে হইবে। আমরা চারিজনে ঘরটা ভাড়া লইয়াছি।

আ। ভাল, আমি তাহাদিগকেও স্বতন্ত্র দিব, তুমি কামিনীকে সেইখানে লইয়া যাইও। আপাততঃ সেই ঘরটা আমাদিগকে দেখাইয়া দাও।

তাহাদের আড্ডা নিকটেই ছিল। লাল সিংকে লইয়া আমি সেই ঘরের ভিতর বসিলাম। যাহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, তাঁহাকেই কর্ত্তা বলিয়া বোধ হইল। সে সকলকে চুপি চুপি আমাদের সেখানে যাইবার কারণ বুঝাইয়া দিল—পুরস্কারের কথাও ভুলিল না। লাভের আশা পাইয়া সকলেই আনন্দিত হইল এবং আমাদিগকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল।

অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যেই কামিনীকে লইয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিল। তখন অপরাপর লোক সকল এক একটী অছিলা করিয়া সেখান হইতে বিদায় লইল। অবশেষে যে কামিনীকে আনিয়াছিল, সেও তামাক আনিবার নাম করিয়া সরিয়া পড়িল।

আমি দেখিলাম, কামিনীর বয়স প্রায় চল্লিস বৎসর হইলেও তাহাকে বৃদ্ধা বলা যায়। যে কারণেই হউক, সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। কোমর বাঁকিয়া শরীরের উপরার্দ্ধ নত করিয়াছে। তাহার মাথার চুল অধিকাংশ কটা। শরীরের মাংস শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছে।

অনেক কষ্টে আমার দিকে মুখ তুলিয়া কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি বাবা, তুমিই ডেকে পাঠিয়েছিলে?"

আমি বলিলাম, "ছেলে মেয়ে ধরা ব্যবসা কবে থেকে আরম্ভ করেছ?"

কামিনী চমকিয়া উঠিল! অনেক কষ্টে আত্ম সম্বরণ করিয়া চীৎকার করতঃ বলিল, "কি বল্‌ছো বাবা! আমি কানে একটু কম শুনি বাবা!"

আমি চীৎকার করিয়া পুনর্ব্বার ঐ কথা বলিলাম। এবার সে তখনই কাঁদকাঁদ স্বরে উত্তর করিল, "কোন্ ভালথাকি আমার নামে লাগিয়েছে? তার সর্ব্বনাশ হ'ক?"

অনেক কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া আমি বলিলাম "আমি স্বচক্ষে দেখেছি! কেহই আমাকে তোমার নামে কোন কথা বলে নাই। কেন বৃথা গালাগালি দিতেছ বাছা!"

কামিনী আমার কথায় যেন সিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সেবারও আত্ম সম্বরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "ও সকল কথা নিয়ে কি তামাসা ভাল দেখায়? তুমি না হয় ভাল মানুষের ছেলে, কোন কথা বলিবে না, কিন্তু কথায় কথায় পাঁচ কাণ হইলে ত সর্ব্বনাশ! কার মনে কি আছে কেমন করিয়া জানিব। ও সকল কথা ছেড়ে দাও—এখন যে জন্য ডেকেছ বল?"

আমি কমিনীকে নিকটে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলাম, "আমাকে বড় সহজ লোক মনে করো না। আমাকে এখনো কি চিন্‌তে পার নাই? যদি বাঁচবার ইচ্ছা থাকে, সকল কথা প্রকাশ কর। তা না হলে তোমায় জেলে দিব। মেয়েমানুষ বলে ছেড়ে দিব না।"

কামিনীর মুখ শুকাইয়া গেল। ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, কিছুক্ষণ তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া আমার পদতলে বসিয়া পড়িল।

আমি তখন বলিলাম, "যখন কাজটা করেছিলে, তখন কি এ সকল কথা ভেবেছিলে ? জান না কি, ইংরেজ রাজত্বে দোষ করিলে শাস্তি পাইতেই হইবে, কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইবে না ।"

আমার কথায় কামিনী কাঁদিয়া উঠিল। পরে হাত জোড় করিয়া বলিল, "দোহাই বাবা ! আমার বেশী দোষ নয় বাবা। পেটের দায়ে একটা হতভাগা সন্ন্যাসীর কথায় আমি মেয়ে দুটীকে তার কাছে নিয়ে গিয়েছিলুম। কে জানে এমন হবে ?"

আমি ধমক দিয়া বলিলাম, "এখন কান্না রাখ. আমি যাহা বলি, তাহার উত্তর দাও। দুটী বালিকাকে নিয়ে গিয়েছিলে বটে, কিন্তু একটী ত ফিরে এসেছে। অপরটী কি হ'লো ?

কা। কেমন করে বলি ? আমি মেয়ে দুটীকে তার কাছে দিয়ে চলে এসেছিলেম।

আ। কত টাকা পেয়েছিলে ?

কা। দশ টাকা।

আ। কে দিল ?

কা। সেই সন্ন্যাসী।

আ। তাহাকে চিন্‌তে পার্‌বে।

কা। হাঁ—দেখ্‌লেই চিন্‌তে পার্‌বো।

আ। সকল কথা গোড়া থেকে খুলে বল। কিন্তু সাবধান, মিথ্যা বলিও না। যদি জানিতে পারি যে, মিছা বল্‌ছো, তাহলেই তোমায় জেল দিব।

কা। না বাবা. আমি মিছা বলবো না। সন্ন্যাসীর কথায় রাজী হয়ে আমি মেয়ে দুটীকে ধরিবার চেষ্টা করি। দুই দিন তাদের বাড়ীর কাছে কাছে ঘুরেও ধর্‌তে পারি নাই। শেষে একদিন

ভোরে দুজনে মিলে বাড়ী থেকে বাহির হয়। আমি পাছু নিই। যখন তাহারা পদ্মপুকুরের ধারে গেল, তখন আমি কৌশলে আরক মিশান দুটী জবাফুল তাদের নাকের কাছে ধরি। ফুলের গন্ধে তারা এক রকম পাগল হয়ে যায়। আমি যা বলি, তারাও তাই করে। এই সুবিধা পেয়ে দ্বিরুক্তি না করে, আমি তাহাদিগকে এক গাড়ীতে করে সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে যাই। তার পর সন্ন্যাসীর নিকট থেকে টাকা নিয়ে ঘরে ফিরে আসি। মেয়ে দুটীর কি হলো জানি না।

আ। দুটী মেয়েকেই কি ধরিবার কথা ছিল?

কা। না—কেবল একজনকে। কিন্তু যখন দুজনে এক সঙ্গে ছিল, তখন দুজনকেই ধরে নিয়ে গেলাম।

আ। মেয়ে দুটী সন্ন্যাসীর কি দরকারে লেগেছিল?

কা। জানি না। তবে শুনেছি, সেই সন্ন্যাসী না কি কাপালিক, অনেক নরহত্যা করেছে।

আ। জেনে শুনে তুমি মেয়ে দুটীকে স্বচ্ছন্দে তার হাতে দিলে?

কা। নিজের পেট কাঁদ্‌লে জ্ঞান থাকে না।

আ। আচ্ছা—শোভন সিংকে চেন?

কামিনী চমকিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে শোভন সিং? আমি তাকে চিনি না।"

আমি লালসিংএর দিকে চাহিলাম। তিনি আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া কামিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,"দেখ কামিনী, ইনি তোমার পূর্ব্ব কথা সমস্তই জানেন। তুমি যে এক সময়ে শোভন সিংএর রক্ষিতা ছিলে, ইনি তাহাও শুনিয়াছেন। এখনও মিথ্যা বলিতেছ?

কামিনী আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। আমারও তাহা শুনিবার ইচ্ছা ছিল না। আমি বলিলাম, কামিনীকে এখনই আমার সহিত থানায় যাইতে হইবে।

আমার কথায় কামিনীর ভয় হইল। সে রোদন করিতে লাগিল। আমি মিষ্ট কথায় কামিনীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলাম, "তোমার কোন ভয় নাই। যদি দোষ না থাকে, এখনই মুক্তি পাইবে।"

কামিনী আমার শ্লেষ বাক্য বুঝিতে পারিল না। আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া লালসিং কর্ত্তৃক আনীত একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ীতে আমরা সকলেই আরোহণ করিলাম। আড্ডার সকল লোককে পুরস্কার দিয়া সন্তুষ্ট করত কোচমানকে আমাদের থানায় যাইতে আদেশ করিলাম।

থানায় আসিয়া কামিনী ভজনসিংকে সনাক্ত করিল। সে বলিল, তাঁহারই পরামর্শ মত সে দুই জন বালিকাকে ভুলাইয়া তাঁহার নিকট লইয়া যায়; এবং এই কার্য্যের জন্য সন্ন্যাসী তাহাকে দশটী টাকা দিয়াছেন।

সৌভাগ্যক্রমে সন্ন্যাসীত্রয় তখন ধ্যানে নিমগ্ন—কেহই কামিনীর কথা শুনিতে বা বুঝিতে পারিলেন না।

বালিকাদ্বয়কে ভুলাইয়া লইয়া যাইবার জন্য কামিনীকে গ্রেপ্তার করা হইল। যতদিন না বিচার শেষ হয়, ততদিন তাহাকে হাজতে রাখিবার ব্যবস্থা হইল। কামিনী অনেক কান্নাকাটি করিল, অনেক কাকুতি মিনতি করিল, অনেক গালি বর্ষণ করিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত কার্য্যগুলি শেষ করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমি নির্জ্জনে বসিয়া এই অদ্ভুত রহস্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, তবে কি সত্য সত্যই সন্ন্যাসীগণ রূপসীকে হত্যা করিয়াছে? কামিনী যখন ঐ সন্ন্যাসীকে সনাক্ত করিল, যে ভাবে কামিনী তাহার কথা ব্যক্ত করিল, তাহাতে তাহার কথা মিথ্যা বলা যায় না। অথচ সন্ন্যাসী আমাকে যাহা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার কথাতেও অবিশ্বাস হয় না। তবে এক-জন সাধু সচ্চরিত্র সদাশয় ব্যক্তি, অপরা বেশ্যাতপস্বিনী। কামিনীর কথা মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু সে যে পুলিসের লোকের নিকট এমন সাজান কথা বলিয়া পরিত্রাণ পাইবে, তাহা বোধ হয় না। সন্ন্যাসী মিথ্যা বলিবে কেন? সন্ন্যাসীর মৃত্যুরই বা ভয় কি? যাঁহার সংসার-বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে, এ জগতে যাঁহার আপনার বলিতে কেহ নাই, তিনি সামান্য প্রাণের জন্য, তুচ্ছ জীবনের জন্য পারত্রিক সুখ নষ্ট করিবেন কেন? সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই নির্দ্দোষী।

কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া প্রমাণ করিব। শেষে প্রমাণাভাবে কি একজন নিরপরাধ ব্রাহ্মণ-সন্তানকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিব। কামিনী নিশ্চয়ই মিথ্যা বলিতেছে। সে যখন শোভন সিংএর রক্ষিতা বেশ্যা ছিল, সে যখন এক-সময়ে শোভন সিংএর পয়সা খাইয়াছে, তখন সে কখনও শোভন সিংএর

অনিষ্ট করিতে পারে না। রূপসী শোভনের কন্যা—বাল্যকালে সে যে কামিনীর বাড়ীতে যাইত, তাহা স্পষ্টই জানা যায়। সুতরাং কামিনী যে রূপসীকে ভালবাসিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সে যে রূপসীকে চুরি করিবে, বিশেষতঃ একজন সামান্য সন্ন্যাসীর কথায় রূপসীকে হত্যা করিবার জন্য তাহার হস্তে অর্পণ করিবে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। রমণীর প্রতিহিংসা-বৃত্তি ভয়ানক প্রবল। রমণী যদি কাহারও উপর রাগান্বিত হয়, তাহা হইলে সে যে কোন রূপেই হউক, যতদিন পরেই হউক, তাহার উপর প্রতিশোধ লইবেই লইবে। কিন্তু কামিনীর কোন কারণ ঘটে নাই। লাল সিংএর মুখে শুনিলাম, কামিনী এখনও শোভনের নিকট হইতে কিছু কিছু পাইয়া থাকে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ একটা উপায় মনে পড়িল। লাল সিং তখনও থানায় ছিলেন। আমি তাঁহাকে নিকটে ডাকিলাম। তিনি আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, শোভনের ভগ্নী ছাড়া আর কোন আত্মীয় আছে কি না? কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া লাল সিং উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে না—শোভনের দুইটী ভগ্নী ছিল। একটী ছোট বেলায় মারা পড়ে, অপরটী এখনও বিদ্যমান।"

আ। শোভনের এই ভগ্নীর স্বভাব কেমন?

লা। অতি কুৎসিত। তাঁহার মত খল আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই ভগ্নীই যত অনিষ্টের মূল। শোভনের ইচ্ছা থাকিলেও কেবল ঐ ভগ্নীর কথায় সে রূপসীর সহিত আমার বিবাহ দিতে নারাজ ছিলেন।

আ। ভগ্নীর পুত্রাদি আছে?

লা। একটী কন্যা ছাড়া আর কোন সন্তান হয় নাই।

আ। বাড়ী কোথায়?

লা। সিয়ালদহের নিকট, আমি সে বাড়ী জানি।

আ। শোভনের ভগ্নী ত এখন তাঁহারই বাড়ীতে আছেন। শুনিয়াছি, রূপসীর বিবাহ উপলক্ষে তিনি ভ্রাতার বাড়ীতে গিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ এখনও ফিরিয়া আইসেন নাই।

লাল সিং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—"কে বলিল, শোভনের ভগ্নী তাঁহারই বাড়ীতে আছে? আমার বিশ্বাস, তিনি বিবাহের দিন প্রাতেই নিজ বাড়ীতে গিয়াছেন।"

আমিও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সে কি! রাত্রে ভাইঝির বিবাহ—আর প্রাতে তিনি নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন? এ কি নূতন রহস্যের কথা বলিতেছেন?"

লা। আজ্ঞে—রহস্যই বটে। তিনি রূপসীর বিবাহ দেখিতে আসিলেন—অথচ বিবাহের দিন প্রাতেই নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন কেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

আ। শোভন সিংএর মুখে ত সে কথা শুনিলাম না। তাঁহার ভগ্নী যে সেইদিন প্রাতেই নিজ বাড়ীতে গিয়াছেন, এ কথা ত তিনি বলিলেন না। বরং এমন কথা বলিয়াছিলেন, যাহাতে আমি বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি তখনও সেই বাড়ীতে বাস করিতেছেন, এমন কি, তিনি তাঁহার ভগ্নীপতিকে পর্য্যন্ত দেখাইয়াছিলেন।

লা। তাঁহার ভগ্নীপতি এখনও আছেন বটে কিন্তু ভগ্নী নাই।

আ। কেন তিনি নিজ বাড়ীতে গিয়াছেন, বলিতে পারেন?

লা। আজ্ঞে না। সে কথা বলিতে পারিলাম না।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর আমি লাল সিংকে বলিলাম,—"আপনাকে এখন একটা কাজ করিতে হইবে। আমি একবার শোভনের

ভগ্নীর বাড়ী যাইতে চাই। আপনাকে দূর হইতে বাড়ীখানি দেখাইয়া দিতে হইবে।"

লাল সিং সম্মত হইলেন। আমি পুনরায় ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া লাল সিংএর সঙ্গে সঙ্গে সিয়ালদহ অভিমুখে গমন করিলাম। রাত্রি আটটার পর লাল সিং একখানি বাড়ী দেখাইয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে থানায় ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া অতি ধীরে ধীরে সেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

বাড়ীখানি ক্ষুদ্র হইলেও দ্বিতল। বহির্ব্বাটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সদর দরজা পার হইয়া উত্তরদিকে দুইটী ঘর দেখিতে পাইলাম। কিন্তু দুইখানি ঘরের দরজাতেই চাবি দেওয়া।

সদর দরজা অতিক্রম করিয়া কিছুদূর গমন করিবার পর আর একটী দরজা দেখিতে পাইলাম। কিন্তু সেটীও ভিতর দিক হইতে আবদ্ধ। ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া আমি সেই দরজার নিকটে দাঁড়াইয়া কড়া নাড়িতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণ কেহ কোন সাড়া দিল না, আমি প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া সেই কড়া নাড়িতে লাগিলাম। অবশেষে বিরক্ত হইয়া চীৎকার করিলাম। কিছুক্ষণ এই প্রকার চীৎকার করিবার পর ভিতর হইতে একজন স্ত্রীলোক উত্তর দিল, "কে গো, দরজা যে ভেঙ্গে গেল।"

আমার বড় রাগ হইল। আমি বলিলাম, "সে কি আমার দোষ—এক ঘণ্টা ডাকাডাকি করেও সাড়া পাই নাই কেন?"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে দরজাটী ভিতর হইতে খুলিয়া গেল। একটা বুড়ী দাসী একটা আলোক হস্তে লইয়া আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি চান?"

কোন প্রকার গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া আমি একেবারে বলিয়া উঠিলাম, "রূপসীকে শীঘ্র আমার কাছে এনে দাও। এখানে রাখা ঠিক নয়, পুলিসের লোকে জান্‌তে পার্‌লে বাড়ী শুদ্ধ সকলকে এখনই বেঁধে নিয়ে যাবে। শুনেছি, তিনজন সন্ন্যাসী গ্রেপ্তার হয়েছে। যতদিন না বিচার হয়, ততদিন রূপসীকে সাবধানে রাখ্‌তে হবে।"

আমার কথা শুনিয়া দাসী আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না। রূপসী আছে, কি না, সে বিষয়েও কোন কথা বলিল না। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, রূপসী সেখানেই আছে৹ কিন্তু সে কথা সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছে না। আমি নিশ্চয় জানিতাম না যে, রূপসী সেখানেই আছে, আন্দাজ করিয়াছিলাম মাত্র। বিশেষতঃ যখন লাল সিংএর মুখে শুনিলাম যে, বিবাহের দিন প্রাতে শোভন সিংএর ভগ্নী তাহার বাড়ীতে প্রস্থান করিয়াছেন, তখন তিনি যে রূপসীকে লইয়াই আসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। সেই জন্যই আমি রূপসী সেখানে আছে কি না, জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহাকে আমার নিকট আনিয়া দিবার কথা বলিলাম।

দাসীর মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম, সে যে আমার উপর অবিশ্বাস করিতেছে, তাহাও জানিতে পারিলাম। আমি যখন তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তখন তাহার এরূপ অবিশ্বাস জন্মিতে পারে বিবেচনা করিয়া, পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলাম। তখনই পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিলাম, "আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, এই পত্র লও। শোভন সিং আমাকে এই পত্র দিয়াছেন। যাও, আর বিলম্ব করিও না। এখন আমাদের পদে পদে বিপদ ঘটিতে পারে।"

এই বলিয়া পত্রখানি দাসীর হস্তে প্রদান করিলাম। দাসী উহা গ্রহণ করিয়া বলিল, "না মহাশয়, আপনাকে আমাদের অবিশ্বাস নাই। তবে কি, এ কাজ খুব গোপনে করাই ভাল। আমি পূর্ব্বে আপনাকে আর কখনও দেখি নাই। সেই জন্যই চিনিতে পারিতেছি না। একজন পরিচিত লোক পাঠান শোভনের উচিত ছিল।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "আজ রাত্রেই রূপসীকে কোন গোপনীয় স্থানে সরাইয়া ফেলিতে হইবে। এত তাড়াতাড়ি পরিচিত বিশ্বাসী লোক কোথায় পাইবেন? আমি যদিও তোমাদের পরিচিত নই বটে কিন্তু শোভন সিং আমাকে বাল্যকাল হইতেই চেনে। আমার মত বিশ্বাসী লোক এত শীঘ্র পাইবেন না বলিয়াই কোন পরিচিত লোককে পাঠাইতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, তুমি পত্রখানি ভিতরে লইয়া যাও, ও শোভন সিংএর ভগ্নির হস্তে প্রদান কর। তাঁহার পাঠ হইলে তিনি যেরূপ হুকুম দিবেন, সেইমত কার্য্য করিব।"

দাসী হাসিয়া বলিল, "পাঠ করিবেন কেমন করিয়া—তিনি লেখাপড়া জানেন না।"

আ। তা আমি জানি। কিন্তু শোভন বলিলেন,—তাঁহার ভগ্নীর চাকর পড়াশুনা জানে এবং সেই তাঁহার ভগ্নীপতির অবর্ত্তমানে এ বাড়ীর অনেক চিঠি পত্র পড়িয়া থাকে।

দা। সে চাকরটা ত তাঁহাদের বাড়ীতেই আছে।

আমি বিষম ফাঁপরে পড়িলাম। মনে হইল, এইবার বুঝি বা ধরা পড়িলাম। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে যাত্রা পরিত্রাণ পাইলাম। তখনই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম, "সে কি! শোভন সিং যে

আমার সাক্ষাতে তাহাকে এখানে আসিতে বলিলেন। সে কি এখনও সেখান হইতে ফিরিয়া আইসে নাই?"

দা। কই, এখনও ত আসে নাই।

আ। শীঘ্রই আসিবে বটে কিন্তু আমি ত ততক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিব না। কে জানে, হয় ত ইহার মধ্যেই পুলিসের লোক এখানে আসিতে পারে।

দা। এখানে আসিলে কিছু করিতে পারিবে না, তবে যদি—

দাসী আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না দেখিয়া আমি বলিলাম, "তবে যদি কি? আমার নিকট কোন কথা বলিতে ভয় করিও না। আমার দ্বারা উপকার ভিন্ন কোন প্রকার অপকারের সম্ভাবনা নাই।"

দাসী বলিল, "আপনাকে কোন অবিশ্বাস নাই, আপনাকে সকল কথাই বলিতে পারি, কিন্তু কি জানি, যদি আর কোন লোক আমাদের এ সকল কথা শোনে, সেই জন্যই সাবধান হইতেছি।"

আ। এখানে আপাততঃ আর কোন লোক নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে সকল কথাই বলিতে পার। এখন কি বলিতেছিলে বল?

দা। বলছিলাম, যদি রূপসী কোন প্রকার চীৎকার করিয়া পাঁচজনকে জানাইয়া দেয়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! মেয়েটা বড় দুষ্টু।

আ। কেন?

দা। সে না কি সেই বুড়োকে বিবাহ করতে পাগল হয়েছে।

আ। বুড়ো কে?

দা। কেন—যার সঙ্গে তার বিয়ের কথা।

আ। সে বুড়ো না কি? আমি ত একবার মাত্র তাকে দেখেছিলাম।

দা। দেখ্‌তে বুড়ো না হ'লেও তার বয়স হয়েছে। তাহার প্রথম পক্ষের ছেলেটী থাক্‌লে এতদিন দশ বছরের হ'ত। যার ছেলের বয়স দশ বছর, তার আবার বিয়ে করা কেন?

আ। তাঁহার ছেলেটী এখন কোথায়?

দা। মারা গেছে।

আ। রূপসীর তবে এ বিবাহে অমত নাই?

দা। না—এত বয়স হ'লো, এখনও বিয়ে হয় না—বাপের চেষ্টাও নাই। কাজেই এখন যার তার সঙ্গে বিয়ে হ'লেই হ'ল।

আন্তরিক সন্তুষ্ট হইয়া আমি বলিলাম, "সে কথা পরে হইবে, এখন রূপসীকে নিয়ে এস। আমি তাকে এখান থেকে নিয়ে যাব। আজই কোন দূরদেশে রওনা না হইলে শোভনের রক্ষা নাই। শুনিয়াছি, সে ভাবী জামাইয়ের নিকট হইতে আট শত টাকা আদায় করিয়াছে।"

দাসী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাড়ীর ভিতর গেল এবং কিছুক্ষণ পরে রূপসীকে লইয়া পুনরায় সেখানে ফিরিয়া আসিল।

পূর্ব্বে আমি রূপসীকে দেখি নাই। মনে করিয়াছিলাম, সে বালিকা মাত্র। কিন্তু এখন যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। রূপসীর বয়স প্রায় পনের বৎসর বলিয়া বোধ হইল। তাহার শরীরে যৌবনের সমস্ত চিহ্নগুলি পরিস্ফুট হইয়াছে। সে আমার মুখের দিকে সাহস করিয়া চাহিতে পারিল না।

রূপসী সুন্দরী ও যুবতী। তাহার জন্য লাল সিং যে অনায়াসে আটশত টাকা দিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

দাসীর সহিত রূপসীকে দেখিয়া আমি বলিলাম, "মা! তোমার বাপের ইচ্ছা নয় যে, তুমি আর এখানে থাক। তোমাকে এখনই আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

ভিতর হইতে আর একজন রমণী উত্তর করিলেন, "দাদার যেমন বুদ্ধি। আমাদের এখানে থাকিলে কোন প্রকার গোল-যোগের সম্ভাবনা নাই। কেন তিনি রূপসীকে এখান হইতে সরাইতেছেন বলিতে পারি না। যাহাই হউক, দাদার কথামত রূপসীকে আপনার সঙ্গে পাঠাইলাম। দেখিবেন, যেন কোন প্রকার বিপদে পড়িতে না হয়।"

আমিও উদ্দেশে উত্তর করিলাম, "আপনি সে ভয় করিবেন না। বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া শোভন সিং আমার উপর এ কার্য্যের ভার দেন নাই, বরং রূপসী এখানে থাকিলে আপনাদের বিপদের সম্ভাবনা হইতে পারে, আমার সহিত যাইলে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই। আপনি পত্রখানি রাখিয়া দিন। উহাতে আমার নাম ধাম সমস্তই আছে। প্রয়োজন হইলে আমায় সংবাদ দিতে পারিবেন। তবে এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখুন যে, আমি আজই রাত্রি সাড়ে দশটার সময় কলিকাতা ত্যাগ করিব।"

রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। আমি আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। রূপসীকে লইয়া একখানি গাড়ীতে উঠিলাম এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই থানায় ফিরিয়া আসিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

থানায় আসিয়া রূপসীকে একটী ঘরে রাখিলাম। পরে তখনই একজন কনষ্টেবলকে শোভন সিংএর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলাম। বলিয়া দিলাম, সে যেন অবিলম্বে তাহাকে ডাকিয়া আনে।

এক ঘণ্টার মধ্যেই কনষ্টেবল শোভনকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। আমি কোন কথা না বলিয়া তখনই তাহাকে বন্দী করিতে আদেশ করিলাম।

শোভন সিং আমার আদেশ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "এ কিরূপ বিচার হইল? একেত আমি ধনে প্রাণে মারা পড়িয়াছি, তাহার উপর আবার আমাকেই বন্দী করিলেন? আমার অপরাধ কি?"

আমি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলাম, "আজ অনেক রাত্রি হইয়াছে, সকল কথা কালই জানিতে পারিবেন।"

শো। আমার অপরাধ?

আ। যথেষ্ট—আপনি লালসিংএর নিকট হইতে আটশত টাকা প্রবঞ্চনা করিয়া লইয়াছেন; একজন নিরীহ সন্ন্যাসীর উপর আপনার কন্যার হত্যাপরাধ চাপাইবার মানস করিয়াছেন।

শো। সে কি! আমার কন্যা কোথায়?

আ। আপনি কি বিবেচনা করেন?

শো। সেই সন্ন্যাসী—আমার ঘোর শত্রু ভজন সিং তাহাকে হত্যা করিয়াছে, আমি এই জানি।

আ। এই দেখুন—আপনি এখনও মিথ্যা বলিতেছেন। রূপসীকে যে কেহ খুন করে নাই, এ কথা আপনিও অবগত আছেন। কিন্তু বলুন দেখি, পরশ্ব রাত্রি হইতে আপনি কি কাণ্ড করিয়াছেন? আপনার রোদন দেখিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনার কন্যা সত্য সত্যই খুন হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন সমস্ত রহস্য ভেদ করিয়াছি। আপনি যে কি ভয়ানক লোক, একজন নিরীহ লোকের প্রাণবিনাশ করিবার জন্য কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, তাহা কাল প্রাতেই জানিতে পারিবেন। আজ অনেক রাত্রি হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষতঃ সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আজ এই রাত্রে আর সে সকল কথার প্রয়োজন নাই।"

এই বলিয়া আমি একজন কনষ্টেবলকে ইঙ্গিত করিলাম। সে আমার সঙ্কেত বুঝিতে পারিল এবং তখনই শোভন সিংকে আমার সম্মুখ হইতে স্থানান্তরিত করিল। শোভন সিং অতি বিমর্ষভাবে হাজতে গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে লালসিং থানায় আসিলে আমি তখন তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিলাম। তিনি আমার মুখ দেখিয়া কি বুঝিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা যেন অধিক আনন্দিত বলিয়া বোধ হইল।

অন্যান্য কাজ শেষ করিয়া আমি শোভন সিং, লাল সিং, কামিনী ও সন্ন্যাসী তিনজনকে একটী ঘরের মধ্যে আনয়ন করিতে বলিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার আদেশমত কার্য্য হইল। আমি তখন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া শোভন সিংএর দিকে চাহিয়া বলিলাম, "আপনার সমস্ত চাতুরী ধরা পড়িয়াছে। রূপসীকে কেহ

হত্যা করে নাই, তাহাকে আপনিই কৌশলে আপনার ভগ্নীর বাড়ীতে সরাইয়াছিলেন। রূপসী যখন গৌরীর সহিত পদ্মপুকুরের নিকট দিয়া যাইতেছিল, তখন কামিনী কৌশলে উহাদের উভয়কে ভুলাইয়া গাড়ীতে তুলিয়াছিল এবং অনতিবিলম্বে সন্ন্যাসীগণের নির্জ্জন আশ্রম—সেই ভগ্ন অট্টালিকায় লইয়া গিয়াছিল। সন্ন্যাসীগণ নিশ্চয়ই ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তাঁহারা এ বিষয়ের কিছুই জানিতেন না—এমন কি, সন্দেহও করেন নাই। এই স্থান হইতে রূপসীকে কৌশলে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; এবং গৌরীকে নানা প্রকার ভয় দেখাইয়া কামিনী স্বয়ং বাহির করিয়া আনিয়াছিল। গৌরী স্বচক্ষে রূপসীকে হত্যা করিতে দেখে নাই। সে কামিনীর মুখে শুনিয়াছিল মাত্র এবং সেই শোনা কথা এমন ভাবে রাষ্ট্র করিয়াছিল, যেন সে উহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। আপনি লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারাই রূপসীকে অন্য পথ দিয়া বাহির করিয়া আপনার ভগ্নীর বাড়ীতে লইয়া যায়। এদিকে আপনার ভগ্নীও সেইদিন প্রাতঃকালে আপনার বাড়ী ছাড়িয়া নিজ বাড়ীতে গিয়াছিলেন। বিবাহোপলক্ষে তাঁহার আগমন। অথচ বিবাহের দিনে প্রাতঃকাল নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! এখন বলুন, আপনি কি জন্য কন্যার মিথ্যা মৃত্যুর সংবাদ রাষ্ট্র করিতেছেন? কেনই বা নিরপরাধী এই সন্ন্যাসীগণের উপর খুনের দাবী দিয়াছিলেন? আর কেনই বা এই লাল সিংকে প্রবঞ্চনা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন? আমার প্রত্যেক কথার প্রমাণ আছে। বলেন ত সমক্ষেই তাহারা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। আমার কথায় অস্বীকার করা বাতুলের কার্য্য।

আমার কথায় শোভন সিংএর মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি আমার কথার ভাবেই বুঝিয়াছিলেন যে, আমি মুখে যাহা বলিতেছি, কাজেও তাহা করিব। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "না—যাহা করিয়াছি এবং যখন ধরা পড়িয়াছি, তখন অস্বীকার করিব কেন? আপনার সমস্ত কথাই ঠিক। আপনি সব করিতে পারেন। নিতান্ত কষ্টে পড়িয়াই লাল সিংএর টাকা নষ্ট করিয়া ফেলিলাম।"

আমি বলিলাম, "আর আপনার টাকার দরকার নাই। যখন আপনার কন্যা রূপসী জীবিত, তখন তাহার সহিত লাল সিংএর বিবাহ দিন। যে প্রতিজ্ঞা করিয়া টাকা লইয়াছেন, সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করুন। আপনার কন্যা এখানেই আছে, আর সে লাল সিংকে বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক। আপনি অন্যায় করিয়া মিথ্যা এই বিপদ ঘটাইয়াছেন। কেন না, নিরীহ সন্ন্যাসীগণের উপর মিথ্যা কন্যার খুনের দাবী দিয়া আপনাকে বিষম বিপদে ফেলিয়াছেন। যথেষ্ট অর্থদণ্ড না দিলে নিষ্কৃতি নাই।

শোভন সিং বিবাহের কথা শুনিয়া আন্তরিক রাগান্বিত হইলেন। কিন্তু সাহস করিয়া সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমন করিয়া জানিলেন, রূপসী এ বিবাহে ইচ্ছুক? সে আমার দুধের মেয়ে, এই বুড়ো বরকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিবে কেন?"

আ। কেন তাহা জানি না। কিন্তু আপনার কন্যা আমার বাড়ীতে ঐরূপই বলিয়াছে।

শো। আমার মেয়ে—বালিকা নয়, সে এখন যুবতী। বিশেষ তাহার কোন অপরাধ নাই, কেবল সাক্ষ্য স্বরূপ তাহাকে

এখানে আনা হইয়াছে। সেইজন্য তাহাকে বাহিরে পুলিসের অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগের সহিত একত্র রাখিলাম না;—আমার অন্দরেই স্থান দিয়াছি। রূপসী বড় ভাল মেয়ে। তাহার মন বড় সরল।

শোভন সিং আর কোন কথা কহিলেন না। সন্ন্যাসীগণকে তখনই মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা, বিশেষতঃ ভজন লাল আমায় আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

লাল সিং আমার কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আপাততঃ রূপসী তাঁহারই বাড়ীতে গেল। শোভন সিং বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন। সুতরাং রূপসীকে লাল সিংএর সহিত যাইতে নিষেধ করিলেন না।

কামিনী হাজতেই রহিল। কোন লোক তাহার জামিন হইল না। সৌভাগ্য বশতঃ অধিককাল তাহাকে হাজতে থাকিতে হইল না। শীঘ্রই বিচার হইয়া গেল। বিচারে শোভন সিংহের পাঁচ শত মুদ্রা এবং কামিনীর দুইশত মুদ্রা অর্থদণ্ড হইল। অর্থ দিতে না পারিলে শোভন সিংকে ছয় মাস এবং কামিনীকে একমাস কাল সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

রূপসীকে লাভ করিয়া লাল সিং এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, বিশেষ রূপসী তাঁহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষিণী শুনিয়া তিনি এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, শোভন সিংএর মুক্তির সমস্ত টাকা নিজেই প্রদান করিলেন। শোভন মুক্ত হইলেন। কামিনীও দুই শত টাকা দিয়া মুক্তি লাভ করিল।

বাড়ী ফিরিয়াই শোভন সিং কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে লাল সিংকে পাঁচ শত মুদ্রা

দিতে দেখিয়া তিনি লাল সিংএর পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। রূপসীকে নিজ বাড়ীতে আনিয়া মহা সমারোহে বিবাহ দিলেন। নব দম্পতীকে শোভন প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সমাপ্ত।

DETECTIVE STORIES, No 194. দারোগার দপ্তর, ১৯৪ সংখ্যা।

গুপ্ত খুন।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সপ্তদশ বর্ষ।] সন ১৩১৬ সাল। [জ্যৈষ্ঠ।

গুপ্ত খুন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"দারোগা বাবু এসেছেন ?"

"এসেছেন,——কিন্তু এখন দেখা হওয়া দায়।"

"আমার কাজ বড় জরুরি——আমাকে দেখা করিতেই হইবে।"

"সমস্ত দিনের পরে তিনি এই মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমি কোন্ সাহসে এখন তোমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইব ?"

এইরূপ কথোপকথন শুনিতে পাইয়া আমি আমার ঘর হইতেই আগন্তুককে লইয়া আসিতে বলিলাম। বাস্তবিকই আমি প্রাতঃকাল হইতে কোন এক তদন্তে নিযুক্ত ছিলাম, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়া অন্ততঃ কিছুক্ষণ বিশ্রামের আশায় যেমন ঘরে আসিয়া উপবেশন করিলাম, অমনই পূর্ব্বোক্ত কথোপকথন আমার কর্ণগোচর হইল। আগন্তুকের বিনীত কণ্ঠস্বর, তাঁহার কাতরোক্তি ও তাঁহার আত্যান্তিক অনুরোধ শুনিয়া আমার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল। তাই বিশ্রামের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহাকে আমার নিকটে আনিতে বলিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই এক দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী প্রৌঢ় মুসলমান আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ বৎসর, কিন্তু বোধ হয়, তখনও যৌবনের উত্তেজনা তাঁহার শরীর ও অঙ্গ হইতে অপসৃত হয় নাই। তাঁহাকে দেখিতে অতি সুপুরুষ। কিন্তু তাঁহার তৎকালীন ম্লানমুখ অবলোকন করিলে পাষাণহৃদয়ও দ্রবীভূত হইত।

আমি তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলাম। তিনি সম্মুখে উপবেশন করিলে পর, আমি তাঁহাকে সেখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আমার নাম মহম্মদ আবদুল খাঁ, মলঙ্গায় আমার বাড়ী। আমার পুত্র—একমাত্র পুত্র আজ সাত দিন আমার ঘরে নাই। হুজুর, তাহাকে আমার নিকট আনিয়া দিউন।"

আমি তাহার বয়স কত জিজ্ঞাসা করিলাম। মহম্মদ উত্তর করিলেন, "করিম খাঁ আমার পোষ্যপুত্র, ঔরসজাত পুত্র নহে। তাহার বয়স তের হইতে পনের বৎসরের ভিতর। নিজের কোন সন্তান না হওয়ায় এবং বৎসামান্য বিষয় সম্পত্তি থাকায় পোষ্য-পুত্র লইতে বাধ্য হইয়াছি। করিম আমারই সহোদরের তৃতীয় পুত্র। খোদার ইচ্ছায়, তাঁহার আটটী পুত্র ও দুইটী কন্যা। করিম তাহাদের মধ্যে তৃতীয়। সে আমাকেই পিতা ও আমার স্ত্রীকে মাতা বলিয়া জানে। যখন তাহার বয়স ছয় মাস, তখন হইতে আমাদের দ্বারা প্রতিপালিত।"

আ। আপনার সহোদর জীবিত আছেন?

ম। আজ্ঞে হাঁ—আছেন।

আ। তাঁহার নিবাস কোথায়?

ম। হুগলী। সম্প্রতি আমারই বাড়ীতে আসিয়াছেন।

আ। আপনার পুত্রের নিরুদ্দেশের কারণ কিছু জানেন?

ম। বুধবার সন্ধ্যার পর একজন ভদ্রলোক আমার হস্তে একখানি পত্র দিলেন, পত্রখানির লেখা ঠিক আমার সহোদরের লেখার মত। পাঠ করিয়া জানিলাম, তাঁহারই পত্র। তিনি সাংঘাতিক পীড়িত। করিমের সহিত দেখা করিতে তাঁহার একান্ত বাসনা হইয়াছে। পত্র-বাহকের সহিত তাহাকে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া তখনই সেই ভদ্রলোকের সহিত পাঠাইয়া দিলাম। তাঁহাকে বারম্বার বলিয়া দিলাম, যেন সে সেখানে পঁহুছিয়াই তাহার পিতার শরীরের অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া এক পত্র লিখে। করিমও আমার কথায় সম্মত হইয়া সেই অপরিচিত লোকের সহিত হুগলী যাত্রা করে। সেই অবধি করিম আমার নিকট ফিরিয়া আইসে নাই, কিম্বা কোন পত্রও লিখে নাই।

আমি বলিলাম, "আজ শনিবার, বুধবার রাত্রেই করিম হুগলী পঁহুছিয়াছিল। যদি সে বৃহস্পতি কিম্বা শুক্রবারেও পত্র লিখিত, তাহা হইলেও আপনি সে পত্র পাইতেন। এখান হইতে হুগলী এক দিনের ডাক।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে মহম্মদ বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি ও সেইজন্য সেখানে কোন পত্র লিখি নাই। ভাবিয়াছিলাম, যদি আমার সহোদরের সত্য সত্যই সাংঘাতিক পীড়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে করিম খাঁ নিশ্চয়ই ব্যস্ত আছে, হয়ত পত্র লিখিবারও অবসর পায় নাই। কিন্তু মহাশয়! বেলা একটার পর আমি ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় আমার সহোদর, 'করিমের

পিতা সহসা সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তখনই করিমের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বুধবারে যিনি সাংঘাতিক পীড়িত ছিলেন, তিনি যে হঠাৎ শনিবারে সুস্থ শরীরে এতটা পথশ্রম সহ্য করিতে পারিবে, একথা আমার বিশ্বাস হইল না। আমার স্ত্রী গত বৎসর ওলাউঠায় মারা গিয়াছে, একমাত্র করিম ভিন্ন আমার প্রকাণ্ড বাটীতে আর কোন আত্মীয় স্বজন নাই। দিবা দ্বিপ্রহরে সেই নির্জ্জন গৃহে আমার সহোদরকে দেখিয়া আমার ভয় হইল। ভাবিলাম, বুঝি তাঁহার প্রেতমূর্ত্তি আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এই মনে করিয়া আমি সহসা কোন কথা কহিতে পারিলাম না। আমার কোন উত্তর না পাইয়া আমার সহোদরের সন্দেহ হইল, তিনি পুনর্ব্বার করিমের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেবার আমার সন্দেহ দূর হইল; আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তিনিই আমার সহোদর। আমি তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনিলাম, আপনি না কি সাংঘাতিক পীড়িত হইয়াছিলেন?"

পীড়ার কথা শুনিয়া তাঁহার চিন্তা হইল। তিনি বিরক্তির সহিত বলিলেন, "আমার পীড়া! কে বলিল? এখন সে কথা ছাড়িয়া দাও, আমার করিম কোথায় বল?"

আমি সমস্ত কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলাম। বলিলাম, "আপনই ত পত্র দিয়াছিলেন এবং সেই পত্রের কথামতই করিমকে পত্র-বাহকের সহিত হুগলি পাঠাইয়া দিয়াছি।"

তিনি ভয়ানক রাগান্বিত হইলেন এবং চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সেই পত্র তোমার নিকট আনিল? সে পত্রই বা কোথায়?"

আমি তখনই পত্রখানি বাহির করিয়া আমার সহোদরের

হস্তে দিলাম। বলিলাম, "আপনার প্রাণের গঙ্গাধর এই পত্রখানি আনিয়াছিল।"

আমার কথা শুনিয়া তিনি আরও ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, "গঙ্গাধর! নিশ্চয়ই সে হিন্দু। তুমিও বেশ জান, কোন হিন্দুর সহিত আমার সদ্ভাব নাই। আমি পৌত্তলিকদিগের সহিত কোন সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছা করি না। আমি তোমার ও সকল কথা শুনিতে চাই না। তুমি আমার করিমের কি করিয়াছ শীঘ্র বল?"

আমি তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম। বলিলাম, "যাহাকে শিশু-কাল হইতে মানুষ করিয়া আসিতেছি, সে আমার ঔরসজাত পুত্র না হইলেও তাহার উপর আমার ততোধিক স্নেহ জন্মিয়াছে। এক করিম ভিন্ন এজগতে আমার আর কেহ নাই। আপনি আমার উপর অন্যায় সন্দেহ করিতেছেন। বাস্তবিকই বুধবার রাত্রি হইতে তাহার বিষয় আমি কিছুমাত্র অবগত নহি।"

এই বলিয়া আমি রোদন করিতে লাগিলাম। আমার সহোদর আমাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। আমি যে তাঁহাকে সত্য কথা বলিতেছি তাহাও জানিতে পারিলেন। তখন দুই ভ্রাতায় পরামর্শ করিয়া একবার চারিদিক অন্বেষণ করিলাম কিন্তু কোথাও করিমের কোন সংবাদ পাইলাম না। অবশেষে হতাশ হইয়া হুজুরের নিকট আসিয়াছি। এখন আপনিই গরিবের মা, বাপ; আপনি আমার পুত্রকে আনিয়া দিউন।"

মহম্মদ আবদুলের সমস্ত কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বলিলাম, "আপনার সহোদরের নাম কি? আর কেনই বা অদ্য আপনার নিকট আসিয়াছিলেন?"

মহম্মদ উত্তর করিলেন, "আমার সহোদরের নাম সলামৎ খাঁ। তিনি মধ্যে মধ্যে আমার ও আমার পুত্রের সংবাদ লইতে আসিয়া থাকেন, এবং বোধ হয়, এই অভিপ্রায়েই তিনি আজও আমার নিকট আসিয়াছেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কিছুক্ষণ পরে আমি মহম্মদ আবদুলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বালকের গাত্রে কোন প্রকার অলঙ্কার ছিল কি?"

ম। আজ্ঞে না। তবে তাহার গলায় একছড়া প্রবালের মালা ছিল। মালাগাছটীর মূল্য অতি সামান্য হইলেও ঐ প্রকার প্রবাল আজ-কাল সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আ। আপনার কোন শত্রু আছে জানেন?

ম। আজ্ঞে না। আমি অধিক লোকের সহিত মিশিতে ইচ্ছা করি না। নিজের জমীদারীর হিসাব-পত্র আপনিই করিয়া থাকি, অবসর অতি সামান্য। আমার শত্রু বা মিত্র কেহই নাই।

আ। আপনার সহোদর সলামৎ খাঁর কোন শত্রু আছে কি?

ম। আজ্ঞে সেকথা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে কল্য আপনার কাছে আনিয়া হাজির করিব।

আ। কাহারও উপর আপনার কোন সন্দেহ হয়?

ম। করিম খাঁ অল্পবয়স্ক হইলেও বড় ধার্ম্মিক। তাহাকে

কখনও সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত খেলা করিতে দেখিতে পাই না। যখনই সে অবসর পাইত, তখনই সে কোন মুসলমান ফকিরের নিকট যাইয়া ধর্ম্মবিষয়ে নানা প্রশ্ন করিত। মুসলমান ফকিরেরাও তাহাকে এত ভালবাসিয়া থাকেন, যে তাঁহারা তাহাকে একদিন দেখিতে না পাইলে আমার বাড়ীতে আসিয়া তাহার সন্ধান লইতেন।

আ। করিম কেমন করিয়া ফকিরদিগের সহিত মিশিত? এত ফকিরই বা কোথায় পাইত?

ম। আমাদের বাড়ী হইতে কিছুদূরে একটা মসজিদ আছে। অনেক মুসলমান ফকির সেই মস্‌জিদে আসিয়া থাকেন। করিম সংবাদ পাইলেই তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া আমাদের ধর্ম্মের কূটতত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করিত। আপনি যদি দয়া করিয়া একবার আমাদের বাড়ীতে পদধূলি দেন্‌, তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শীঘ্রই এ রহস্য ভেদ হইবে।

আমি তাঁহাকে মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা করিয়া বলিলাম, "পরদিন প্রাতে আমার একজন বিশ্বাসী লোককে তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিব, এবং আমি স্বয়ং বৈকালে সেখানে গিয়া যাহা হয় বন্দোবস্ত করিব।"

মহম্মদ বাহ্যিক আনন্দিত হইয়া আমার নিকট বিদায় লইলেন।

পরদিন প্রাতে আমার হেড কনষ্টেবলকে মলঙ্গায় মহম্মদ আবদুলের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলাম। পরে নির্জ্জনে বসিয়া কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম।

এই সময় কলিকাতার দক্ষিণে খিদিরপুর নামক স্থানে জাহাজ মেরামত করিবার জন্য একটী ডক প্রস্তুত হইতেছিল। কিছুদিন

পূর্ব্বে একটা জনরব শোনা গেল যে,কন্ট্র্যাক্টার বাবুরা কোন প্রকারে ঐ ডক প্রস্তুত করিতে পারিতেছেন না। যে অংশ আজ প্রস্তুত হইয়া গেল, পরদিন সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিল যে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বারম্বার এইরূপে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কন্ট্র্যাক্টারদের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছিল। অবশেষে এই স্থির হইল যে. কোন ধার্ম্মিক বালকের মস্তক ভিত্তি স্থাপনের সময় না দিলে কখনও ডক প্রস্তুত হইবে না। এইরূপ জনরব শুনিয়া অনেকেই ভীত হইল। প্রায় সকলেই আপনাপন পুত্রকে সাবধান করিতে লাগিল। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত একটীও অভিযোগ শোনা যায় নাই। মহম্মদ যখন করিমের নিরুদ্দেশের কথা বলিলেন, সেও ঐরূপ সন্দেহ করিলেন না। তাঁহার ভ্রাতা সলামৎ হুগলীতে থাকিতেন, সম্ভবতঃ সেখানেও এ জনরব রাষ্ট্র হয় নাই। সুতরাং তিনি এ বিষয়ে সন্দেহ না করিতে পারেন। কিন্তু মহম্মদ আবদুল, তিনি সর্ব্বদাই কলিকাতায় থাকিতেন, নিশ্চয়ই তিনি ঐ জনরব শুনিয়াছিলেন। তিনি কেন তবে ঐ প্রকার সন্দেহ করিলেন না? মহম্মদের মুখে করিমের চরিত্র-বিষয়ে যে সকল কথা শুনিলাম, তাহাতে করিম খাঁ যে একটী ধর্ম্মভীরু বালক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার ঐ সন্দেহ না করিবার কারণ কি?

অনেক ক্ষণ ধরিয়া এইরূপ চিন্তা করিলাম, অবশেষে এই স্থির করিলাম যে, মলঙ্গায় গিয়া স্বয়ং এ বিষয়ের তদন্ত করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা এগারটার পর থানা হইতে বাহির হইলাম এবং খিদির-পুর অভিমুখে যাইতে লাগিলাম। সৌভাগ্যক্রমে সম্মুখেই এক-খানি ভাড়াটিয়া গাড়ী দেখিতে পাইলাম। তাহারই সাহায্যে বেলা প্রায় দুপুরের সময় যেখানে সেই ডক প্রস্তুত হইতেছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম।

পাছে কোন লোক আমার উপর সন্দেহ করে, এই ভয়ে আমি পুলিসের বেশে যাই নাই, কিম্বা সঙ্গে কোন কনষ্টেবল লই নাই।

কন্‌ট্রাক্টরের সহিত দেখা করাই আমার অভিপ্রেত ছিল। একজন কর্ম্মচারীর মুখে শুনিলাম, তিনি বাঙ্গালী, নিকটেই একখানি অট্টালিকায় তাঁহার অফিস। তিনি তখন অফিসেই ছিলেন। সুতরাং তাঁহার সহিত দেখা করিতে আমার বিশেষ কোন কষ্ট হইল না। সৌভাগ্যক্রমে আমরা পরস্পরের পরিচিত ছিলাম। আমাকে সেখানে সাধারণ বেশে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভাবিলেন, বুঝি আমি ছদ্মবেশে কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছি। ডকে অনেক লোক কার্য্য করে; তাহাদের মধ্যে বদমায়েসের অভাব নাই। সুতরাং তাঁহার অনুমান বড় মিথ্যা নহে।

কিছুক্ষণ উভয়ের আলাপের পর সদাশিব বাবু আমাকে লইয়া তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী রাজারামের নিকট গমন করিলেন। রাজা-রাম আমাদিগকে লইয়া ডকের যে যে অংশ সম্পূর্ণ হইয়াছিল, যে অংশ আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সমস্ত কার্য্য দেখাইতে লাগিল।

অতি অদ্ভুত ব্যাপার। দেখিবার একটী জিনিষ বটে। কত বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার যে এই কার্য্যে বুদ্ধি খরচ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অসংখ্য রাজমিস্ত্রী, ছুতোর, কামার সেই মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত। কোথাও গাঁথনী হইতেছে, কোথাও কাষ্ঠের কার্য্য হইতেছে, কোথাও বা লৌহের বড় বড় কড়ি উপরে তোলা হইতেছে।

রাজারাম যখন আমাদিগকে লইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে সদাশিব বাবু একটা প্রাচীর লক্ষ্য করিয়া রাজারামকে বলিলেন, "দেখ রাজারাম! এ রকম কার্য্যের মজুরি ত দিবই না, আর তা ছাড়া, যে এ কাজ করিয়াছে, তাহাকে দুইদিনের বেতন জরিমানা করিব। ছি! ছি! এ প্রকার কার্য্য তোমার নজরে পড়িল না?"

রাজারাম যেন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া দেখিল, সত্য সত্য সেখানকার প্রাচীর অত্যন্ত বক্র হইয়াছে। সে লজ্জিত হইল; বলিল, "এদিকটা নেপাল মিস্ত্রীর কাজ। লোকটা এত ভাল কাজ করে যে, তাহার কাজ কখনও দেখিতে হয় না। সেই জন্যই এদিকে আর পরীক্ষা করিতে আসি নাই। এখন দেখিতেছি, নেপালের উপর বিশ্বাস করিয়া বড় অন্যায় করিয়াছি। আমি আজই ইহার কৈফিয়ৎ তলব করিব।

সকল দিক ভাল করিয়া দেখিয়া আমি সেই বেশেই মলঙ্গায় গমন করিলাম। হেড কনষ্টেবল আমার অপেক্ষা করিতেছিল, আমাকে দেখিয়াই নিকটে আসিল এবং একখণ্ড প্রবালের মালা আমার হস্তে দিয়া বলিল, "ঐ মাঠে এইরূপ আর একখণ্ড পড়িয়া আছে। চারিদিক অন্বেষণ করিতে মসজিদের পার্শ্বের মাঠে দুইখণ্ড মালা দেখিতে পাই। একখণ্ড আপনাকে ও মহম্মদকে দেখাইবার

জন্য আনিয়াছি আর একখণ্ড স্থান-নির্দ্দেশার্থ যথাস্থানেই রাখিয়া আসিয়াছি।"

আমি তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইলাম। বলিলাম, "উত্তম করিয়াছ। আর কিছু জানিতে পারিয়াছ?"

হেড কনষ্টেবল বলিল,"কিছুদিন হইল এই মাঠে একদল ফকির বাস করিত। শুনিলাম, তাহারা মক্কা যাত্রার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেক মসজিদ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। যে দিন করিম খাঁ সেই অপরিচিত লোকের সহিত হুগলী যাত্রা করে, এই ফকির-দলও সেই দিন এই স্থান হইতে চলিয়া যায়।"

মহম্মদ যদিও পূর্ব্বে সেই প্রবালের হার দেখিয়াছিলেন, তত্রাপি আমি তাহাকে পুনরায় দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, উহা করিমের কি না?

মহম্মদ সে হার সনাক্ত করিলেন। বলিলেন, "এই হারই করিমের গলায় ছিল। বাছা আমার আর নাই। তাহাকে কেহ খুন করিয়াছে।" এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

আমারও সেইরূপ বিশ্বাস হইল। করিম খাঁ যে জীবিত নাই, তাহা আমারও ধারণা হইল। কিন্তু পাছে তখন সে কথা বলিলে মহম্মদ আরও ব্যাকুল হন, এইভয়ে সেরূপ কোন কথার উল্লেখ করিলাম না। হেড কনষ্টেবলকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়া আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম।

যথাস্থানে উপনীত হইয়া দেখিলাম, তখনও সেইখানে হারের একখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। হারের সেই অংশ তুলিয়া লইলাম—দুইটী অংশ মিলাইয়া দেখিলাম, উভয়ের প্রবালগুলি একই প্রকার। সেই দুইখণ্ড যে একই হারের অংশ, তাহাও বুঝিতে পারিলাম।

তখন হেড কনষ্টেবলকে কোন কার্য্যে দূরে পাঠাইয়া দিয়া আমি সেই স্থানে বসিয়া পড়িলাম এবং কিছুক্ষণ ঐ বিষয়ের সন্ধান লইলাম। হারের দ্বিতীয় অংশ যেখানে পড়িয়াছিল, সেইস্থানে অনেকেরই পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাহা হইতে বিশেষ কোন সাহায্য পাইলাম না।

তখনও সন্ধ্যা হইতে কিছু বিলম্ব ছিল। আমি সেই আলোকে সেই স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম। দুই একবার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া কিছুদূরেও যাইতে হইল, কিন্তু সে অল্প-ক্ষণের জন্য। কারণ কিছুদূর গমন করিয়া সেই পদচিহ্নগুলি এত অস্পষ্ট হইয়াছিল যে, আমি অনুবীক্ষণের সাহায্যেও তাহা দেখিতে পাইলাম না।

এইরূপে অনুসন্ধান করিয়া যথাস্থানে ফিরিয়া আসিবামাত্র আমার হেড কনষ্টেবলের সহিত দেখা হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যে ফকিরের দল এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছে, তাহারা কবে গিয়াছে এবং কোন্‌দিকেই বা গিয়াছে ?"

হেড কনষ্টেবল উত্তর করিল, "আমি তাহারও সন্ধান লই-য়াছি। যে দিন করিম খাঁ সেই অপরিচিত লোকের সহিত গমন করে, সেই দিনই ফকিরের দল এখান হইতে চলিয়া যায়। এক্ষণকার মস্‌জিদের অধ্যক্ষের মুখে শুনিলাম, তাহারা হাওড়ায় গিয়াছে। সেখানে চারি পাঁচদিন মস্‌জিদে মস্‌জিদে ভিক্ষা করিয়া বম্বে যাত্রা করিবে। পরে বম্বে হইতে মক্কায় গমন করিবে।

হেড কনষ্টেবলের কথা শুনিয়া আমি তখন হাওড়ার ম্যাজি-ষ্ট্রেটের নিকট এক টেলিগ্রাম করিলাম। লিখিলাম, একদল ফকির মস্‌জিদে ভিক্ষা করিবার জন্য গত বুধবার কলিকাতা ত্যাগ

করিয়াছে। যদি তাহাদিগের কোন সন্ধান পান, তাহা হইলে নজরবন্দী করিয়া রাখিবেন। অনেকের বিশ্বাস এই যে, তাহারা করিম খাঁ নামক একটী বালককে কৌশলে লইয়া গিয়াছে। যদি সেই বালকের কোন সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে ও অপরাপর ফকিরগণকে গ্রেপ্তার করিবেন।

সন্ধ্যার সময় এই টেলিগ্রাম লিখিয়া নিকটস্থ টেলিগ্রাফ অফিসে পাঠাইয়া দিলাম এবং হেড কনষ্টেবলকে লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সোমবার বেলা একটার সময় হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে উত্তর পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "একদল ফকির বুধবার রাত্রে হাওড়ার প্রধান মসজিদে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিয়া সত্য সত্যই ধার্ম্মিক বলিয়া বোধ হয়। কোন বালককে তাহাদের সহিত দেখিতে পাইলাম না। তাহাদের সকলেরই বয়স পঞ্চাশ বৎসরের অধিক। তাহাদের অবয়ব ও আচরণ দেখিয়া অসৎ লোক বলিয়া বোধ হয় না। যদি আদেশ হয়, তাহা হইলে গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে। তাহাদিগকে নজরবন্দীতে রাখা হইয়াছে।"

হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট একজন বিচক্ষণ লোক। তিনি যখন তাহাদিগের উপর কোন সন্দেহ করিতে পারেন নাই, তখন তাহারা নিশ্চয়ই অসৎ লোক নহে। যদিও করিম খাঁ যে দিন

সেই অপরিচিতের সহিত গমন করিয়াছে, সেইদিনেই তাহারা এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে, তত্রাপি তাহাদের সহিত যে করিম খাঁর নিরুদ্দেশের কোন সম্পর্ক আছে এরূপ বোধ হয় না।

এই স্থির করিয়া আমি হেড কনষ্টেবলকে নিকটে ডাকিয়া সেই টেলিগ্রামের উত্তর পাঠ করিলাম। হেড কনষ্টেবলের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সেই ফকিরদলের সহিতই ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, করিম খাঁ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রের উত্তর পাইয়া তাহার সে বিশ্বাস দূর হইল। সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে করিম গেল কোথায়?"

আমি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলাম, "সে কথা এখন তোমায় বলিতে পারিলাম না। আশা করি, দুই একদিনের মধ্যেই এই ভয়ানক রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হইব।"

এই বলিয়া আমি পুলিসের পোষাক পরিধান করিলাম এবং হেড কনষ্টেবলকে সঙ্গে লইয়া খিদিরপুরাভিমুখে গমন করিলাম। পথে হেড কনষ্টেবল আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আমি তাহার একটীরও উত্তর দিলাম না।

যখন ডকের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা প্রায় চারিটা। রাজারাম ব্যস্তসমস্ত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে আমার সহিত তাহার দেখা হইল। তাহাকে ব্যস্ত দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাইতেছ রাজারাম?"

রাজারাম আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। প্রথমে সে আমাকে চিনিতে পারিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিল, "আপনি পুলিসের লোক? তবে সেদিন এ বেশে আইসেন নাই কেন?"

আমি হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "পুলিসের লোকে সর্ব্বদা এক প্রকার পোষাক পরিধান করিলে চলে না; তাঁহা-দিগকে মধ্যে মধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে হয়। কিন্তু তা বলিয়া তোমার মত বিচক্ষণ লোক সহসা প্রতারিত হইতে পারে না। আজ আমার বেশ অন্য প্রকার হইলেও তুমি আমায় চিনিতে পারিয়াছ। এখন বল, এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাইতেছ? আজিকার কার্য্য শেষ হইয়াছে?"

রাজারাম হাসিল বটে, কিন্তু সে হাসি বড় আনন্দদায়ক নহে। কাষ্ঠহাসি হাসিয়া সে উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ, এই মাত্র আমার দৈনিক কার্য্য শেষ হইল। এখন বাসায় আহার করিতে যাই-তেছি। অতি প্রত্যূষেই আমাকে এখানে আসিতে হয়, সমস্ত দিনের মধ্যে একটুও অবকাশ পাওয়া যায় না যে, সময়ে আহার করি। যতক্ষণ না কার্য্য শেষ হয়, ততক্ষণ আহার করিতে যাইতে পারি না। আজিকার কার্য্য এইমাত্র শেষ করিয়াছি, সেই জন্য বাসায় ফিরিয়া যাইতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,"আজ আর তবে এখানে আসিবে না?"

রাজারাম অত্যন্ত দুঃখত হইয়া বলিল, "আসিব না? সে কি! যতক্ষণ না সূর্য্য অস্ত যান, ততক্ষণ আমার নিষ্কৃতি নাই। আমার এখানে উদয়াস্ত কাজ করিতে হয়।"

আ। তবে যে বলিলে কাজ শেষ করিয়াছ?

রা। আজ্ঞে হাঁ—একটা কাজ শেষ করিয়াছি; কুলিদিগের সহিত আর খাটিতে হইবে না। কিন্তু আজ কি করিলাম, তাহার একটা হিসাব দিতে হইবে।

আ। কাহার নিকট?

রা। বাবুর নিকট, সদাশিব বাবুর কাছে। তিনি যে আমার উপর সমস্ত কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। আমি যদি প্রত্যহ তাঁহাকে কার্য্যের হিসাব না দিই, তাহা হইলে তিনি জানিবেন কিরূপে? নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য আর লোক নিযুক্ত করিতে হইবে কি না, তাহা জানিবেন কোথা হইতে?

আমি তাহার প্রশংসা করিলাম। বলিলাম, "রাজারাম! তুমি একজন উপযুক্ত লোক। যে কোন কার্য্য হউক না কেন, তোমার উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায়।" আমার মুখে সুখ্যাতি শুনিয়া রাজারাম আনন্দিত হইল। সে আমাকে বারম্বার প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

রাজারাম প্রস্থান করিলে পর আমি সদাশিব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমায় দেখিয়া হাসিতে হাসিতে অভ্য-র্থনা করিলেন এবং সাদরে নিকটে বসিতে বলিলেন।

ডক নির্ম্মাণ বিষয়ে সদাশিব বাবুর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তিনি ঐ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ভায়া! আজ কাল ঘন ঘন যে এখানে চরণধূলি পড়িতেছে? এখানে কোন শীকার আছে না কি?"

তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, ঘরের ভিতরে কোন লোক নাই বটে, কিন্তু বাহিরে কে যেন পায়চারি করিতেছে। আমার সন্দেহ হইল, আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দপদসঞ্চারে দ্বারের দিকে যাইতে লাগিলাম। কিছুদূর যাইতে না যাইতে দেখিলাম, কোন লোক সেখান হইতে চলিয়া গেল।

আমি তখনই বাহিরে গেলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। দেখিলাম, রাজারাম যাইতেছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে আমার নিকট বিদায় লইয়া বাসায় আহার করিতে গেল, এখনও দশ মিনিট অতীত হয় নাই, ইহারই মধ্যে সে আহার করিয়া ফিরিয়া আসিল ? না, সে এখনও বাসায় গমন করে নাই ? আমার সন্দেহ হইল। আমি সত্বর তাহার নিকট গেলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কি রাজারাম! তুমি এখানে ? এই না আহার করিতে যাইব বলিলে ?"

রাজারাম তখনই হাসিয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ ; কিন্তু, একটা দরকারি কথা বাবুকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তাহা বলিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিয়াছিলাম। আপনি ঘরে রহিয়াছেন দেখিয়া ঘরের ভিতর যাইতে সাহস করি নাই। মনে করিয়াছিলাম, আপনি শীঘ্রই ঘরের বাহিরে আসিবেন। সেই জন্য দ্বারের নিকট পায়চারি করিতেছিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি চলিয়া আসিলে কেন ?"

রাজারাম তখনই উত্তর করিল, "আপনাদের কথাবার্ত্তায় বোধ হইল যে আপনি তখন উঠিবেন না। কিছুক্ষণ গল্প গুজব করিবেন। সেই জন্যই মনে করিলাম, অগত্যা আহার করিয়া আসিয়া বলিব।"

রাজারাম যে ভাবে কথাগুলি বলিল, তাহাতে তাহার উপর কোনরূপ সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। কিন্তু তাহার কথায় আমার মনের সন্দেহ ঘুচিল না। তাহার কথা যেন মিথ্যা বলিয়া বোধ হইল। মনে হইল, সে যেন ইচ্ছা করিয়া আমাদের কথোপকথন শুনিতে আসিয়াছিল।

যাহা হউক, তাহাকে কোন কথা না বলিয়া তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া সন্তুষ্ট করতঃ বিদায় দিলাম। কিন্তু তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিতে হেড কনষ্টেবলকে ইঙ্গিত করিলাম।

আমার হেড কনষ্টেবল বেশ চতুর। সে আমার সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া তখনই দূরে থাকিয়া রাজারামের অনুসরণ করিল। আমি যথাস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

কিছু বিলম্ব হওয়ায় সদাশিব আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, "রাজারাম বেশ কাঁজের লোক বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিনা কারণে তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়া থাকে। সামান্য কারণে ভীত হয় ও তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার বহুমূল্য সময় নষ্ট করে। সে নিশ্চয়ই সেইরূপ কোন কথা বলিতে আসিয়াছিল; আপনাকে দেখিয়া পলায়ন করিয়াছে।"

সদাশিব বাবুর কথাতেও আমার সন্দেহ গেল না। রাজারামের উপর আমার যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমার ধারণা হইল, সে যেন আমাদের কথোপকথন শুনিবার জন্যই দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ ধরা পড়ায় পলায়ন করিতেছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য অস্ত যাইবার কিছু পূর্ব্বে রাজারাম আহার করিয়া ফিরিয়া আসিল। এবার সে আর বাহিরে দাঁড়াইল না, একেবারে ঘরের

ভিতর আগমন করিল। পরে সদাশিব বাবুর নিকট গিয়া বলিল, "বাবু! একটা কথা আছে। যদি অনুমতি হয় ত নিবেদন করি। কিন্তু—"

এই বলিয়া সে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

সদাশিব বাবু তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "দেখ রাজারাম! এই বাবু আমার পরম বন্ধু। বাল্যকাল হইতে এক স্কুলে পাঠ করিয়াছি। বোধ হইতেছে, আমাদের উভয়ের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন হইতে আমরা পরস্পরের পরিচিত। ইহার সমক্ষে তুমি সকল কথাই বলিতে পার। অনেক বিষয়ে আমি ইহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করি।"

রাজারাম অপ্রতিভ হইয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিল। পরে অতি বিনীতভাবে বলিল, "না জানিয়া বলিয়াছি, গরিবের অপরাধ লইবেন না, ক্ষমা করিবেন।"

আমি এতক্ষণ কোন কথা বলি নাই। কিন্তু রাজারামকে লজ্জিত দেখিয়া আমি তাহার পক্ষ সমর্থন করিলাম। বলিলাম, "রাজারাম কোন অন্যায় কার্য্য করে নাই। বিষয় কর্ম্মের কথা গোপনে বলাই ভাল। আমার সহিত তোমার যে এত সদ্ভাব আছে এবং তুমি যে আমার নিকট কোন কথাই গোপন কর না, এ সকল বিষয় রাজারাম কেমন করিয়া জানিবে? কথায় বলে, "ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্র।" বোধ হয়, রাজারাম সেই ভয়েই আমার সাক্ষাতে কোন কথা বলিতে সাহস করে নাই।

এই কথা শুনিয়া রাজারাম আন্তরিক আনন্দিত হইল এবং কোন কথা বলিবার জন্য ব্যগ্র হইল। কিন্তু সদাশিব বাবু তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "এখন নয় রাজারাম! ইনি এই কতক্ষণ

একটা অদ্ভুত কথা বলিতেছিলেন। তোমার আগমনে উনি নিরস্ত হইয়াছেন। আগে উহার কথা শুনিতে দাও, পরে তোমার কথা শুনিব।"

এই বলিয়া সদাশিব বাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাহার পরে কি হইল ভায়া?"

আমি উত্তর করিলাম, "করিম খাঁকে কোথায় পাওয়া গেল না। আমি স্বয়ং অনেক অন্বেষণ করিলাম, নানাস্থানে লোক পাঠাইয়া দিলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।"

স। করিম খাঁর বাড়ী কোথায়?

আ। মলঙ্গায়—সে মহম্মদ আবদুল খাঁর পোষ্যপুত্র।

স। যখন তোমার হস্তে তাহার তদন্তের ভার পড়িয়াছে, তখন তোমাকেই যেন তেন প্রকারেণ একটা উপায় করিতে হইবে। কি করিবে মনে করিয়াছ?

রাজারাম অতি মনোযোগের সহিত আমাদের কথা শুনিতেছিল। করিম খাঁ ও মহম্মদ আবদুলের নাম শুনিবা মাত্র সে যেন চমকিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই আত্ম সম্বরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, ব্যাপার কি? কোম্পানির রাজ্যে এই দিনের বেলায় কেমন করিয়া ছেলে চুরি গেল বুঝিতে পারিলাম না।"

সদাশিব বাবুর সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্বেও আমি পুনরায় সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত ব্যক্ত করিলাম। বলিলাম, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সেই ফকিরেরাই করিমকে কোথায় সরাইয়া দিয়াছে।"

রাজারাম তখন গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "আপনি অতি বিচক্ষণ লোক। আমারও সেইরূপ বিবেচনা হয়। তাহারা যে রাত্রে

এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে, সেই রাত্রেই যখন করিম খাঁও প্রস্থান করিয়াছে, তখন সে যে ঐ ফকির-দলের সহিতই গিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আপনি শীঘ্রই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দিন। নতুবা তাহারা পলায়ন করিবে।"

আ। পলায়ন করিতে পারিবে না। হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। আমার সামান্য সঙ্কেত পাইবামাত্রই তাহারা ধৃত হইবে।

রা। তবে এখনও বিলম্ব করিতেছেন কেন? আমি জানি, মুসলমান ফকিরগণ ঐ প্রকার অনেকানেক ভয়ানক কাণ্ড করিয়া থাকে।

আ। আমিও তাহা জানি। কিন্তু কোন বিষয় নিশ্চয় না জানিয়া কাহাকেও গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিতে পারা যায় না।

রা। তবে কবে তাহাদিগকে ধরিবার হুকুম দিবেন?

আ। সম্ভবতঃ কাল দ্বিপ্রহরের পর।

রা। কেন, আজই হুকুম দেন না?

আ। এখনও একটা কথা জানিতে পারি নাই। সেই জন্য বিলম্ব।

রাজারাম আর কোন কথা কহিল না। আমি তখন সদাশিব-বাবুর সহিত অন্যান্য দুই চারিটা কথা কহিয়া বিদায় লইলাম।

সদাশিববাবু করিম খাঁর কি হয় জানিবার জন্য আমাকে পরদিন সেখানে যাইতে বারম্বার অনুরোধ করিলেন। আমিও তাঁহার কথা মত কার্য্য করিব প্রতিজ্ঞা করিয়া সেদিনের মত থানায় ফিরিয়া আসিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যখন থানায় ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাত্রি প্রায় আটটা। সরকারি কার্য্য শেষ করিতে আরও এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। পরে আহারাদি শেষ করিয়া এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম।

হেড কনষ্টেবল যেখানে সেই হারের অংশ পাইয়াছিল, সেই স্থান পরীক্ষা করিয়া যদিও কোন প্রকার পদচিহ্ন দেখিতে পাই নাই, তত্রাপি এই অদ্ভুত রহস্যের একটী সূত্র পাইয়াছিলাম। জিনিষটী আমার নিকটেই ছিল—আমি বাহির করিলাম। দেখিলাম, একটী দুয়ানি। আজ কাল লোকে দুইটী দুয়ানি রৌপ্যের তার দিয়া একত্রিত করিয়া হাতের বোতাম করিয়া থাকে। আমি যে দুয়ানিটী কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে একটু দাগ ছিল। সেই দাগ দেখিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইল যে, উহা ঐরূপ কোন বোতাম হইতে খুলিয়া পড়িয়াছে। বোতামটী কাহার? নিশ্চয়ই তাহার এক হাতের বোতাম নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সে এখন দুই হাতে দুই প্রকার বোতাম ব্যবহার করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ যদি ফকিরেরা করিমখাঁকে হত্যা করিয়া থাকে, আর যদি তাহার পূর্ব্বে করিমের গলার হার ছিঁড়িয়া সেই স্থানে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে হেড কনষ্টেবল যে অংশ কুড়াইয়া পাইয়াছিল, তাহা কর্দ্দমাক্ত হইত; কারণ সেই রাত্রে এবং পরদিন প্রাতে বৃষ্টি হইয়াছিল। যখন হারের অংশদ্বয়ে কোনরূপ কর্দ্দম নাই, তখন

উহা যে, বৃষ্টির পর ঐখানে রাখা হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কে এই কার্য্য করিল? দুয়ানিটী দেখিয়া বোধ হইল, তাহাতেও কোন কর্দ্দম নাই। নিশ্চয়ই বৃষ্টির পর উহা সেখানে পড়িয়াছিল। বোতামটীই বা কাহার? অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম, ঐ বোতামটী যাহার, সেই ঐ হারের অংশ দুইটী ঐখানে ফেলিয়া রাখিয়াছিল।

তৃতীয়তঃ, যখন সদাশিববাবুর সহিত সেদিন সেই ডকের কার্য্য দেখিতে গিয়াছিলাম এবং যেস্থানের গাঁথনি বক্র ছিল, সেই স্থান বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম, তখন সেখান হইতে দু-একটী জিনিষ সঙ্গে আনিয়া ছিলাম। বাহির করিয়া দেখিলাম, কতকগুলি দগ্ধ দিয়াসালাইয়ের কাটি ও বাতির চর্ব্বি। রাজারামের মুখে শুনিয়াছিলাম, তাহার লোকেরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। কিন্তু ঐ দুই প্রকার জিনিষ দেখিয়া আমার স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, সেই অংশ রাত্রিতেই গঠিত হইয়াছে। প্রাচীরটি বক্র হইবার তাহাই প্রধান কারণ। একে রাত্রে কার্য্য করা তাহাদের অভ্যাস নাই, তাহাতে সে দিন রাত্রে জোর বাতাস থাকায় ক্রমাগত আলোক নিবিয়া গিয়াছিল, সেইজন্যই অতগুলি দিয়াশালাই নষ্ট হইয়াছিল এবং সেই কারণেই প্রাচীরটি বক্র হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

যে মিস্ত্রী ঐ প্রচীর গাঁথিয়াছিল, সে যে একজন পাকা লোক, তাহা রাজারাম নিজেই বলিয়াছিল। তবে তাহার কার্য্য মন্দ হয় কেন? মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ—অতি বিজ্ঞ লোকেরও ভুল হইতে পারে।

এইরূপ নানা চিন্তার পর কর্ত্তব্য স্থির করিলাম। যাহা ভাবিয়া

ছিলাম, তাহাতে যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না, তত্রাপি তাহা যে সম্ভব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

রাত্রি এগারটা বাজিল। আমি হেডকনষ্টেবলকে ডাকিলাম এবং আবশ্যকীয় উপদেশ দিয়া বিদায় দিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই খিদিরপুরে যাত্রা করিলাম। যখন সেখানে পৌঁছিলাম, তখন অল্প রৌদ্র দেখা দিয়াছিল। অসংখ্য কর্ম্মচারী ইতিপূর্ব্বেই আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। পান চুরুটের কিম্বা খাবারের দোকানগুলি অগ্রেই খোলা হইয়াছিল। হরেক রকম বিক্রিওয়ালা স্ব স্ব বিক্রেয় দ্রব্য লইয়া হাঁকিয়া বেড়াইতেছিল। একজন বৈরাগী সর্ব্বাঙ্গে ছাই মাখিয়া হস্তে রুদ্রাক্ষ মালা লইয়া একস্থানে উপবেশন করিয়াছিল। নিকটেই একজন ফকির মুসলমানের নিকট হইতে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছিল।

এই সমস্ত ব্যাপার দেখিতে দেখিতে আমি সদাশিববাবুর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সেই প্রত্যূষে আমাকে খিদিরপুরে দেখিয়া সদাশিববাবু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভায়া, আজ কাল ঘন ঘন দেখা দিতেছ কেন? তোমার মত লোকের সহিত এত ঘনিষ্ঠতা ভাল নয়। ব্যাপার কি? রাত্রে কি ভাল ঘুম হয় নাই?"

আমিও হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলাম, "তোমার অনুমান

মিথ্যা নহে। কাল রাত্রে সত্য সত্যই ভাল নিদ্রা হয় নাই। কেবল কাল কেন, যতদিন না করিম খাঁর কোন সন্ধান পাইতেছি, ততদিন আমার ভাল নিদ্রা হইবে না।"

স। কিছু সুবিধা করিতে পারিলে? সেই ফকিরদিগকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিয়াছ?

আ। না ভায়া, এখনও সে হুকুম দিই নাই। হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট যেরূপ উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের উপর সন্দেহ করা যায় না। সেই জন্যই ত আজ এত সকালে তোমার নিকট আসিয়াছি।

"আমার নিকট? কেন? আমাকে কি তোমার কোনরূপ সন্দেহ হয় না কি?"

এই বলিয়া সদাশিব হাসিয়া উঠিলেন। আমিও হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "না, তোমার উপর নয়। তবে আমার বিশ্বাস, এইখানেই করিমের সন্ধান পাওয়া যাইবে।"

সদাশিব যেন গম্ভীর হইলেন। বলিলেন, "সে কি! করিমের বাড়ী মলঙ্গায়, এখান হইতে প্রায় চারি মাইলের কম নহে। যে লোক করিমকে লইয়া গিয়াছে, সে হুগলী হইতে আসিয়াছিল। তাহার সহিত এখানকার লোকের সম্পর্ক কি?"

সদাশিব বাবু শেষোক্ত কথাগুলি যেভাবে বলিলেন, তাহাতে তিনি যে আমার উপর বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আমার দোষ কি? যখন আমার হস্তে এই তদারকের ভার পড়িয়াছে, তখন আমাকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। জগদীশ্বরের কৃপায় এপর্য্যন্ত কোন বিষয়ে আমি অকৃতকার্য্য হই নাই। গত রাত্রে যাহা স্থির করিয়াছি, তাহা আমাকে

করিতেই হইবে। যদি সফল হই, ভাল, নতুবা আমাকে সদাশিব বাবুর নিকট অত্যন্ত অপ্রতিভ হইতে হইবে। এই ভাবিয়া আমি উত্তর করিলাম, "ভায়া! আমার উপর বিরক্ত হইলে কি করিব? আমাদের কার্য্যই এই। কোন এক সামান্য সূত্র ধরিয়া এক মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করিতে হয়। যদি তুমি এই অবস্থায় পড়িতে, তাহা হইলে তোমাকেও আমার মত কার্য্য করিতে হইত। করিম খাঁর সহিত তোমার কোন লোকের কোনরূপ সংশ্রব আছে কি না, তাহা আমি জোর করিয়া এখন বলিতে পারিতেছি না কিন্তু আমার ভয়ানক সন্দেহ যে, তাহার সহিত এখানকার কোন না কোন লোকের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।"

আমার কথায় সদাশিব উত্তর করিলেন, "প্রমাণ কর। যতক্ষণ না প্রমাণ করিতে পারিবে, ততক্ষণ কোন কথা বলিও না।"

আ। সেই জন্যই ত আজ এত সকালে তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। কিন্তু প্রমাণ করিতে হইলে তোমাকে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

স। কেন? কিসে আমার ক্ষতি হইবে?

আ। আমি কোন স্থানের গাঁথনি ভাঙ্গিতে ইচ্ছা করি।

সদাশিব আমার কথায় স্তম্ভিত হইলেন। বলিলেন, "বল কি? আর দশদিন মাত্র সময় আছে। এই সময়ের মধ্যে যদি কার্য্য শেষ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। যতগুলি লোক এখন এখানে কার্য্য করিতেছে, তাহাদিগকে ডবল রোজ দিয়া খাটাইলেও ঐ সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হইবে না; সম্ভবতঃ, আরও কয়েকজন লোক নিযুক্ত করিতে হইবে। এ অবস্থায় আমি কেমন করিয়া প্রস্তুত অংশ নষ্ট করিতে বলি।

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "তাহার জন্য তোমার কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে হইবে না। আমার নিজের কোন কার্য্যের জন্য তোমায় ভাঙ্গিতে বলিতেছি না, কিম্বা আমার কৌতূহল নিবারণের জন্য এ কার্য্য করিতে অনুরোধ করিতেছি না। তুমি যাঁহার কার্য্য করিতেছ, আমিও তাঁহারই কার্য্য করিতেছি। আমার কার্য্যের জন্য আমি দায়ী হইব।"

বাধা দিয়া সদাশিব উত্তর করিলেন, "যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই। কোন্ অংশ ভাঙ্গিতে হইবে দেখাইয়া দাও, আমার লোকে এখনই তোমার আদেশ পালন করিবে।"

এই বলিয়া সদাশিব দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং আমার হস্ত ধারণ করিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। ঠিক এই সময় রাজারাম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমাকে দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মহাশয়! ফকিরদিগকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম দিয়াছেন কি?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এত ব্যস্ত কেন? একবার তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া হঠাৎ কি কোন প্রকার হুকুম দিতে পারা যায়? তবে আমার বিশ্বাস যে, তাহারাই করিমখাঁকে কোথাও চালান দিয়াছে।"

রাজারাম একগাল হাসি হাসিয়া বলিল, "আপনি একজন বিচক্ষণ লোক; আপনার চক্ষে ধুলি দেওয়া নিতান্ত সহজ নহে। কিন্তু যদি তাহারা ইত্যবসরে পলায়ন করে, তাহা হইলে আপনাকে আরও কষ্ট পাইতে হইবে। শুনিয়াছি, তাহারা নাকি শীঘ্রই মক্কায় যাইবে।"

রাজারামের শেষ কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। ভাবিলাম, রাজারাম সে সংবাদ কোথায় পাইল?

এই ভাবিয়া আমি রাজারামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এ কথা শুনিলে কোথায়?"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে রাজারাম হাসিয়া উত্তর করিল, "কেন? গতকল্য আপনারই মুখে ঐ কথা শুনিয়াছিলাম।"

আমি চমকিত হইলাম। আমার বেশ স্মরণ ছিল যে, আমি কোন দিন তাহাকে ঐ সংবাদ দিই নাই। হয় সে পূর্ব্ব হইতেই ঐ কথা জানিত, নচেৎ সে ইতিমধ্যে আর কাহারও মুখে ঐ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, আমি তখন আর তাহাকে ঐ বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না দেখিয়া, সদাশিব বাবু তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রাজারাম! একটা কাজ আছে। আমাদের সঙ্গে এস।"

রাজারামের সকল কথাতেই হাসি। সে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ মহাশয়?"

স। আমার এই বন্ধুর একটা অনুরোধ আছে। চল একবার বেড়াইয়া আসি।

রা। কোথায়? কতদূর?

সদাশিব আমার দিকে চাহিলেন। আমি তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া রাজারামকে বলিলাম, "অধিক দূর নহে। তোমায় বেশীক্ষণ থাকিতে হইবে না।"

এই কথা বলিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। রাজারাম বিরক্তির সহিত আমাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল কথা মনে পড়িয়াছে রাজারাম! সে দিন যে প্রাচীরটার গাঁথনি বাঁকা হইয়াছিল, তাহা মেরামত হইয়া গিয়াছে? যে মিস্ত্রী উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার জরিমানা করিয়াছ?

রাজারাম আবার হাসিল। বলিল, "না মহাশয়, সে কাজ এখনও মিটে নাই। নেপাল মিস্ত্রী যে অমন কাজ করিবে, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। ও কথা আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আজই আমি নেপালকে ডাকিয়া উহার একটা মীমাংসা করিতেছি।"

সদাশিব বা আমি তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। বৃথা সময় নষ্ট হইতেছে দেখিয়া সদাশিব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ অংশ ভাঙ্গিতে হইবে দেখাইয়া দাও।"

ভাঙ্গিবার কথা শুনিয়া রাজারাম স্তম্ভিত হইল। বলিল, "কি ভাঙ্গিতে হইবে?"

আমি তাহাকে কোন উত্তর না দিয়া সদাশিব বাবুকে বলিলাম, "যে প্রাচীরটি বাঁকা হইয়াছে, সেইটাই ভাঙ্গিতে হইবে। ইহাতে আমাদের উভয়েরই উপকার হইবে সন্দেহ নাই। প্রাচীরের গঠনও ভাল হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার দ্রষ্টব্য বিষয়ও দেখিতে পাওয়া যাইবে।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে রাজারাম সহসা আমায় আক্রমণ করিল এবং এক ধাক্কা দিয়া এরূপে ফেলিয়া দিল যে, আমি কোনমতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিলাম না। নিমেষ মধ্যে রাজারাম আমার উপরে উঠিয়া বসিল। কিন্তু সে কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য—কারণ ইতিপূর্ব্বে যে ফকির ও বৈরাগীর কথা বলিয়া-

ছিলাম, তাঁহারা ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই রাজারামের নিকট আসিল এবং তখনই তাহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া ফেলিল। সদাশিব এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত হইলেন। কিছুক্ষণ তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

আমাকে পড়িয়া যাইতে ও রাজারামকে গ্রেপ্তার করিতে দেখিয়া অনেক লোক সেখানে জমায়েত হইল। আমি দণ্ডায়মান হইয়া সদাশিবের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "করিম খাঁর হত্যাপরাধে রাজারামকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইয়াছি। প্রাচীরটি এখনই ভাঙ্গিতে হুকুম দাও, আমি প্রমাণ দেখাইতেছি।"

সদাশিব দ্বিরুক্তি না করিয়া তখনই সেই প্রাচীর ভগ্ন করিতে আদেশ করিলেন। দশ বারজন কুলী তখনই সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই উহা ভূমিসাৎ হইল। সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইল। উপস্থিত প্রায় সকলেই নাসিকাবৃত করিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিতে লাগিল।

আমি সদাশিবকে লইয়া সেই প্রাচীরের নিকটে গেলাম। দেখিলাম, এক মানবদেহ। কিছুক্ষণ উভয়ে পরীক্ষা করিবার পর জানিলাম, উহা এক মুসলমান বালকের মৃতদেহ। দুর্ভাগ্য-ক্রমে উপস্থিত লোক সকলের মধ্যে করিম খাঁকে কেহই চিনিত না। আমি একজন কনষ্টেবলকে মহম্মদের নিকট পাঠাইয়া দিলাম এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে বলিয়া দিলাম।

পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্বে মৃত্যু হওয়ায় দেহের অনেক স্থান বিকৃত হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে এই অবস্থায়ও সনাক্ত করিতে পারিবে। দেহ পচিতে আরম্ভ হইয়াছিল; উহা হইতে এক ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল। স্থানে স্থানে

ফুলিয়া উঠিয়াছিল। দেখিলেই একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দেহ বলিয়া বোধ হয়।

করিমের পিতা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই রাজারাম সমস্ত স্বীকার করিল। বলিল, "উহা করিমেরই দেহ। সত্যই আমি তাহাকে হত্যা করিয়া প্রাচীরে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহা না হইলে এত শীঘ্র এ কাজ হইতে পারে না। বিশেষতঃ দেবতার উদ্দেশ্যে যথোচিত উৎসর্গ না করিয়া কি এ কার্য্যে সিদ্ধ হওয়া যায়? যে কার্য্য করিয়াছি, তাহা স্বীকার না করিব কেন?"

শীঘ্রই মহম্মদ ও সলামত উভয়েই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই দেহ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। উভয়েই উহা করিমের দেহ বলিয়া সনাক্ত করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সদাশিব বাবু দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিছুক্ষণ কোন কথা কহিলেন না। পরে আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকলের অর্থ কি? এ কি ভোজবাজী? তোমারই মুখে শুনিলাম যে, ফকিরেরা সেই মুসলমান বালককে কোথায় চালান দিয়াছে, তুমি কালই তাহাদিগকে ধরিবার জন্য পরোয়ানা বাহির করিবে। অথচ মনে মনে রাজারামের উপর সন্দেহ করিয়া এই অদ্ভুত রহস্য ভেদ করিয়াছ! কেমন করিয়া কি করিলে বলিতে হইবে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "নিশ্চয়ই, আমাকে যে ইহার জন্য একটা কৈফিয়ত দিতে হইবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি। হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট যখন আমায় টেলিগ্রামের উত্তর দিলেন, তখনই জানিতে পারিলাম, ফকিরদিগের সহিত করিম খাঁর কোন সংস্রব নাই। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য নিহিত আছে।"

সদাশিব বাবু আমাকে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই, সে কথা ত তুমি পূর্ব্বে বল নাই? তুমি কালও বলিয়াছ যে, ফকির-দিগের ধরিবার জন্য শীঘ্রই পরোয়ানা বাহির করিবে।"

আমি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলাম, "সেরূপ না বলিলে রাজারাম আমার উপর সন্দেহ করিত। হয়ত সে এমন স্থানে পলায়ন করিত যে, ছয় মাস পরেও তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতাম না। মুখে তোমায় যাহাই বলি না কেন, মনে মনে রাজারামেরই উপর সন্দেহ হইয়াছিল।"

স। কেন? রাজারামের সহিত করিম খাঁর সম্পর্ক কি? কোথায় করিম খাঁ আর কোথায় রাজারাম! এরূপ অন্যায় সন্দেহের কারণ কি?"

আ। আমরা সকলেই হিন্দু। আমাদের একটা বিশ্বাস আছে যে, এই প্রকার কোন মহৎ কার্য্য করিতে হইলে দেবতার উদ্দেশে একটী নরবলি দিতে হয় এবং যখন সেই কার্য্যের ভিত্তি স্থাপনা হয়, তখন সেই দেহ তাহার ভিতর প্রোথিত থাকে। এই কার্য্যের প্রথমে তোমাকে অনেকবার নিষ্ফল হইতে হইয়াছিল, অনেক অর্থ বৃথা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। ইহার কারণ যাহাই হউক না কেন, রাজারামের মত গোঁড়া হিন্দুগণ মনে করিয়াছিল

যে, যখন কার্য্যারম্ভের সময় কোন শবদেহ ভিত্তিতে প্রোথিত হয় নাই, তখনই নিশ্চয়ই এ কার্য্য নিষ্ফল হইবে। এইরূপ একটা জনরবও কিছুদিন পূর্ব্বে আমার কর্ণগোচর হইয়াছিল। সেই জনরব শুনিয়া এবং রাজারামকে গোঁড়া হিন্দু দেখিয়া আমার সেই সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হয়। আমি ঘন ঘন তোমার নিকট আসিয়া ক্রমাগত রাজারামের কার্য্য পরিদর্শন করি।

স। কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়াই কি এই ভয়ানক রহস্য ভেদ করিয়াছ?

আ। না—তুমিই সেদিন আমার সন্দেহ বৃদ্ধি করিয়াছ।

সদাশিব আমার কথায় স্তম্ভিত হইলেন। বলিলেন, "সে কি? আমি তোমার মনের কথা কেমন করিয়া জানিলাম যে, আমার কথায় তোমার সন্দেহ বাড়িল?"

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "ভায়া! সকল কথা এত শীঘ্র ভুলিয়া যাও কেন? তোমার সহিত ডকের কার্য্য দেখিতে না যাইলে এই প্রাচীরটি সে দিন দেখিতে পাইতাম না। সুতরাং আমার সন্দেহও বাড়িত না। রাজারামের মুখে যখন শুনিলাম, যে মিস্ত্রী প্রাচীরটি নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে একজন পাকা লোক; যদি তাহাই হয়, তবে তাহার কার্য্য বিনা কারণে কখনও এত অপরিষ্কার হইবে না। যখন তোমার আমার চক্ষে এই কার্য্য এত বিশ্রী দেখাইয়াছিল, তখন একজন পাকা মিস্ত্রী কি এরূপ কুৎসিত কার্য্য দেখিয়াও রাখিয়া দেয়—সংশোধন করিতে চেষ্টা না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে? কখনই না। নেপাল মিস্ত্রী যথা-সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ইহাপেক্ষা আর ভাল হয় না দেখিয়া অমনই রাখিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। আর এক কথা, যখন

রাজারামকে এই প্রাচীরের গঠন বাঁকা হইয়াছে বলা হইল, তখন তাহার মুখের ভাব যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাতে স্পষ্টই জানিতে পারিয়াছিলাম যে, এই প্রাচীরের মধ্যেই কোন গুপ্ত রহস্য নিহিত আছে।

"তাহার পর করিম খাঁর গলায় যে হার ছিল, তাহারই কিয়দংশ সেই পূর্ব্ব বাসস্থানের নিকট পাওয়া গিয়াছিল। বোধ হয়, এ কথা তুমি আমার মুখে শুনিয়া থাকিবে। সেও এই রাজারামের কাজ। নির্দ্দোষী, পরম ধার্ম্মিক মুসলমান ফকির-দিগের স্কন্ধে আপনার দোষ আরোপ করাই উহার উদ্দেশ্য। কিন্তু রাজারাম পাকা লোক নহে। এই সকল ভয়ানক কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ করিতে হইলে যেরূপ বুদ্ধির প্রয়োজন, রাজারামের সেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধির অভাব। যে দিন সে করিম খাঁকে হত্যা করিয়াছিল, সেই দিন রাত্রে ও পরদিন সকালে বেশ বৃষ্টি হইয়াছিল। পথ কর্দ্দমাক্ত হইয়াছিল। করিম খাঁর হার যদি তাহার পূর্ব্বে সেই স্থানে পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই কর্দ্দমাক্ত হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাতে কাদার লেশ মাত্রও ছিল না। হার দেখিয়াই বোধ হইল, কোন লোক ফকিরদিগের উপর দোষারোপ করিবার জন্য এবং গোয়েন্দাকে বিপথে লইয়া যাইবার নিমিত্তই এ কার্য্য করিয়াছে। আমার হেড কনষ্টেবলের বিশ্বাস ছিল যে, করিম খাঁকে হত্যা করিবার সময় সে যখন নিতান্ত অস্থির হইয়াছিল, সেই সময়ে তাহার গলার হার ছিঁড়িয়া সেই স্থানে পড়িয়া যায়। কিন্তু আমার কথায় তাহার ভ্রম দূরীভূত হইয়াছিল।

"আরও একটা ব্যাপারে রাজারামের উপর সন্দেহ অত্যন্ত

বৃদ্ধি হয়। যেখানে ঐ হারের অংশ দুইটী পড়িয়াছিল, তাহারই কিছুদূরে সেই মাঠে এই বোতাম বা দুয়ানিটা পড়িয়াছিল। ইহার মধ্যে কড়া দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, উহা কোন বোতামের অংশ মাত্র।”

এই বলিয়া আমি পকেট মধ্য হইতে কড়াযুক্ত একটী দুয়ানি বাহির করিয়া সদাশিবের হস্তে দিলাম। তিনি মনোযোগের সহিত দেখিয়া আমার কথায় সায় দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তার পর?”

আমি উত্তর করিলাম, “রাজারামের হাতের দিকে চাহিয়া দেখ। তখনও তাহার গাত্রে যে জামা আছে, তাহার এক হাতের বোতাম কড়াযুক্ত দুইটী দুয়ানি, অপর হস্তে কাচের বোতাম।

সদাশিব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বলিলেন, “আশ্চর্য্য! অদ্ভুত! এই সামান্য বিষয় হইতে তুমি যে এত বড় একটা কাণ্ড করিবে, তাহা কেহ স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারে না।”

আমি বলিলাম, “যখন আমি বোতামটী সেই মাঠে কুড়াইয়া পাইলাম, আর যখন দেখিলাম, তাহাতে কোন প্রকার ধূলা বা কর্দ্দম নাই, তখনই আমার সন্দেহ হইল যে, যে লোক হারের অংশ সেই স্থানে ফেলিয়া গিয়াছে, বোতামটী তাহারই; কারণ ঐ দুইটী বস্তুই এক সময়ে পড়িয়াছিল। সেই সময় হইতে আমি প্রত্যেকেরই হাতের বোতাম লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। যখন আমি তোমার নিকট আসিলাম এবং রাজারাম আমার সম্মুখে পড়িল, তখন আমি তাহার হাতে ঐ দুয়ানির বোতাম লক্ষ্য

করিলাম। বুঝিলাম, উহা রাজারামেরই কাজ। রাজারামই ঐ হারের অংশ দুইটী সেই মাঠে সকলের অগোচরে ফেলিয়া রাখিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ সেই সময়ে তাহার হাত হইতে ঐ বোতামটী খুলিয়া পড়িয়াছিল; বোধ হয়, রাজারামও সে বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ করে নাই। প্রকৃত কথা বলিতে কি, তুমি আমার পরম বন্ধু হইলেও আমি প্রথমে তোমাকেই সন্দেহ করিয়াছিলাম। কারণ তোমার অনুমতি না পাইলে সে যে ঐরূপ কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে, এমন বোধ হয় নাই। সেই জন্য আমি বাহ্যিক তোমার উপর কোন সন্দেহ না করিলেও, ভিতরে ভিতরে তোমার কার্য্য লক্ষ্য করিতেছিলাম।"

আমার শেষোক্ত কথা শুনিয়া সদাশিব অত্যন্ত ভীত হইলেন। বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি ত বেশ বন্ধু! যখন বন্ধু হইয়াও তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে, তখন তোমার অসাধ্য যে কোন কার্য্য আছে, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এখনও কি তোমার সেই সন্দেহ আছে না কি ?"

যেরূপ ভীত হইয়া সদাশিব শেষোক্ত কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, "না ভাই! এখন আর সে সন্দেহ নাই। রাজারাম তোমায় কোন কথা না বলিয়া নিজেই এই কার্য্য শেষ করিয়াছে। তবে আর একজন লোক তাহার সহায় ছিল। তাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে হইবে।"

স। কে সে?

আ। কে তাহা জানি না, তবে সেও যে এখানেই আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

স। কেমন করিয়া জানিলে?

আ। যে লোক গঙ্গাধর সাজিয়া করিমকে মহম্মদের বাড়ী হইতে ভুলাইয়া আনিয়াছিল, সলামতের পীড়া হইয়াছে বলিয়া একখানা জাল চিঠি দিয়াছিল, সে নিশ্চয়ই রাজারামের লোক। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, নেপাল মিস্ত্রীই ঐ কার্য্য করিয়াছিল। যদি সে এখন এখানে থাকে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে আমার হেড কনষ্টেবল সেই বৈরাগী অপর একজন কুলীর সহিত তখনই সেই ঘর হইতে বাহির হইল এবং কিছুক্ষণ পরেই একজন লোককে লইয়া পুনরায় সেইস্থানে আগমন করিল।

নবাগত লোককে দেখিয়া মহম্মদ আবদুল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই যে গঙ্গাধর! এই লোকই ত সেদিন আমার হাতে এই পত্র দিয়াছিল। করিমকে আমি ইহার সহিতই পাঠাইয়া ছিলাম।"

আমি এতক্ষণ কোন কথা বলি নাই। মহম্মদের কথা শুনিয়া বলিলাম, "আমি পূর্ব্বেই ঐরূপ অনুমান করিয়াছিলাম। যখন রাজারাম উহার কার্য্যের সুখ্যাতি করিয়াছিল, তখন বুঝিয়াছিলাম যে, সেই গঙ্গাধর সাজিয়া মহম্মদকে ভুলাইয়া করিম খাঁকে লইয়া আসিয়াছিল।"

নেপাল মিস্ত্রীর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর। লোকটাকে দেখিতে খর্ব্বাকৃতি, কিন্তু বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ। তাহার চক্ষু দেখিলেই বোধ হয়, সে একজন ভয়ানক দুর্দ্দান্ত লোক। আমার আদেশে তাহার হাতে হাতকড়ি পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে সদাশিব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সকল কথাই বুঝিলাম। কিন্তু তুমি কেমন করিয়া জানিতে পারিলে যে, কর্ত্রিমের দেহ ঐ প্রাচীরের ভিতর গাঁথা রহিয়াছে?"

আমি উত্তর করিলাম, "যখন উহার গঠন বাঁকা হইয়াছিল এবং উহা যে মিস্ত্রীর দ্বারা গঠিত, সে একজন পাকা লোক জানা গিয়াছিল, তখনই আমার সন্দেহ হয়। তাহার পর সে দিন তোমার সহিত যখন ঐ স্থান পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলাম, তখন এই সকল দ্রব্য সেখনে পড়িয়াছিল দেখিয়া গোপনে কুড়াইয়া আনিয়াছিলাম।"

এই বলিয়া পকেট হইতে একটী কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া দিলাম। সদাশিব শশব্যস্তে সেই মোড়কটী হস্তে লইয়া খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, তাহার ভিতর কতকগুলি দগ্ধ দিয়াশলাইয়ের কাটি ও বাতির দগ্ধাংশ।

সদাশিব হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এ কি, ইহা লইয়া কি করিব?"

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "কেন? এইগুলি দেখিয়া মনে কি কোন সন্দেহ হয় না?"

সদাশিব অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "না ভায়া! আমার বুদ্ধি তোমার মত প্রখর নহে। আমি তোমার কথা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমি বলিলাম, "যখনই এই সকল দ্রব্য আমার দৃষ্টিগোচর হইল, আমি তখনই বুঝিতে পারিলাম যে, প্রাচীরের অংশ রাত্রি-কালেগঠিত হইয়াছিল। তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, সে রাত্রে ঝড় ও বৃষ্টি হইয়াছিল; সেই ঝড়ে নেপালমিস্ত্রীর আলোক মধ্যে

মধ্যে নিবিয়া গিয়াছিল বলিয়াই তাহাকে এতগুলি দিয়াশালাই নষ্ট করিতে হইয়াছিল। একদিন কথায় কথায় রাজারাম বলিয়াছিল, তাহার লোকে রাত্রে কার্য্য করে না; উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। যখন এখানে রাত্রে কার্য্য করিবার হুকুম নাই, তখন নেপালমিস্ত্রী রাত্রে এ কার্য্য করে কেন?"

সদাসিব স্তম্ভিত হইলেন। বলিলেন, "ভায়া, তোমার যুক্তি অকাট্য। তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আশ্চর্য্য এই যে, এই সকল তুচ্ছ পদার্থ হইতে, অতি সামান্য সূত্র হইতে তুমি এই ভয়ানক জটিল রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছ।"

আমি বলিলাম, "এই সমস্ত স্থির করিয়া গত রাত্রে আমার হেডকনষ্টবলকে বৈরাগীর ছদ্মবেশ ও অপর এক কনষ্টবলকে ফকিরের বেশ করিয়া এই স্থানে ভিক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছিলাম। আজ আমি যখন এখানে আসিয়া উপস্থিত হই, তখন সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অনেক পূর্ব্বেই উহারা দুইজনে যথোচিতবেশে এখানে আসিয়া ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

সদাসিব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? এরূপ করিবার কারণ কি?"

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "কারণ স্বচক্ষেই দেখিয়াছ। আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম, রাজারাম সহজ লোক নহে। সে যে আমাকে আক্রমণ করিবে, তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম এবং সেই জন্যই আমার সাহায্যার্থ উহাদিগকে নিকটে থাকিতে বলিয়া দিয়াছিলাম। বোধ হয়, এখন সমস্ত ব্যাপার বেশ বুঝিতে পারিয়াছ।"

সদাশিব সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার আমি এই প্রথম দেখিলাম।"

আমি তখন বন্দীদ্বয়কে যথাস্থানে পাঠাইয়া দিলাম এবং সত্বর থানায় ফিরিয়া আসিলাম।

কিছুদিন পরে উভয়ের বিচার হইল। বিচারে উভয়েরই ফাঁসি হইল।

সম্পূর্ণ।

DETECTIVE STORIES, No 195. দারোগার দপ্তর, ১৯৫ সংখ্যা।

অদ্ভুত ফকির।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সপ্তদশ বর্ষ।] সন ১৩১৬ সাল। [আষাঢ়।

অদ্ভুত ফকির।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দারুণ শীত। আকাশে মেঘের লেশ মাত্র নাই। নির্ম্মল সুনীল অম্বরে থাকিয়া দিনমণি প্রখর-কিরণজাল বিকীরণ করিতেছেন। উত্তরে বাতাস শন্ শন্ শব্দে প্রবাহিত হইয়া শীত-প্রপীড়িত শতগ্রন্থি-ছিন্ন-বসন-পরিহিত মানবগণকে কাঁপাইয়া তুলিতেছে। জানু, ভানু, কৃষাণু আশ্রয় করিয়া শীতার্ত্ত দীন-দরিদ্রগণ কোনরূপে শীত নিবারণ করিতেছে। আমি সেই সময় অফিস-ঘরে বসিয়া আছি।

বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে; বিশেষ কোন কাজ না থাকায়, আমি একখানি সংবাদ-পত্র দেখিতে ছিলাম, এমন সময়ে একজন কনষ্টেবল আসিয়া সংবাদ দিল, আলিপুরে সরকারদের বাগানে একজন ফকিরের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, সাহেবের হুকুম, আমাকে তাহার অনুসন্ধানের জন্য এখনই সেখানে যাইতে হইবে।

কনষ্টেবলকে আমি দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে হত্যাকাণ্ডের বিষয় বিশেষ কিছুই জানে না। আলিপুরের সরকারেরা বিখ্যাত লোক; তাঁহাদের বাড়ী ও বাগান

আমার বিলক্ষণ জানা ছিল। কাজেই কনষ্টেবলকে বিদায় দিলাম।

আলিপুরের সরকারেরা বিখ্যাত ধনবান পরিবার। তাঁহাদের নাম ডাক যথেষ্ট। বাড়ীতে সকল প্রকার ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমার সহিত তাঁহাদের কোনরূপ পরিচয় হয় নাই।

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে একখানি গাড়ী আনাইয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক গন্তব্যস্থানে যাইতে লাগিলাম। বেলা প্রায় নয়টা বাজিলেও পথে অধিক লোকের সমাগম নাই। পথের উভয় পার্শ্বের মাঠ সকল ফল-পুষ্পে সুশোভিত বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা পরিপূর্ণ। কৃষকগণ মাঠে গোচারণ ও বৃক্ষপরিচর্য্যায় নিযুক্ত।

প্রায় আধ ঘণ্টা শকটারোহণে গমন করিবার পর আমরা সরকারদিগের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলাম। দেখিলাম, নিকটস্থ মাঠ সকলে বৃক্ষাদির নামগন্ধও নাই, তদ্ভিন্ন মাঠগুলির অবস্থা দেখিলে বোধ হয়, যেন কাহারও সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

আমি দেখিলাম, সেই সকল মাঠের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য মাঠ সকল বেশ উর্ব্বরা, সেখানে সকল বৃক্ষই ফল-পুষ্পে সুশোভিত, অথচ এই মাঠগুলির অবস্থা অতি শোচনীয়। ইহার কারণ কি, জানিবার জন্য আমার কৌতূহল জন্মিল। আমি আমার সমভিব্যাহারী আবদুল কাদের নামক কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আবদুল কাদের! এই মাঠগুলির অবস্থা এমন কেন? দেখ দেখি, ইহার নিকটস্থ মাঠগুলি কেমন সুন্দর? আর এ গুলির অবস্থা দেখিয়া সত্যই আমার বড় কষ্ট হইতেছে। তুমি এদিকে আর কখনও আসিয়াছিলে কি?"

আবদুল ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল, "হুজুর! আপনার আশী-র্ব্বাদে এ অঞ্চলের এমন গ্রাম নাই যেখানে এ অধীন প্রত্যহ না আইসে। আমি বেশী কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। হুজুরের সময় অতি মূল্যবান তাহা আমি বেশ জানি। কিন্তু এ অঞ্চলের এমন কোন বাড়ী ঘর মাঠ বা বৃক্ষ নাই, যাহা আমি না জানি। সেদিনের সেই অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার,—"

বাধা দিয়া আমি আবদুলকে বলিলাম, "থাক্ থাক্, আর সে কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই। এই সকল মাঠের এমন অবস্থা কেন, যদি তোমার জানা থাকে, তবে অতি অল্প কথায় বল।"

আবদুল ঈষৎ হাসিয়া অতি আগ্রহ সহকারে বলিল, "দুই কথায় আমি আপনাকে সমস্তই বুঝাইয়া দিতেছি। আপনার মত বিচক্ষণ লোককে অধিক কথা বলিবার আবশ্যক হয় না। আপনার মত জ্ঞানী কয়জন আছে? আমি কি জানি না যে, আপনার সময়ের মূল্য কত? কতকগুলা অনাবশ্যকীয় কথা বলিয়া আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করা—"

আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না। এদিকে আমাদের গাড়ীও সরকারদিগের বাড়ীর দরজায় আসিল দেখিয়া বলিলাম, "থাক্ আবদুল! আর তোমার দুই কথায় বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা কার্য্যস্থানে আসিয়া পড়িয়াছি।"

আবদুল আমার কথায় কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না। সে নিস্তব্ধভাবে গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। আমিও নামিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, একজন প্রৌঢ় দ্রুতপদসঞ্চারে আমার দিকে আসিতেছেন। নিকটে আসিলে দেখিলাম, তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর। তাঁহার দেহ নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব, বর্ণ গৌর কিন্তু

লাবণ্যহীন, চক্ষু আয়ত, কিন্তু উজ্জ্বলতাশূন্য, মস্তকে দুই এক গাছি পক্ক কেশ দেখা দিয়াছে। তাঁহার পরিধানে একখানি সাদাধুতি, গাত্রে একটা ক্ষুদ্র পিরান, পায়ে এক জোড়া চটী জুতা, হস্তে এক গাছি লাঠী, চক্ষে সোণার চশমা। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, তিনি সুখের ক্রোড়ে পালিত হইলেও কষ্টের হাত হইতে অব্যাহতি পান নাই। তাঁহার ললাটে চিন্তা-রেখা সুস্পষ্ট-রূপে প্রতীয়মান হইতেছিল।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনিই বাড়ীর মালিক, সরকার বংশের বংশধর, নাম গৌরীশঙ্কর। সরকারদিগের বাড়ীখানি প্রকাণ্ড ও দ্বিতল। অট্টালিকার সম্মুখেই এক প্রকাণ্ড উদ্যান। সেই উদ্যানের ভিতর একখানি সামান্য কুটীরে এক ফকির বাস করিতেন। সেদিন প্রত্যূষে তাঁহারই মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম সম্ভাষণের পর আমি গৌরীশঙ্করকে ঐ হত্যাকাণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। গৌরীশঙ্করের সঙ্গে দুই তিনজন ভৃত্য আসিয়াছিল। গৌরীশঙ্কর একবার আমার মুখের দিকে আর একবার সেই ভৃত্যদিগের দিকে চাহিলেন দেখিয়া, আমি তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম। বলিলাম, "আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন। সকল কথা সকলের সমক্ষে বলা বিচক্ষণ ব্যক্তির উচিত নহে।"

গৌরীশঙ্কর আমার সঙ্কেতবাক্য বুঝিতে পারিলেন এবং তখনই তাহাদিগকে তথা হইতে বিদায় দিলেন। পরে আমাদের উভয়কে একটী নির্জন গৃহে লইয়া গিয়া প্রথমে অতি সমাদরে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমরা যথাস্থানে উপবেশন করিলে পর, গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "দুই মাস পূর্ব্বে এক ফকির আমার আলয়ে উপস্থিত হন। এ পর্য্যন্ত তিনি কোথাও স্থায়ী হন নাই; দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন এবং অবশিষ্ট সময় কোন বৃক্ষতলে কিম্বা নদীতটে বসিয়া ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার প্রকৃত নাম কি বলিতে পারি না, কিন্তু সাধারণে তাঁহাকে পূর্ণানন্দ স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মকথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তিনি একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত, চারিখানি বেদ তাঁহার কণ্ঠস্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ ভাবিয়া আমি তাঁহাকে এইখানে কিছুদিন বাস করিতে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি প্রথমতঃ স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, তিনি সন্ন্যাসী, বহুদিন সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন আর সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা নাই। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইল। তখন আমার অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়াছিল। আমি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, মাঠে শস্য উৎপন্ন হইত না, কৃষকদিগের নিকট হইতে রীতিমত খাজনা আদায় হইত না। নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াও আমি অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারি নাই। সেই জন্য ফকিরকে দেখিয়া আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনিই আমাকে সেই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন। আমি তখন তাঁহাকে

এখানে রাখিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলাম; আমার ঐকান্তিক অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে তিনি সম্মত হইলেন।

"সেই অবধি তিনি আমারই আলয়ে বাস করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক বিষয়ে আমি তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতে লাগিলাম এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল, ক্ষেত্র সমূহে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল, প্রজাগণ সানন্দ অন্তঃকরণে খাজনা দিতে লাগিল, আমারও বেশ স্বচ্ছলে ও সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ, দৈনিক কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া সন্ধ্যার সময় যখন তাঁহার নিকটে বসিয়া নানা শাস্ত্র ও ধর্ম্মচর্চ্চা করিতাম, তখন আমার বোধ হইত, যেন আমি এই নরলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছি। হায়! আর কি সেই মধুমাখা কণ্ঠস্বর আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না?"

এই বলিয়া গৌরীশঙ্কর স্থির হইলেন। তাঁহার মুখ দিয়া আর বাক্য নিঃসরণ হইল না, তিনি দুই হস্তে আপনার মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া বালকের মত রোদন করিতে লাগিলেন।

আমি কোনরূপ সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলাম না। সে সময় কোন প্রকারে সহানুভূতি প্রকাশ করিলে পাছে আরও শোকান্বিত হন, এই ভয়ে আমি কোন কথা কহিলাম না; অন্যমনস্কভাবে ঘরের চারিদিক লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে গৌরীশঙ্কর আত্মসংবরণ করিলেন। পরে বলিলেন, "ঈশ্বর আমার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে আজ আমার এ দুর্দ্দশা হইত না; আমার

উন্নতির পথে কণ্টক পড়িত না ; আমার শ্রীবৃদ্ধির সময়ে ফকির মারা পড়িতেন না। এতকাল নিদারুণ দারিদ্রকষ্ট ভোগ করিয়া, অকালে জরাগ্রস্ত হইয়া যদি বা শেষ অবস্থায় সুখের মুখ দেখিতে পাইলাম, তত্রাপি আমার মনোকষ্ট ঘুচিল না, পুনরায় ভয়ানক বিপদে পতিত হইতে হইল।"

এইরূপে আরও কিছুক্ষণ অনুতাপ ও বিলাপ করিবার পর গৌরীশঙ্কর স্থির হইলেন। কিন্তু যে কার্য্য করিবার জন্য আমি সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন ফকির কিরূপে মারা পড়িলেন তাহাই বলুন ? আপনার মত জ্ঞানবান ব্যক্তির বিপদে ধৈর্য্যচ্যুত হওয়া উচিত হয় না। যখন তিনি মারা পড়িয়াছেন, তখন আর তাঁহার জন্য বৃথা বিলাপ করিলে কি হইবে ? এখন যাহাতে তাঁহার হত্যাকারী যথোচিত শাস্তি পায়, তাহার উপায় করুন। বলুন, কিরূপে ফকির হত হইলেন ?"

আমার কথা শুনিয়া গৌরীশঙ্কর অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "ঈশ্বর জানেন, কোন্ নিষ্ঠুর নৃশংস নরাধম রাক্ষস সেই দেবোপম ফকিরকে হত্যা করিল ! গত রাত্রে তাঁহার মুখে শাস্ত্র-কথা শুনিয়া যখন বিদায় হই, তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। তখন তিনি শারীরিক বেশ সুস্থ ছিলেন, তাহার মনও বেশ আনন্দিত ছিল। তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া আমি শয়নগৃহে গিয়া বিশ্রাম করি, তিনিও কুটীরে পর্ণশয্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আজ প্রাতঃকালে যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে আমি উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হই, তখন তাঁহার কুটীরে লোকে লোকারণ্য। আমাকে দেখিয়া আমার এক ভৃত্য দৌড়িয়া আমার

নিকটে আসিল, বলিল, 'ফকির মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন।' হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে আমি স্তম্ভিত হইলাম। তখনই তাহার সহিত কুটীরের ভিতর গমন করিলাম। দেখিলাম, তাঁহার মস্তকে গুরুতর প্রহারের চিহ্ন রহিয়াছে। বুঝিতে পারিলাম, আমার প্রিয় সুহৃদ সেই ফকিরকে কে হত্যা করিয়াছে। তখন একজন কনষ্টেবলকে থানায় প্রেরণ করিয়া কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করতঃ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। এখন আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি আসিয়াছেন।"

গৌরীশঙ্করের কথা শুনিয়া আমিও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ভাবিলাম, ফকির সাধু ব্যক্তি, ঈশ্বরারাধনা, ঈশ্বরের নাম চর্চ্চা ও শাস্ত্র-কথা ভিন্ন তিনি আর কোন প্রকার সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন না। এ অবস্থায় তাঁহার শত্রু কে? শত্রু না হইলেই বা তাঁহাকে হত্যা করিবে কে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।
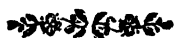
কিছুক্ষণ চিন্তার পর আমি গৌরীশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ঐ স্থানে গমন করিয়া ফকিরের কুটীরের ভিতর কোন অস্ত্র দেখিয়াছিলেন কি?"

গৌ। আজ্ঞে না, কোনপ্রকার অস্ত্র দেখি নাই।

আ। তবে মস্তকে কিসের চিহ্ন দেখিয়াছিলেন?

গৌ। ফকিরের হস্তে একগাছি মোটা লাঠী থাকিত। তিনি সর্ব্বদাই সেই লাঠী হস্তে লইয়া বেড়াইতেন; এক মুহূর্ত্তের জন্যও লাঠী ছাড়িতেন না। আজ প্রাতে তাঁহার মৃতদেহের পার্শ্বে সেই লাঠীগাছটী পড়িয়াছিল। তাঁহার মস্তকে যে ভয়ানক আঘাতের চিহ্ন দেখিয়াছি, তাহা নিশ্চয়ই সেই লাঠীর দ্বারাই হইয়াছে।

আ। এ অঞ্চলে তাঁহার কোন শত্রু ছিল জানেন?

গৌ। আজ্ঞে না। তিনি একজন সংসারত্যাগী লোক, তাঁহার আবার শত্রু কে?

আ। তবে হত্যা করিল কে? যদি তাঁহার শত্রুই না থাকিবে, তবে তিনি অপরের হস্তে নিহত হইবেন কেন?

গৌরীশঙ্কর কোন উত্তর করিলেন না। তিনি আমার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে আপনি কাহাকে সন্দেহ করেন? একজন নিরীহ সংসার-বিরাগী যোগীপুরুষকে কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কেই বা হত্যা করিল? ফকির যখন আপনার উদ্যানে হত হইয়াছেন, তখন আপনি যে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবেন তাহা হইবে না। হত্যা-কারীকে ধৃত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। থানায় সংবাদ পাঠান ভিন্ন আর কোনরূপ সন্ধান লইয়াছিলেন কি?"

আমার কথায় ও প্রশ্নে গৌরীশঙ্কর যেমন উত্তেজিত হইলেন। বলিলেন, "বলেন কি মহাশয়! আমার পরম হিতকারী উপদেষ্টা গুরু সদৃশ মাননীয় ব্যক্তি মারা পড়িলেন, আর আমি নিশ্চিন্ত থাকিব? আমি কি করিয়াছি এখনই জানিতে পারিবেন। আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, যেরূপে পারি হত্যাকারীকে ধৃত করিব।

যতক্ষণ না সে ইহার উচিতমত শাস্তি পায়, ততক্ষণ কোন প্রকারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। কিন্তু কেমন করিয়া আমার অভি-লাষ পূর্ণ হইবে বলিতে পারি না। ফকিরের একটী পয়সাও সম্বল ছিল না, সঞ্চয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না, ভবি-ষ্যতের ভাবনা তিনি কখনও ভাবিতেন না। কেমন করিয়া বলিব, কাহার উপর আমার সন্দেহ হয়?"

আ। পূর্ব্বে কুটীরে যে যে দ্রব্য যেখানে ছিল, এখনও সেই সেই দ্রব্য সেই সেই স্থানে আছে?

গৌ। আজ্ঞে হাঁ। ফকিরের কুটীরে বিশেষ কোন দ্রব্য নাই, আপনি স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবেন।

আ। প্রায় দুই মাস হইল ফকির আপনার নিকট বসবাস করিয়া আসিতেছিল, ইতিপূর্ব্বে কোন দিন তাহাকে কোনরূপ বিমর্ষ বা ভীত দেখিতে পান নাই?

গৌ। আজ্ঞে না—তাঁহার সদাই হাস্য বদন, তাঁহাকে কখনও বিমর্ষ দেখি নাই; আর ভয়?—ভয় কাহাকে বলে, বোধ হয়, তিনি জানিতেন না।

আ। তবে কি অভিপ্রায়ে কেই বা ফকিরকে হত্যা করিল? ভাল করিয়া মনে করুন, কাহারও উপর আপনার সন্দেহ হয় কি না?

গৌরীশঙ্কর কিছুক্ষণ কোন কথা কহিলেন না। যেন কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। পরে অতি মৃদুস্বরে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, ফকিরের নিজের এমন কোন দ্রব্য ছিল না যাহার লোভে কেহ তাঁহাকে হত্যা করিবে। তাঁহার মৃত্যুতে অপরের কোনপ্রকার লাভের সম্ভাবনা দেখিতে পাই না; সুতরাং

সে জন্য তাহাকে কেহই হত্যা করিবে না। ফকিরের নিজের কোন শত্রু নাই। তাঁহার মৃত্যুতে আমার যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। এই দুই মাসের মধ্যে আমি তাঁহারই উপদেশে এত উন্নতি করিয়াছি। আমার দু-একজন শত্রু আছে—তাহারা যে আমায় ক্ষতিগ্রস্ত দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাদের কেহ যদি এ কার্য্য করিয়া থাকে বলিতে পারি না।

এই বলিয়া গৌরীশঙ্কর আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনার অনুমান সত্য হইতে পারে কিন্তু কে আপনার শত্রু ?"

গৌরীশঙ্কর আবার কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইলেন। পরে বলিলেন, "আমার পুরাতন ম্যানেজার মহাশয় পূর্ব্বে আমারই বেতনভোগী ভৃত্য ছিলেন, কিন্তু এখন আমার ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।"

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কারণ কি ?"

গৌ। কারণ, আমি তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অপসৃত করিয়াছি। যখন আমার জমীদারী তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলাম এবং যখন ফকিরের পরামর্শেই আমার যথেষ্ট উন্নতি হইতে লাগিল, তখন আর আমার তাঁহাকে প্রয়োজন কি ? বৃথা কেন তাঁহাকে বেতন দিব।

আ। আপনার যুক্তি মন্দ নয়। আপনার ম্যানেজার মহাশয়ের নাম কি ? তাঁহার নিবাস কোথায় ?

গৌ। তাঁহার নাম অভয়চরণ মুখুয্যে, বাসা কলুটোলায়। অনুমতি করেন ত তাঁহাকে এখানে ডাকিয়া পাঠাই। তাঁহাকে একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেই সমস্ত জানিতে পারিবেন। আরও একটী কথা আছে। বোধ হয় তাহাতেও আপনার অনু-

সন্ধানের সুবিধা হইতে পারে। যদি অনুমতি করেন, আমি অল্প কথায় ব্যক্ত করি। আপনার সমভিব্যাহারী কর্ম্মচারী সে কথা জানে। আপনার কর্ম্মচারী নিকটেই ছিল। এতক্ষণ সে কোন কথাই কহে নাই; চুপ করিয়া সকল কথা শুনিতেছিল।

কর্ম্মচারী, তাহার নাম শুনিয়া, চমকিয়া উঠিল এবং আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, "আজ্ঞে হাঁ; আমি সে কথা জানি। আপনি হুকুম দিলে আমি এখনই দুই কথায় বলিতে পারি। পঞ্চাশ বৎসর আমার বয়স। প্রায় ত্রিশ বৎসর হুজুরের চাকরি করিতেছি। এ সকল কথা যদি আমি না জানিব তবে জানিবে কে? আর হুজুরের নিকট বেশী কথা বলিয়া সময় নষ্ট করাও উচিত নয়।"

বাধা না দিলে সে আরও কত কি বলিত বলা যায় না। কিন্তু আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না। একটু কর্কশ স্বরে বলিলাম. "থাক্, আর তোমার দু-কথায় কাজ নাই। অগ্রে লাসটী দেখিয়া আসা যাউক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মচারী আর কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। গৌরীশঙ্কর বাবু আমার কথা শুনিয়া অগ্রসর হইলেন। আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। কর্ম্মচারী আবদুলও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাড়ীর সম্মুখেই বাগান। প্রকাণ্ড উদ্যান—নানাজাতীয় ফল ও ফুলের গাছ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চারিদিকে শোভা

পাইতেছে। বাগানের মধ্যে একখানি দ্বিতল অট্টালিকা। অট্টালিকা হইতে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে বাগানের একপার্শ্বে একখানি সামান্য কুটীর। গৌরীশঙ্কর সেই কুটীরদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন।

আমি বুঝিতে পারিলাম, ফকিরের মৃতদেহ সেই কুটীরেই ছিল। গৌরীশঙ্কর কুটীরের দ্বার খুলিয়া দিলে আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ঘরে বিশেষ কোন আস্‌বাব নাই। মাটীর মেঝের উপর মাদুর বা সতরঞ্চ পাতা ছিল না। ঘরের একপার্শ্বে সামান্য একখানি খাটিয়া। তাহার উপর একখানি তোষক, দুইটা বালিশ ও একখানি পরিষ্কার চাদর। খাটিয়ার নিম্নে একটী গাঁজার কলিকা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারই নিকট একটী মৃণ্ময় পাত্রে খানিকটা তামাক, কয়েকখানি টিকে, একটী দিয়াশালাইএর বাক্স ও তিনটা কলিকা। বিছানার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, ফকির পূর্ব্বরাত্রে সেখানে শয়ন করে নাই। ঘরের মেঝের উপর ফকিরের মৃতদেহ উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল। তাহার মস্তকের পশ্চাদ্দিক হইতে রক্তস্রোত নির্গত হইতেছিল;—ঘরে যেন রক্তের নদী প্রবাহিত হইতেছিল। দেহের পার্শ্বে একগাছি মোটা লাঠী পড়িয়াছিল। লাঠীগাছটী গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম, তাহাতে রক্তের চিহ্নমাত্র ছিল না। লাঠীগাছটী মৃতদেহের পার্শ্বে থাকিলেও তদ্দ্বারা যে ফকির আহত হয় নাই তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। ফকিরের বয়স গৌরীশঙ্করেরই মত প্রায় চল্লিশবৎসর। কিন্তু এই বয়সেই তাহার শরীর শুষ্ক জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার চক্ষু কোটরগ্রস্ত হইয়াছে, ললাট কুঞ্চিত হইয়াছে, অনেকগুলি চিন্তারেখা দেখা দিয়াছে, তাহার

বাহুদ্বয় শীর্ণ কিন্তু আজানুলম্বিত, তাহার কেশে জটা, সর্ব্বাঙ্গ যেন ভস্মাবৃত। বক্ষে ললাটে হস্তে তিলক-মাটীর ছাপ। ফকিরের পরিধানে একখানি গৈরিক বসন ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তাহার মুখে একটা ক্ষতচিহ্নও ছিল। তাহার গলদেশে কতকগুলি রুদ্রাক্ষ ও কতকগুলি বড় বড় পাথরের একগাছি মালা ছিল। পাথরগুলি মূল্যবান কি না, জানিতে পারিলাম না; কিন্তু তাহার মধ্যে এক একখানি প্রস্তর ডিম্বের মত বৃহৎ ছিল।

কুটীরের বাহিরে তাহার উত্তর পার্শ্বে দুইটী খড়ের স্তূপ ছিল। সেখানে গৌরীশঙ্করের বাৎসরিক খড় সঞ্চিত থাকে। ঘরের মেঝে ও উদ্যানের সেই অংশের মাটী এত শক্ত যে, সেখানে কোনরূপ পদচিহ্ন থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

সে যাহা হউক, আমি অগ্রে ফকিরের মৃতদেহ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলাম। পরে ঘরের মেঝের উপর যাহা কিছু চিহ্ন ছিল তাহাও বিশেষ করিয়া দেখিলাম। পরে কুটীরের দ্বার ও নিকটবর্ত্তী স্থানসকল ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানে বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলাম না। একে সেখান-কার জমী অত্যন্ত শক্ত, তাহার উপর সেখান দিয়া এত লোক যাতা-য়াত করিয়াছিল যে, সহজে কোন চিহ্ন দেখিয়া কিছু অনুমান করিবার সম্ভাবনা ছিল না।

এই সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া আমি আবদুল কাদেরকে বলিলাম, "আবদুল! ফকিরের লাস পরীক্ষা করিলাম বটে, কিন্তু বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। গৌরীশঙ্কর বাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি, তিনি এই কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিশেষ বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু কুটীরের বাহিরে এতগুলি চিহ্ন রহিয়াছে যে, তাহা হইতে

কিছুই সাহায্য পাইলাম না। এখন আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, এখান হইতে সমস্ত লোককে স্থানান্তরিত করিয়া দাও। সকলের সাক্ষাতে এ কার্য্য হইতে পারে না।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে গৌরীশঙ্কর ও আবদুল-কাদের ভিন্ন আর সকলেই সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। তখন আবদুল আমার দিকে চাহিয়া অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর! আমার সন্ধানে একজন লোক আছে, সে এইরূপ চিহ্ন দেখিয়া অনেক কথা বলিতে পারে। তাহার চক্ষের জ্যোতি এত তীক্ষ্ণ যে, যেখানে আর কোন লোক, এমন কি, যন্ত্রের সাহায্যেও কিছুই দেখিতে পায় না, সে সেইখানে কেবল চর্ম্মচক্ষে অনেক বিষয় দেখিতে পায়। হুজুরের যদি হুকুম হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে এখনই এখানে ডাকিয়া আনি।"

আবদুল কাদেরের কথা সত্য বলিয়া বোধ হইল। আমি জানিতাম, ভারতের সিন্ধু-প্রদেশে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা পুরুষানুক্রমে এই কার্য্য করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। পুলিসের কার্য্যে বিশেষতঃ গোয়েন্দা পুলিসের অনুসন্ধানের সময় তাহাদের মত লোকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমিও ইতিপূর্ব্বে দুই একবার ঐরূপ লোকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

আবদুলের কথা শুনিয়া আমি মনে মনে সন্তুষ্ট হইলাম এবং তখনই তাহাকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আবদুল কাদের এক সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল এবং প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই একজন লোক লইয়া ফিরিয়া আসিল। আমি সেই লোককে তখনই কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। বলিলাম, "দেখ দেখি, ঐ স্থানে কোনপ্রকার পদচিহ্ন দেখা যায় কি না এবং তাহা দ্বারা কি অনুমানই বা করা যাইতে পারে।"

আমার আদেশ পাইয়া সে তখনই সেই স্থান পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। কখন দাঁড়াইয়া, কখন বসিয়া, কখন হামাগুড়ি দিয়া, কখন বা শুইয়া, নানা প্রকারে সে সেইস্থান লক্ষ্য করিতে লাগিল। এক একবার ফকিরের পায়ের দিকেও বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর সে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহার নাম দামোদর। যেভাবে সে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তাহাতে বোধ হইল, যেন সে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করে।

দামোদরের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি দামোদর! কি দেখিলে? কিছু বুঝিতে পারিয়াছ?"

আমার কথা শুনিয়া দামোদর হাত জোড় করিয়া বলিল, "হুজুর! বুঝিবার শক্তি আমার নাই। আমি যাহা দেখিতে পাইয়াছি, তাহাই বলিতে পারি। এই সকল জমীতে যে সকল

পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়াছি, তাহা দেখিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, চিহ্নগুলি ফকিরের পায়ের চিহ্ন। ফকিরের পা ও এই জমীর উপর যে পায়ের দাগ রহিয়াছে তাহা এক। আর কোন লোকের পদচিহ্ন এখানে দেখিতে পাইতেছি না।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম না। কারণ আমিও ইতিপূর্ব্বে ঐ প্রকারই অনুমান করিয়াছিলাম। কিন্তু সে কথা প্রকাশও করিলাম না। দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর একবার ভাল করিয়া দেখ, মানুষ মাত্রেরই ভুল হইতে পারে।"

আমার কথায় দামোদর হাস্য করিল। বলিল, "হুজুর! আপনি আমর ভাল জানেন না। সেই জন্যই এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আমার সেয়াদবি মাপ করিবেন, আমি কখনও দুইবার পরীক্ষা করি না। এ অঞ্চলে আমার মত লোক আর নাই বলিলেও হয়; কিন্তু হুজুর, সেজন্য আমি আপনার নিকট অহঙ্কার করিতেছি না। আজ আপনি যেমন বলিলেন, বহুদিন পূর্ব্বে একজন সাহেবও এই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অবশেষে আমার মতেই মত দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে সকল চিহ্ন এই ভূমিতে দেখিতে পাইতেছি, তাহা ঐ ফকিরেরই পদচিহ্ন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কতকগুলি পদচিহ্ন দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, সেই লোক যেন এই ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। ফকির যখন ঘরের ভিতর মরিয়া পড়িয়াছিল, তখন সে যে এই কুটীর হইতে বাহির হয় নাই, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে।"

আমি হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "তুমি ভাবিয়াছিলে ফকির আত্মহত্যা করিয়াছে, কেমন ?"

অতি আগ্রহ সহকারে দামোদর বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে হাঁ হুজুর! যখন ফকির ভিন্ন আর কোন লোক এই কুটীরের ভিতর প্রবেশ করি নাই, তখন আর কে তাহাকে হত্যা করিবে? সেই নিশ্চয় আপনাকে হত্যা করিয়াছে, অর্থাৎ আত্মঘাতী হইয়াছে। কিন্তু যখন পদচিহ্নগুলি দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, সেই লোক ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, তখন আর আমার সে সন্দেহ থাকে না। না হুজুর, আমায় মাপ করিবেন। আমি এ রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহার জন্য আসিয়াছিলাম, যতদূর সামর্থ্য বলিলাম। এখন আপনি যেমন বুঝিবেন সেইমত কার্য্য করিবেন। আমি অনেক বাজে কথায় হুজুরের সময় নষ্ট করিয়াছি।"

আবদুল কাদের এই সময় তাহাকে বাধা দিয়া অতি কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিল, "মিথ্যা কথা বলিয়া হুজুরের সময় নষ্ট করিতে আসিয়াছিস? কি পাগলের মত কথা বলিতেছিস্। ফকিরের এমন কি কষ্ট ছিল যে, তিনি আত্মঘাতী হইবেন? কাহার পদচিহ্ন যদি জানিতে না পারিস, তবে মিথ্যা কথা বলিবার প্রয়োজন কি? স্পষ্ট করিয়া বল্, হুজুর, আমার ক্ষমতা নাই, তাহা না করিয়া কতকগুলি মিছা কথা বলিয়া হুজুরের মূল্যবান সময় নষ্ট করিতেছিস্। যা, এখান হইতে দূর হ'। নতুবা তোর অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে দেখিতেছি।"

আবদুলের কর্কশ বাক্যে দামোদর জড়সড় হইয়া গেল। সে আর কোন কথা না কহিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার দয়া হইল। আমি আবদুল কাদেরকে বলিলাম, "আবদুল! কেন তুমি দামোদরকে তিরস্কার করিতেছ?

এই শক্ত জমীর উপর যে সকল চিহ্ন হইয়াছে, তাহা এত অপরিষ্কার ও এত অপরিস্ফুট যে, সহজে কোন লোক কিছুই স্থির করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ দামোদরের বয়স হইয়াছে। সে যে ঐ সকল চিহ্ন ভাল করিয়া দেখিতে পাইয়াছে, তাহাও বোধ হয় না। সুতরাং দামোদরকে আর কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। সে যথন সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছে, তথন তাহাকে পুরস্কার দিয়া বিদায় কর, এবং যত শীঘ্র পার ফকিরের মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ আগারে পাঠাইয়া দাও। এখনও যথেষ্ট সময় আছে। যতক্ষণ না ডাক্তার সাহেবের রিপোর্ট পাইতেছি, ততক্ষণ আমি এইথানেই থাকিব। হয় ত আজিকার রাত্রে আমাকে এই স্থানেই বাস করিতে হইবে।"

আমার কথা শুনিয়া আবদুল কাদের অতি গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "হুজুর যাহা আদেশ করিবেন আমি তাহাই সম্পন্ন করিব। হুজুর যথন এই স্থানে রাত্রে থাকিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন, তথন এই অভাগাকেও এই স্থানে থাকিতে হইবে। কিন্তু—"

আবদুল কাদের কখনও অল্প কথায় সন্তুষ্ট হইত না। একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে সে নানাপ্রকার ভূমিকা না করিয়া কোন কথা বলিতে পারিত না। কিন্তু সকল সময় তাহার কথা ভাল লাগে না। যথন কাজ কর্ম্ম না থাকে, তথন তাহার কথা শুনিতে নিতান্ত কষ্ট বোধ হয় না, কিন্তু কাজের সময় যথন এক মুহূর্ত্তকালও নষ্ট করা যায় না, সেই সময়ে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইতাম।

আবদুলকে বাধা না দিলে সে আরও কত কি বলিত। কিন্তু আমার আর ভাল লাগিল না। বলিলাম, "সকল সময় বেশী

কথা বলিয়া আমার সময় নষ্ট করা তোমার মত জ্ঞানবান লোকের ভাল দেখায় না। তোমাকে যাহা যাহা বলিলাম, অগ্রে তাহা সম্পন্ন কর। পরে তোমার বক্তব্য প্রকাশ করিও।"

আমার কথা শুনিয়া আবদুল কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না, বরং আমি যে তাহাকে জ্ঞানবান বলিয়াছি, তাহাতেই সে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া হৃষ্টচিত্তে আমার আদেশ পালনে নিযুক্ত হইল।

আমি তখন পুনরায় ফকিরের মৃতদেহের নিকট যাইলাম এবং আর একবার বিশেষ করিয়া সেই দেহ পরীক্ষা করিলাম। লাস্‌টী তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিবার পর ফকিরের কুটীরখানি পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে দেখিতে লাগিলাম। কুটীরের প্রত্যেক স্থান, প্রত্যেক কোণ, প্রত্যেক সামান্য গহ্বর, যেখানে যাহা কিছু ছিল, সমস্তই অতি মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। শীতকালের বেলা—পাঁচটা বাজিতে না বাজিতেই অন্ধকার হইল। ঘরে ঘরে আলো জ্বলিল, চারিদিকে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল, দুই একটী করিয়া অগণন নক্ষত্ররাজি আকাশ-পথে দেখা দিল; দিবাভাগে সূর্য্যের ভয়ে তাহারা লুকাইয়া ছিল, এখন সূর্য্যের অদর্শনে তাহাদের প্রাণে যেন স্ফূর্ত্তি হইল, আহ্লাদে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ লাবণ্যময় হইয়া

উঠিল। তখন তাহারা আবেগভরে নাচিতে নাচিতে নিজ নিজ পথে ধাবিত হইতে লাগিল।

গৌরীবাবুর এক চাকর কুটীরে একটী আলো আনিল এবং অপর লোকের সাহায্যে ফকিরের মৃতদেহ কুটীর হইতে বাহির করিয়া একখানি খাটের উপর রাখিল। অবিলম্বেই পরীক্ষার জন্য উহা সরকারী ডাক্তারের নিকট নীত হইল।

ফকিরের মৃতদেহ স্থানান্তরিত হইবার পর আমি যেমন কুটীর হইতে বাহির হইব, অমনি কুটীরের একটী বেড়ার অন্তরালে একটী সামান্য গহ্বর দৃষ্ট হইল। গহ্বরটী এরূপভাবে ছিল যে, সহজে কেহ উহা দেখিতে পাইত না। আমি পূর্ব্বে কুটীরখানি তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু গহ্বরটী তখন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

কুটীরের মধ্যে আমি একাই ছিলাম। আবদুল ও গৌরীবাবু বাহিরে আমার অপেক্ষা করিতেছিল। গৌরীবাবুর লোকেরা ফকিরের মৃতদেহ লইয়া গিয়াছিল। দুইজন কনষ্টেবলও তাহাদের সঙ্গে ছিল।

আমি কোন শব্দ না করিয়া ধীরে ধীরে সেই গহ্বরের নিকট গেলাম। দেখিলাম, গহ্বরের মধ্যে একটী পিতলের লোটা ও একটী ক্ষুদ্র মাটীর সরা। লোটায় খানিক জল ছিল, সরাখানির ভিতরেও কি এক প্রকার তরল পদার্থ—বর্ণ ধূসর—কি যে ছিল, তখন কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম, ভাবিলাম, গৌরীবাবুকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু কি জানি কেন সাহস হইল না। মনে হইল, গৌরীবাবুকে বলিলে অপকার ভিন্ন উপকার হইবে না।

লোটা ও সেই সরা আরও লুক্কায়িত রাখিয়া আমি কুটীর হইতে বাহির হইলাম। দেখিলাম, গৌরী বাবু ও আবদুল একটী বৃক্ষতলে বসিয়া অতি মনোযোগের সহিত কথা কহিতেছে।

সকলে মিলিয়া গৌরী বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। তিনি যথেষ্ট সমাদর করিয়া আমাকে একটী সুসজ্জিত বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। ঘরটী প্রকাণ্ড—সেকেলে ধরণে সাজানো। ঘরের ভিতর ঢালা বিছানা—প্রথমে মাদুর, পরে সতরঞ্চ, তৎপরে কোমল গালিচা, তদুপরি দুগ্ধফেণনিভ শ্বেতবর্ণের চাদর। বিছানার চারিদিকে আটটী সুকোমল তাকিয়া, বিছানার উপর চারিটা বৈঠকে চারিটা সোনাবাঁধান হুঁকা। ঘরের মধ্যে তিনটী প্রকাণ্ড বেলোয়ারী ঝাড়, প্রত্যেকটায় বত্রিশটা করিয়া আলোক ধরে। চারিটী দেওয়ালে আটটী দেওয়ালগিরি, প্রত্যেকটায় তিনটী করিয়া আলোকাধার। দুইখানি প্রকাণ্ড আয়না ও একটা মূল্যবান ঘড়ী ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঘরে একখানিও চেয়ার, কোচ বা খাট ছিল না।

কিছুক্ষণ উপবেশন করিয়া গৌরীবাবু জলযোগ করিবার জন্য আমাকে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি অনেকবার অস্বীকার করিলাম। কিন্তু অবশেষে বাধ্য হইয়া সামান্য জলযোগ করিলাম। পরে বলিলাম, "গৌরী বাবু! আপনার কি বক্তব্য আছে এইবার বলুন। আপনি বলিয়াছিলেন, আমার কর্ম্মচারী সে কথা জানে, সেও আমাকে তাহা দুই কথায় বলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তখন আমি ব্যস্ত ছিলাম। বিশেষতঃ তাহার মুখে না শুনিয়া আপনার মুখে শোনাই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম।

আমার কথা শুনিয়া গৌরীশঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বলিলেন, "সেই কথা বলিবার জন্যই ত আমার এত আগ্রহ। আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাহাতে সে কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই অনেক সাহায্য পাইবেন; কিন্তু কথা অনেক—আপনি যদি বিরক্ত না হন তবেই বলিতে পারি।"

আমি মনে মনে বিরক্ত হইলাম। ভাবিলাম, ইনিও যদি আবদুলের মত অল্পভাষী হন, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! প্রকাশ্যে বলিলাম, "যত অল্প কথায় বলিতে পারেন ততই মঙ্গল। সকল কথা অল্পে বলাই বুদ্ধিমানের—"

আমায় বাধা দিয়া গৌরী বাবু বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়ই! আমিও অতি অল্প কথায় বলিতেছি।"

এই বলিয়া গৌরী বাবু কি ভাবিয়া একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন; পরে বলিলেন,—"কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এইস্থানে নীলরতন নামে এক প্রৌঢ় বাস করিতেন। তাঁহার যমজ পুত্র ছিল। একজনের নাম গৌরীশঙ্কর অপরের নাম হরশঙ্কর। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন উভয়ের বয়স একুশ বৎসর। কোন কারণে দুই ভ্রাতার মধ্যে ভয়ানক বিবাদ হয়। তাহাদের জমীদারীর অবস্থা উত্তরোত্তর হীন হওয়ায় উভয়েই আপন আপন হস্তে উহার ভার গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় পিতার নিকট আবেদন করে। নীলরতন তাহাদের আবেদন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিলেন। বলিলেন, যতকাল তিনি জীবিত থাকিবেন, ততকাল জমীদারীর ভার স্বহস্তেই রাখিবেন,—কখনও হস্তান্তরিত করিবেন না। এই বিষয় লইয়া তিনজনে মহা কলহ হইল। অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর এই স্থির হইল যে, নীলরতন উভয় পুত্রকেই

জমীদারী সমান অংশে ভাগ করিয়া দিবেন। হরশঙ্কর ইহাতে বিরক্ত হইল। সে বলিল যে, সে যখন গৌরীশঙ্করের অপেক্ষা অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বয়সে বড়, তখন অংশ সমান হইতে পারে না; তাহাকে জমীদারীর দশ আনা অংশের এবং গৌরীশঙ্করকে ছয় আনা অংশের ভাগ দিতে অনুরোধ করিল। গৌরীশঙ্কর ইহাতে মহা রাগান্বিত হইল এবং উভয় ভ্রাতায় অনেক দিন ধরিয়া অত্যন্ত বিবাদ চলিতে লাগিল। এই সময়ে গৌরীশঙ্কর কোন বিবাহ উপলক্ষে এখান হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে কোন গ্রামে যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। হরশঙ্কর এই সুবিধা পাইয়া পিতার নিকট নিজের মত বজায় রাখিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। নীলরতন কিন্তু গৌরীশঙ্করের অসাক্ষাতে কোন কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন পিতা পুত্রে বিষম বিবাদ হইল। সকলেই সেই কলহের কথা জানিতে পারিল। পরদিন প্রাতেই নীলরতনকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখা গেল। তাহার মস্তকে গুরুতর প্রহারের চিহ্ন ছিল। তিনি হরশঙ্কর—হরশঙ্কর বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। হরশঙ্করের লাঠী রক্তাক্ত অবস্থায় নীলরতনের পার্শ্বেই ছিল। হরশঙ্করের ঘর হইতে তাহার রক্তমাখা কাপড় বাহির হইল। হরশঙ্কর পিতৃ-হত্যাকারী বলিয়া ধৃত হইল। পূর্ব্ব-দিন রাত্রে সে পিতার সহিত অত্যন্ত বিবাদ করিয়াছিল, সে কথা হরশঙ্কর স্বীকার করিল। কিন্তু সে পিতাকে হত্যা করে নাই, এ কথাও দৃঢ়রূপে বারম্বার বলিয়াছিল। বিচারে তাহার ফাঁসি হইল না—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল। হরশঙ্কর আণ্ডামানে নীত হইল। গৌরীশঙ্কর জমীদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে

সক্ষম হইল না। যেদিন হইতে সে জমীদারী পাইল, সেদিন হইতে আর মাঠে ফশল নাই, প্রজাগণ হাহাকার করিতে লাগিল, খাজনা আদায় করা দায় হইয়া পড়িল। অবশেষে গৌরীশঙ্কর হতাশ হইয়া পড়িল। আমিই সেই গৌরীশঙ্কর।" এই বলিয়া গৌরীশঙ্কর স্থির হইলেন।

আমি এই গল্পের সহিত ফকিরের মৃত্যুর যে কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার গল্পের সহিত ফকিরের মৃত্যুর সম্বন্ধ কি বুঝিলাম না, গল্পের অবতারণা কেন করিলেন?"

গৌরীশঙ্কর ক্ষণকালমাত্র আমার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ অবনত করিলেন। পরে বলিলেন, "অবশ্য আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি না; কিন্তু আমার বোধ হয়, এই ফকিরকেই আমার ভাই হরশঙ্কর—"

আমি চমকিত হইলাম। মনে হইল, গৌরীশঙ্কর তামাসা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি গম্ভীর! আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। আপনার বেশ জানা আছে যে, যাবজ্জীবন কারাবাসের অর্থ কুড়ি বৎসর কারাবাস। হরশঙ্কর হয়ত কুড়ি বৎসর পরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। হয়ত সে ফকিরের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল, আপনার মুখের আকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, কাহারও সাধ্য ছিল না, তাহাকে হরশঙ্কর বলিয়া চিনিতে পারে। আমি সহোদর ভ্রাতা হইলেও হয়ত চিনিতে পারি নাই। অবশেষে হয়ত সুবিধা পাইয়া গোপনে এখানে আসিয়া আমার একমাত্র উপকারী বন্ধু ও সৎ-পরামর্শ-

দাতা ফকিরকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে। সেই আমার ভয়ানক শত্রু। কিসে আমার ও আমার পরিবারবর্গের অপকার করিবে, ক্রমাগত এই চিন্তা করিয়া শেষে হয়ত এই ভয়ানক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। আপনি আমায় সন্দেহের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলিয়া এই কথা বলিতে বাধ্য হইলাম; নতুবা এ সকল কথা উত্থাপন করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যখন কোনরূপ প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন না, যখন সেই লোককে ধরাইয়া দিতে সক্ষম হইবেন না, তখন আপনার এইরূপ সন্দেহের কারণ কি? আর এ কথা উত্থাপনই বা কেন করিতেছেন?"

গৌ। হরশঙ্কর দুর্দ্দান্ত লোক। যে পিতৃহত্যা করিতে পারে, তাহার নিকট কিছুই অসাধ্য নহে। আমার সন্দেহ এই যে, সে বিশ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল এবং পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমার ও আমার পরিবার-বর্গের অপকার করিতে মনস্থ করিয়াছিল। ছদ্মবেশে না আসিলে পাছে আমি দূর করিয়া দিই, এই ভয়ে সে ঐরূপ বেশে এখানে আসিয়া আমারই উপকারী মন্ত্রীর প্রাণসংহার করিয়াছে।

আ। তবে কি সেই-ই ফকিরকে হত্যা করিল! কিরূপেই বা হত্যা করিল? আর কোন লোক কি ফকিরের নিকট আসিত?

গৌরীশঙ্কর কোন উত্তর করিলেন না। তিনি গম্ভীরভাবে আপনার মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "জগদীশ্বর জানেন, কে ফকিরকে হত্যা করিল কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে আমায় যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। এখন হুজুরের নিকট আমার একটী নিবেদন আছে।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বলুন ?"

গৌরীশঙ্কর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "যদি এই ফকিরকে আমার সহোদর যমজ ভাই হরশঙ্কর সত্য সত্যই খুন করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে একা এ কাজ করে নাই। তাহার আরও কয়েকজন সহায় আছে, হরশঙ্কর তাহাদেরই সাহায্যে ফকিরকে হত্যা করিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাহারা যে নিশ্চিন্ত থাকিবে তাহা বোধ হয় না। এখন হইতে তাহারা আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে হত্যা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।"

আ। আপনার অনুমান সত্য হইতে পারে। কিন্তু আপনি এ বিষয়ে আমার কি সাহায্য চান বলুন ?

গৌ। কয়েক দিনের জন্য দুইজন কনষ্টেবলকে এই স্থানে রাখিয়া দিন, এই আমার অনুরোধ।

গৌরীশঙ্করের কথায় আমি মনে মনে হাস্য করিলাম। পরে বলিলাম, "বেশ কথা। যাহা কর্ত্তব্য কাল প্রাতে করা যাইবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ; আপনার কোন ভয় নাই।"

এই বলিয়া আমি গৌরীশঙ্করকে বিদায় দিলাম। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল। আমি তখন কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে সেই বৈঠকখানা হইতে বাহির হইলাম এবং বাহির হইতে উহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া সকলের অগোচরে সেই বাড়ী হইতে প্রস্থান করিলাম। বলা বাহুল্য, আবদুল কাদের গৌরীবাবুর বাড়ীতেই রহিল। সে জানিত যে, আমিও সেই স্থানে রাত্রি-যাপন করিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রে আমার ভাল নিদ্রা হইল না। রাত্রিশেষে শয্যা ত্যাগ করিয়া আমি পদব্রজেই গৌরীবাবুর বাড়ীর দিকে গমন করিলাম।

যখন গৌরীবাবুর বাড়ীতে পঁহুছিলাম, তখনও ভোর হয় নাই। তখনও মিউনিসিপালের লোক সকল পথের আলোক নির্ব্বাপিত করে নাই। গৌরী বাবুর বাড়ীর সদর দরজা তখনও বন্ধ ছিল, সম্ভবতঃ গত রাত্রে আমার প্রস্থানের পর বাড়ীর দরজা বন্ধ করা হইয়াছিল।

বাড়ীর ভিতর যাইবার জন্য কিছুক্ষণ চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সহজে কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। যদি কেহ সেই সময় আমাকে বাড়ীর বাহিরে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিতে পারিত যে, আমি রাত্রে সেখানে ছিলাম না।

সে যাহা হউক, কিছুক্ষণ পরে আমি প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া গৌরী বাবুর অট্টালিকার বাহির প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে সেই প্রাঙ্গন হইতে বৈঠকখানায় যাইবার একটী পথ দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, বৈঠকখানার একটী জানালা খোলা, সেই প্রাঙ্গন হইতে সহজেই সেই জানালায় উঠিতে পারা যায়। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি একলম্ফে সেই জানালায় উঠিলাম। দেখিলাম, ঘরের ভিতর আলোক জ্বলিতেছে, ভিতরে তখন কেহই ছিল না। সুতরাং আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া একেবারে সেই বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম এবং সেই বিছানায় শয়ন করিলাম।

বেলা সাতটার সময় আমি বৈঠকখানা হইতে বাহির হইলাম এবং গৌরী বাবুর কথামত তাঁহার বাড়ীর দাস দাসী প্রভৃতি সকলেরই এজেহার লওয়া হইল। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। সকলেই একই কথা বলিল। বলিল, হত্যাকাণ্ডের বিষয় তাহারা কিছুমাত্র অবগত নহে।

বাড়ীর সকলের এজেহার লওয়া হইলে আমি আরও অনেক লোককে ফকিরের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; গৌরী বাবুর দাস দাসী ও বাড়ীর লোকেরা সকলেই বলিল যে, ফকিরের নিকট প্রত্যহ অনেক লোকের সমাগম হইত। তাহাদের মধ্যে পরিচিত ও অপরিচিত সকল লোকই থাকিত। কিন্তু অপর লোকেরা বলিল, ফকির অপর কোন লোকের সহিত মিশিত না, সে হয় সেই উদ্যানমধ্যস্থ নিজ কুটীরে বসিয়া একাকী ঈশ্বর-চিন্তা করিত, নতুবা উদ্যান-বাটীকার দালানে বসিয়া গৌরীশঙ্করকে সৎপরামর্শ দান করিত। মোট কথা এই যে, ফকির এক গৌরী-শঙ্কর ভিন্ন আর কোন লোকের সহিতই মিশিত না।

এই সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া আমি গৌরীবাবুর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। দেখিলাম, তিনি অতি সজ্জন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক। জমীদারী সেরেস্তার কর্ম্মে তিনি একজন পাকা লোক। যদিও গৌরীবাবু তাঁহার তত্ত্বাবধানে জমীদারী রাখিয়া যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তত্রাপি তাঁহার কোন দোষ দেখিলাম না। তিনি গৌরীবাবুর মঙ্গলের জন্য—জমীদারীর উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন অদৃষ্ট বিমুখ হয়, তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোকেও ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়া থাকে।

বেলা একটার পর গৌরীবাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া গেলাম। তিনি আবদুলের সহিত বাড়ীর দরজায় আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমাকে ফিরিতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ম্যানেজারের সহিত আপনার কি সাক্ষাৎ হইয়াছিল? আপনি সেখানে গিয়াছিলেন কি?"

আমি সম্মতিসূচক উত্তর দিলাম। তখন গৌরী বাবু আরও আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাকে কেমন দেখিলেন? আমার ত বোধ হয় তিনি নিজেই হউক বা অপর লোকের দ্বারাই হউক, ফকিরকে ইহলোক হইতে ফিরাইয়া দিয়া আমার বিলক্ষণ শত্রুতাসাধন করিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ আমার উপকারী পরম বন্ধু ফকিরের প্রাণসংহার করিয়া আমার অপরাধের বেশ প্রতিশোধ তুলিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গৌরীবাবু আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে আর কোন উত্তর না দিয়া আবদুলের সহিত গৌরী বাবুর বৈঠকখানায় গমন করিলাম। গৌরী বাবুও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইলেন।

ক্রমে বেলা নয়টা বাজিল। আমি আর সময় নষ্ট না করিয়া আবদুলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "খাঁ সাহেব! ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিয়াছ? গৌরী বাবু দুইজনের উপর সন্দেহ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার, দ্বিতীয়তঃ তাঁহারই সহোদর ভ্রাতা। এই উভয়ের মধ্যে কেহ ফকিরকে হত্যা করিয়াছে, ইহাই গৌরীবাবুর ধারণা। তুমি কি বিবেচনা কর? এই উভয়ের মধ্যে তুমিই বা কাহাকে হত্যাকারী বলিয়া সাব্যস্ত কর।"

আবদুল করযোড়ে সবিনয়ে উত্তর করিল, "হুজুর! আমি আপনার ক্রীতদাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন আপনি এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন, তখন আমি কোন ছার—আমার অনুমানেই বা আপনার কি সাহায্য হইবে। বিশেষতঃ আপনার সম্মুখে আমার মতামত প্রকাশ করা নিতান্ত বাতুলের কার্য্য। কিন্তু আমি যে হুজুরের কার্য্যে এই ত্রিশবৎসর কাল অতিবাহিত করিলাম, তাহা কি সম্পূর্ণ বিফল হইবে? না, তাহা কখনও হইতে পারে না। সেই জন্য বলিতেছি যে, হুজুর কিছুদিন এখানে থাকিয়া এই বিষয় ভাল করিয়া লক্ষ্য করুন, তাহা হইলেই সমস্ত রহস্য ভেদ করিতে পারিবেন। আমিও নিশ্চিন্ত থাকিব না—প্রাণ-পণে হুজুরের সাহায্য করিব।"

আবদুলের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমি বলিলাম, "খাঁ সাহেব! ভবিষ্যতে যেরূপে পার সাহায্য করিও, কিন্তু এখন আমার গোটা কতক প্রশ্নের উত্তর দাও।"

এই বলিয়া যে লাঠীর দ্বারা সেই ফকিরকে হত্যা করা হইয়াছিল, সেই লাঠীগাছটী লইয়া আমি আবদুলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই লাঠীই কি ফকিরের হস্তে থাকিত?"

আবদুল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ হুজুর! এই লাঠীই সর্ব্বদা তাঁহার হাতে থাকিত। ইহা না লইয়া তিনি তাঁহার কুটীর ত্যাগ করিতেন না।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলাম, "বেশ কথা। দেখ দেখি, লাঠীগাছটীতে শাণিতঅস্ত্র বসে কি না? আমিত উহাতে অনেক কষ্টে ছুরি দিয়া দাগ করিতে পারিয়াছি। লাঠীগাছটী বড়ই শক্ত। এরূপ কাঠ তুমি আর কোথাও দেখিয়াছ কি?"

আবদুল অতি বিনীতভাবে উত্তর করিল, "না হুজুর, এরূপ কাঠ পূর্ব্বে আর কখনও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।"

আমি উত্তর করিলাম, "আমিও সেইরূপ ভাবিয়া ছিলাম। এই কাষ্ঠ এদেশীয় নহে। ইহাকে লোহা কাঠ বলে। লৌহের মত শক্ত বলিয়াই ইহার ঐ নাম। এ গাছ কেবল আণ্ডামান দ্বীপে পাওয়া যায়। খাঁ সাহেব! ইহা দ্বারা তুমি কিছু বুঝিতে পারিলে কি? যদি না পারিয়া থাক, শোন। আমার বোধ হয় গৌরী বাবুর সহোদর হরশঙ্কর—আণ্ডামান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এখানে আসিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এপর্য্যন্ত কেহই তাহাকে দেখিতে পায় নাই। কেন? যদি হরশঙ্কর সত্য সত্যই এদেশে আসিয়া থাকে, এবং যদি সে গৌরীশঙ্কর বা তাঁহার কোন আত্মীয় বা উপকারী বন্ধুকে হত্যা করিতেই মনস্থ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে যে এই অঞ্চলে বারম্বার আসিবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করা যায় না। সুযোগ সুবিধা না বুঝিয়া হরশঙ্কর কখনও এই ভয়ানক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। হরশঙ্করকে যখন কেহই দেখিতে পায় নাই, তখন সে যে ফকিরের বেশেই এখানে আসিয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বিশেষতঃ হরশঙ্কর যখন এরূপ আশ্চর্য্য ছদ্মবেশ ধরিতে পারিত, যখন সে তাহার মুখ ও চক্ষের ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করিতে পারিত, তখন তাহাকে কে হরশঙ্কর বলিয়া চিনিতে পারিবে।"

এই বলিয়া আমি গৌরীবাবুর দিকে ফিরিলাম। দেখিলাম, তিনি আমার কথায় শিহরিয়া উঠিলেন। তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, "গৌরীবাবু! আপনি আমার কথায় চমকিত হইতেছেন? আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু আপনার এই ভয়ানক শত্রু এতকাল আপনারই আশ্রয়ে ছদ্মবেশে বাস করিতেছিল। যদি আপনার ম্যানেজার তাহাকে খুন করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে বাস্তবিকই আপনার উপকার করিয়াছে,—অপকার করে নাই। ইহা আমার অনুমান মাত্র; আমি এখন ঠিক করিয়া কোন্ কথা বলিতে পারিতেছি না।"

আমার কথা শুনিয়া খাঁ সাহেব অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। গৌরীবাবুর মুখ বিবর্ণ ও পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুজুর! তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? হরশঙ্কর আমার যমজ ভাই। আমার আকৃতির সহিত তাহার আকৃতির কোন প্রভেদ নাই। আমরা উভয়েই দেখি[illegible] একরূপ। ফকিরের চক্ষু ও মুখ হরশঙ্করের মত নহে। আপনি স্বয়ং ফকিরের চক্ষু ও মুখ দেখিয়াছেন; তাহারা কখনও আমার মত নহে।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলাম, "লোকে—সাধারণে সেই-রূপই মনে করিবে বটে। কিন্তু আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ফকির সামান্য লোক নহে। সে অনেক প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করিতে পারিত।"

গৌরী বাবু কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া আমি বলিতে লাগিলাম, "এই দুই পাত্রে যে দুই প্রকার তরল পদার্থ দেখিতে-ছেন, উহাদ্বারাই সে আপনার সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত করিত। আর চক্ষু

ও মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করা বিশেষ গুরুতর বা কঠিন কার্য্য নহে। এখন যদি আমার অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে হর-শঙ্করকে কে হত্যা করিল? হরশঙ্করকে এই পৃথিবী হইতে সরাইয়া কাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল?"

আমার কথা শুনিয়া আবদুল বলিয়া উঠিল, "কিন্তু গৌরী-শঙ্করকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলিয়া বোধ হয়। হরশঙ্কর গৌশঙ্করেরই শত্রু, সেই উহাকে হত্যা করিতে পারিত কিন্তু যতদুর আমি জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে গৌরীশঙ্করকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

বাধা দিয়া আমি বলিলাম, "আমারও মত সেইরূপ। গৌরী-শঙ্কর যে হরশঙ্করকে হত্যা করে নাই, তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছি।"

গৌরীশঙ্কর আমার শেষ কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হই-লেন। বলিলেন, "হুজুর একজন বিশেষ বিচক্ষণ ব্যক্তি। ইনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।"

আমি তখন গম্ভীর ভাবে হেডকনষ্টেবলের দিকে ফিরিয়া বলি-লাম, "খাঁ সাহেব! এখনই এই হরশঙ্করকে গ্রেপ্তার কর। এই হরশঙ্করই গৌরীশঙ্করকে হত্যা করিয়াছে। এতক্ষণ যাহাকে আমরা গৌরীশঙ্কর বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, তিনি বাস্তবিক গৌরী-শঙ্কর নহেন—হরশঙ্কর। ফকিরকে হত্যা করে নাই, ফকিরই গৌরীশঙ্করকে হত্যা করিয়াছে। এই হরশঙ্করকে এখনই গ্রেপ্তার কর।"

হরশঙ্কর আমার কথায় আমাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু আমি পূর্ব্ব হইতেই সাবধান ছিলাম। যেমন

সে আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল. আমি অমনি দুই হস্তে তাহার দুটী হাত এরূপে ধরিয়া ফেলিলাম যে, সে কোনরূপে বাধা দিতে পারিল না। ইত্যবসরে আমার আর দুইজন কনষ্টেবল তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হইল এবং হরশঙ্করের হস্তে হাতকড়ি পরাইয়া দিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

আবদুল কাদের হঠাৎ গৌরীশঙ্কর ওরফে হরশঙ্করকে বন্দী করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর! আপনার কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আপনি কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ইনি গৌরীশঙ্কর নহেন—হরশঙ্কর। আর কিরূপেই বা স্থির করিলেন যে, হরশঙ্করই গৌরীশঙ্করকে হত্যা করিয়াছে?"

আবদুলের কথায় আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম। বলিলাম, "তোমার মত লোককে পুলিসের কার্য্যে নিযুক্ত করা সম্পূর্ণ অন্যায়। যাহারা ঘুষ লইয়া সত্য গোপন করিতে চেষ্টা করে, তাহাদের মত লোককে যত শীঘ্র পারা যায় এই কার্য্য হইতে বিদায় দেওয়া উচিত। তুমি ইতিপূর্ব্বে আমাকে বারম্বার তোমার বেতন বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিয়াছিলে; কিন্তু এখন ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার বেতন বৃদ্ধি কি হ্রাস হওয়া উচিত। যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে আমি তোমার কোন অপকার করিতে ইচ্ছা করি না।

কিন্তু সাবধান, যদি ভবিষ্যতে আর কখনও তোমায় এরূপ কার্য্য করিতে দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমায় দূর করিয়া দিব।"

আবদুল আর দ্বিরুক্তি করিল না। সে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিল না।

আমি তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া বন্দীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "হরশঙ্কর! তোমার বাহাদুরী আছে। তুমি পৈতৃক সম্পত্তি বা উত্তরাধিকারী হইবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে, তাহা অতি চমৎকার। জানি না, অন্য কোন লোকের হাতে পড়িলে কি হইত। কিন্তু আমার মত লোকের চক্ষে ধূলি দিতে চেষ্টা করাই তোমার বাতুলের কার্য্য হইয়াছে। যখনই তুমি আমার নিকট ফকিরের মৃত্যুর কথা বলিয়াছ, তখন হইতেই তোমার উপর আমার সন্দেহ হইয়াছে। যে সকল কথা বলিয়াছ, তাহা নিশ্চয়ই শোকোদ্দীপক সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই সেই কথা বলিলে লোকের মনে যেরূপ দুঃখের উদয় হওয়া উচিত অর্থাৎ সেই সকল কথা সত্য হইলে লোকে যেরূপ আন্তরিক বলিতে পারে, তুমি সেরূপ হৃদয়ের সহিত ঐ সকল কথা বলিতে পার নাই। তুমি যেন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়াছিলে। কিন্তু সে অভিনয়েও তুমি তাদৃশ কৃতকার্য্য হইতে পার নাই—কথাগুলি করুণাত্মক বটে কিন্তু তোমার স্বর তেমন করুণ ছিল না।"

আমি চুপ করিলাম। দেখিলাম, হরশঙ্কর আমার দিকে চাহিয়া একমনে আমার কথাগুলি শুনিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন, আমার কথা সত্য কি না? তাহার পর যখন দামোদর কুটীরের মধ্যস্থ পায়ের দাগ ও ফকিরের পা এই দুইটীর দিকে

বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, তখন আমার আর এক সন্দেহ হয়। আমি দেখিলাম, তোমার পায়ের সহিত ফকিরের পা ও কুটীর মধ্যস্থ সেই পায়ের দাগ ঠিক এক। তখনই আমি তোমার আর ফকিরের প্রত্যেক অঙ্গ তুলনা করি—দেখিলাম, যদিও তোমাদের মুখের কোন সাদৃশ্য নাই, তথাপি অন্যান্য অঙ্গের বেশ মিল আছে। আমি কিন্তু তখন তোমার মুখে তোমাদের যমজ ভাইএর গল্প শুনি নাই। যখনই সে কথা শুনিলাম, তখনই আমার পূর্ব্ব সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হইল। অবশেষে যখন তোমরা কুটীর হইতে বাহির হইয়া আমার অপেক্ষা করিতেছিলে, সেই সময় আমি এই লোটা ও মাটীর এই সরা দেখিতে পাই। লোটার জল ও সরায় কি এক প্রকার রং ছিল। তখন আমি পুনরায় ফকিরের দেহ পরীক্ষা করি—দেখিলাম, তাহার মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে ঐ রং-মাখান। যদিও তখন রং বেশ শুকাইয়া গিয়াছিল, তবুও দেখিলে বোধ হইল, যেন সম্প্রতি রং করা হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া আমার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি হইল; কিন্তু তখন কোন কথা না বলিয়া এগুলি আরও লুক্কায়িত রাখিলাম ও তোমাদের সহিত যোগ দিলাম। রাত্রিকালে তোমার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, উহা তোমারই কাজ। তখন আর আমার কোন সন্দেহ রহিল না। তুমিই যে সেই ফকির, আর তুমিই যে গৌরী বাবুকে খুন করিয়াছ তাহা বেশ জানিতে পারিলাম। কুটীরে যে পায়ের দাগ দেখা গিয়াছিল, তাহা তোমারই পায়ের দাগ। তুমিই গৌরীশঙ্করকে তোমার কুটীরে ডাকিয়া আনিয়াছিলে, পরে সুবিধা পাইয়া এই নির্জ্জন কুটীরের মধ্যে সেই ভয়ানক লাঠীর সাহায্যে তাহাকে হত্যা

করিয়াছ। পরে সেই লোটার জলে আপনার দেহের রং তুলিয়া মুখের ভঙ্গী বদলাইয়া স্বয়ং গৌরীশঙ্করের পোষাক পরিয়া গৌরী-শঙ্কর সাজিয়াছ এবং প্রকৃত গৌরীশঙ্করকে তোমার পোষাকে অর্থাৎ ফকিরের পোষাক পরাইয়া উহার মুখ তোমার মত পরি-বর্ত্তিত করিয়া উহাকে ফকির সাজাইয়া ফেলিয়া রাখিয়াছ এবং নিজে গৌরীশঙ্করের পরিবারবর্গের নিকট গৌরীশঙ্কররূপে স্থান পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছ, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সাহস করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হও নাই, হত্যার পর হইতেই দূরে দূরে রহিয়াছ। তোমার মনে পাপ, উভয় ভ্রাতা দেখিতে একরূপ হইলেও তোমার মনে ভয়, পাছে অন্তঃপুরের সকলে তোমাকে চিনিয়া ফেলে। তোমার ইচ্ছা ছিল, যে পর্য্যন্ত এই মকর্দ্দমা শেষ না হইয়া যায়, সেই পর্য্যন্ত তুমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে না, ও পরিশেষে ক্রমে ক্রমে তোমার অনুপস্থিতি কালের ভিতরের সমস্ত অবস্থা জানিয়া লইয়া, তোমার সংকল্পিত কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত করিতে পারিলে, আর তোমাকে চিনিবার ভয় থাকিবে না। এই সরা-খানিতে যে রং রহিয়াছে, ঐ রংই তোমার মুখে ছিল, এখন গৌরী-শঙ্করের মুখে মাখাইয়া উহাকে ফকির সাজাইয়াছ। ধন্য তোমার বুদ্ধি। একাকৃতি যমজ ভাই বলিয়াই তুমি এই চাতুরী প্রকাশ করিতে পারিয়াছ?”

আমার কথা শুনিয়া আবদুল অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “ইনি যদি হরশঙ্করই হন, আর যদি গৌরীশঙ্করকে হত্যা করাই ইহার উদ্দেশ্য হয়, তবে ইনি প্রথম হইতে ইহাঁর উপকার করিলেন কেন?”

আ। গৌরীশঙ্করকে ভুলাইবার জন্য তাঁহাকে সদুপদেশ দিয়া তাঁহার আর্থিক অবস্থা ও জমীদারীর আয়ের উন্নতি করিয়া তাঁহার বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহার সমস্ত জানিয়া লইয়াছিলেন।

আবদুল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর, আর একটী জিজ্ঞাস্য আছে। হরশঙ্কর কি কেবল পৈত্রিক সম্পত্তি লাভের আশায় ভ্রাতৃহত্যা করিল? এই সামান্য জমীদারীর জন্যই হরশঙ্কর এত ভয়ানক পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইল?"

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "না, কেবল পৈত্রিক বিষয়ের লোভেই হরশঙ্কর নরহত্যা করে নাই; আরও একটী গুরুতর কারণ ছিল। হরশঙ্কর পিতৃহত্যা করে নাই, গৌরীশঙ্করই প্রকৃত পিতৃঘাতী। কিন্তু দোষ পড়ে হরশঙ্করের উপর। হরশঙ্কর সে সময় তাহা প্রমাণ করিতে পারে নাই; সে দ্বিরুক্তি না করিয়া বিশ বৎসর কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিল। সেই প্রতিশোধ লইবার জন্যই সে প্রত্যাগমন করিয়া গৌরীশঙ্করকে হত্যা করিয়াছে। গৌরীশঙ্কর এমন কৌশল করিয়া পিতৃহত্যা করিয়াছিল যে, তখন তাহার উপর কেহই সন্দেহ করে নাই। সকলেই হরশঙ্করকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিল। সেই জন্যই গৌরীশঙ্কর সে যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছিল। গৌরীশঙ্করের পাপের কথা এক হরশঙ্কর ভিন্ন আর কেহই জানিত না। কিন্তু তখন তাহার কথায় কেহই বিশ্বাস করিবে না বলিয়া, সে সেকথা প্রকাশ করে নাই। মনে মনে প্রতিহিংসা লইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সে আণ্ডামান দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। এখন বুঝিতে পারিলে, হরশঙ্কর কি ভয়ানক লোক!"

আমার কথায় আবদুল আর কোন উত্তর করিল না। আমার অনুমান কতদূর সত্য তাহা নিশ্চয়রূপে জানিবার নিমিত্ত, আবদুল ও ঐ বাড়ীর সমস্ত লোককে সঙ্গে লইয়া, যে স্থানে সেই ফকিরের মৃতদেহ ছিল, সেইস্থানে গমন করিলাম। তখনও ঐ দেহের পরীক্ষা হয় নাই। পরীক্ষাকারী ডাক্তারকে আমার অনুমানের কথা বলিলে, তিনি ঐ মৃতদেহের সমস্ত অঙ্গ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ঐ ধৌতজল পৃথক রাখিয়া দিলেন। মৃতদেহ উত্তমরূপে ধৌত হইলে ঐ মৃতদেহের আকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তখন সকলেই উহাকে গৌরিশঙ্কর বলিয়া চিনিতে পারিলেন ও সকলেই বুঝিতে পারিলেন, আমাদিগের অনুমান সম্পূর্ণরূপে সত্য।

ঐ মৃতদেহ-ধৌত জল ও কুটীর হইতে প্রাপ্ত সেই তরল-পদার্থ রাসায়নিক পরীক্ষায় স্থির হইল যে, উহাতে একই পদার্থ মিশ্রিত আছে।

পরিশেষে হরশঙ্কর সমস্ত কথাই স্বীকার করিল। বিচারে তাহার ফাঁসীর হুকুম হইল।

সমাপ্ত।

☞ শ্রাবণ মাসের সংখ্যা

"লুকোচুরি"

যন্ত্রস্থ।

DETECTIVE STORIES, No 196. দারোগার দপ্তর, ১৯৬ সংখ্যা।

লুকোচুরি।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সপ্তদশ বর্ষ।] সন ১৩১৬ সাল। [শ্রাবণ।

লুকোচুরি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পশ্চিমগগনে শুকতারা উঠিয়াছে। রাত্রি প্রায় শেষ। প্রকৃতি নিস্তব্ধ—কেবল মলয়পবন প্রবাসীর দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া শন্ শন্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। জন-মানবের সাড়া-শব্দ নাই; মধ্যে মধ্যে দুই একজন পুলিস-প্রহরীর ভয়ানক চীৎকার প্রকৃতির সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। এমন সময় আমি একটা হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান করিয়া থানায় ফিরিয়া আসিলাম।

সমস্ত দিবস কঠোর পরিশ্রম করিয়া এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; থানায় ফিরিয়া একটী নিভৃতস্থানে বসিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলাম।

ফুল্ল-ফুলবাস-স্নাত মৃদুমন্দ মলয়পবন সেবন করিয়া আমার অবসাদ দূর হইল এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই নিদ্রাকর্ষণ হইল। আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ হইল, ক্রমে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম বলিতে পারি না। এক কনষ্টেবলের বিকট চীৎকারে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি, থানার সম্মুখেই একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং এক ভদ্র-যুবক সেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছেন।

যুবককে আমার গৃহে লইয়া যাইতে বলিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম। তখন উষার আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল, উচ্চবৃক্ষশিরে স্বর্ণাভ সূর্য্যরশ্মি প্রতিবিম্বিত হইয়া নবোদ্গত পত্র-গুলিকে স্নেহময় করিয়াছিল। বিহঙ্গমকুল আপন আপন কুলায় ত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং রাখালগণ গোধন লইয়া ধীরে ধীরে মাঠের দিকে ধাবমান হইতেছিল।

তখনই আমি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া অফিস-ঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, যুবকের বয়স প্রায় আটাইশ বৎসর। তাঁহাকে দেখিতে শ্যামবর্ণ; হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ, নাতিদীর্ঘ ও নাতিখর্ব্ব। মুখশ্রী অতি সুন্দর, অঙ্গসৌষ্ঠব অতি চমৎকার।

আমি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র যুবক আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং আমাকে অতি বিনীতভাবে নমস্কার করিলেন। তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিয়া আমি তাঁহার সম্মুখস্থ একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়ের নাম কি? কি অভিপ্রায়ে এমন সময়ে এখানে আসিয়াছেন?"

যুবক বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আমার নাম অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়। বিষম বিপদে পড়িয়াই আপনার শরণ লইয়াছি।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বিপদ স্পষ্ট করিয়া না বলিলে আপনার কোন উপকার করিতে পারিব না।"

অনাথ বাবু ঈষৎ লজ্জিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "যদি অনুগ্রহ করিয়া একবার আমাদের বাড়ীতে পদধূলি দেন, তাহা হইলে আমার স্ত্রীর মুখে সকল কথাই শুনিতে পাইবেন। কোথা হইতে একখানি পত্র পাইয়া তিনি ভয়ানক ভীতা হইয়াছেন।"

আগন্তুকের অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। আমি তথনই তাঁহার কথায় সম্মত হইলাম এবং যে গাড়ী করিয়া তিনি থানায় আসিয়াছিলেন, সেই গাড়ীতে গিয়া উপবেশন করিলাম।

শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কিছুদূরে অনাথনাথের বাড়ী; অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা সেথানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অনাথ-নাথের বাড়ীথানি দ্বিতল এবং নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। বাড়ীথানি দ্বি-মহল। অনাথনাথ আমাকে প্রথম মহলের দ্বিতলস্থ বৈঠক-থানায় লইয়া গেলেন এবং অতি যত্নের সহিত সেই স্থানে বসিতে বলিলেন।

বৈঠকথানা ঘরটী দৈর্ঘে প্রস্থে দশ হাতের কম নহে। ঘরের ভিতর ঢালা-বিছানা,—প্রথমে মাদুর, তাহার উপর সতরঞ্চ, তাহার উপর একখানি অতি শুভ্র চাদর। বিছানার চারিদিকে চারিটা তাকিয়া, মধ্যস্থলে দুইটা বৈঠকের উপর দুইটা রূপা বাঁধান হুকা। ঘরের দেওয়ালে কয়েকখানি হিন্দু-দেবদেবীর ছবি, মধ্যে মধ্যে এক একটী জোড়া দেওয়ালগিরি।

আমাকে সেই ঘরে বসিতে বলিয়া অনাথনাথ অন্দরে গমন করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার স্ত্রী পার্শ্বের ঘরে আসিয়াছেন। দুইটী গৃহের মধ্যে যে দরজা আছে, সেইটী খুলিয়া দিতেছি। তাহা হইলে তিনি আমাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইবেন এবং আবশ্যক হইলে সংশোধন করিতে পারিবেন।"

আমি কোন কথা কহিলাম না। অনাথনাথ গৃহমধ্যস্থ একটী দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং ঠিক তাহার নিকটে গিয়া উপবেশন করিলেন। পরে আমাকেও সেই স্থানে যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমিও অগত্যা সেইখানে গিয়া বসিলাম।

কিছুক্ষণ পরে অনাথনাথ একটী স্বর্ণ-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র শূকর ও একখানি পত্র বাহির করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "এই সোনার শূকর ও এই কাগজে অঙ্কিত শূকরমূর্ত্তি দেখিয়া আপনার মনে কি কোন সন্দেহ হয়? এই দুই পদার্থের মধ্যে কোন প্রকার সংস্রব আছে কি?"

আমি দুইটী দ্রব্যই হাতে লইয়া উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিলাম। দেখিলাম, স্বর্ণ-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র শূকরটী মস্তকের অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শূকরটীতে অন্ততঃ দুই ভরি বিশুদ্ধ স্বর্ণ আছে, এবং উহা কোন ইংরাজকারিকরের দ্বারা গঠিত। দেশীয় কারিকর কর্ত্তৃক প্রস্তুত করা হইলে শূকরমূর্ত্তি ঐ প্রকার হইত না বলিয়াই আমার বিশ্বাস হইল। যে কাগজখানি পাইলাম, তাহাতেও অবিকল ঐ প্রকার শূকর-মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। কিন্তু কাগজখানিকে অপর কতকগুলি লেখায় পরিপূর্ণ। লেখাগুলি কাগজে যেমন ছিল, নিম্নে সেইরূপ লিখিত হইল।

বছিনি হুএয়া দিইমৃ নপত্যু পত্রর রেপ্রজ সথন্ত হ্মামপ্র ননিস্ত পাশাত ইনাহ য়াজাও।"

আমি কিছুক্ষণ ঐ কাগজখানি অতি মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়-সহজে উহার কোন অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

আমাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া অনাথনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু

বুঝিতে পারিলেন? আমিত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সফল হইতে পারি নাই। শুনিয়াছি, আপনি এইরূপ অনেক পত্র পাঠ করিয়াছেন, এই প্রকার অনেক কঠিন রহস্য ভেদ করিয়াছেন, সেই জন্যই আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আপনি এখানকার এবং অন্যান্য অনেক স্থানের দুর্বৃত্ত লোকদিগকে জানেন, অনায়াসেই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন, সহজে কেহ আপনার চক্ষে ধূলি দিতে পারিবে না। এখন বলুন, আমি কি করিব?"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "কাগজখানিতে যাহা লেখা আছে তাহা এখন বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু কিছুক্ষণ চেষ্টা করিলে উহার মর্ম্ম ভেদ করিতে পারিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন যদি আমার সাহায্য লওয়া আপনাদের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে কোন বিষয় গোপন না করিয়া প্রথম হইতে সকল কথা বলুন। তাহা না হইলে আমি আপনাদের সাহায্য করিতে সক্ষম হইব না। প্রথমতঃ এই সোনার শূকর এবং এই কাগজখানি কোথায় পাইলেন, আর ইহার জন্যই বা আপনাদের এত ভয় কেন? সমস্ত কথা জানিতে পারিলে আমি প্রাণপণে আপনাদের সাহায্য করিব।"

অনাথনাথ একবার গৃহ মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। পরে বলিলেন, "এই বাড়ী আমার নহে,—আমার স্ত্রীর দূর-সম্পর্কীয় এক খুড়ীর বাড়ী। এ বাড়ীতে আমরা দুজন, তিনি, তাঁহার এক দিদি এবং দুইজন দাসী ও এক ভৃত্য, এই কয়জনে বাস করি। আমার বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে—কিন্তু আমি কলিকাতাতেই বহুদিন হইতে বাস করিতেছি। বিবাহের পর আমার স্ত্রীর অনুরোধে আমিও এখানে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছি—"

বাধা দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার স্ত্রী পূর্ব্বে কোথায় ছিলেন ?"

অ। তাঁহার পিতার সহিত পশ্চিমে ছিলেন।

আ। পশ্চিমে ? কোথায় ?

অ। আজ্ঞা কানপুরে। তিনি কলিকাতায় মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টে কর্ম্ম করিতেন। সহসা বদ্‌লি হইয়া কানপুরে গমন করেন। বিমলার তখন বিবাহ হয় নাই, সুতরাং সেও তাঁহার সহিত কানপুরে যান।

আ। বিমলা কে ? আপনার স্ত্রীর নাম কি বিমলা ?

অ। আজ্ঞে হাঁ।

আ। আপনার শ্বশুর পূর্ব্বে কোথায় থাকিতেন ?

অ। এই বাড়ীতে।

আ। আপনার শ্বশুরকে দেখিয়াছেন ?

অ। আজ্ঞে না, তাঁহার মৃত্যুর পর বিমলা পুনরায় কলিকাতায় আগমন করিলে আমাদের বিবাহ হয়।

আ। কতদিন বিবাহ হইয়াছে ?

অ। ছয় মাসের অধিক নহে।

আ। সোনার শূকরটী কোথা হইতে পাইয়াছেন।

অ। আমার শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর আমার স্ত্রীকে প্রায় তিন মাস কানপুরে থাকিতে হয়। শ্বশুর মহাশয় মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার কয়েক জন বিশ্বাসী বন্ধুর হস্তে আপনার কন্যার লালন পালন ভার দিয়াছিলেন। তাঁহারাই উদ্যোগী হইয়া শ্বশুর মহাশয়ের বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করতঃ নগদ টাকা করিয়া আমার স্ত্রীর নামে ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছিলেন এবং একজন বিশ্বাসী বৃদ্ধা রমণীর

সহিত কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। তাঁহারাই আমার স্ত্রীকে ঐ শূকরটী দিয়াছিলেন।

আ। তাঁহারা উহা পাইলেন কোথায়?

অ। আমার শ্বশুরেরই জিনিষ—তাঁহার বাক্সে ছিল। তাঁহার বন্ধুগণ আর সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছিলেন কিন্তু এই শূকরটী বিক্রয় করেন নাই।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন? যদি সকল জিনিষই বিক্রয় করিয়া থাকেন, তবে এটী রাখিলেন কেন?"

অ। দেখিতে শূকরের আকৃতি হইলেও উহা মাথায় কাঁটার ন্যায় ব্যবহার করিতে পারা যায় দেখিয়া এবং আমার স্ত্রী উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন জানিয়া তাঁহারা ঐটী বিক্রয় করেন নাই।

আ। বেশ কথা। এখন বলুন, এই কাগজ দেখিয়া আপনার ও আপনার স্ত্রীর এত ভয় হইয়াছে কেন? আর কাগজখানিই বা কোথা হইতে পাইয়াছেন?

অ। কাল বেলা দশটার সময় আমার স্ত্রী ও তাঁহার খুড়ীমা আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে ডাকপিয়ন কতকগুলি পত্র দিয়া গেল। পত্র কয়খানির মধ্যে একখানি আমার স্ত্রীর নামে ছিল। অপর পত্রগুলি পাঠ করিয়া সকলের শেষে আমি সেই পত্রখানি খুলিয়া ফেলিলাম এবং ঐ শূকর-মূর্ত্তি ও সেই সাঙ্কেতিক ভাষা উভয়ই আমার নয়নগোচর হইল। আমার স্ত্রী তখনই আহার সমাপন করিয়া আমার নিকট আগমন করিলেন। আমিও তাহাকে পত্রখানি দেখাইলাম। তিনি উহা আমার হাত হইতে লইলেন এবং তখনই তাহার খুড়ীমার নিকট লইয়া গেলেন।

আমারও এত কৌতূহল জন্মিয়াছিল যে, আমিও তাহার সহিত তাহার খুড়ীমার নিকট গমন করিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৃদ্ধা যখনই ঐ কাগজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখনই তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। তাঁহার মলিন মুখ দেখিয়া আমার বোধ হইল, তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। এত মনোযোগের সহিত তিনি কাগজখানি দেখিতেছিলেন যে, আমি সাহস করিয়া সে সময়ে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধা কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইলেন। আমি তখন তাঁহার ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।

এই বলিয়া অনাথনাথ নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার বাহ্যিক ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, তিনিও ভীত হইয়াছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি কি বলিলেন?"

অ। তিনি যাহা বলিলেন, তাহা অতি ভয়ানক। শুনিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। তিনি বলিলেন, আমার শ্বশুর মহাশয় বর্দ্ধমান জেলায় চাষবাস করিতেন। তাঁহার অধীনে প্রায় সহস্র বিঘা জমী ছিল, অনেক লোকজন তাঁহার বাড়ীতে প্রতিপালিত হইত। তাঁহার আয়ও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার দোর্দণ্ড প্রতাপে স্বয়ং জমীদার পর্য্যন্ত ভীত হইতেন। কিন্তু সহসা একদিন সেই সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমার স্ত্রী ও আর দুইটী পুত্রের সহিত কলিকাতায় চলিয়া আইসেন।

আ। আপনার শ্যালক দুইজন কি এখন জীবিত আছেন?

অ। আজ্ঞে না—তাহাদিগকে কলিকাতার এই বাড়ীতে রাখিয়া শ্বশুর মহাশয় কেবল বিমলাকে লইয়া স্বতন্ত্র একটী বাড়ী ভাড়া করেন এবং কমিশরিয়েটে একটী চাকরি যোগাড় করিয়া

সেইখানেই কার্য্য করিতে থাকেন। কমিশরিয়েট মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টেরই অন্তর্গত, এখানে কার্য্য করিলে প্রায়ই বদ্‌লি হইতে হয়। দুই তিনমাস চাকরী করিবার পর, তিনি কানপুরে বদ্‌লি হন। বিমলাও তাঁহার সহিত তথায় গমন করেন। একবৎসর অতীত হইতে না হইতে পুত্র দুইটী যে কোথায় অদৃশ হইলেন, তাহা কেহই বলিতে পারিল না। কিন্তু তাঁহাদের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে তাঁহারাও এই প্রকার শূকর-মূর্ত্তি-সমন্বিত পত্র পাইয়াছিলেন।

বাধা দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কতদিন পূর্ব্বে আপনার শ্যালক দুইজন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন।"

অনাথনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "জ্যেষ্ঠ প্রসাদ দাস প্রায় দেড় বৎসর হইল, এবং কনিষ্ঠ বীরেন্দ্রনাথ প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন।"

আ। সে সময় এ সংবাদ পুলিসে পাঠান হইয়াছিল কি?

অ। আজ্ঞে না। বিমলার খুড়ীমা বলিলেন, প্রথম শ্যালক প্রসাদদাস অদৃশ্য হইবার পর তিনি শ্বশুর মহাশয়কে সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি ঐ বিষয়ে আর কোন প্রকার গোলযোগ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। সেই জন্যই তিনি থানায় সংবাদ দিতে পারেন নাই।

আ। প্রথম শ্যালকের অন্তর্দ্ধানের ছয়মাস পরে দ্বিতীয় শ্যালক অদৃশ্য হন। সম্ভবতঃ তাঁহার অদৃশ্য হইবার ছয়মাস পরে আপনার শ্বশুর মহাশয়ও অন্তর্দ্ধান হন, কেমন?

অনাথনাথ সাগ্রহে উত্তর করিলেন, "আপনি যথার্থই অনুমান করিয়াছেন। যদিও শ্বশুর মহাশয়ের বন্ধুগণ আমার স্ত্রীকে তাঁহার

মৃত্যু-সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, তত্রাপি যখন আমার স্ত্রী তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহারা কৌশলে বিমলাকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। আমার স্ত্রী বলেন, তিনি মারা পড়েন নাই—নিশ্চয়ই আমার শ্যালকদিগের মত অদৃশ্য হইয়াছেন। কিন্তু পাছে বিমলা ভীত হন, এই ভয়ে ও সকল কথা বলেন নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার স্ত্রীর তখন বয়স কত?"

অ। প্রায় তের বৎসর।

আ। তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল কি না তিনি সহজেই জানিতে পারিতেন। তিনি ত একাই তাঁহার পিতার নিকট থাকিতেন।

অ। আজ্ঞে হাঁ,—একাই থাকিতেন বটে, কিন্তু তখন কোন প্রতিবেশীর বিবাহ উপলক্ষে বিমলাকে কয়েক দিনের জন্য সেখানে যাইতে হইয়াছিল। যখন বাসায় ফিরিয়া আসিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন।

আ। তাহা হইলে আপনার শ্বশুর ও দুইজন শ্যালক ঐরূপে অদৃশ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের কি হইয়াছে অনুমান করিতে পারেন কি?

অ। আজ্ঞে আমিতো সামান্য বুদ্ধির লোক, কেমন করিয়া বলিব? তবে যতদুর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে দেখিতেছি, তাঁহারা আর এ জগতে নাই। যদি থাকিতেন, তাহা হইলে এত-দিন অতীত হইল তিনজনের কেহ কি ফিরিয়া আসিতে পারিতেন না?

আ। আপনার স্ত্রী কি বলেন?

অ। তিনি আর বলিবেন কি? যখন তাঁহার খুড়ীর মুখে ঐ

সকল কথা শুনিলেন, তখন তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠি-
লেন। বলিলেন, এইবার তাঁহার পালা আসিয়াছে, এবং সেই
অবধি নিতান্ত দুঃখিতভাবে কালযাপন করিতেছেন। এখন
আপনি আমাদের ভরসা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনাথনাথের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যা-
ন্বিত হইলাম। এতকাল পুলিসের চাকরি করিতেছি, কত গুরুতর
কাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কিন্তু কই, এমন অদ্ভুত কথা ত কখনও
শুনি নাই? এত জন্তু থাকিতে শূকর-মূর্ত্তি কেন অঙ্কিত হইল, আর
কেই বা অনাথবাবুর শ্বশুরকে ঐ স্বর্ণনির্ম্মিত শূকরটী প্রদান করিল?
কি জন্যই বা তাঁহাকে উহা প্রদত্ত হইল?

এই প্রকার নানা প্রশ্ন আমার মনোমধ্যে উদয় হইল। আমি
কিছুক্ষণ ঐ বিষয় ভাবিলাম কিন্তু কোন প্রকার উত্তর বাহির
করিতে পারিলাম না। তখন অনাথনাথকে বলিলাম, "আপনার
মুখে যাহা শুনিলাম, তাহা বড়ই অদ্ভুত। আর কখনও এরূপ
ব্যাপার আমার কর্ণগোচর হয় নাই। কিন্তু সে যাহাই হউক,
আমি এখন যেরূপ বুঝিতেছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে, সম্প্রতি
আপনার স্ত্রীর কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। আপনার নিজের
ইহাতে কোন ভয়ের কারণ নাই। ব্যাপার অতি গুরুতর হইলেও
আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব এবং যাহাতে শীঘ্রই ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি

করিতে পারি, তাহার উপায় করিব। ইত্যবসরে আমার অনুরোধ এই যে, আপনি বা আপনার স্ত্রী একা যেন গৃহের বাহির না হন। যেখানে যাইবেন, অন্ততঃ একজন লোকও সঙ্গে লইবেন। গাড়ীতে যান, পাল্কীতে যান কিম্বা নৌকাযোগেই যান, কোন সঙ্গী না লইয়া কোথাও যাইবেন না।"

অনাথনাথের মুখ সহসা মলিন হইয়া গেল। তিনি ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমিও একা বাহির হইতে পারিব না? এই মাত্র আপনি বলিলেন, আমার নিজের ভয়ের কোন কারণ নাই?"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "সাবধানের বিনাশ নাই। নতুবা এই শূকর-ব্যাপারে সত্যই আপনার নিজের ভয়ের কোন কারণ নাই। যখন পত্রখানি কলিকাতা হইতেই প্রেরিত হইয়াছে, তখন পত্র-প্রেরক নিশ্চয়ই কলিকাতায় আছেন। আপনার সন্ধান পাইলেই আপনার স্ত্রীর সন্ধান পাইবে জানিয়া, তাহারা আপনার অনুসরণ করিতে পারে, সেই জন্যই সাবধান হইতে বলিয়াছি।"

অনাথনাথ আমার কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমন করিয়া জানিলেন, পত্রখানি কলিকাতা হইতেই প্রেরিত?"

আ। খামের উপর পোষ্টাফিসের মোহর দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, পত্রখানি বড় ডাকঘরে ফেলা হইয়াছিল।

অ। কতদিন আমাদিগকে এমনভাবে থাকিতে হইবে?

আ। পরশ্ব বেলা একটার পর আপনি থানায় যাইবেন। সেদিন যেমন বলিব, সেই মতই করিবেন। এখনও তত ভয়ের কারণ নাই।

অ। কেন? উহাতে কি লেখা আছে, বুঝিতে পারিলাম না।

আ। যাহাই লেখা থাকুক, পত্রখানিতে আপনার স্ত্রীকে সাবধান হইতে বলিতেছে। হয়ত উহাঁর নিকট কোন দ্রব্য আছে, সেইটী পাইবার জন্যই পত্রলেখক এইরূপে পত্র দিয়া ক্রমান্বয়ে তিনজনকে কোথায় সরাইয়া দিয়াছেন। নিশ্চয় করিয়া এখন কিছুই বলিতেছি না। যতক্ষণ না উহা পাঠ করিতেছি, ততক্ষণ উহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিব না সত্য, কিন্তু সচরাচর তিনবার সাবধান না করিয়া লোকে কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না। আপনার স্ত্রী যখন প্রথম সাবধান পত্র পাইয়াছেন, তখন খুব সম্ভব আরও দুইবার এই প্রকার পত্র পাইবেন। তাহার পর তাঁহার বিপদ সম্মুখীন হইবে, এই প্রকার অনুমান করিতেছি। আপাততঃ ভয়ের কোন কারণ নাই।

অনাথনাথ আর কোন কথা বলিলেন না। আমিও তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া গাত্রোত্থান করিতেছি, এমন সময়ে আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া অনাথনাথ বলিলেন, "তবে পরশ্ব বেলা একটার সময় আমি আপনার নিকট যাইব?" আমি সম্মত হইলাম। তিনি তখন হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি সপরিবারে থানায় বাস করেন?"

আমি তাঁহার প্রশ্নে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন? কি জন্য আপনি ওকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

অনাথনাথ ঈষৎ লজ্জিত হইয়া উত্তর করিলেন, "বিমলা এত ব্যস্ত হইয়াছেন যে, তিনিও আমার সহিত যাইতে চাহিতেছেন। যদি আপনার বাধা না থাকে এবং সুবিধা মত স্থান থাকে, তাহা হইলে তিনি যাইতে পারেন।"

আমি সম্মত হইলাম। বলিলাম, "তাহাই হইবে। আপনারা উভয়েই যাইবেন। আপনার স্ত্রী আমার অন্দরে গিয়া বসিবেন।"

এই বলিয়া আমি বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। অনাথনাথ কোচমানকে পূর্ব্বেই ভাড়া দিয়া রাখিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকালে প্রকৃতির যে মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, অনাথনাথের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ঠিক তাহার বিপরীত মূর্ত্তি অবলোকন করিলাম। প্রখর রৌদ্রজনিত ভয়ানক উত্তাপ, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-শিখা-সম উত্তপ্তপবনের উচ্ছ্বাস, জীবগণের অসহ্য কষ্ট দেখিলে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, প্রকৃতি এই সময়ে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে,—জীব-সংহারে নিযুক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির এই মূর্ত্তি জীবমাত্রেরই ভয়াবহ।

যখন আমি থানায় আসিয়া পঁহুছিলাম, তখন বেলা প্রায় এগারটা। স্নানাহার শেষ করিয়া এক নিভৃত স্থানে বসিয়া সেই কাগজখানি দেখিতে লাগিলাম। কাগজখানির একটী কোণে "ওঁ" অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা। তাহারই ঠিক বিপরীত দিকে সেই শূকর চিহ্ন। মধ্যে সেই লেখা। সম্ভবতঃ কাহারও স্বাক্ষর নাই।

ওঁকার শব্দ কাগজখানির এককোণে লেখা রহিয়াছে দেখিয়া আমি ভাবিলাম, পত্র-লেখক নিশ্চয়ই হিন্দু কিন্তু শূকর হিন্দুদিগের অস্পৃশ্য জন্তু। হিন্দুগণ কাগজ-পত্রে শূকর-মূর্ত্তি অঙ্কিত করেন না।

আমি বিষম ফাঁপরে পড়িলাম। শুকার দেখিয়া যেমন পত্র-লেখককে হিন্দু বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, শূকর-মূর্ত্তি দেখিয়া তেমনই তাহাকে অহিন্দু বলিয়া মনে হইল। পত্র-প্রেরক কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী জানিবার জন্য আমার ভয়ানক কৌতূহল জন্মিল। আমি কাগজ-খানি আরও মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিলাম।

আরও আধঘণ্টা নিস্তব্ধভাবে লক্ষ্য করিবার পর কাগজখানির অপর এক কোণে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই কয়েকটী কথা অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। আমি তখনই বুঝিতে পারিলাম, পত্র-লেখক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। তাহার পর ভাবিলাম, পত্রে যাহা লেখা আছে, তাহা পড়িতে না পারিলে কোন কার্য্য হইবে না। যদিও আমি উহা না পড়িয়াই বুঝিয়াছিলাম যে, সেখানি সাবধান পত্র, তথাপি যতক্ষণ উহা পাঠ করিতে না পারিব, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।

এই স্থির করিয়া আমি সেই কাগজখানিতে যাহা লেখা ছিল, সেইগুলি অপর একখানি কাগজে নকল করিয়া লইলাম। এই প্রকার সাঙ্কেতিক পত্র অনেক পাঠ করিয়াছি সুতরাং চেষ্টা করিলে যে ইহাও পাঠ করিতে সমর্থ হইব. তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

লেখাগুলিকে যত প্রকারে সাজাইতে পারা যায় সেই সমস্ত উপায়েই সাজাইলাম, কিন্তু তাহাতেও উহার কোনরূপ মর্ম্মভেদ হইল না। কি করিয়া উহার অর্থ বুঝিব, কেমন করিয়া সাজাইলে উহার ঠিক অর্থ করিতে পারিব, এই প্রকার চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, পত্রের প্রত্যেক কথাই তিন অক্ষরের। আমার মনে এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইল। আমি ভাবিলাম, লেখা-গুলি তিন লাইন করিয়া সাজাইলে উহার অর্থবোধ হইতে পারে।

এই প্রকার সাব্যস্ত করিয়া আমি প্রত্যেক কথার তিনটী অক্ষর তিনটী লাইনে লিখিলাম। তাহার পরের কথাটীর তিনটী অক্ষর ঠিক পূর্ব্ব কথাটীর মত অক্ষরের পার্শ্বেই লিখিলাম। এইরূপে সমস্ত কথাগুলি সাজান হইলে পাঠ করিলাম।

"বহুদিন পরে সন্ধান পাইয়া
ছি এই পত্র প্রথম নিশানা জা
নিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও"

উল্লিখিত লেখাগুলি পত্রাকারে সাজাইলে "বহুদিন পরে সন্ধান পাইয়াছি। এই পত্র প্রথম নিশানা জানিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।"

পত্রের সাঙ্কেতিক ভাষা পাঠ করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। যদিও না পড়িয়াই উহার মর্ম্ম অনুমানে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তত্রাপি এখন উহার প্রকৃত অর্থ বাহির করিতে সক্ষম হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

পত্রখানির মর্ম্মভেদ করিবার পর আমি ভাবিলাম, অনাথনাথের শ্বশুর মহাশয় নিশ্চয়ই হিন্দু। যখন তিনি বর্দ্ধমান জেলায় কৃষি-কর্ম্ম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলেন, সেই সময়ে আমার বিশ্বাস, তিনি কতকগুলি লোক রাখিয়া শূকরের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এরূপ শোনা গিয়াছে যে, বৌদ্ধ-পুরোহিতগণ এক সময়ে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। যেখানে অনাথনাথের শ্বশুরের জমীদারী ছিল, হয়ত পূর্ব্বে সেইস্থানে কোন বৌদ্ধ-মঠ ছিল। অনাথনাথ যখন সেই পবিত্র স্থানে অপবিত্র অপরিষ্কৃত ও ঘৃণিত জন্তুর ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, তখন বৌদ্ধগণ তাহা জানিতে পারিয়া ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইলেন কিন্তু ইংরাজ-রাজত্বে সাক্ষাৎ

সম্বন্ধে তাঁহারা অনাথনাথের শ্বশুর মহাশয়ের কোন প্রকার অপকার করিতে সক্ষম না হইয়া গোপনে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই কারণেই তিনি বর্দ্ধমান জেলা হইতে সহসা পলায়ন করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি আবার ভাবিলাম, যদি তাহাই হয়, তবে সোণার শূকরটী কোথা হইতে, কেমন করিয়া, অনাথবাবুর স্ত্রীর হস্তে পড়িল? শূকরটী নিশ্চয়ই তিনিই প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। উহা যে স্বর্ণে নির্ম্মিত, তাহা দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যায় যে, উহা এইখানেই প্রস্তুত। কিন্তু যে আদর্শ দেখিয়া ঐ মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে, তাহা এদেশের আদর্শ নহে। এদেশের শূকরগুলি ওরূপ হৃষ্টপুষ্ট ও দেখিতে এত পরিষ্কার হয় না। এই সকল ব্যাপার চিন্তা করিয়া আমি মনে করিলাম, অনাথবাবুর শ্বশুর মহাশয় এই আদর্শমত শূকর প্রতিপালন করিতেন এবং সেই প্রকার শূকরের ব্যবসায় করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

এই প্রকার নানা চিন্তায় প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমি তখন কাগজখানি রাখিয়া দিয়া অফিসের কার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার আর সে তেজ—সে দম্ভ নাই। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে সকল জীব-জন্তু প্রজ্জলিত অগ্নির ন্যায় তাঁহার কিরণজাল দেখিয়া ভয়ে ভয়ে কোন

নিভৃতস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, এখন তাঁহাকে হীনবল ও তেজোহীন দেখিয়া সাহস করিয়া তাঁহারই সম্মুখে বাহির হইল। পশ্চিমগগন নানা বর্ণে চিত্রিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মৃদুমন্দ মলয়পবন সদ্যপ্রস্ফুটিত জাতি, যুথী, বেলা, মল্লিকাদি পুষ্প-বাসে মাত হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি অফিসের অপর কার্য্যগুলি শেষ করিয়া অনাথনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় কোন নিভৃত স্থানে বসিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

বেলা দ্বিপ্রহরের পর অনাথনাথের সস্ত্রীক থানায় আসিবার কথা ছিল। বেলা প্রায় পাঁচটা বাজিতে চলিল, অথচ তাঁহাদের কাহারও দেখা নাই। সকল কার্য্য বন্ধ করিয়া আমি তাঁহাদের আশায় বসিয়াছিলাম, অথচ তাঁহারা আসিলেন না দেখিয়া, আমি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম এবং তখনই গাত্রোত্থান করিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া পায়চারি করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে একখানি সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়াটীয়া গাড়ী থানার ভিতরে প্রবেশ করিল। গাড়ীর কোচবাক্সে অনাথনাথকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার স্ত্রী গাড়ীর ভিতরে আছেন।

গাড়ীখানি স্থির হইলে অনাথনাথ অবতরণ করিলেন। আমি তখনই অন্দর হইতে একজন দাসীকে ডাকিয়া অনাথবাবুর স্ত্রীকে ভিতরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলাম।

সৌভাগ্যক্রমে তখন থানায় অপর কোন লোক ছিল না। আমার কথা শুনিয়া দাসী সেই গাড়ীর নিকটে গেল এবং অনাথ বাবুর স্ত্রীর হাত ধরিয়া নামাইয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। অনাথনাথ আমারই নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা শান্ত হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত বিলম্ব হইল কেন? কোন নূতন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে কি?"

অনাথনাথ লজ্জিত হইয়া উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে না—আপনার আশীর্ব্বাদে আর কোন নূতন বিপদ ঘটে নাই। আমার ইচ্ছা ছিল, নিজের গাড়ীতেই আসিব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গাড়ীখানির স্প্রীং খারাপ হইয়া যাওয়ায়, এই ভাড়াগাড়ী করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি। আপনি সেই পত্রের কিছু করিতে পারিলেন? বিমলা বড়ই চঞ্চল ও ভীত হইয়া পড়িয়াছে।

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "পত্রখানির মর্ম্মভেদ করিয়াছি। ওখানি কেবল সাবধান পত্র মাত্র। আমি একে একে সকল কথাই বলিতেছি।"

অ। এখানে কোন কথা বলিবেন না। যেখানে বলিলে বিমলা আপনার মুখের কথা শুনিতে পাইবেন, আপনাকে সেইস্থানে গিয়া বলিতে হইবে। তাহা হইলে বিমলা সুস্থ হইতে পারিবে।

আ। বেশ কথা। এই ঘরের ভিতর ঐ যে দরজা দেখিতেছেন, উহা খুলিলেই বাড়ীর অন্দর দেখিতে পাইবেন। যদি আপনার স্ত্রী ঐ ঘরের ভিতর গিয়া বসেন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসে আমাদের সকল কথাই শুনিতে পাইবেন।

অ। ভাল, আপনি সেইরূপই বন্দোবস্ত করিয়া দিন।

আমি তখন একজন দাসীকে ডাকিয়া সমস্ত কথা বলিয়া দিলাম। সেও অনাথ বাবুর স্ত্রীকে লইয়া সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাঁহাকে একস্থানে বসিতে বলিয়া নিজে তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিল।

ঐ সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আমি অনাথবাবুকে নিকটে বসিতে বলিলাম। তিনি সম্মুখে উপবেশন করিলে আমি বলিলাম, "আপনার স্ত্রী এক ভয়ানক ষড়যন্ত্রের ভিতর পড়িয়াছেন। আজ হউক, কাল হউক বা দশদিন পরেই হউক, ঐ পত্র-লেখকগণ তাঁহারই উপর তাহাদের বহু দিনের আক্রোশ মিটাইবে। এ ষড়যন্ত্র সম্প্রতি হয় নাই, বহুদিনের ষড়যন্ত্র। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আপনার স্ত্রী কলিকাতায় থাকিতেন, তাহা হইলে বহুদিন পূর্ব্বে তিনিও অদৃশ্য হইয়া যাইতেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এতদিন কানপুরে ছিলেন বলিয়াই এখনও তিনি জীবিত।

অনাথনাথ কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার স্ত্রী সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিছুদূরে উপবেশন করিয়াছিলেন। আমার শেষ কথাগুলি শুনিয়া তিনি নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া অনবরত অশ্রুপাত হইতে লাগিল দেখিয়া, আমি পুনরায় অনাথনাথের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "এখন আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে।"

অনাথনাথ শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলুন ?"

আ। প্রতিজ্ঞা করুন যে, আমি যাহা বলিব, ঠিক সেই মত কার্য্য করিবেন।

অ। নিশ্চয়ই। আমরা যখন আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, তখন আপনার কথা মতই কার্য্য করিব। আমাদের কি আর উদ্ধারের কোন উপায় নাই ?

আ। উপায় নাই এমন কথা বলিবেন না। তবে আমার পরামর্শমত কার্য্য করা চাই। এখন আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহা বলিতেছি। আপনার শ্বশুর মহাশয় বর্দ্ধমানে যেখানে কৃষিকার্য্য

করিতেন, সেখানে বহুদিন পূর্ব্বে একটী বৌদ্ধ মঠ ছিল। আপনার স্ত্রী কখনও সেখানে গিয়াছিলেন?

অনাথনাথ একবার বিমলার নিকটে গমন করিয়া ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তখনই আবার আপনার স্থানে আসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ—বিমলা একবার সেখানে গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম, আপনি যথার্থই অনুমান করিয়াছেন?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি কেমন করিয়া জানিলেন যে, সেখানে বৌদ্ধদিগের মঠ ছিল?"

অ। বিমলা আমার শ্বশুর মহাশয়ের মুখেই শুনিয়াছিলেন। এমন কি, বৌদ্ধরা সেই জন্য যে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিল, সে কথাও তিনি কন্যার নিকট বলিয়াছিলেন।

আ। তবে ঐ সকল কথা পূর্ব্বে বলেন নাই কেন, তাহা হইলে আমাকে এত কষ্ট পাইতে হইত না।

অ। আমার অপরাধ নাই, আমি নিজেই জানিতাম না। আপনি ঐ কথা না বলিলে হয়ত আমি আর কখনও উহা জানিতে পারিতাম না।

আ। আর সে কথায় কাজ নাই। এখন যাহা বলিতেছি শুনুন। আপনার শ্বশুর মহাশয়ের উপর বৌদ্ধগণ বাস্তবিকই রাগান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু কেন? তিনি যে ঐ জমী খাজনা লইয়া বা ক্রয় করিয়া চাষ-বাস করিতেছিলেন বলিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়াছিল তাহা নহে, আপনার শ্বশুর আর একটী ভয়ানক অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন।

অ। কি অন্যায় কার্য্য মহাশয়?

আ। তিনি শূকরের ব্যবসায় করিতেন।

অনাথনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "যেরূপেই জানিতে পারি, আপনি বলুন, আমার অনুমান সত্য কি না ?"

অ। আপনার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, আপনি কেমন করিয়া তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি শূকরের ব্যবসায় করিতেন, এ কথা আমিও জানিতাম না। একদিন একখানা পত্র পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তিনি ঐ প্রকার কার্য্য করিতেন।

আ। সেই জন্যই তাঁহার পুত্রদ্বয় ও তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন এবং কন্যাও কোন্‌দিন অন্তর্দ্ধান হইবেন বলা যায় না। সোনার শূকরটী তিনি ইচ্ছা করিয়াই প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

অ। কারণ কি ? বিমলাকে দিবার জন্য ?

আ। না—না ; ঐ প্রকার শূকর এদেশে জন্মায় না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ; ঐ রকম শূকরের ব্যবসায় করেন। উহা এদেশে প্রস্তুত বটে কিন্তু কোন বিখ্যাত ইংরাজ-কারিগরের দ্বারা গঠিত।

অ। পত্রখানির অর্থ কি ? কেমন করিয়া উহার অর্থ বোধ হইল ?

আমি যেমন করিয়া সাজাইয়া উহার অর্থ উপলব্ধি করিয়াছিলাম, তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিলাম।

তিনি আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইলেন। আমি বলিলাম, আরও দুইবার এই প্রকার পত্র পাইবেন। তাহার পর আপনার স্ত্রীর সমূহ বিপদ, এখন তত ভয়ের কারণ নাই।

অনাথনাথ কিছুক্ষণ কোন কথা কহিলেন না। তাঁহাকে

অত্যন্ত বিমর্ষ বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার স্ত্রীও বিষণ্ণবদনে অবনত-মস্তকে বসিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে অনাথনাথ বলিলেন, "কল্য আমাদিগকে এক-স্থানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইবে। যদি অনুমতি হয়, যাইতে পারি। না যাইলে ভাল দেখায় না।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পরদিন আমারও একটা নিমন্ত্রণ ছিল। শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় যাইতে হইবে?"

অ। অনেক দূর—শ্যামবাজারে।

আ। শ্যামবাজারে? কোথায়? সুশীলভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে কি?

অনাথনাথ স্তম্ভিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? মানুষ না দেবতা?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "না বাপু, আমি সামান্য মানুষ। তবে সেখানে আমারও কাল নিমন্ত্রণ আছে বলিয়াই ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছি। যদি সুশীলবাবুর বাড়ীতে হয়, আর যদি আপনি সঙ্গে থাকেন, তাহা হইলে উনি স্বচ্ছন্দে যাইতে পারেন। যখন আমি সেখানে যাইতেছি, আর আপনি যখন উহাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবেন, তখন ভয়ের বিশেষ কোন কারণ নাই।"

আমার কথা শেষ হইলে অনাথনাথ গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার স্ত্রীও সেই সময় দাসীর সহিত বাহিরে আসিয়া অগ্রেই গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। অনাথনাথ তাঁহার পরে গিয়া কোচবাক্সে উঠিলেন।

কোচম্যান এতক্ষণ ঘোড়া দুইটাকে কতকগুলি ঘাস খাইতে

দিয়াছিল। সে যখন দেখিল, আরোহীগণ গাড়ীতে উঠিয়াছে, তখন অবশিষ্ট ঘাসগুলি তুলিয়া একটী থলিয়ার ভিতর রাখিল।

ঘাসগুলি থলিয়ার ভিতর রাখিতে গিয়া একখানি কাগজে তাহার হস্ত স্পর্শ হইল। সে চমকিত হইয়া কাগজখানি বাহির করিল এবং সকলের সমক্ষে ফেলিয়া দিল। আমি নিকটেই ছিলাম, কাগজখানি তুলিয়া লইয়া দেখিলাম, সেই শূকরমূর্ত্তি চিহ্নিত দ্বিতীয় সাবধান পত্র। কিন্তু সে পত্রে আর সাঙ্কেতিক কোন কথা ছিল না। পত্রখানি হস্তে লইয়া আমি অনাথনাথের নিকট গমন করিলাম এবং তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলাম, "এই দ্বিতীয় সাবধানপত্র। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেমন করিয়া পুলিসের ভিতর ভাড়াটীয়া গাড়ীর থলিয়ার মধ্যে পত্রখানি আসিল। আমি জানি, কোচমান নিকটে না থাকিলেও একজন কনষ্টেবল এই গাড়ীর নিকটে দণ্ডায়মান ছিল।"

অনাথনাথ তখন কোচমানকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ব্যক্তি স্তম্ভিত হইয়া বলিল, "না মহাশয়, আমি এই কাগজের কথা কিছুই জানি না।"

আমিও কনষ্টেবলকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ঈষৎ হাসিল মাত্র, কিন্তু মুখে কোন কথা বলিল না। আমি সে হাসির মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম; তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। অনাথনাথ ও তাঁহার স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলেন কিন্তু সাহস করিয়া আমাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না।

আমি তখন তাঁহাদিগকে অতি সাবধানে গৃহে যাইতে আদেশ করিয়া বিদায় দিলাম। বলিলাম, "কল্য সন্ধ্যার পর শ্যামবাজারে

সুশীলবাবুর বাড়ীতে দেখা হইবে। তবে যদি তাহার পূর্ব্বে আর কোন পত্র পান, তাহা হইলে সে পত্র তখনই আমার নিকট পাঠাইয়া দিতে বিলম্ব করিবেন না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনাদের যেন আর কোন কষ্ট না হয়।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বগগনে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে। মেঘমুক্ত সুনীল অম্বরে নিশানাথ রজত শুভ্র কোমল জ্যোৎস্নায় চারিদিক আলোকিত করিতেছে। মন্দ মন্দ মলয় পবন প্রস্ফুটিত কুসুম-সৌরভ বহন করিয়া জনগণের মনে বিপুল আনন্দ দান করিতেছে।

আমি যখন সুশীলভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে পঁহুছিলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সুশীল আমার বাল্যবন্ধু, তাহার উপর আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের শ্বশুর। তিনি বাটীর সদর দ্বারে দাঁড়াইয়া নিমন্ত্রিত লোকগণের অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। পৌত্রের অন্ন-প্রাশন উপলক্ষে তিনি প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন।

বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। চারিদিকেই গোলযোগ। কোথাও নিমন্ত্রিতগণ আহার করিতে বসিয়াছেন, কোথাও বা আহারান্তে গাত্রোত্থান করিতেছেন, কোথাও আবার আহারের স্থান হইতেছে। এই প্রকার সকল স্থানেই গোলমাল। আমি একটী নিভৃত স্থান দেখিয়া বসিয়া পড়িলাম।

মনে করিয়াছিলাম, বাড়ীতে পঁহুছিয়াই অনাথবাবুর সহিত দেখা হইবে; কিন্তু তাহা হইল না। আমি প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল চারিদিকে তাঁহার অন্বেষণের জন্য পায়চারি করিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। ভাবিলাম, তাঁহারা হয়ত তখনও সেখানে উপস্থিত হন নাই।

এই মনে করিয়া আমি সেই নিভৃতস্থানে গিয়া উপবেশন করিতেছি, এমন সময়ে অনাথবাবুকে অদূরে দেখিতে পাইলাম। আমি তখনই তাঁহার নিকট গমন করিয়া সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আর কোন পত্রাদি তখনও পান নাই।

সে যাহা হউক, তৃতীয় পত্র না পাওয়ায় আমার মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। আমি ভাবিলাম, এইবার তাহাদের ষড়যন্ত্র নিষ্ফল করিতে পারিব। এই স্থির করিয়া অনাথনাথকে লইয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলাম।

কিছুক্ষণ পরে সহসা এক দাসী আসিয়া অনাথনাথকে ডাকিল। সে বলিল, "বাড়ীতে বুড়িমার সাংঘাতিক অসুখ করিয়াছে। আপনা-দিগকে এখনই যাইতে হইবে।"

অনাথনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর ভিতর খবর দিয়াছ?"

দাসী বলিল, "আজ্ঞে হাঁ—তাঁহার খাওয়া হইয়া গিয়াছে। তিনি এখনই যাইবেন।"

অনাথনাথ আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম। বলিলাম, "যদি এই দাসী আপনার স্ত্রীর সহিত যায়, তাহা হইলে আমার বিশেষ কোন আপত্তি নাই। ইহাকে বেশ চতুর বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু আপনার সঙ্গে যাওয়াই উচিত। দাসীটী কে?"

অ। আমারই দাসী বটে; সম্প্রতি নিযুক্ত হইয়াছে। এখনও দুইমাস হয় নাই কিন্তু ইহারই মধ্যে বিমলার বড় প্রিয়পাত্রী হইয়া পড়িয়াছে।

আ। যদি তাহা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।

এই সময়ে সুশীলবাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে ও অনাথবাবুকে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তখন দাসীকে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া সুশীলবাবুর সহিত আহার করিতে যাইলাম। অনাথনাথও আমার সঙ্গে গেলেন।

সত্বর আহার সমাপন করিয়া আমি বাহিরে আসিলাম। অনাথনাথ তখনও ভিতরে ছিলেন; সুশীলবাবুর সহিত কথা কহিতে ব্যস্ত ছিলেন।

আমি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইবার মাত্র একখানি ভাল বাড়ীর গাড়ী সুশীলবাবুর বাড়ীর দরজায় লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে একজন মহিলা তাহার ভিতরে আর একজন দাসী গাড়ীর পশ্চাতে গিয়া বসিল। চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে কোচমান অশ্বে কশাঘাত করিল। ঘোড়া দুইটা ভয়ানক তেজীয়ান ছিল—প্রহার খাইয়া প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমার ভয়ানক সন্দেহ হইল। দাসীকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, সে অনাথনাথের বাড়ীর লোক। যিনি গাড়ীর ভিতরে গিয়া বসিলেন, তিনি নিশ্চয়ই অনাথবাবুর স্ত্রী। যদি তাঁহার খুড়ীমার পীড়ার জন্যই ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে

যাঁহার জন্য তিনি এতক্ষণ বিলম্ব করিলেন, তাঁহাকে না লইয়াই বা গেলেন কেন?

গাড়ীখানি যেরূপ বেগে যাইতেছিল, তাহাতে আমার বড় ভাল বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু কি করিব, অনাথনাথের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারিতেছি না।

কি করিব চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে অনাথনাথ দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিমলা কোথায় গেল?"

আ। কেন, তিনি ত এই মাত্র বাড়ী গিয়াছেন। আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

অ। সুশীলবাবুর সহিত কথা কহিতে ছিলাম। যাহা শুনিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়াছি।

আ। কি শুনিলেন?

অ। তিনি বলিলেন, আমার শ্বশুর মহাশয় এখনও জীবিত আছেন!

আ। তিনি কোথায় বাস করিতেছেন?

অ। সে কথা তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিলেন না। অনুমানে বলিলেন, ফরাসডাঙ্গায় আছেন।

আ। এ সংবাদে আপনি এত অস্থির হইতেছেন কেন?

অ। কেন? বিমলা বোধ হয় ভয়ে সেইখানেই গিয়াছে।

আ। আপনার স্ত্রী কি জানিতেন যে, তাঁহার পিতা জীবিত আছেন?

অ। আমি জানিতাম, সে জানিত না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার সমস্তই ভ্রম।

আমি বলিলাম, এখন আর সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।

আপনি হাওড়াষ্টেশনে গমন করুন। রাত্রি সাড়ে নয়টা বা সাড়ে দশটার ট্রেন পাইতে পারেন। আমি অন্যপথ দেখিতে দেখিতে যাইতেছি। আপনার স্ত্রী যেভাবে গমন করিলেন, তাহাতে তিনি যে, বাড়ী ফিরিয়া গেলেন এমন বোধ হয় না।

অনাথনাথ কাঁদিয়াই আকুল হইলেন। আমি অনেক কষ্টে সান্ত্বনা করিয়া একখানি দ্রুতগামী গাড়ী ভাড়া করিয়া দিলাম। তিনি হাবড়া চলিয়া গেলেন। পরে আমি একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া গঙ্গাতীরে যাইলাম এবং প্রত্যেক ঘাট লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইলে পর আমি যখন রথতলার ঘাটে উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম, সেই গাড়ীখানি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বিপরীত দিকে যাইতেছে। ঘাটের দিকে চাহিয়া দেখি, একখানা নৌকার উপর দুইজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি তখন গাড়ীর পশ্চাতে না যাইয়া ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দূর হইতে আমায় দেখিতে পাইয়া বিমলা চীৎকার করিয়া মাঝিকে নৌকা ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন।

আমি সে আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে মাঝীকে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলাম। সে আমার কথা অমান্য করিতে সাহস করিল না। আমিও সত্বর তাহাদের নিকট যাইয়া দাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "ছি ছি! ভদ্রমহিলা হইয়া এমন নীচ ব্যবহার ভাল দেখায় না। তোমরা এখনই নৌকা ছাড়িয়া উপরে উঠ এবং ঐ গাড়ীতে আরোহণ করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া যাও। নচেৎ আমি এখনই তোমাদের উভয়কেই পুলিসে গ্রেপ্তার করাইয়া দিব।"

আমার কথায় দাসী কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বিমলা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন এবং তখনই তাহার হাত ধরিয়া সেই গাড়ীর উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। আমি কোচবাক্সে উঠিয়া তখনই শিয়ালদহ গমন করিলাম।

পথে অনাথনাথের সহিত দেখা হইল। তিনি হাবড়া ষ্টেশন হইতে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে তখন সকল কথাই প্রকাশ করিলাম। পরে তাঁহাকেও গাড়ীতে তুলিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে গমন করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনাথনাথের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে আমি প্রথমেই অবতরণ করিলাম। পরে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সেই দাসীকে লইয়া এক নিভৃত স্থানে গমন করিলাম। দাসী চতুরা হইলেও আমাকে পুলিস-কর্ম্মচারী জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভয়ে থর থর কাঁপিতে লাগিল।

আমি মিষ্ট কথায় তাহাকে সন্তুষ্ট করিলাম। বলিলাম, যদি সে আমার নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিব। আমার কথায় সম্মতা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন?"

দা। আজ্ঞে—অনাথবাবুর শ্বশুর।

আ। তিনি ত বহুদিন হইল মারা পড়িয়াছেন?

দা। আজ্ঞে না—সে সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আ। তুমি কতদিন তাঁহার নিকট কার্য্য করিতেছ ?

দা। আজ্ঞে প্রায় এক বৎসর।

আ। এতদিন বিমলাকে লইয়া যাইতে চেষ্টা কর নাই কেন ?

দা। আমি দাসী মাত্র—যেমন হুকুম পাইব তেমনই কার্য্য করিব। এতদিন তিনিও আমায় কোন কথা বলেন নাই, আমিও আসি নাই।

আ। অনাথনাথের শ্বশুর মহাশয় কোথায় সম্প্রতি বাস করিতেছেন ?

দা। চন্দন নগরে।

আ। আমাকে লইয়া যাইতে পার ?

দাসী কোন উত্তর করিল না দেখিয়া আমি পুনরায় ঐ প্রশ্ন করিলাম। দাসী বলিল, "না মহাশয়! আজ তিনি এইখানেই আছেন, আমার মনে ছিল না।"

আমি হাসিয়া উঠিলাম। পরে বলিলাম, "বেশ কথা, আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চল।"

দা। তিনি সেই নৌকাতেই ছিলেন। যদি নৌকাখানি ঘাট ছাড়িয়া না গিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি এখনও তথায় আছেন। আপনার ইচ্ছা হয় চলুন—গাড়ীখানি এখনও যায় নাই।

দ্বিরুক্তি না করিয়া দাসীকে লইয়া আবার আমি সেই গাড়ীতে উঠিলাম এবং অনাথনাথকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া কোচমানকে শকট চালনা করিতে আদেশ করিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে

নৌকাখানি তখনও ঘাটে বাঁধা ছিল। আমি দাসীকে লইয়া একেবারে নৌকার ভিতরে গিয়া পড়িলাম।

মাঝি মোল্লাগণ গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। সুতরাং তাহারা আমাকে দেখিতে পাইল না। নৌকার ভিতরে অনাথবাবুর শ্বশুরও নিদ্রিত ছিলেন। দাসী তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া সকল কথা প্রকাশ করিল।

দাসীর মুখে সকল কথা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন এবং দাসীকে অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তখনই তাঁহার নিকটে গমন করিলাম। পরে বলিলাম, "দাসীকে গালি দিলে কোন ফল হইবে না। উহার কোন অপরাধ নাই. আমাদের সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া বিমলাকে এখান হইতে লইয়া যাওয়া সামান্য দাসীর কর্ম্ম নহে। এখন আপনি বাহিরে আসুন এবং আমার সঙ্গে আপনার জামাতার নিকটে চলুন।"

আমার কথায় তিনি ভয়ানক রাগান্বিত হইলেন। বলিলেন "আমি এমন কোন অন্যায় কার্য্য করি নাই, যাহাতে আপনার সঙ্গে যাইব।"

আমি হাসিয়া উঠিলাম। পরে বলিলাম, আপনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে তিন বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।"

বিমলার পিতা বলিলেন, "আইন কানুন আমাদেরও জানা আছে। আমি অপর কোন বালিকাকে চুরি করি নাই, আমারই কন্যাকে আমার বাড়ীতে লইয়া যাইতেছিলাম।"

আ। কাহারও অনুমতি লইয়াছিলেন?

বি-পি। প্রয়োজন হয় নাই।

আ। সে কি! বিমলার স্বামী বর্ত্তমান; তাঁহার অনুমতি ভিন্ন তাহাকে কোথাও লইয়া যাইতে পারেন না। তাহার উপর আপনাকে মৃত বলিয়া রাষ্ট্র করিয়াছেন, সে জন্য আপনাকে বিলক্ষণ শাস্তি পাইতে হইবে। আপনি এখন কাহার সহিত কথা কহিতেছেন তাহা জানেন?

আমার কথা শুনিয়া বিমলার পিতা অনেকটা নরম হইলেন। তিনি সহসা কোন উত্তর করিলেন না। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বড় সাধ করিয়া আসিয়াছিলাম আজ রাত্রে কন্যার মুখ-চন্দ্রিমা দর্শন করিব, কিন্তু আপনি যিনিই হউন—আমার সে সাধে বাদ সাধিলেন। এত ষড়যন্ত্র, এত পরামর্শ, এত কাণ্ড সমস্ত পণ্ড করিলেন। বলুন দেখি, আপনার কি অপকার করিয়াছি?"

কথাগুলি কর্কশ হইলেও তিনি যে ভাবে বলিলেন, তাহাতে আমার বড় কষ্ট হইল, মনে কেমন দয়ার উদয় হইল। বিনীত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! কন্যার মুখ দেখিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? আপনার দুই পুত্র ত আপনারই সঙ্গে বাস করিতেছেন।"

আমি অবশ্য না জানিয়াই ঐ কথা বলিয়াছিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আজ্ঞে তাহা হইলে কি আজ আমার এমন দুর্দ্দশা হয়! বৌদ্ধেরা তাহাদিগকে অনশনে রাখিয়া বোধ হয় হত্যা করিয়াছে। অনেক দিন হইল, তাহাদের মুখ দেখি নাই। এ জনমে আমার প্রাণের পুত্তলিগণকে কি আর দেখিতে পাইব? বোধ হয় সে আশা নাই।"

আমি নম্রস্বরে বলিলাম, "এখন আমার সঙ্গে চলুন, অনাথ-নাথের বাড়ীতে যাইলেই আপনার কন্যাকে আবার দেখিতে পাইবেন।"

এবার বৃদ্ধ সম্মত হইলেন। একত্রে গাড়ীতে উঠিয়া তখনই অনাথনাথের বাড়ীতে ফিরিয়া যাইলাম। অনাথনাথ ও বিমলা উভয়েই তাঁহাকে দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমি বৃদ্ধকে কোন নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৌদ্ধেরা কেন আপনার উপর উপদ্রব করিয়াছিল?"

বৃদ্ধ প্রথমে আমার কথায় উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন নাই। অবশেষে কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "তাঁহাদের মঠের জমীতে শূকর প্রতিপালন করিয়াছিলাম বলিয়াই আমার উপর তাঁহাদের জাতক্রোধ।"

আ। যখন আপনি প্রথমে ঐ কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন কি তাঁহারা জানিতে পারেন নাই?

বৃ। পারিয়াছিলেন বই কি!

আ। তবে সে সময় কি তাঁহারা আপনাকে কোন কথা বলেন নাই?

বৃ। আজ্ঞে হাঁ—উপর্য্যুপরি আটখানি পত্র লিখিয়া আমাকে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলেন।

আ। আপনি গ্রাহ্য করেন নাই কেন?

বৃ। তখন শূকরের ব্যবসায়ে আমার বিলক্ষণ লাভ হইতে-ছিল। বিমলার কাছে যে সোণার শূকর আছে, উহা এখানকার প্রস্তুত নহে—বিলাত হইতে আনীত। ঐ নমুনা দেখিয়া আমি

দুই জোড়া শূকর বার্কিংহাম হইতে আনয়ন করি। তাহা হইতেই ক্রমে সহস্রাধিক শূকর হইয়াছিল। কাজেই বৌদ্ধদিগের কথায় কর্ণপাত করি নাই।

আ। তাহার পর বৌদ্ধেরা কি করিলেন ?

বৃ। তাঁহারা লিখিলেন, যদি আমি ঐ ব্যবসায় ত্যাগ না করি, তাহা হইলে আমার ও আমার বংশীয় যাবতীয় পুরুষের প্রাণ-সংহার করিবেন। আমি তখনও বিশেষ গ্রাহ্য করি নাই। কিন্তু ক্রমে বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল। কে যেন সদাই আমার পাছু পাছু ঘুরিতে লাগিল, কিন্তু আমি কোনরূপে ধরিতে পারিতাম না। ক্রমে উপদ্রব এত বাড়িয়া উঠিল যে, আমি এখান হইতে পশ্চিমে পলায়ন করি।"

আ। আপনার পুত্র দুইটী কোথায় ছিল ?

বৃ। তাহারা আমার কাছে ছিল না; তখন মাতুলালয়ে ছিল। দুর্বৃত্তেরা বাছাদিগকে সেখান হইতে আমার নাম করিয়া ভুলাইয়া লইয়া যায়। সেই অবধি আর তাহাদিগকে দেখি নাই। এতদিন কি তাহারা আর জীবিত আছে ?

আ। সে কতদিনের কথা ?

বৃ। প্রায় বার তের বৎসর।

আ। পশ্চিমে যাইবার সময় আপনার কন্যা কোথায় ছিলেন ?

বৃ। আমারই সঙ্গে। বৌদ্ধেরা ক্রমে সেখানেও আমার সন্ধান পাইল। সন্দেহ হইবামাত্র আমি পুনরায় চন্দননগরে আগমন করিলাম; কিন্তু সেখানে বাস করিলাম না। এলাহাবাদে আমার সম্পর্কে এক ভগ্নীর একখানি ত্রিতল অট্টালিকা আছে। সেই বাড়ীতেই অধিকাংশ সময় বাস করিয়া থাকি। কখন

কখন তাঁহার সহিত তীর্থেও যাই, কিন্তু সর্ব্বদাই সাবধানে থাকিতে হয়।

আ। আপনি মারা গিয়াছেন বলিয়া সহরময় রাষ্ট্র করিলেন কেন ?

বৃ। নতুবা দস্যুগণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই না। আমার কয়েকজন বন্ধুই ষড়যন্ত্র করিয়া এ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। তাঁহারা এ কার্য্যের ভার না লইলে আমি কখনও পলাইতে পারিতাম না। তাঁহারা অগ্রে আমাকে রেলগাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। পরে সেই দিন রাত্রেই একটা মিথ্যা জনরব রাষ্ট্র করিলেন, আমি মারা গিয়াছি। ক্রমে সেখানকার সকলেই আমার মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারিল। বিমলার ক্রন্দনে এবং আমার সমস্ত বিষয় আশয় বিক্রয় হওয়াতেই সকলেই সে মৃত্যু-সংবাদ বিশ্বাস করিল; কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ হইল না।

প্রায় একমাস হইল সহসা একদিন ইচ্ছা হইল, যখন আমি জীবিত আছি, তখন বিমলাকে পত্র লিখিয়া সমস্ত কথা জানাই। এই ভাবিয়া তাহাই করিলাম। কন্যা আমার সংবাদ পাইয়া আমার নিকট আসিবার কথা বলিল।

বাধা দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "পত্র দেখিয়াই বিমলা আপনাকে চিনিতে পারিল ? তাহার এতদিনের বিশ্বাস একেবারে নষ্ট হইয়া গেল ?"

বৃদ্ধ হাসিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনারা পুলিসের লোক, জেরা ভিন্ন কাজ করেন না। কিন্তু এখানে তাহা চলিবে না। আমার হাতের লেখা অতি অদ্ভুত, দেখিতে পারসি অক্ষরের মত কিন্তু প্রকৃত বাঙ্গালা অক্ষর। বিমলা আমার হাতের লেখা বিশেষ

চিনিত এবং পড়িতে পারিত। সকলে আমার লেখা পড়িতে পারে না।

আ। আপনার কন্যা কেন আপনার নিকট যাইতে চাহিয়াছিল। দেখিবার সাধ থাকিলে আপনাকেই আসিতে লিখিতে পারিতেন?

বৃ। কন্যার পত্রে জানিলাম, তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহার স্বামী তাহাকে মৌখিক ভালবাসা দেখায়, কি তাহার ভালবাসা প্রকৃত, তাহাই জানিবার জন্য সে আমাকে মৃত জানাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু আপনাদের কৌশলে সমস্তই ব্যর্থ হইল।

আ। সাঙ্কেতিক পত্রাদিও কি আপনারই মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভুত?

বৃদ্ধ হাসিলেন। কোন কথা বলিলেন না দেখিয়া আমি তাঁহাকে লইয়া সকলের সমক্ষে গমন করিলাম এবং অনাথনাথকে বলিলাম, "আপনার স্ত্রী সমস্তই মিথ্যা বলিয়াছিলেন। তিনিই এই চাতুরী করিয়া, এই প্রকার কৌশল করিয়া নিজের পিতার নিকট পলায়ন করিতেছিলেন।"

অনাথনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তিনি এমন কার্য্য করিলেন? আমি ত তাঁহার সহিত কোন প্রকার অন্যায় ব্যবহার করি নাই?"

আ। সে কথা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন। কি অভিপ্রায়ে যে তিনি এত চাতুরী করিলেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু একথা বলিতে পারি যে, তিনি সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহার পিতা এখনও জীবিত আছেন।

অ। কেমন করিয়া জানিলেন?

আ। আপনার শ্বশুর মহাশয়ের পত্র পাঠ করিয়া জানিয়াছেন। দাসীকে আপনার শ্বশুর মহাশয়ই এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

অ। কেন?

আ। কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য।

অ। এখানে আসিয়া ত তিনি দেখিতে পারিতেন?

আ। কেমন করিয়া পারিবেন? আপনারা সকলেই জানেন, তিনি মারা পড়িয়াছেন। এ সময়ে তাঁহাকে সশরীরে দেখিলে নিশ্চয়ই আপনাদের সকলের ভয় হইত। সেই জন্যই তিনি প্রথমে ঐ লোককে পাঠাইয়া দিয়া নিজে নৌকার ভিতর লুকাইয়াছিলেন। দাসীর মুখে ঐ কথা শুনিয়া আমি পুনরায় ঘাটে গিয়াছিলাম। নতুবা আপনার শ্বশুর মহাশয়কে কি এখানে আনিতে পারিতাম?

অ। বিমলা ত আমাকে সকল কথা বলিয়া যাইতে পারিত? তাহা হইলে আমিই তাহাকে সেখানে লইয়া যাইতে পারিতাম। এ চাতুরীর প্রয়োজন কি? সেই সাঙ্কেতিক পত্রখানিই বা কোথা হইতে আসিল?

আ। সে সমস্তই আপনার শ্বশুরের স্বকপোলকল্পিত, কন্যার নিকট পত্রদ্বারা ব্যাখ্যাত। আপনার স্ত্রীর প্ররোচনায় তিনি ঐ সকল ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

অ। কি ভয়ানক! নিজে ঐ সকল কাণ্ড করিয়া নিজেই কাঁদিত! এমন অদ্ভুত কথা ত আর কখনও শুনি নাই!

আ। আপনিই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন।

অ। কিন্তু আপনি কেমন করিয়া জানিলেন যে, বিমলা পলায়ন করিতেছে।

আ। সেদিন থানা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় যখন দ্বিতীয় পত্রখানি ঘাসের থলিয়ার ভিতর হইতে বাহির হয়, সেই দিন আমি স্বচক্ষে আপনার স্ত্রীর কার্য্য দেখিয়াছি।

অ। কি?

আ। পত্রখানি অগ্রে তিনি নিজেই সেই থলির ভিতর রাখিয়া দেন। কোচমান যখন ঘাস রাখিতে যায়, তখন বাহির করে। আমার কথা বিশ্বাস না হয় আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

অনাথনাথকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। বিমলা লজ্জা ত্যাগ করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে আমার পদতলে আসিয়া পড়িলেন এবং সকল কথাই স্বীকার করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "অনাথ বাবু আপনাকে কোন কথা বলিবেন না, আপনার উপর কিছুতেই বিরক্ত হইবেন না, ঠিক পূর্ব্বের মতই সদ্ব্যবহার করিবেন। কিন্তু কেন আপনি এত চাতুরী করিলেন তাহা বলিতে হইবে।"

বিমলা অনেকক্ষণ কোন উত্তর করিলেন না। পরে আমার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে বলিলেন, "আজ আপনি আমার পিতার স্বরূপ, আপনার নিকট কোন কথা গোপন করিব না। আমার স্বামী আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাঁহার সেই ভালবাসা মৌখিক কি আন্তরিক তাহাই জানিবার জন্য আমি এত কাণ্ড করিয়াছি। আমার অপরাধ হইয়াছে—আমায় ক্ষমা করুন, আমি আর কখনও এমন কার্য্য করিব না।"

আমি হাসিতে লাগিলাম। পরে বলিলাম, "না মা! তোমার কোন চিন্তা নাই। অনাথবাবু তোমাকে যেমন ভালবাসেন, এমন ভালবাসা অতি অল্প লোকেরই দেখিয়াছি।

সম্পূর্ণ।

ভাদ্র মাসের সংখ্যা।

"প্রেমের খেলা"

বা

"খুনে প্রেমিক"

যন্ত্রস্থ।

DETECTIVE STORIES, NO 197. দারোগার দপ্তর, ১৯৭ সংখ্যা।

প্রেমের খেলা

বা

খুনে প্রেমিক।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সপ্তদশ বর্ষ।] সন ১৩১৬ সাল। [ভাদ্র।

প্রেমের খেলা

বা

খুনে প্রেমিক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেলা নয়টার পর সাহেবের পত্র পাইলাম। পাঠ করিয়া দেখিলাম, ঠন্ঠনের কোন মুচির বাড়ীতে খুন হইয়াছে—আমাকে তাহারই অনুসন্ধান করিতে হইবে। পত্র পাঠ গাত্রোত্থান করিলাম এবং পদব্রজেই গন্তব্য স্থানের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম।

যখন আমি পথের বাহির হইলাম, তখন বেলা প্রায় দশটা। পথের উভয় ফুটপাথ দিয়া কেরাণী ও পুস্তকহস্তে বালকের দল হাসিতে হাসিতে কতই গল্পগুজব করিতে করিতে চলিয়াছে। পথের মধ্য দিয়া শকটশ্রেণী বড় বড় কেরাণী ও উকিলবাবুদিগকে লইয়া ক্রমাগত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। পথপার্শ্বস্থ পুস্তক ও ষ্টেশনারির দোকানগুলি বালকবৃন্দে পূর্ণ হইয়াছে। আমি অতি কষ্টে সেই জনতা ভেদ করিয়া রামামুচীর বাড়ী অন্বেষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

রামার বাড়ী খুঁজিয়া লইতে আমাকে অধিক কষ্ট পাইতে হইল না। রামা একজন প্রসিদ্ধ দোকানদার, প্রায় দশ বৎসর সে

ঠন্ঠনের ভিতর একখানি চটীজুতার দোকান করিয়া বেশ সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতেছিল। পাড়া-প্রতিবেশিগণের মধ্যে সকলেই রামাকে চেনে।

রামার বাড়ীখানি খোলার। জমীদারের নিকট হইতে জমী খাজনা লইয়া রামা নিজব্যয়ে সেই খোলার ঘরখানি প্রস্তুত করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিল। সহসা তাহার বাড়ীতে এই নূতন বিপদ উপস্থিত।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনখানি ঘর। তাহারই একখানি ঘরে একজন কনষ্টেবল আমায় লইয়া গেল। ঘরখানির অবস্থা অতি শোচনীয়। ভিতরে কোন আস্‌বাব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একখানি ভাঙ্গা তক্তাপোষের উপর কতকগুলি ছিন্ন কাঁথা ও একখানি মাদুর। ঘরের একপার্শ্বে একটা কাষ্ঠের পিলসুজের উপর একটা মাটীর প্রদীপ, একটা ভাঙ্গা ঘটী ও একখানা ছোট থাল ও একটা বাঁশের আন্‌লা ভিন্ন সে ঘরে আর কিছুই ছিল না। ঘরের আড়কাঠ হইতে একগাছি মোটা রজ্জু ঝুলিতেছিল এবং তাহারই একপ্রান্ত রামার বড় স্ত্রীর গলদেশে সংলগ্ন ছিল। বাহ্যিক দেখিলেই বোধ হয়, সে উদ্বন্ধনে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে।

স্থানীয় থানা হইতে একজন জমাদার ও কয়েকজন কনষ্টেবল তথায় গমন করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা সাহস করিয়া সেই লাস স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমি অগ্রে গলরজ্জু কাটিয়া ফেলিলাম, পরে সেই মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। একজন কনষ্টেবলকে তখনই একজন ডাক্তারের নিকট সেই সংবাদ দিতে পাঠাইয়া দিলাম। বলিয়া দিলাম, তাঁহাকে যেন সঙ্গে করিয়া আনা হয়।

লাসটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, প্রায় দশ ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু বাহিক অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল না যে, সে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তখন কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া ঘরের চারিদিক একবার ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলাম। পরে রামকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কখন তুমি এ ব্যাপার জানিতে পারিয়াছ?"

রামের বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর। তাহাকে দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণ ও খর্ব্বাকৃতি। তাহার মুখশ্রী নিতান্ত মন্দ নয়, কিন্তু তাহার সম্মুখের দুইটী দন্ত প্রায়ই বাহির হইয়া থাকে বলিয়া তাহাকে সচরাচর অতি কদাকার দেখায়। রামচন্দ্র আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাতজোড় করিল। পরে অতি বিনীতভাবে বলিল, "হুজুর! আজ সকালে বাড়ীতে আসিয়াই এই কাণ্ড দেখিয়াছি। কাল বাড়ীতে ছিলাম না—অতি প্রত্যুষেই আমার ছোট স্ত্রীকে লইয়া বেলঘরে পঞ্চাননতলায় গিয়াছিলাম। সমস্ত দিন সেখানে থাকিয়া ভোর রাত্রে সেখান হইতে রওনা হই এবং বেলা প্রায় আটটার সময় বাড়ীতে উপস্থিত হই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কি দুই বিবাহ?"

রা। আজ্ঞে হাঁ; যে গলায় দড়ী দিয়াছে, সেই আমার বড় স্ত্রী—নাম কালী।

আ। গলায় দড়ী দিবার কারণ কিছু জান?

রা। আজ্ঞে না হুজুর! আমি তাহার কিছুই জানি না।

আ। ইহার পূর্ব্বে কোনদিন কি তোমাদের মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল?

রা। আজ্ঞে না।

আ। তোমার দুই স্ত্রীতে সদ্ভাব কেমন?

রা। সদ্ভাব ত বেশ।

আ। কখন কলহ হইয়াছিল?

রা। হাঁ, প্রায় মাসখানেক পুর্ব্বে।

আ। তাহার পর?

রা। তাহার পর আবার মিল হইয়াছিল।

আ। কাল ভোরে কোথায় গিয়াছিলে?

রা। আজ্ঞে বেলঘরে।

আ। কেন?

রা। বেলঘরের পঞ্চানন নামে এক ঠাকুর আছেন। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা সেখানে গিয়া ঐ দেবতার নিকট পুত্র কামনা করিয়া থাকে। আমার ছোট স্ত্রীর পুত্র হইবার বয়স হইলেও এখনও কোন সন্তানের মুখ দেখে নাই। এইজন্য তাহারই অনুরোধে আমি কাল কেবল তাহাকে লইয়াই সেখানে গিয়াছিলাম।

আ। তোমার বড় স্ত্রী তোমাদের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করে নাই?

রা। তাহার একটী পুত্র আছে। সে প্রথমে আমাদিগের সহিত যাইতে চাহে নাই, কিন্তু পরে যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছিল। আমি অনেক বুঝাইয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারি নাই।

আ। তবে তোমার পুত্রটী কোথায় ছিল?

রা। সে আমাদের সঙ্গেই গিয়াছিল।

আ। তোমার বড় স্ত্রী বিশ্বাস করিয়া তাহাকে যে ছাড়িয়া দিয়াছিল?

রা। আজ্ঞে হাঁ—তাহার সে বিশ্বাস যথেষ্ট ছিল। পুত্রটী তাহার গর্ভধারিণীর অপেক্ষা আমার ছোট স্ত্রীকেই অধিক ভাল-বাসে এবং প্রায়ই তাহার নিকট থাকে।

আ। আজ বাড়ী ফিরিয়াই কি এ কাণ্ড দেখিতে পাইয়াছিলে?

রা। আজ্ঞে হাঁ—আটটার সময় বাড়ীর দরজায় আসিয়া দেখি, তখনও দরজা বন্ধ। কালী প্রায়ই রাত্রিশেষে শয্যা ত্যাগ করিয়া থাকে। আজ তাহার অন্যথা দেখিয়া—

বাধা দিয়া আমি জিজ্ঞাসিলাম, "তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে সে শয্যা ত্যাগ করে নাই? তুমি ত পথে দাঁড়াইয়াছিলে?"

রাম তখনই উত্তর করিল, রৌদ্র উঠিবার আগেই সে রোজ সদর দরজা খুলিত। আজ তাহা হয় নাই দেখিয়া সন্দেহ হইল। আমি চীৎকার করিয়া কালীকে ডাকিতে লাগিলাম। পুত্রটীও মা, মা, বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কালীর সাড়া পাইলাম না। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল দেখিয়া আমি পার্শ্বের ডাক্তারখানা হইতে কম্পাউণ্ডার বাবুকে ডাকিয়া আনিলাম। তিনিও সন্দেহ করিলেন এবং আমাকে দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পরামর্শ দিলেন। আমি তাহাই করিলাম। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাড়াতাড়ি যেমন এই ঘরের ভিতর যাইতে উদ্যত হইব, অমনি কালীকে গলায় দড়ী দিয়া এই আড়কাটায় ঝুলিতে দেখিলাম। আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। পরে পাঁচ-জনের সহিত পরামর্শ করিয়া পুলিসে সংবাদ দিলাম।

রামের কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কম্পাউণ্ডার বাবু কোথায়? একবার তাঁহাকে এখানে ডাকিয়া আন দেখি।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া রাম তখনই সেখান হইতে চলিয়া গেল

এবং কিছুক্ষণ পরেই একজন হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ লোককে লইয়া পুনরায় আমার নিকট আসিল। আমি নবাগত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনিই কি এই পার্কের ডিস্‌পেন্সারিতে কম্পাউ-ণ্ডারের কার্য্য করিয়া থাকেন?"

আমার কথায় লোকটী যেন কেমন হইয়া গেলেন; সহসা আমার প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার আকৃতি দেখিয়াই আমার কেমন সন্দেহ হইল। তাঁহাকে দেখিতে দিব্য গৌরকান্তি, স্থূলকায় ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ। তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। তাঁহাকে দেখিয়া নব্য যুবক বলিয়াই বোধ হইল। তাঁহার পরিধানে একখানা বিলাতী পাতলা কালাপেড়ে ধুতি, গায়ে একটা লংক্লথের কামিজ, মাথায় সমান সিতি, পায়ে একজোড়া ঠন্‌ঠনের চটী জুতা।

কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ—আমিই এই ডিস্‌-পেন্সারিতে কম্পাউণ্ডারের কর্ম্ম করিয়া থাকি।"

আ। আপনার নাম?

ক। মনমোহন দাস।

আ। নিবাস?

ক। এই ডিস্‌পেন্সারিতেই আজকাল বাস করিতেছি।

আ। কতদিন এখানে কার্য্য করিতেছেন?

ক। আজ্ঞে তিন বৎসর।

আ। তাহার পূর্ব্বে কোথায় বাস করিতেন?

ক। সিমলায় আমার শ্বশুর বাড়ীতে।

আ। আপনি এই ব্যাপারের কিছু জানেন?

মনমোহন স্তম্ভিত হইলেন। সহসা তাঁহার মুখ দিয়া বাক্য

নিঃসরণ হইল না। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, আজ বেলা আটটার সময় রামচন্দ্র বাড়ীতে ফিরিয়া যখন ভয়ানক চীৎকার করিতেছিল, তখন আমি জানিতে পারিলাম যে, রামের বাড়ীর দরজা খোলা হয় নাই। এ বাড়ীর সদর দরজা অতি ভোরেই খোলা হয়। কিন্তু আজ তাহা হয় নাই দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল। আমি রামকে দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পরামর্শ দিলাম। রাম আমার কথা মত কার্য্য করিল এবং ভিতরে গিয়া এই ব্যাপার অবলোকন করিল। আমরা তখনই উহাকে পুলিসে সংবাদ দিতে পাঠাইয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঐই জমাদার ও এই সকল কনষ্টেবল এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কম্পাউণ্ডার বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতে ডাক্তার বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমেই লাস পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "শ্বাসরোধ হইয়া ইহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার চক্ষু ও মুখের অবস্থা দেখিলে স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, যদিও শ্বাসরুদ্ধ হওয়ায় ইহার মৃত্যু হইয়াছে, তত্রাপি ইহা আত্মহত্যা নহে। যদি গলায় দড়ি দিয়াই এই স্ত্রীলোক মারা পড়িত, তাহা হইলে ইহার গলদেশের দড়ির গাঁইট যে স্থানে আছে ঐ স্থানে থাকিত না, জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িত, হস্তদ্বয়ের বৃদ্ধ অঙ্গুলি ঈষৎ বক্রভাব ধারণ করিত, যখন তাহা হয় নাই, তখন ইহা কখনও আত্মহত্যা হইতে

পারে না। ইহার ভিতর নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য আছে সন্দেহ নাই।"

ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া আমি আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলাম। কেন না, আমিও ইতিপূর্ব্বে ঐরূপই স্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু কোন উত্তর করিলাম না। আমার ঠিক পার্শ্বে মনমোহন বাবু দাঁড়াইয়াছিলেন। ডাক্তার বাবুর কথায় তিনি হাসিয়া বলিলেন; "তবে কাল রাত্রে রামের ঘরে ভূত ঢুকিয়াছিল। সেই-ই রামের বড় স্ত্রীকে হত্যা করিয়া এইরূপে ঝুলাইয়া রাখিয়া গিয়াছে।"

কথাটা যেভাবে তিনি বলিলেন, তাহাতে আমার ভয়ানক রাগ হইল। ডাক্তার বাবু রাগে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগি-লেন। কিছুক্ষণ পরে কিছু শান্ত হইয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে কোন কথা বলি নাই এবং আপনার নিকট উত্তর পাই-বারও আশা করি নাই। এখানে থানার ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু স্বয়ং উপস্থিত আছেন। আমার কথায় তিনি উত্তর দিতে পারিতেন।"

এই বলিয়া তিনি মনমোহনের দিকে চাহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি? নিবাসই বা কোথায়?"

মনমোহন আন্তরিক ভীত হইলেন কিন্তু মৌখিক সাহস দেখা-ইয়া বলিলেন, "আমার নাম মনমোহন, এই পার্শ্বের ডিস্‌পেন্সারিতে কম্পাউণ্ডারের কার্য্য করিয়া থাকি।"

ডা। এই স্ত্রীলোকের সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ আছে?

ম। আজ্ঞে না—আমি কায়স্থ, রামচন্দ্র মুচী।

ডা। তবে আপনি উপযাচক হইয়া কথা কহিলেন কেন?

মনমোহন ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "আপনাদের কথা অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইল, সেই

জন্যই হঠাৎ মুখ দিয়া ঐ কথা বাহির হইয়া গিয়াছে। যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, ক্ষমা করিবেন।"

ডাক্তার বাবু আর কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া আমিও চুপ করিয়া রহিলাম।

আর কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু প্রস্থান করিলেন। আমি তখন সেই গৃহ হইতে অপর লোকদিগকে বাহির করিয়া দিয়া তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলাম। চারিদিক দেখিবার পর একখানি রুমাল আমার দৃষ্টিগোচর হইল। রুমালখানি দেখিয়াই কেমন সন্দেহ হইল। আমি তুলিয়া লইলাম। হস্তে উত্তোলন করিবা মাত্র একটা আরকের গন্ধ পাইলাম। আঘ্রাণ করিয়া দেখিলাম, উহা হইতে ক্লোরফরমের গন্ধ বাহির হইতেছে। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। রুমালখানি দেখিয়া মূল্যবান বলিয়া বোধ হইল। যাহার ঘরে সামান্য একখানি বড় থালা নাই, দিনান্তে যাহার পূর্ণমাত্রায় আহার জোটে না, সে সেই দামী রুমাল কোথায় পাইল? সে যাহা হউক, রুমালখানি পকেটে রাখিয়া আমি সেই ঘরের মেঝেটী ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলাম; মেঝের সমস্ত চিহ্নগুলি পরিদর্শন করিলাম। পরে ঘরের বাহিরে আসিয়া রামচন্দ্রকে এক নিভৃত স্থানে লইয়া গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বড় স্ত্রীর চরিত্র কেমন?"

রামচন্দ্র আমার কথায় যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে কিছুক্ষণ কোন উত্তর না করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে অতি ধীরে ধীরে বলিল, "আজ্ঞে আমি যতদূর জানি, তাহাতে তাহার চরিত্র খুব ভাল বলিয়াই বোধ হয়।"

"তবে তুমি আবার বিবাহ করিলে কেন?"

র। কালী বড় মুখরা। সে সদাই আমার সহিত কলহ করিত। এক একদিন এমন কথা বলিত যে, আমি বাড়ীতে আহার করিতাম না। অবশেষে একদিন রাগ করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যাই এবং একমাস পরে বিবাহ করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাগমন করি।

আ। তাহার পূর্ব্বেই তোমার পুত্র হইয়াছিল?

র। আজ্ঞে হাঁ—আমি যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করি, তখন আমার পুত্রের বয়স এক বৎসর মাত্র।

আ। এ বাড়ীতে কি অপর কোন পুরুষ-মানুষ আসিয়া থাকে?

র। আজ্ঞে না।

আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। একজন কনষ্টেবলকে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিতে বলিলাম। গাড়ী আনীত হইলে সেই মৃতদেহ হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলাম, আমিও থানায় ফিরিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

থানায় ফিরিয়া আসিয়া কিছুক্ষণ নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিলাম। কে এই কাণ্ড করিল? কালী যদি সত্য সত্যই আত্মহত্যা করিত, তবে তাহার ঘরের দরজা নিশ্চয়ই ভিতর হইতে আবদ্ধ থাকিত, তাহার আকৃতিরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইত। যে রুমাল-

খানি সেই ঘর হইতে পাইয়াছিলাম, তাহাতে ক্লোরফরমের গন্ধ পাইয়া আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, কোন লোক সেই রুমালের সাহায্যে কালীকে হতচেতন করিয়াছিল। পরে তাহার গলা টিপিয়াই হউক কিম্বা গলায় ফাঁস দিয়াই হউক হত্যা করিয়াছে। অজ্ঞান অবস্থায় ছিল বলিয়া সে ছট্‌ফট করে নাই, তাহার চোখ মুখও সেরূপ বিকৃত হয় নাই।

এই প্রকার চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম, কালী আত্মহত্যা করে নাই,—তাহাকে কোন লোক হত্যা করিয়াছে। কে এমন কাজ করিল ? কালীর স্বামীর মুখে শুনিয়াছি, তাহার চরিত্রদোষ ছিল না, না থাকিবারই কথা। যাহাদের চরিত্রে কোন দোষ থাকে, যে রমণী কুলটা, সে স্বামীর সহিত বিবাদ করে না, স্বামীকে সে কখনও রাগায় না। যতক্ষণ স্বামীর কাছে থাকে, সে ততক্ষণই তাহার তোষামোদ করে। পাছে বিবাদ হয়, পাছে তাহার স্বামীর মনে কোন প্রকার সন্দেহ হয়, সেই ভয়ে সে সদাই সশঙ্কিত থাকে, কখনও স্বামীর সম্মুখে অবাধ্যতাচরণ করে না, কিন্তু কালী যখন তাহার স্বামীর সহিত প্রায়ই কলহ করিত, তখন সে কখনও কুলটা নহে। যদি তাহাই হয়, তবে সে ঘরে রুমাল আসিল কোথা হইতে ? রুমালখানি যদি সাধারণ হইত, তাহা হইলেও কোন কথা ছিল না। কিন্তু এ খানির দাম ন্যূনকল্পে চারি আনার কম নহে। যাহারা উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না, যাহারা সকল দিন উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিতে পায় না, তাহারা এমন রুমাল পাইল কোথা হইতে ? নিশ্চয়ই গত রাত্রে কোন লোক ফেলিয়া গিয়াছে। আর সেই লোকই যে হত্যাকারী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কেমন করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিব, কেমন করিয়া তাহার সন্ধান পাইব,

কোন্ সূত্র ধরিয়া কার্য্যারম্ভ করিব, তাহার কিছু স্থির করিতে পারিলাম না।

আরও কিছুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিলাম। পরে মনে হইল, রুমালখানিতে যদি রজকের কোন চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে সহজেই হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ উপায়ে অনেকবার সফল হইয়াছি ভাবিয়া আমি সত্বর পকেট হইতে রুমালখানি বাহির করিয়া খুলিয়া ফেলিলাম। পরে ভাল করিয়া চারিদিক পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু কোন দাগ দেখিতে পাইলাম না। রুমালখানি যে একবারও রজকগৃহে প্রেরিত হয় নাই, তাহা বুঝিতে পারিলাম। সুতরাং উহাদ্বারা কোন উপকার হইল না।

রামচন্দ্রের সেই ঘরের মেঝে দেখিয়া বোধ হইল, গতরাত্রে তিনজন লোক ঐ ঘরের ভিতর ছিল। আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া তিনজনের পায়ের দাগ দেখিয়াছিলাম। রামচন্দ্রের মুখে শুনিলাম, সে বাড়ীতে ছিল না; তাহার পুত্র ও ছোট স্ত্রী তাহার সঙ্গে গিয়াছিল। কালী একাই বাড়ীতে ছিল। নিশ্চয়ই সে তাহার অবকাশ সময় ঘরের ভিতরে ছিল। ঘরের মেঝের কেবল তাহার পায়ের দাগ থাকাই উচিত। আর দুইজনের পদচিহ্ন কেমন করিয়া আসিল? যে সকল লোক সে দিন ঘরের ভিতর গিয়াছিল, তাহারা দ্বারের নিকটেই ছিল, অধিক দূরে যায় নাই। যে যে স্থানে অপর দাগগুলি দেখা গিয়াছিল, তাহারা কেহই ততদূর যায় নাই। সে দাগগুলি যে, তাহাদের পায়ের নয়, তাহা নিশ্চয়। তবে দাগগুলি সে দিনের না হইয়া অপর কোন দিনের হইতে পারে। হয়ত তাহার পর হইতে ঘরের সে স্থানে আর কেহ যায় নাই। সেইজন্য দাগগুলি এখনও রহিয়াছে।

এই স্থির করিয়া আমি তখনই রামকে ডাকিয়া আনিবার জন্ত কনষ্টেবল পাঠাইয়া দিলাম। কনষ্টেবল প্রস্থান করিলে পর, সহসা সেই কম্পাউণ্ডারের কথা আমার মনে পড়িল! তাঁহার বেশ-ভূষা ও কথাবার্ত্তায় ভদ্র বলিয়া বোধ হইল বটে কিন্তু আকৃতি যেন ডাকাতের মত। তাঁহাকে সহসা দেখিলেই ভয় হইয়া থাকে। নামটী মন্দ নয়,—মনমোহন। রামের সহিত তাঁহার বেশ সদ্ভাব দেখিলাম, রামের অন্দরমহল পর্য্যন্ত তাঁহার যাতায়াত আছে; বোধ হয়, মেয়েদের সহিত আলাপও আছে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু ঐ বেশে গমন করিলে কোন ফল হইবে না, কাজেই ছদ্মবেশে যাইতে হইবে। কিন্তু কি প্রকার বেশে যাইলে তাঁহার সহিত ভাল রকম কথাবার্ত্তার সুবিধা হওয়া সম্ভব? কেমন করিয়াই বা তাহার নিকট হইতে প্রকৃত কথা বাহির করিব, তাহা সহজে স্থির করিতে পারিলাম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

একঘণ্টার মধ্যেই কনষ্টেবল রামকে লইয়া আসিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর আমি রামকে বলিলাম, দেখ রাম! তোমার স্ত্রী আত্মহত্যা করে নাই। নিশ্চয়ই কোন লোক খুন করিয়া তাহার দেহকে ঐরূপে ঝুলাইয়া রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে।

রামচন্দ্র আমার কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। সহসা তাহার

মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। সে আমার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল; বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করিল না। আমি তখন পুনরায় বলিলাম, "কি বাপু, আমার কথা বুঝিতে পারিতেছ না? কোন লোক তোমার স্ত্রীকে অজ্ঞান করিয়া তাহার গলা টিপিয়া হত্যা করতঃ শেষে তাহার গলে রজ্জু বাঁধিয়া ঐরূপে ঝুলাইয়া রাখিয়া গিয়াছে।"

রামচন্দ্র এবার বুঝিতে পারিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে এমন কাজ করিল হুজুর? আমিত কাহারও কোন অপরাধ করি নাই।"

এই বলিতে বলিতে তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল, আবেগে কণ্ঠ রোধ হইল, সে নীরবে কাঁদিতে লাগিল দেখিয়া আমি বলিলাম, "কেন বাপু কাঁদিয়া সময় নষ্ট কর। যে জন্য তোমায় ডাকিয়াছি শোন। যে ঘরে লাস পাওয়া গিয়াছে, সে ঘরটী কে ব্যবহার করিত?"

রামচন্দ্র জোড়হস্তে উত্তর করিল, আজ্ঞে সেটী কালীর ঘর; কালী আর আমি ছাড়া প্রায়ই সে ঘরে আর কেহ যাইত না।"

আ। সম্প্রতি কোন লোক কি সে ঘরে গিয়াছিল?

রা। হয়ত আমার ছোট স্ত্রী দুঃখী কিম্বা আমার পুত্র পঞ্চানন গিয়া থাকিবে। এই দুইজন ভিন্ন আর কোন লোক প্রায় মাসাবধি আমার বাড়ীতে নাই। প্রায় দেড়মাস হইল, আমার ভগ্নী শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে।

আ। তোমার ভগ্নীপতি কি এখানে আসিয়াছিল?

রা। অনেক দিন পূর্ব্বে তিনি মারা গিয়াছেন।

আ। তবে তোমার বড় স্ত্রীর ঘরে অপর দুই জনের পদচিহ্ন

দেখিলাম কেন, দুইজন অপর লোক নিশ্চয়ই তাহার ঘরে গিয়াছিল। পায়ের দাগগুলি দেখিয়া একজন পুরুষ ও একজন রমণী বলিয়াই বোধ হইল। যদি তোমার ভগ্নীর পদচিহ্নের সহিত সেই স্ত্রীলোকের পদচিহ্নের মিল হয়, তাহা হইলেও সেই পুরুষের পদচিহ্ন কোথা হইতে আসিল? কালীর ঘরে অপর পুরুষ নিশ্চয় প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার উপর তুমি যখন বলিতেছ যে, তোমার বড় স্ত্রীর চরিত্রদোষ ছিল না, তখন কেমন করিয়া সে ঘরে অপর পুরুষের পদচিহ্ন আসিল বলিতে পারি না। তোমার প্রতিবেশী কোন পুরুষের সহিত কালীর আলাপ ছিল কি?

রামচন্দ্র কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া, পরে বলিল, "আজ্ঞে না। বরং আমার ছোট স্ত্রীকে কোন লোকের সহিত কথা কহিতে দেখিলে সে তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিত।"

আ। তোমার ছোট স্ত্রীর সহিত কাহারও সদ্ভাব আছে না কি?

রা। সদ্ভাব আছে কি না বলিতে পারি না। তবে দুই একজনের সহিত আলাপ আছে।

আ। তাহাদিগকে আমায় দেখাইয়া দিতে পার?

রা। কেন পারিব না? সম্ভবতঃ আপনি দুজনকে দেখিয়াছেন।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে বল দেখি?"

রা। আপনি যে কম্পাউণ্ডার বাবুকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত দুঃখীর বেশ আলাপ আছে। তিনি দুঃখীকে দিদি বলিয়া থাকেন।

আ। দুঃখী কে? তোমার ছোট স্ত্রী?

রা। আজ্ঞে হাঁ।

আ। তিনি দিদি বলেন কেন? তোমাদেরই স্বজাত না কি? দুঃখীর সহিত সত্য সত্যই কি কোন সম্বন্ধ আছে?

রামচন্দ্র ঈষৎ হাসিল। পরে বলিল, আজ্ঞে না, মনমোহন বাবু যে কায়স্থ। দুঃখীই প্রথমে দাদা বলিয়া ডাকিত। এখন দেখিতেছি, তিনিও দিদি বলিয়া ডাকেন।

আ। তোমার স্ত্রীও দাদা বলে?

রামচন্দ্র হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর একজন কে?"

রামচন্দ্র বলিল, "আমাদেরই দোকানের পার্শ্বে সে থাকে। আজ তখন সেও আপনার সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার নাম ঈশান।"

আ। বয়স কত?

রা। আজ্ঞে আমাদেরই মত। বেশীর ভাগ তাঁহার চুলগুলি পাকিয়া গিয়াছে, অর্দ্ধেকগুলি দাঁত পড়িয়া গিয়াছে।

আমি বলিলাম, "সে বোধ হয় তোমাদের স্বজাতি? কেমন?"

রা। আজ্ঞে হাঁ—কালীর দূর-সম্পর্কের মামা।

আ। তোমার ছোট স্ত্রীর স্বভাব-চরিত্র কেমন?

রা। যতদূর জানি, আর যেমন দেখিতে পাই, তাহাতে ভাল বলিয়াই বোধ হয়।

আ। কম্পাউণ্ডারের বয়স কাঁচা, তোমার ছোট স্ত্রীও পূর্ণ যুবতী। এ অবস্থায় উভয়ের মধ্যে আলাপ পরিচয় থাকা আদৌ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তুমি তোমার স্ত্রীকে নিষেধ কর না কেন?

রামচন্দ্র ঈষৎ হাসিল। পরে বলিল, "আজ্ঞে আপনার কথা সত্য কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীলোকের চরিত্র আমার মত লোকের বুঝিবার সাধ্য আছে কি?"

কথাটা বড়ই সত্য। রামের কথায় আন্তরিক লজ্জিত হইলাম। বলিলাম, "দেবতারাও বুঝিতে পারেন না, আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। যদি কখনও তোমার ছোট স্ত্রীর অসদাচরণ দেখিয়া থাক বল। তাহাতে তোমার উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না। তোমার বড় স্ত্রী আত্মহত্যা করে নাই, তাহাকে কেহ খুন করিয়া গিয়াছে। কোন কথা না লুকাইয়া সমস্ত সত্য প্রকাশ করিলে হত্যাকারীকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করিতে পারিব।"

আমার কথা শুনিয়া রামচন্দ্র কিছুক্ষণ কোন কথা কহিল না। পরে অতি বিনিতভাবে উত্তর করিল, যতদূর আমার জানা আছে, দুঃখীর কোনরূপ চরিত্রদোষ নাই। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে সে আমায় এত তোষামোদ করিত না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কিম্বা কালীর কি কোন শত্রু আছে জান?"

রামচন্দ্র বিনীতভাবে উত্তর করিল, "আজ্ঞে না,—পাড়ার সকলেই আমাকে বেশ যত্ন করে। আমার সহিত কাহারও কখনও মনান্তর হয় নাই, কখনও কলহ হয় নাই, এমন কি, কখনও সামান্য কথান্তর বা বচসা পর্য্যন্ত হয় নাই। আমার সহিত পাড়ার সকলেরই বিশেষ সদ্ভাব আছে। এ পর্য্যন্ত কেহই আমার সহিত শত্রুতাচরণ করে নাই।"

—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
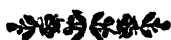
পরদিন অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিলাম। আমি যখন প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া বিচক্ষণ বহুদর্শী ডাক্তারের ছদ্মবেশ ধারণ করিলাম, তখন উষার আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। কাক কোকিলাদি বিহঙ্গমকুল স্ব স্ব নীড় ত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে ব্যাপৃত হইয়াছিল, গৃহস্থগণ স্ব স্ব শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছিল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে ডাক্তারের বেশেই কম্পাউণ্ডার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু লোকাচার আকার-প্রকার ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া সশস্ত্র হইয়া যাইতে বাধ্য হইলাম। একটা দোনলা পিস্তল ও একখানা ছোড়া সঙ্গে লইলাম, কিন্তু এমন ভাবে রাখিলাম, যাহাতে কম্পাউণ্ডার বাবু কোনরূপ সন্দেহ করিতে না পারেন।

আমার এক বন্ধু বড় ডাক্তার। তাঁহার নিকট হইতে গোটাকতক ডাক্তারি যন্ত্র আনাইয়া সঙ্গে রাখিয়াছিলাম। কোচমানকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া আমি গাড়ীতে উঠিলাম। সে শকট চালনা করিল।

গাড়ীখানি যেমন সেই ডিস্পেন্সারির সম্মুখে গিয়া পঁহুছিল, অমনি উহার একটি ঘোড়া টলিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীখানিও হেলিয়া পড়িল। আমি ও কোচমান লম্ফ দিয়া নিম্নে অবতরণ করিয়া গাড়ীখানি ধরিয়া ফেলিলাম। উহা আর পড়িয়া

গেল না বটে কিন্তু সম্মুখের একখানি চাকার চতুঃপার্শ্বস্থ লৌহনির্ম্মিত বেড়খানি খুলিয়া গেল। অশ্বরজ্জু গাড়ীর একস্থানে বন্ধন করিয়া কোচমান একজন মিস্ত্রী ডাকিয়া আনিতে ছুটিল। আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

গাড়ীখানির ঐরূপ অবস্থা হওয়ায় সেইস্থানে অনেক লোকের জনতা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, কম্পাউণ্ডারও আমার গাড়ীখানি পড়িতে পড়িতে রক্ষা পাইল দেখিবার জন্য ডিস্পেন্সারি হইতে বাহির হইয়াছিলেন।

কোচমান মিস্ত্রী আনিতে চলিয়া গেল, অপরাপর লোকেরাও স্ব স্ব কার্য্যে গমন করিল। কম্পাউণ্ডার বাবু আমাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া দয়া করিয়া ভিতরে ডাকিলেন। আমিও সহিসের হস্তে গাড়ীর ভার দিয়া তাঁহার ডিস্পেন্সারিতে প্রবেশ করিলাম।

দেখিতে যাহাই হউক, কম্পাউণ্ডারের আচরণ সে দিন অতি সুন্দর। ভিতরে যাইবা মাত্র তিনি শশব্যস্তে একখানি চেয়ার আনিয়া আমাকে বসিতে দিলেন। আমি উপবেশন করিলে পর তিনি একখানি ছোট ডিশে করিয়া আমার নিকট দুটো চুরুট ও দিয়াশলাই আনিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "চুরুট ইচ্ছা করুন। মহাশয়কেও ডাক্তার বলিয়া বোধ হইতেছে।"

যদিও আমি চুরুট ভক্ত নহি, তত্রাচ কম্পাউণ্ডার বাবুর মান রক্ষার জন্য সেই ডিস হইতে একটী লইয়া মুখে দিলাম এবং দিয়াশলাইয়ের সাহায্যে ধরাইয়া টানিতে লাগিলাম। তিনিও একটী লইয়া ধরাইলেন এবং আমার সম্মুখে একখানি চেয়ার আনাইয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন।

কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না। পরে আমি

করিলাম, "আপনি জানেন, নিকটে কোথাও মিস্ত্রী পাওয়া যাইতে পারে?"

কম্পাউণ্ডার বাবু বাহ্যিক বেশ সরল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমরা সামান্যলোক, গাড়ী ঘোড়ার কথায় নাই। কোথায় ঘড়া গাড়ু মেরামত হয়, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারি। আপনার প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিলাম না।"

আমিও হাসিলাম। হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "এখানে কোথাও বড় আস্তাবল নাই?"

কম্পাউণ্ডার কিছুক্ষণ ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন। আপনার কোচমান ঐ কথাই বলিয়া গেল। জমিরদ্দি সর্দ্দারের আস্তাবল। সেখানে গাড়ী মেরামত হয় বটে! আমার মনে ছিল না।"

আমি বলিলাম, "সে আস্তাবল এখান হইতে কত দূর? এক ঘণ্টার মধ্যে গাড়ীখানি মেরামত হইবার সম্ভবনা আছে কি? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে আমাকে একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ী করিয়াই যাইতে হইবে।"

কম্পাউণ্ডার জিজ্ঞাসিলেন, "কোথাও ডাক আছে না কি?"

আ। আজ্ঞে হাঁ—একটা ফোড়া অস্ত্র করিতে হইবে।

ক। কোথায় হইয়াছে?

আ। বড় খারাপ স্থানেই ফোড়া হইয়াছে। হিপ জয়েণ্টের উপর, ব্যাপার গুরুতর।

ক। আজ্ঞে হাঁ—ফোড়ার মুখ হইয়াছে?

আ। কই না—ও রকম যায়গায় ফোড়া হইলে প্রায়ই মুখ হয় না। ঐ সকল ফোড়া অস্ত্র করা নিতান্ত সহজ নহে।

বাধা দিয়া কম্পাউণ্ডার বাবু বলিয়া উঠিলেন, "সহজ, ও কথা মুখেও আনিবেন না। অপরে বলে বলুক, যাহারা জানে না, তাহারা বলিতে পারে; কিন্তু আপনি বা আমি ওরূপ কথা মুখে আনিতে পারি না। আমাদের বাবু একবার একটা ফোড়া অস্ত্র করিতে গিয়া একটা শিরা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন; শেষে হারিস সাহেব আসিয়া তবে রোগীকে বাঁচান।"

আমি মনে মনে হাসিলাম। ভাবিলাম. ঔষধ ধরিয়াছে, এই-বার কাজের কথা বলিতে আরম্ভ করা যাউক। একটু চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার নাম কি? আপনার সহিত আলাপ করিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম। আজ কাল বাহ্যিক অনেক ভদ্রলোক দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু প্রকৃত ভদ্রলোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।"

কম্পাউণ্ডার বাবু ত মানুষ! তোষামোদ করিলে দেবতারাও বশীভূত হন। আমার মুখে প্রশংসা শুনিয়া তিনি পরম আপ্যা-য়িত হইলেন। পরে হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে আমার নাম মনমোহন।"

আ। আপনার বাবুর নাম কি?

ক। তারিণীপ্রসাদ বোস এম, বি।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সত্য না কি? এইটীই কি তারিণী বাবুর ডিসপেন্সারি? তাঁহার বাড়ীতেই ত ডিসপেন্সারি আছে?"

ক। আজ্ঞে হাঁ, এটী তিনি নূতন খুলিয়াছেন। এখানে তিনি প্রায়ই থাকেন না। বিশেষ প্রয়োজন হইলে আমি তাঁহার বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইয়া থাকি।

আ। আপনি কতদিন কম্পাউণ্ডারি পাশ করিয়াছেন?

ক। প্রায় পাঁচ বৎসর হইল।

আ। এখানে কতদিন কর্ম্ম করিতেছেন ?

ক। প্রায় তিন বৎসর।

আ। পূর্ব্বে আর কোথাও কার্য্য করিয়াছেন ?

ক। আজ্ঞে হাঁ—একটা প্যাটেণ্ট ঔষধের দোকানে।

আ। এখানে কি আপনাকে সমস্ত দিনই থাকিতে হয় ?

ক। আজ্ঞে হাঁ— আমার বাসাও এই।

আমি এতক্ষণ এই সুযোগই অন্বেষণ করিতেছিলাম। তখনই কম্পাউণ্ডার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি তবে এইখানেই থাকেন ?"

ক। আজ্ঞে হাঁ।

আ। আপনার বাড়ীর পার্শ্বে অত পাহারাওয়ালা কেন বলিতে পারেন ?

ক। মুচির বাড়ীতে একটা খুন হইয়াছে।

আমি চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "খুন ! কে করিল, কখন হইল ?"

ক। নিশ্চয়ই কাল রাত্রে এ কাণ্ড হইয়াছে। আমি ভাবিয়াছিলাম, মাগী আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু পুলিসের লোক অন্য কথা বলে। তাহারা বলিতেছে; কোন লোক উহাকে খুন করিয়া ঐরূপ ঝুলাইয়া রাখিয়া গিয়াছে।

আ। হত্যাকারী ধরা পড়িয়াছে ?

ক। আজ্ঞে না —এখনও ধরা পড়ে নাই।

আ। বাড়ীতে কি আর কোন লোক ছিল না ?

ক। আজ্ঞে না। রামামুচি ছোট বউকে লইয়া কোথায়

গিয়াছিল। কাল প্রাতে বাড়ী ফিরিয়া এই ব্যাপার দেখিতে পায়।

আ। রামা কে?

ক। জুতাওয়ালা মুচি। তাহার দুই বিবাহ। বড় স্ত্রীই খুন হইয়াছে।

আ। দুটী স্ত্রীই তবে বর্ত্তমান ছিল?

ক। আজ্ঞে হাঁ।

আ। কর্ত্তা বোধ হয় ছোটটীকেই বেশী ভালবাসিত। তাহার উপর যখন তাহাকেই লইয়াই বেড়াইতে গিয়াছিল, তখন বড় স্ত্রী যে অভিমান করিয়া গলায় দড়ী দিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বাধা দিয়া কম্পাউণ্ডার বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে বিচক্ষণ ও বহু-দর্শী লোক মাত্রেই ঐ কথা বলিতেছেন। কিন্তু পুলিসের তাহাতে বিশ্বাস হইতেছে না। তাহারা কেবল দোষীর অন্বেষণে নিযুক্ত আছে! জানি না, কতদূর কৃতকার্য্য হইবে। তাহাদের কার্য্য তাহারাই ভাল বোঝে।"

আমি কিছুক্ষণ আর ঐ বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। সামান্য দুই চারিটা প্রশ্ন করিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম। এমন ভাব দেখাইলাম, যেন বিলম্ব হওয়ায় আমি বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

আমাকে উঠিতে দেখিয়া কম্পাউণ্ডার বাবু আমার হাত ধরিয়া পুনরায় সেই চেয়ারে বসাইয়া দিলেন। পরে বলিলেন, "আর একটু অপেক্ষা করুন, আপনার কোচমান এখনই ফিরিয়া আসিবে। আপনার মত লোকের সহিত সাক্ষাৎ সকল দিন ঘটে না। যখন

দয়া করিয়া পদধূলি দিয়াছেন, তখন আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।”

আমি তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। পুনরায় সেই চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। কম্পাউণ্ডার বাবু একজন বেহারাকে তামাক দিতে বলিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেহারা তামাক দিয়া গেল। আমি উহা সেবন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি তবে প্রত্যহই দুই সতীনের কোলাহল শুনিতে পাইতেন?

কম্পাউণ্ডার হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, সে কথা মিথ্যা নহে। এমন দিন ছিল না, যে দিন রামার বাড়ীতে কলহ নাই। বেচারা ঝগড়ার জ্বালায় বিবাগী হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল। কেবল আমরা পাঁচজনে নিষেধ করায় সংসারে থাকিয়া গেল।

আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “এত কি কলহ হইত? এত ঝগড়ার কারণ কি?”

ক। অতি তুচ্ছ কারণে ঝগড়া বাধিত।

আ। আপনার কিছু মনে আছে? কি কারণে শেষ বিবাদ হইয়াছিল স্মরণ আছে?

কম্পাউণ্ডার বাবু কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। পরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আজ্ঞে হাঁ,—মনে আছে।”

আ। কি বলুন দেখি?

ক। প্রায় আট দিন হইল একদিন সকালে দুঃখী কালীকে বলিতেছিল যে, সে আর একসঙ্গে থাকিবে না, স্বতন্ত্র রসুই করিয়া খাইবে। কালী অনেক বুঝাইল কিন্তু দুঃখী কিছুতেই তাহার কথা শুনিল না। সে কালীর নিকট হইতে চাউল চাহিল। অগত্যা কালী তাহাকে অর্দ্ধসের চাউল মাপিয়া দিল। কিন্তু তাহা দুঃখীর মনোমত হইল না। সে অনেক কথা শুনাইয়া দিল। কালীও ছাড়িবার পাত্র নহে। শেষে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ হইল। এইরূপেই কলহ হইত।

আমি হাসিয়া উঠিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দোষ কাহার? বেশী দোষী কে?"

ক। কালী।

আ। কেন?

ক। কালী দুঃখীকে খাইতে দিত না।

আ। কেমন করিয়া জানিলেন?

ক। দুঃখীর মুখে শুনিয়াছি। দুঃখী আমাকে দাদা বলিয়া ডাকে। আমিও তাহাকে দিদি সম্বোধন করিয়া থাকি।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এ বড় মন্দ নয়। এ সুবাদ কেন? দুঃখীর সহিত আপনার আলাপ আছে না কি?"

আমার কথায় কম্পাউণ্ডার বাবু স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার মুখ সহসা মলিন হইয়া গেল, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতে লাগিল। তিনি সহসা কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

কিছুক্ষণ পরে কম্পাউণ্ডার বাবু আমার মুখের দিকে চাহিয়া

ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আলাপ ছিল না—এখানে আসিয়া অবধি হইয়াছে।"

আমিও হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দুঃখীর বয়স কত? নিশ্চয়ই বেশী নয়, তাহা না হইলে আর আপনার সহিত আলাপ?"

কম্পাউণ্ডার আমার উপহাস বুঝিতে পারিলেন, তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বয়স উপযুক্ত বটে। একবার দেখাইতে পারিলে বুঝিতাম। অন্যদিন হইলে এইখান হইতেই দেখিতে পাইতেন। আজ তাহাদের বাড়ীতে বিপদ, সেই জন্যই পারিলাম না।"

কম্পাউণ্ডার বাবুর প্রাণ খুলিয়া গিয়াছে। আমাকে তিনি বন্ধুর মত দেখিয়াছেন। আর রক্ষা আছে কি? প্রাণের কথা বাহির হইয়া পড়িল। আমারও কার্য্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু আমি সাহস করিয়া তখন একেবারে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। হাসিয়া বলিলাম, "দেখিলেই বা কি করিতাম বলুন? পরের দ্রব্যে লোভ করিও না, বাল্যকালে এই উপদেশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয়ভাগে পাঠ করিয়াছিলাম, সে কথা কি সহজে ভুলিতে পারি?"

আমার কথায় কম্পাউণ্ডার বাবু হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আপনি বেশ রসিক পুরুষ বটে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সে দ্রব্যটী কি আমার মনে করিয়াছেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "নিশ্চয়ই—তাহা না হইলে আপনি দুঃখীর এত গুণগান করিতেন না। এ বুদ্ধি আমার যথেষ্ট আছে।"

কম্পাউণ্ডার ঈষৎ হাসিলেন। পরে বলিলেন, "দুঃখীর দুঃখের কথা শুনিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। যদি আপনি তাহার মুখের

কথা শুনিতেন, তাহা হইলে আপনিও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না।"

আমি কম্পাউণ্ডারের মনোভাব বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু তত্রাপি যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "দুঃখীর আবার এত দুঃখ কিসের?"

কম্পাউণ্ডারও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "দুঃখ কিসের? সে কি কথা! দুঃখীকে না দেখাইলে আপনাকে বুঝাইতে পারিব না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "সে আমার অদৃষ্টে নাই। দুঃখীকে দেখা সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে। কিন্তু তাহার দুঃখ কিসের তাহা বলিলে কি আর বুঝিতে পারিব না?"

ক। দুঃখীর বয়স সতের বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। রামচন্দ্র বোধ হয় ষাইট বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। এ অবস্থায় কেমন করিয়া উভয়ের মিল হইতে পারে?

আ। তাহাতেই বা ক্ষতি বৃদ্ধি কি?

ক। আপনার মত বিচক্ষণ ব্যক্তিকে কি আর সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হয়? যখন স্বামী স্ত্রীর বয়সের এত প্রভেদ, তখন উভয়ের মধ্যে মিল হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আ। সেই জন্যই বুঝি আপনি তাহার সেই অভাব পূরণ করিয়াছেন?

এই বলিয়া হাসিয়া উঠিলাম। ইত্যবসরে দুঃখী বাড়ীর বাহির হইল এবং আমি যেখানে বসিয়াছিলাম, সেই দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। আমাকে সম্পূর্ণ অপরিচিত জানিয়াও দুঃখী লজ্জিতা হইল না কিম্বা সেখান হইতে পলায়ন

করিল না; বরং ধীরে ধীরে ডিস্‌পেন্সারির জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

কম্পাউণ্ডার বাবু সহসা সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং দুঃখীকে দেখিতে পাইয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "এই দেখুন ডাক্তার বাবু! মেঘ চাহিতেই জল আসিয়াছে। এখন আমার কথা বিশ্বাস হয় কি?"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "আপনার কথায় আমার অবিশ্বাস নাই। তবে কি জানেন, লোকে নিজের সামর্থ্য না জানিয়া এক স্ত্রী থাকিতে আবার কেন বিবাহ করিবে?"

ক। রামের দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল।

আ। কি?

ক। কালীর সঙ্গে রামের প্রায়ই কলহ হইত। এক এক দিন এমন হইত, যে উভয়েরই আহার হইত না। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে একদিন রামচন্দ্র রাগের মাথায় কালীকে উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়া বাড়ী হইতে দূর করিয়া দেয়। মনের দুঃখে কালী একাই আপন পুত্রকে কোলে লইয়া পিত্রালয়ে গমন করে। রামচন্দ্র সেই সুযোগে দুঃখীকে বিবাহ করে।

আ। এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে রামকে আবার কে কন্যা সমর্পণ করিল?

ক। যাহাদের বড় দরকার। দুঃখীর বাপ নাই, মা আছে। সেও তখন দুঃখীর বিবাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই রামচন্দ্র যখন তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিল, তখন তাহার মাতা সম্মত হইল এবং দুই এক দিনের মধ্যেই বিবাহকার্য্য সমাধা হইয়া গেল।

আ। বড় স্ত্রী সে সময় কোথায় ছিল ?

ক। আজ্ঞে—পিত্রালয়েই ছিল।

আ। সে কি তখন রামের দ্বিতীয়বার বিবাহের সংবাদ পায় নাই ?

ক। আজ্ঞে বিবাহের দিন জানিতে পারে নাই বটে, কিন্তু পরদিন সকলেই সমস্ত কথা জানিতে পারিল।

আ। কালী কি করিল ?

ক। কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সহসা আবার স্বামীগৃহে উপস্থিত হইল।

আ। রামচন্দ্র নিশ্চয়ই তাড়াইয়া দিয়াছিল ?

ক। আজ্ঞে না—সেই দিনই উভয়ের মধ্যে আবার মনোমিলন হইল।

আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "যদি তাহাই করিবার ইচ্ছা ছিল, যদি কালীক পুনরায় গৃহে আনিয়া সংসার করিবার কামনা ছিল, তবে দুঃখীকে বিবাহ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না।"

কম্পাউণ্ডার হাসিয়া বলিলেন, "রাম জানিত যে, দুঃখী তাহাকে কোনরূপ উৎপীড়ন করিবে না, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিবে। কিন্তু পনের দিন মাত্র তাহার সহিত ঘর-কন্না করিবার পর রাম নিজের ভুল বুঝিতে পারিল। সে দেখিল, সকল স্ত্রীলোকই সমান। কালীর সহিত যেমন প্রায়ই কলহ হইত, দুঃখীর সহিতও সেই প্রকার বিবাদ চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র আবার উৎপীড়িত হইল। এই সময়ে কালী এ বাড়ীতে আসিল। কাজেই রাম দুই স্ত্রীকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইল।"

কম্পাউণ্ডার বাবুর কথায় স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার সহিত দুঃখীর অবৈধ প্রণয় আছে। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিলাম না। ইত্যবসরে দুঃখীও কম্পাউণ্ডারকে দেখিতে পাইল। সে ধীরে ধীরে ডিস্পেন্সারির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কতকগুলি পান কম্পাউণ্ডারের নিকট ছুড়িয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে পলায়ন করিল।

কম্পাউণ্ডার বাবু সযত্নে পানগুলি কুড়াইয়া লইয়া, আমাকে দেখাইলেন এবং তাহা হইতে একটী পান লইয়া আমাকে দিতে আসিলেন। আমি সে পান গ্রহণ করিলাম না। হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "ও সকল পান আপনার জন্যই সাজা হইয়াছে। আমি উহার একটী খাইলে দুঃখীর মনঃপূত হইবে না। বিশেষতঃ আমি অধিক পান খাই না। আহারের পর একটী করিয়া খাইয়া থাকি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কম্পাউণ্ডার বাবু আর কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া আমিও আর দুঃখীর কথা তুলিলাম না। কিছুক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "দুঃখীর অবস্থা ত বুঝিলাম, এখন কালীর কিরূপ বলুন দেখি? তাহার চরিত্র কেমন?"

ক। ততোধিক।

আ। দুঃখীর চেয়েও জঘন্য?

ক। দুঃখীর ত একজন—সে একজনেই সন্তুষ্ট আছে। কিন্তু কালীর তাহা নয়—কালীর তিন চারিজন আলাপী লোক আছে।

আমি হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "না—না, আপনি উপহাস করিতেছেন। একে কালীর বয়স অধিক, যৌবনের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা অনেক নিবৃত্তি হইয়াছে, তাহার উপর তাহার গর্ভে এক সন্তান জন্মিয়াছে; সন্তানের লালন পালন করিবে, না নিজের সুখের চেষ্টায় ফিরিবে?"

কম্পাউণ্ডার বলিলেন, "আপনি দুশ্চরিত্রা রমণীর আচরণ দেখেন নাই, বোধ হয় সেই জন্যই ঐ কথা বলিতেছেন। পুত্রকে ঘুম পাড়াইয়া হউক, কিম্বা তাহাকে আর কোন উপায়ে শান্ত করিয়া হউক, কালী দিনের মধ্যে দুই তিনবার বাড়ী হইতে বাহির হইত এবং একাই পাশাপাশি বাড়ীতে প্রবেশ করিত।"

আ। তবে কালীরও এ পাড়ায় বেশ সুনাম আছে?

ক। আজ্ঞে না—এইটাই আশ্চর্য্য! আমি যতদূর জানি, তাহাতে দুঃখী অপেক্ষা কালীকেই অধিক মন্দ মনে করি। কিন্তু পাড়ার লোকে দুঃখীর নিন্দা করে এবং কালীর যথেষ্ট সুখ্যাতি করে।

আ। উহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন?

ক। কতকটা। পাড়ার অনেকেরই দুঃখীর উপর লোভ পড়িয়াছে। দুঃখী কিন্তু তাহাদের দিকে দৃকপাতও করে না। বোধ হয় সেই জন্যই তাহারা রাগ করিয়া দুঃখীর নিন্দা করে।

আ। এত সুখ থাকিতে কালী আত্মহত্যা করে কেন?

কম্পাউণ্ডার আবার যেন শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু তখনই আত্ম সংবরণ করিয়া বলিলেন,—"যখন পুলিসের বড় বড় কর্ম্মচারী উহাকে আত্মহত্যা বলিতেছেন না, তখন আমরাই বা বলি কেন?

কালী আত্মহত্যা করে নাই—কোন লোক তাহাকে হত্যা করিয়াছে।"

আ। কি আশ্চর্য্য! কে এমন কাজ করিল, কালীর কে শত্রু ছিল জানেন?

ক। আজ্ঞে না—কাহারও সহিত তাহার কথান্তর হইতে শুনি নাই।

আ। তবে কে তাহাকে খুন করিতে আসিল, কোন্ কোন্ লোকের সঙ্গে কালীর সদ্ভাব ছিল বলিতে পারেন?

"বেশ পারি" এই বলিয়া কম্পাউণ্ডার বাবু একখানি কাগজে কি লিখিলেন। পরে সেই কাগজখানি আমার হস্তে দিলেন। আমি পাঠ করিয়া দেখিলাম, তিনি তাহাতে চারিজন লোকের নাম ও তাহাদের বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছেন। কাগজখানি পকেটে রাখিয়া বলিলাম, "আপনি যে চারিজনের নাম দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কোন লোক হয়ত এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ দিতে পারে।"

কম্পাউণ্ডার বাবু আমার কথায় সায় দিলেন না। তিনি গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম, সেই নাম লেখা কাগজখানি পকেটে রাখিয়াছি বলিয়া হয়ত তিনি আমার উপর সন্দেহ করিয়াছেন।

এই মনে করিয়া আমি তখনই কাগজখানি বাহির করিলাম এবং নামগুলি বারকতক মনে মনে পাঠ করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলাম; পরে হাসিতে হাসিতে কাগজখানি কম্পাউণ্ডার বাবুর সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই চারিজনের মধ্যে কাহার সহিত কালীর অধিক সদ্ভাব ছিল?"

কম্পাউণ্ডার বলিলেন, যাহার নাম সকলের উপরি লেখা আছে সেই সকলের প্রিয়।

আমি হাসিয়া উঠিলাম, এবং অগ্রাহ্যভাবে সেই কাগজখানি কম্পাউণ্ডার বাবুকে ফেরৎ দিলাম, তিনিও আশ্বস্ত হইলেন এবং তখনই গ্রহণ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। আমি যে পূর্ব্বেই উক্ত কাগজে লিখিত সকলের নাম ও ধাম কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

কিছুক্ষণ পরে আমি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রামের দুই স্ত্রীর মধ্যে আপনি কাহাকে সুন্দরী বলেন?"

ক। আমার মতে বড়ই সুন্দরী, তবে তাঁহার বয়স কিছু বেশী।

আমি শশব্যস্তে সে কথায় সায় দিলাম। বলিলাম, "আপন ঠিক কথাই বলিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে আমিও কালীকেই সুন্দরী বলিয়া জানি। নিজে দেখি নাই বটে কিন্তু পাড়ার লোকেরা কালীর বিষয়ে যাহা বলিতেছিল তাহাই শুনিয়াছি।"

বাধা দিয়া কম্পাউণ্ডার বাবু বলিয়া উঠিলেন, "কি করিব বলুন, সে জন্য আর এখন আপশোষ করি কেন? চেষ্টা করিয়াছিলাম, কৃতকার্য্য হই নাই। এখন যাহাকে পাইয়াছি, তাহাকে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকি।"

এই বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন। সেই সময় আমার কোচমান ফিরিয়া আসিল। মেরামতের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে এবং আমাকে তখনই গাত্রোত্থান করিতে অনুরোধ করিল।

আমি গাত্রোত্থান করিলাম দেখিয়া কম্পাউণ্ডার বাবু বাহ্যিক দুঃখিত হইলেন। তিনি আমাকে আরও কিছুক্ষণ সেখানে

বসিয়া গল্প করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত না হইয়া বলিলাম, "আপনার সহিত আলাপ করিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম। শীঘ্রই আবার আমাদের দেখা হইবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ডিস্পেন্সারি হইতে বাহির হইয়া আমি পুনরায় শকটে আরোহণ করিলাম এবং কিছুদূর গমন করিয়া পুনরায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। পরে ধীরে ধীরে সেই কাগজে লিখিত প্রথম ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

লোকটীর নাম হরিদাস। জাতিতে কায়স্থ। কোন সরকারি অপিসে কর্ম্ম করেন। বলা বাহুল্য, আমি সেই ছদ্মবেশেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। সুতরাং তিনিও আমায় পুলিসের লোক বলিয়া চিনিতে পারিলেন না।

কিছুক্ষণ দুই একটা বাজে কথা কহিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের পাড়ায় আজ কিসের গোল?"

হরিদাস বাবু উত্তর করিলেন, "মুচীদের বড় বৌকে কে না কি খুন করিয়া গিয়াছে। পুলিস তাহার অন্বেষণ করিতেছে বটে কিন্তু এখনও আসামীকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই।"

আমি যেন ভয়ানক কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্ত্রীলোক খুন হইয়াছে? তাহার চরিত্র কেমন ছিল?"

হ। যতদূর জানি তাহাতে কালীকে সচ্চরিত্রা বলিয়াই মনে করি। দুঃখীর চরিত্রদোষ আছে বটে কিন্তু কালীর নাই।

আ। কালী কে?

হ। কালীই মুচীদের বড় বৌ, সেই খুন হইয়াছে। দুঃখী ছোট, সে জীবিত আছে।

আ। দুঃখীর চরিত্র ভাল নয় কেমন করিয়া জানিলেন?

হ। সকলেই জানে, তাহার সহিত মনমোহন বাবুর গুপ্ত প্রণয় আছে।

আ। মনমোহন কে?

হ। নিকটবর্ত্তী এক ডিস্পেন্সারির কম্পাউণ্ডার। লোকটা দুঃখীর সর্ব্বনাশ করিতে নিশ্চিন্ত ছিল না। ইদানীং তিনি কালীরও পাছু পাছু ঘুরিতেন। কালী অনেকবার সে কথা আমাদের নিকট বলিয়াছিল, কিন্তু আমরা পর মানুষ, কেন বৃথা পরের কথায় থাকিব।

হরিদাস বাবুকে অতি ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার কথা আমি অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না। এমন কি, তাঁহার নামে যে কলঙ্কের কথা শুনিয়াছিলাম, তাহাও তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে সাহস করিলাম না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আমি ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম এবং তখনই থানায় ফিরিয়া গিয়া ছদ্মবেশ ত্যাগ করিলাম। পরে পুলিসের বেশ পরিধান করতঃ কয়েকজন কনষ্টেবল লইয়া একবারে সেই ডিসপেন্সারিতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, কম্পাউণ্ডার বাবু দুঃখীকে ঘরের ভিতর আনিয়া কত কি গল্প করিতেছেন।

আমি দক্ষিণ হস্তে ক্ষুদ্র পিস্তলটী লইয়া কম্পাউণ্ডারের দিকে লক্ষ্য করিলাম এবং তদ্দণ্ডেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সমভিব্যাহারী কনষ্টেবলগণকে আদেশ করিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনমোহন বাবুর শরীরে অসুরের বল ছিল। চারি পাঁচজন কনষ্টেবল অতি কষ্টে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি মন-মোহনবাবু? আমি সেই ডাক্তার।"

আমার কথার পর কম্পাউণ্ডার বাবু যে ভাবে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহাতে বোধ হইল যে, তাঁহার হস্তদ্বয় আবদ্ধ না হইলে তিনি আমাকে খুন করিতেন।

কম্পাউণ্ডার বাবু কোন কথা কহিলেন না। তিনি কেবল আমার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন দেখিয়া, আমি আবার বলিলাম, "যখন আমি রামের বাড়ীতে তদারক করিতে আসিয়াছিলাম, তখন আপনাকে দুঃখীর সহিত যেভাবে কথা কহিতে শুনিয়াছিলাম, তাহাতে আমার স্পষ্টই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, আপনাদের মধ্যে অবৈধ প্রণয় আছে। কালীর সহিত দুঃখীর প্রায়ই বিবাদ হইত। সুতরাং দুঃখীর আন্তরিক ইচ্ছা, কালী সেখান হইতে দূর হয়, আপনি দুঃখীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া কালীকে খুন করিয়াছেন। কালীর ঘরে যে পদচিহ্ন দেখিয়াছি, তাহার সহিত আপনার পদচিহ্নের কোন প্রভেদ নাই। আপনার পদচিহ্ন ভাল করিয়া দেখিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছিলাম,—আমার গাড়ীখানি ইচ্ছা করিয়াই ভাঙ্গা হইয়াছিল। কালী দুঃখীর চেয়েও সুন্দরী। আপনি দুঃখীকে পাইয়াও কালীর চেষ্টায় ফিরিতেন। কিন্তু কালী তেমন ছিল না। সে সতী লক্ষ্মী, স্বর্গে গিয়াছে। সে আপনার কথায় রাজী হয় নাই। সেই জন্য তাহার উপর আপনার ভয়ানক আক্রোশ ছিল। এই সকল কারণে আপনি সে রাত্রে সুবিধা পাইয়া কালীর ঘরে প্রবেশ করেন এবং সম্ভবতঃ

অন্যায় প্রস্তাব করেন। কালী সম্মতা হয় নাই। তখন আপনি এই রুমালখানি তাহার মুখে চাপা দেন। রুমালখানিতে ক্লোর-ফরম মাখান ছিল। কাজেই কালী অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তখন আপনি স্বহস্তে তাহাকে হত্যা করেন এবং সেই দড়ীতে ঝুলাইয়া রাখেন।" এই বলিয়া রুমালখানি বাহির করিলাম। কম্পাউণ্ডার বাবু তখনও কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া আমি তাঁহাকে লইয়া থানায় ফিরিয়া আসিলাম।

উপসংহার।

থানায় আসিয়া মনমোহন সম্পূর্ণ বশীভূত হইলেন। ভাবিয়া-ছিলাম, তিনি কোন কথাই স্বীকার করিবেন না। হয়ত সকল কথা প্রমাণ করিবার জন্য আবার আমায় বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইবে। কিন্তু সেরূপ কিছুই করিতে হইল না। তিনি সকল কথাই স্বীকার করিলেন।

তিনি বলিলেন, "কালীর উপর আমার বহুদিন হইতেই আক্রোশ ছিল। সে আমার কথায় রাজী হইত না। এমন কি, মধ্যে মধ্যে আমাকে নানাপ্রকার ভয় দেখাইত। তাহার উপর রাগ হইবার আরও একটা কারণ ছিল। সে দুঃখীকে বড় কষ্ট দিত। দুঃখী আমার বড় বাধ্য, আমি তাহাকে যেরূপ বলিতাম, সেও তাহাই করিত। আমাদের ভিতর গুপ্ত প্রণয় ছিল। আমি দুঃখীকে আন্তরিক ভালবাসিতাম এবং কালী যাহাতে তাহাকে উৎপীড়ন করিতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতাম। কিন্তু যতদিন রাম নিকটে ছিল, ততদিন আমি কিছুই করিতে

পারিতাম না। আমিই দুঃখীর সহিত পরামর্শ করিয়া রামকে বেলঘরে পাঠাইয়াছিলাম। দুঃখীর ছেলে হইল না বলিয়া সে মধ্যে মধ্যে বড় দুঃখ করিত। আমি শুনিয়াছিলাম, বেলঘরের পঞ্চানন নামে এক দেবতা আছেন; তাঁহার নিকট অনেক রমণী পুত্র কামনা করিয়া গিয়া থাকে। আমিও দুঃখীকে সেই কথা বলিলাম। সে রাম ও কালীর পুত্রকে লইয়া একদিন প্রত্যুষে চলিয়া গেল। সেই রাত্রে বাড়ীতে কেহ না থাকায়, আমার বেশ সুবিধা হইল। আমি একখানি রুমালে ক্লোরফরম মাখাইয়া কালীর ঘরে প্রবেশ করিলাম। কালী গালাগালি দিতে লাগিল। আমি অনেক মিষ্টকথা বলিলাম, অনেক লোভ দেখাইলাম, শেষে অনেক ভয় দেখাইলাম, কিন্তু কিছুতেই সে সম্মতা হইল না। অগত্যা আমি সেই রুমালের সাহায্যে তাহাকে অজ্ঞান করিয়া গলা টিপিয়া হত্যা করিলাম। শেষে ঐ মৃতদেহের গলায় ফাঁস দিয়া সেই ঘরের আড়কাঠে ঝুলাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। মনে করিয়াছিলাম, কেহ আমার উপর সন্দেহ করিবে না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, সেটা ভুল—পুলিসের অসাধ্য কার্য্য নাই।

যথাসময় বিচার হইয়া গেল। বিচারে মনমোহনের ফাঁসি সাব্যস্ত হইল।

সমাপ্ত।

DETECTIVE STORIES, No 198. দারোগার দপ্তর, ১৯৮ সংখ্যা।

প্রেম-পাগলিনী।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সপ্তদশ বর্ষ।] সন ১৩১৬ সাল। [আশ্বিন।

প্রেম-পাগলিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পশ্চিম গগনে সাঁঝের তারা দেখা দিয়াছে। সেই উজ্জ্বল প্রদীপ্ত আভা দেখিয়াই যেন অপরাপর ক্ষুদ্র তারকানিচয় ক্রমশই ক্ষীণপ্রভ হইয়াছে। সান্ধ্য-সমীরণ গাছের পাতা কাঁপাইয়া, গৃহস্থের গবাক্ষ-পথ দিয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করতঃ সদ্য প্রদীপ্ত প্রদীপ নির্ব্বাণ করিতেছে। কখনও বা প্রসুপ্ত শিশুর কুন্তল-কলাপ দোলাইয়া তাহার অনিন্দ্যসুন্দর ফুল্ল নলিনী সম মুখখানি চুম্বন করিয়া অপরের অগোচরে পলায়ন করিতেছে। আমি থানার প্রশস্ত প্রাঙ্গণ মধ্যে পায়চারি করিতেছি, এমন সময়ে সাহেবের আরদালি আসিয়া আমার হাতে একখানি পত্র দিল।

পত্রখানি পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম, মলঙ্গায় কোন মুসলমানের বাড়ীতে খুন হইয়াছে; আমাকে তখনই তাহার অনুসন্ধানে যাইতে হইবে।

পত্র পাঠ করিয়া আমি একজন কনষ্টেবলকে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিতে বলিলাম। শকট আনীত হইলে আমি সত্বর তাহাতে আরোহণ করিলাম এবং কোচমানকে মলঙ্গায় যাইতে আদেশ করিলাম।

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি মলঙ্গায় উপস্থিত হইলাম। বাড়ী-খানি খুঁজিয়া লইতে আমায় বিশেষ কষ্টও পাইতে হইল না।

কার্য্যস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মুসলমানের বাড়ীখানি কাঁচা—খোলার চাল। বাড়ীর সদর দরজায় দুইজন কনষ্টেবল দণ্ডায়মান ছিল, আমাকে দেখিয়া উভয়েই সেলাম করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে তিনখানি ঘর। একজন কনষ্টেবলও সেখানে মোতায়েন আছে।

তিনখানি ঘরের মধ্যে একখানি শয়ন-ঘর, একখানা রান্না ঘর এবং অপরখানিতে সংসারের যাবতীয় দ্রব্য সঞ্চিত থাকে। আমি প্রথমেই শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ঘরখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। দৈর্ঘে প্রস্থে প্রায় আট হাতের কম নহে। ঘরের একটী দরজা এবং তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানালা ছিল। ঘরের মেঝেয় বিলাতী মাটী (সিমেন্ট) দেওয়া। ভিতরে একখানি কাঁঠাল কাঠের তক্তাপোষ, তাহার উপর একটা ছিন্ন মাদুর, তদুপরি দুইখানি ময়লা কাঁথা, সর্ব্বোপরি একখানা চাদর। বিছানার চারিদিকে চারিটী বালিস ছিল বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে তিনটী ক্ষুদ্র। শয্যার দক্ষিণ দিকে মেঝের উপর কাঁঠাল কাঠের একটা সিন্দুক—উপরে আলকাতরা মাখান। সিন্দুকের উপর একখানি ময়লা আসন, তাহার উপর একটা বৈঠকে দস্তা বাঁধান হুকা। সিন্দুকের পার্শ্বে একখানি জলচৌকির উপর কতক-গুলি বাসন সজ্জিত। ঘরের অপর দিকে একটা সেগুন কাঠের বস্ত্রাধার, তাহাতে তিন চারিখানি ময়লা কাপড়, একটা জামা ও একখানা বৃন্দাবনের চাদর। অপর পার্শ্বে কতকগুলি কড়ির সিকা। এক একটী সিকায় এক একটী রঙ্গিল হাঁড়ী।

শয্যার উপর এক বৃদ্ধের মৃতদেহ। সর্ব্বাঙ্গে একখানি মোটা চাদর দিয়া আবৃত। বৃদ্ধের মুখে তখনও ফেণা; চক্ষু রক্তবর্ণ এবং উন্মীলিত মুখভঙ্গী অতি বিকট। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয়, তাহার বয়স প্রায় ষাইট বৎসর। দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণ কিন্তু জরাগ্রস্ত বলিয়া বোধ হইল না।

গৃহ মধ্যে আরও দুইজন লোক ছিল, উভয়েই রমণী। এক-জনকে যুবতী বলিয়া বোধ হইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত, মুখে ঘোম্‌টা। অপরা প্রৌঢ়া, বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর।

যে পুলিস-কর্ম্মচারী বাড়ীর ভিতরে ছিল, তাহার মুখে শুনিলাম, যে বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার নাম মহম্মদ,—সেই বাড়ীর মালিক। সে আতসবাজী বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। মেছুয়া-বাজারে তাহার একখানি বাজীর দোকান আছে এবং কাঁকুড়গাছিতে একখানি বাগানও জমা আছে। সরকার বাহাদুরের আদেশ মত সেই বাগানেই মহম্মদ আতসবাজী প্রস্তুত করিত। সে নিতান্ত দরিদ্র নহে, আপনার ও পরিবারের ভরণ-পোষণ সংগ্রহ করিতে তাহাকে পরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইত না। বরং সে অপরকে মধ্যে মধ্যে দুই চারি টাকা কর্জ্জ দিয়া উপকার করিত। সেইদিন বেলা দশটার সময় মহম্মদ ভগ্নীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন বেলা প্রায় চারিটা। বাড়ীতে আসিয়াই স্ত্রীর সহিত দুই একটা কথাবার্ত্তার পর সে শয়ন করিয়াছিল। প্রায় এক ঘণ্টার পর হঠাৎ সে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে আরম্ভ করে। তাহার স্ত্রী সেই শব্দ শুনিয়া দৌড়িয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বড়ই ভয় হইল। সে দেখিল, তাহার স্বামী গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে, তাহার মুখ দিয়া

ফেণা নির্গত হইতেছে, তাঁহার চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ হইয়াছে, তাহার দৃষ্টি উপরে উঠিয়াছে, চক্ষুর তারা যেন সদাই ঘুরিতেছে। ভয় পাইলেও সে দুই একবার ডাকিয়াছিল, কিন্তু কোন সাড়া পায় নাই। তাহার ভয় আরও বাড়িয়া উঠিল, সে এক প্রতিবেশিনী— সেই প্রৌঢ়ারমণীকে ডাকিয়া আনিল। উভয়ে মিলিয়া মহম্মদের জ্ঞান উৎপাদনের জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন প্রৌঢ়ার পরামর্শে পুলিসে সংবাদ দেওয়া হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মহম্মদ অধিকক্ষণ জীবিত ছিল না। পুলিসের লোক আসিবার পূর্ব্বেই সে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিল।

পুলিস-কর্ম্মচারীর নিকট হইতে এই সকল কথা শুনিবার পর, স্বয়ং লাস পরীক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম এবং সেই প্রৌঢ়াকে মহম্মদের গাত্রবস্ত্রখানি ধীরে ধীরে তুলিয়া লইতে বলিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় আটটা। আকাশে চন্দ্র নাই, ঘরের মধ্যে সেই জলচৌকির উপর একটি পিত্তলের পিলসুজে মৃত্তিকার প্রদীপ হইতে অতি ক্ষীণ আলোক বাহির হইয়াছিল। সেই আলোকে পরীক্ষার সুবিধা হইবে না জানিয়া, একজন কনষ্টেবলকে একটা আলোক সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই সে একটা প্রকাণ্ড মশাল লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরটী আলোকিত হইল।

মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া কোন স্থানে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। গলদেশ কোনরূপ স্ফীত বলিয়া বোধ হইল না। চক্ষুদ্বয় ঘোর রক্তবর্ণ ও দৃষ্টি উর্দ্ধ হইলেও চক্ষু কোটর হইতে বহির্গত হয় নাই। মুখে তখনও সামান্য ফেণা লাগিয়া ছিল। মুখের ভঙ্গী অতি ভয়ানক। অল্পবয়স্ক বালকবালিকাগণ সে মুখ দেখিয়া আতঙ্কে চীৎকার করিয়া পলায়ন করিবে।

পরীক্ষা দ্বারা যতদূর বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে বিষপানে মৃত্যু বলিয়াই বোধ হইল। এখন কোন্ বিষে তাহার মৃত্যু তাহাই দেখিতে হইবে। উহা আমার অসাধ্য; লাস সরকারি ডাক্তারের নিকট পাঠাইতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই আমাকে কতকগুলি বিষয় জানিতে হইয়াছিল।

পুলিস-কর্ম্মচারীর মুখে শুনিয়াছিলাম, যুবতী সেই বৃদ্ধের স্ত্রী। আমার কেমন সন্দেহ হইল;—বৃদ্ধের বয়স ষাইট বৎসর, যুবতীর বয়স পনর বৎসরের অধিক নহে, বৃদ্ধের বয়সের সিকি অর্থাৎ তাহার পৌত্রীর বয়সের সমান; বড়ই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, বৃদ্ধের কয় বিবাহ? উত্তরে প্রৌঢ়ার মুখে শুনিলাম, শত্রুর মুখে ছাই দিয়া বৃদ্ধ উপর্য্যুপরি চারিটী বিবাহ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুবতী তাহার চতুর্থ স্ত্রী। সৌভাগ্য বশতই বলুন, আর দুর্ভাগ্য বশতই বলুন, মহম্মদের একটীও সন্তান জন্মে নাই।

এই সকল কথা অবগত হইয়া আমি প্রৌঢ়ার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, যাঁহার বাড়ীতে মহম্মদ আজ নিমন্ত্রণে গিয়াছিল, তিনি মহম্মদের কে?

প্রৌ। ভগ্নী।

আ। কেমন ভগ্নী? সহোদরা?

প্রৌঢ়া আমার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। কিন্তু যুবতী ঘোম্‌টার ভিতর হইতে অতি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "হাঁ—মার পেটের বোন।"

যদিও কথাগুলি মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল, তথাপি আমি শুনিতে পাইলাম। প্রৌঢ়াও তখন তাহার কথায় সায় দিয়া বলিল, "হাঁ—হাঁ, রমজানী মহম্মদের মার পেটের বোন।"

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেখানে কি উপলক্ষে এই নিমন্ত্রণ ?"

প্রৌঢ়া এবার আমার কথা বুঝিতে পারিল। সে তখনই উত্তর করিল, "ভগ্নীর বিবাহ।"

আ। কবে ? হইয়া গিয়াছে ?

প্রৌ। না,—এখনও হয় নাই; কার্ত্তিক মাসের আজ চার তারিখ, মাসের দশ দিনে বিবাহ। আজ হইতে আমোদ আহ্লাদ খাওয়া ইত্যাদি আরম্ভ। কিন্তু হায়, মহম্মদের অদৃষ্টে নাই; বেচারার কেন যে এমন হইল, কে বলিতে পারে ?"

আ। আজ কখন মহম্মদ সেখানে গিয়াছিল ?

প্রৌ। ইনি বলিতেছেন, বেলা প্রায় দশটার সময়।

আ। তুমি কে ? তুমি কি এ বাড়ীর লোক নও ?

প্রৌ। আজ্ঞে না—অমি এই পাড়াতেই বাস করি বটে কিন্তু এ বাড়ীর লোক নহি।

আ। তবে তুমি এখানে কেন ?

প্রৌ। যখন মহম্মদের মুখ দিয়া ফেণা বাহির হইতেছিল এবং সে গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছিল, তখনই মালকা ভয়ে আমাকে ডাকিয়া আনিল, আমি সেই সময় হইতেই এখানে আছি।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মাল্কা কে ?"

প্রৌ। মহম্মদের এই স্ত্রীর নাম মাল্কা।

আ। তুমি এখানে আসিয়া কি দেখিলে ?

প্রৌঢ়া যে যে কথা বলিল, পাঠক মহাশয় তাহা পূর্ব্বেই অবগত আছেন।

প্রৌঢ়ার শেষ কথা শুনিয়া আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। মৃতদেহ সত্বর সরকারী ডাক্তারখানায় পাঠাইয়া দিয়া আমি থানায় ফিরিয়া গেলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যখন আমি থানায় ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রৌঢ়ার মুখে পূর্ব্বেই মহম্মদের ভগ্নীপতির নাম ধাম শুনিয়াছিলাম। কিন্তু সেইরাত্রে বরাহনগরে গিয়া বিবাহ-বাড়ীতে উৎপাত করা যুক্তিসিদ্ধ নহে মনে করিয়া, আমি বিশ্রাম করিতে গেলাম।

পরদিন প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একজন কনষ্টেবলকে একখানি গাড়ী ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলাম। গাড়ী আনীত হইলে তাহাতে আরোহণ করিয়া কোচমানকে যথাস্থানে যাইতে বলিলাম।

বেলা ৯টার কিছু পূর্ব্বে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মহম্মদের অবস্থা ভাল না হইলেও তাহার ভগ্নীপতিকে ধনবান

বলিয়া বোধ হইল। তাহার বাড়ীখানি পাকা—নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে এবং দ্বিতল। সম্ভবতঃ সেই বিবাহ উপলক্ষে বাড়ীখানি ভাল করিয়া সংস্কার করা হইয়াছিল। দূর হইতে বাড়ীখানিকে দেখিলে একখানি ছবি বলিয়া বোধ হয়।

বাড়ীর সদর দরজায় দুইজন দরোয়ান উত্তম বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, আমাকে দেখিয়া দুইজনেই সেলাম করিল। প্রতি-নমস্কার করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মুনসী আবদুল সাদেক কোথায় আছেন?"

আবদুল সাদেকের নামটী উচ্চারিত হইবামাত্র একজন দরোয়ান শশব্যস্তে আমাকে লইয়া উপরের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল এবং একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে প্রদর্শন করিয়া আমাকে সেই স্থানে উপবেশন করিতে অনুরোধ করতঃ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

আমি দেখিলাম, ঘরটী ক্ষুদ্র হইলেও বাদসাহীধরণে সজ্জিত। ঘরের মধ্যে ঢালা বিছানা। বিছানার চারিপার্শ্বে আটটী মোটা-সোটা তাকিয়া। চারিটী দেওয়ালে কতকগুলি দেয়ালগিরি, উপরে তিনটী বড় বেলোয়ারী ঝাড়। ঘরের একপার্শ্বে একখানা বড় আয়না—আয়নার উপরে একটা প্রকাণ্ড ঘড়ী। অপর পার্শ্বে একটা দেরাজ, একটা আলমারি ও গোটাকতক সেলফ ছিল।

আমি যখন বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিলাম, তখন দুই-জন লোক গোপনে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন তাহাদের মধ্যে একজন অপরের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন, তখন অপর ব্যক্তি আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন, "মহাশয়, এখানে কাহার অন্বেষণে আসিয়াছেন?"

পরে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এ বিবাহ বাড়ী—আমোদ প্রমোদের জায়গা; এখানে আপনি কেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "মুনসী আবদুল সাদেক কোথায় আছেন? আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

আমার কথা শুনিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরে উত্তর করিলেন, "আমারই নাম আবদুল সাদেক। কন্যার বিবাহ দিতে বসিয়াছি—এমন কোন অন্যায় কার্য্য করি নাই, যাহাতে আমার বাড়ীতে আপনাদের মত লোকের শুভাগমন হইতে পারে।

আ। মলঙ্গায় মহম্মদ নামে আপনার কোন আত্মীয় বাস করেন?

আব। আজ্ঞে হাঁ—আমার শ্যালক।

আ। তাহার অবস্থা কেমন?

আব। বড় ভাল নয়।

আ। কাল তিনি আপনার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ আসিয়াছিলেন কি?

আব। আজ্ঞে হাঁ—কেন?

আ। খুব সম্ভব তাঁহার বিষপানে মৃত্যু হইয়াছে।

মুখ হইতে কথাগুলি নির্গত হইবামাত্র আবদুল সাদেক স্তম্ভিত হইলেন। তিনি চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি! কাল বেলা তিনটার সময় তিনি আহারাদি করিয়া বাড়ীর দিকে গিয়াছিলেন। কি রকমে তাঁহার মৃত্যু হইল?

আ। প্রকৃত ব্যাপার এখনও জানা যায় নাই। তবে বোধ হয়, তিনি বিষপানে মারা পড়িয়াছেন।

আব। কে বিষ দিল?

আ। কেমন করিয়া জানিব? তাহারই সন্ধান করিতেছি। আপনার বাড়ীতে কল্য কত লোক আহার করিয়াছিল?

আব। প্রায় চারিশত।

আ। সকলেই কি একই প্রকার খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন?

আব। আজ্ঞে হাঁ।

আ। আপনার পরিচিত আর কোন লোকের কোন প্রকার অসুখের কথা শুনিয়াছেন?

আব। আজ্ঞে না। ইচ্ছা করেন আপনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায় সিকি লোক আমাদের পল্লীতেই বাস করেন।

আবদুল সাদেকের কথা শুনিয়া আমি কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বেই উপস্থিত কয়েকজন লোক হাসিয়া উঠিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "বলেন কি মহাশয়! আবদুল ধনবান নহে বটে কিন্তু গতকল্য যে সকল খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা অনেক রাজা মহারাজার বাড়ীতেও হয় কি না সন্দেহ।"

আর একজন বলিলেন, "এই ত ঘৃত আজ-কাল অত্যন্ত মহার্ঘ্য, কিন্তু তাহা হইলেও ইনি যে ঘৃত ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার মূল্য প্রতি মন ষাইট টাকা। যিনিই বলুন, আজ-কালের বাজারে দেড় টাকা সেরের ঘৃত দিয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারেন না।"

আর একজন বলিলেন, "আরে রেখে দাও বড়লোক। ঘৃতের গন্ধে বাড়ীতে প্রবেশ করা দায়। এ সে জায়গা নয়।"

শেষোক্ত তিন ব্যক্তি যেরূপ ব্যগ্রতা সহকারে ঐ কথাগুলি

বলিলেন, তাহাতে আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহারাও পূর্ব্বদিন সেইস্থানে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং নিশ্চয়ই পরম পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারাও ত সেই সকল দ্রব্য ভোজন করিয়াছেন?"

প্রথমোক্ত ব্যক্তি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "সে কথা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? যখন খাবারের এত সুখ্যাতি করিতেছি, তখন আমরা যে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম এবং পরিতোষ সহকারে ভক্ষণ করিয়াছি, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।"

আমি বলিলাম, "হাসি তামাসার কথা নয়। বাস্তবিকই মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে এবং আমি তাহারই তদ্বির করিতে আসিয়াছি।"

আমার কথায় সকলেই মলিন হইয়া গেলেন দেখিয়া, আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "সত্য করিয়া বলুন দেখি, আপনারা কোন প্রকার অসুখ বোধ করিতেছেন কি না?"

সকলেই গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে না মহাশয়! যদি তাহা হইত, তাহা হইলে কি আজ আবার আহার করিতে আসিতে পারিতাম?"

কথাটা যুক্তিসিদ্ধ। শারীরিক ব্যাধি থাকিলে, শরীর অসুস্থ হইলে রাজভোগও ভাল লাগে না। আবার ক্ষুধা থাকিলে শাকান্নও সুধাসম জ্ঞান হইয়া থাকে। কি করিব কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া আমি সেই স্থানে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে মুনসী আবদুল সাদেককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! কাল যে সকল পদার্থ আপনার নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আহার করিয়াছিলেন,

তাহার মধ্যে যেগুলি এ বাড়ীতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে কি?"

আব। কেন? থাকিতে পারে বোধ হয়।

আ। সেগুলি পরীক্ষা করিব।

আব। এতগুলি নিমন্ত্রিত লোকের কথায়ও বিশ্বাস হইল না?

আমি কোন উত্তর করিলাম না। আবদুল আন্তরিক বিরক্ত হইলেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাবারগুলি পরীক্ষা না করিলে আর আপনার সন্দেহ ঘুচিবে না?"

আমি গম্ভীর অথচ কর্কশভাবে বলিলাম, "আমার কার্য্য আমি বুঝি। যদি আমার কথার উত্তর দিতে আপনাদের কষ্ট হয়, পরিস্কার বলুন, আমি অন্য উপায়ে ঐ সকল সংবাদ সংগ্রহ করিব।"

আমার কথায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের অত্যন্ত ভয় হইল। তাঁহারা তখন সকলেই আমার তোষামোদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আমি সহজে ভুলিবার পাত্র নয়। কার্য্যসিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাল যে যে খাবার আপনার বাড়ীতে প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং যাহা নিমন্ত্রিত লোকমাত্রেই আহার করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে কি?"

আবদুল সাদেক শশব্যস্তে আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "ঠিক বলিতে পারিলাম না—যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।"

আমি সানন্দে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলাম। তিনিও তখনই বাড়ীর ভিতর গমন করিলেন, এবং সত্বর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ—কিছু কিছু সকলেরই অবশিষ্ট আছে। কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?"

আ। কেন? খাবারগুলি সরকারি ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করাইতে হইবে।

আব। তাহাতে কি হইবে?

আ। উহাতে কোন প্রকার দূষিত পদার্থ মিশ্রিত আছে কি না জানিতে পারা যাইবে। যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে বোঝা যাইবে যে, মহম্মদ সেই বিষমিশ্রিত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াই ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে।

আমার শেষ কথাগুলি আবদুলের বড় ভাল লাগিল না। তিনি আন্তরিক বিরক্ত হইলেন। কিন্তু তখন সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে আত্মসংবরণ করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি মহম্মদ আহার করিবার পর কোন দ্রব্যে সর্প বা কোন বিষাক্ত জীব মুখ দিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনারা কেমন করিয়া জানিবেন, কোন্ বিষে মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, আপনার কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু ইহাও বেশ জানি যে, বক্রী খাদ্য নিশ্চয়ই উত্তমরূপে আবৃত রাখা হইয়াছিল। বিশেষতঃ আপনি যখন মুসলমান, তখন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মুনসী আবদুল সাদেক আমার কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? হিন্দু হইলে সন্দেহ হইত কেন?

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, কথায় বলে, আপনারা নবাবের জাতি; অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আপনাদের সকল কার্য্যই অতি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে।"

আমার কথায় তিনি বিশেষ প্রীত হইলেন, পরে ঈষৎ হাসিতে

হাসিতে বলিলেন, "আপনার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য। খাবারগুলি নিশ্চয়ই আবৃত ছিল। পরীক্ষা করিয়া যে কোন প্রকার অস্বাস্থ্যকর পদার্থ বাহির করিতে পারিবেন, এমত বোধ হয় না।"

আমিও হাসিয়া বলিলাম, না পারিলেই ভাল। আমার এমন ইচ্ছা নহে যে ঐ সকল খাবারের ভিতরেই বিষ আছে ইহা প্রমাণিত হয়। যে কার্য্যের সন্ধানের ভার আমাদের হস্তে পতিত হয়—আমরা সেই কার্য্যের জন্যই দায়ী। সেই জন্যই সকল দিক দেখিয়া আমাদিগকে কার্য্য করিতে হয়। আপনার শ্যালক মহম্মদ যে ভাবে কা'ল এখান হইতে বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছিল এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই যেরূপ গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছিল,—মুখ দিয়া ফেনা নির্গত হইতেছিল, তাহাতে সে যে বিষপানে মারা পড়িয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আর যখন সে এখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া গিয়াই ঐরূপ করিতে করিতে মারা পড়িয়াছে, তখন আপনার বাড়ীর খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিয়াই যে তাহার ঐ দশা ঘটিয়াছে, একথা কে না বলিবে? আপনার মনে যাহাই কেন হউক না, আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করিবই।"

আবদুল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু খাদ্য আনিয়া দিব কি?"

আমি হৃষ্টচিত্তে সম্মতিসূচক উত্তর প্রদান করিলাম। তিনি পুনরায় ভিতরে প্রস্থান করিলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে একজন ভৃত্যের সহিত আমার নিকট আগমন করিলেন। ভৃত্য একখানি বড় থালে করিয়া কতকগুলি উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী লইয়া আসিল।

ভৃত্য খাদ্যদ্রব্যপূর্ণ সেই থালখানি আমার সম্মুখে রাখিয়া প্রস্থান করিলে পর, আবদুল সাদেক অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "একটী অনুরোধ করিব কি?"

আ। কি বলুন ?

আব। যদি খাবারের ভিতর বিষ না থাকে, তাহা হইলে ঐগুলি আপনাদের সাহেবকে ভোজন করিতে দিবেন কি ? আপনি হিন্দু—অবশ্য এ সকল খাদ্য-সামগ্রী আপনার অখাদ্য, হয়ত অস্পৃশ্য।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে না, অখাদ্য বলিবেন না। এ সকল অতি উপাদেয় খাদ্য—কথায় বলে, নবাবীখানা। তবে আমরা হিন্দু—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি, সেই কারণেই আপনাদের স্পৃষ্ট খাবার আমরা ভক্ষণ করি না। বোধ হয়, আপনারাও আমাদের স্পৃষ্টদ্রব্য ভোজন করেন না।"

এইরূপ আরও দুই চারিটা কথাবার্ত্তার পর আমি সেখান হইতে বিদায় লইলাম। কিন্তু যতক্ষণ না আমি সেই খাদ্যদ্রব্য-গুলি আমাদের সাহেবকে দিতে স্বীকৃত হইলাম, ততক্ষণ তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিলেন না।

আবদুল সাদেক অতি ভদ্রলোক। পাছে আমার কষ্ট হয়, এইজন্য তিনি একখানি গাড়ী যোগাড় করিয়া দিলেন। আমি অগ্রে খাদ্য-সামগ্রীগুলি তাহাতে রাখাইয়া নিজে শকটারোহণ করিলাম এবং যথাসময়ে সরকারি ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সরকারি ডাক্তারখানায় সেই খাদ্যদ্রব্যগুলি পরীক্ষার জন্য রাখিয়া এবং মহম্মদের মৃতদেহ পরীক্ষার রিপোর্টের একখানি নকল লইয়া আমি থানায় ফিরিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর স্নানাহার সমান করিলাম, পরে এক নিভৃতস্থানে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম।

ডাক্তারের রিপোর্টে প্রকাশ যে, জল বা জলীয় কোন খাদ্যদ্রব্যে তীব্র সেঁকোবিষ মিশ্রিত থাকায় মহম্মদের অকাল-মৃত্যু ঘটিয়াছে। কোথায় এবং কাহার দ্বারা সে বিষ মিশ্রিত হইল? যেখানে মহম্মদ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল, সেখানে সে যে সকল খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছে, তাহাতে নিশ্চয়ই বিষ নাই, যদি থাকিত, তাহা হইলে আরও অনেকেরই তাহার দশা প্রাপ্ত হইত। যখন তাহা হয় নাই, তখন মহম্মদের ভগ্নীর বাড়ীতে কেবল যে তাহারই খাদ্যে বিষ মিশ্রিত হইয়াছিল, এমন কোন কথা নাই। তবে যদি তাহাকে আদর করিয়া স্বতন্ত্র বসাইয়া কোন লোক খাওয়াইয়া থাকেন, তাহা হইলে সন্দেহের কথা বটে। কিন্তু আবদুল সাদেকের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে মহম্মদের সেরূপ আদর হয় নাই; সে অপরাপর নিমন্ত্রিত লোকদিগের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিয়াছিল, এইরূপই বোধ হইয়াছিল। সুতরাং যদি আবদুল-প্রদত্ত খাবারগুলিতে বিষ না থাকে, যাহা খুব সম্ভব নাই, তাহা হইলে যে সেঁকোবিষ দ্বারা মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে, সে বিষ কোথা

হইতে আসিল? বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া সে কিছু ভক্ষণ করিয়াছিল কি না, তাহা জানা আবশ্যক।

সময়মত সরকারি ডাক্তারখানা হইতে একখানি পত্র আসিল। পত্রখানি আমারই, খুলিয়া পাঠ করত: জানিতে পারিলাম, আবদুল যে খাদ্য-সামগ্রী আমার সহিত পাঠাইয়া দিয়াছেন, সেগুলি বিষ-শূন্য। মহম্মদের বাড়ীতে পুনরায় গমন করার আবশ্যক বিবেচনায় অগ্রসর হইলাম। একবার ভাবিলাম, ছদ্মবেশে যাওয়াই উচিত, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পুলিসের পোষাক পরিয়াই গমন করিলাম।

মলঙ্গালেন নামক গলির শেষপ্রান্তে মহম্মদের বাড়ী। জমীদারের নিকট হইতে জমী খাজনা লইয়া নিজ ব্যয়ে সে সেই খোলার বাড়ী প্রস্তুত করাইয়াছিল। উৎকৃষ্ট আতসবাজী প্রস্তুত করিতে পারিত বলিয়া অনেক সৌখিন লোকের সে পরিচিত ছিল এবং নূতন নূতন বাজী প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিত। মহম্মদের কখনও অর্থের অভাব হয় নাই।

মলঙ্গা লেনে প্রবেশ করিলেই মহম্মদের বাড়ীখানি দেখিতে পাওয়া যায়। আমি দূর হইতে দেখিলাম, এক যুবতী তাহার বাড়ীর সদর দরজায় দাঁড়াইয়া অপরের সহিত হাস্য-পরিহাস করিতেছে। আমার কেমন সন্দেহ হইল, আমি আর অগ্রসর না হইয়া নিকটস্থ এক বাড়ীর দরজার সম্মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। দেখিলাম, একজন যুবক তাহার নিকট গিয়া কি কথা কহিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময় আর একজন লোক সেই গলির ভিতর প্রবেশ করিল। লোকটা যেন পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। আমি

তাহাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাপু! মহম্মদ বাজীওয়ালার বাড়ীর দরজায় ঐ স্ত্রীলোকটীকে চেন?"

সে একবারমাত্র নির্দ্দিষ্ট দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "উনিই মহম্মদের চতুর্থ পত্নী।"

আ। মহম্মদ ত মারা পড়িয়াছে, তাহার স্ত্রীর এত আনন্দ?

লো। উনি আদরের স্ত্রী ছিলেন। স্বামীর ভাল মন্দের সঙ্গে উহার বড় একটা সম্পর্ক নাই।

আ। চরিত্র কেমন?

লো। আপনি স্বচক্ষেই দেখুন। কাল যাহার স্বামী-বিয়োগ হইয়াছে, সে যখন আজ অপর পুরুষের সহিত হাসি তামাসা করিতেছে, তখন আর আমার বলিবার প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আমিও আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া মহম্মদের বাড়ীর দিকে গমন করিলাম।

বাড়ীর দরজার নিকটে যাইবামাত্র সেই যুবক দৌড়িয়া পলায়ন করিল। যুবতীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। আমি একা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম।

কিছুক্ষণ পরে মহম্মদের স্ত্রী এক প্রৌঢ়াকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় তথায় আগমন করিল। আমি তখন প্রৌঢ়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহম্মদের স্ত্রী এইমাত্র কোথায় গিয়াছিল? এ বাড়ীতে যখন একটা হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, তখন সকল সময় একজন লোক এখানে থাকা নিতান্ত আবশ্যক।"

প্রৌঢ়া গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "মালতী এতক্ষণ এখানেই ছিল। আপনাকে দেখিবামাত্র দৌড়িয়া আমাকে ডাকিতে গিয়াছিল।"

আ। কেন? আমি ত আর বাঘ নহি?

প্রৌ। আপনার সহিত কথা কহিতে উহার লজ্জা করে।

আ। কেন? অপরের সহিত কথা কহিতে লজ্জা হয় না?

প্রৌ। মাল্‌কা যুবতী—সে কেমন করিয়া একা আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিবে?

আ। সত্য। কিন্তু আমি যে এইমাত্র উহাকে অপর একজন যুবকের সহিত কথা কহিতে দেখিলাম।

প্রৌঢ়া সহসা কোন উত্তর দিল না। সে মাল্‌কার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কি বলিতেছেন, শুনিতেছ? কাহার সহিত কথা কহিতেছিলে?"

মাল্‌কা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া তখনই উত্তর দিল, "কই—আমি আবার কাহার সহিত কথা কহিয়াছি? আমি ত সেই অবধি কাঁদিয়াই বেড়াইতেছি। আমার কি এখন কথা কহিবার সময়? আমার দশা কি হইবে বল দেখি? আমর ভরণ-পোষণ কোথা হইতে সংগ্রহ করিব, ভাবিয়া দেখ দেখি? বাবুকে দেখিয়াই আমি তোমার কাছে দৌড়িয়া গিয়াছিলাম।"

মাল্‌কা এই কথাগুলি এমনভাবে বলিয়াছিল যে, আমি তাহার সকল কথাই শুনিতে পাইলাম। প্রৌঢ়াকে আর কষ্ট না দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে এখানে যে যুবক দাঁড়াইয়াছিল, সে কে?"

মাল্‌কা নিজেই উত্তর করিল, "তাহার নাম হোসেন। সে আমাদের কর্ত্তাকে "মামা" বলিয়া ডাকিত। সম্বন্ধে আমি তাহার মামী। সে এই বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল বটে। কিন্তু সে আমায় দেখিয়া হাসে নাই।"

আ। তবে কাহাকে দেখিয়া হাসিয়াছিল? সেখানে তখন ত আর কোন লোক ছিল না?

মা। ছিল—আমাদের পার্শ্বের বাড়ীর ছাদে মতিবিবি দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি হোসেনকে বড় ভালবাসেন।

আ। মতিবিবি কে? সধবা কি বিধবা?

মা। সধবা।

আ। বয়স কত?

মা। প্রায় ত্রিশ বৎসর।

আ। হোসেনের বয়সও ত প্রায় ঐরূপ?

মা। আজ্ঞে হাঁ।

আ। মতিবিবির স্বামী কি কার্য্য করেন?

মা। কিছুই নয়। তিনি বড়লোক, পয়সার অভাব নাই।

আমি আর কোন কথা না বলিয়া তখনই তথা হইতে বাহির হইলাম এবং মতিবিবির বাড়ীতে গমন করিলাম। প্রৌঢ়ার নিকট হইতে মতিবিবির স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাঁহার নাম হাফেজআলি।

বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র একজন ভৃত্য আমার নিকট আসিয়া আমার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহাকে হাফেজআলি বাড়ীতে আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলাম।

ভৃত্যের মুখে শুনিলাম, তিনি বাড়ীতে আছেন। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে?"

আমার পুলিসের বেশ দেখিয়াই হউক বা যে কোন কারণে হউক, ভৃত্য তখনই বাড়ীর ভিতর গেল এবং সত্বরে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে পরম সমাদরে উপরে লইয়া গেল।

উপরে উঠিয়াই দেখিলাম, এক প্রকাণ্ড দালান। তাহারই মধ্যস্থলে একখানা প্রকাণ্ড সতরঞ্চের উপর একটা বড় টেবিল। টেবিলের চারিদিকে দশ বারখানি ভাল ভাল চেয়ার। টেবিলের উপর তিন চারিখানি সংবাদপত্র ও পাঁচ ছয়খানি পুস্তক ছিল। তিনজন লোক সেইস্থানে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠে নিযুক্ত ছিলেন। ভৃত্য আমাকে একেবারে সেইখানে লইয়া গেল এবং একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের দিকে চাহিয়া বলিল, "ইনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

ভৃত্যের কথা শেষ হইতে না হইতে উপস্থিত সকলেই চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং অতি যত্ন করিয়া আমাকে একখানি চেয়ারে বসিতে অনুরোধ করিলেন। আমি অগ্রে অতি বিনীত-ভাবে সকলকে বসিতে বলিয়া স্বয়ং নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে উপবেশন করিলাম।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপ-নাদের মধ্যে মুনসী হাফেজআলি কে?"

ভৃত্য যাঁহার দিকে চাহিয়া আমাকে দেখাইয়াছিল, তিনি অতি নম্রভাবে উত্তর করিলেন, "এই হতভাগ্যের নামই হাফেজআলি। বলুন, আপনার কোন্ কার্য্য করিতে হইবে?"

আমি মুসলমানী কায়দা দেখিয়া আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলাম। ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "অমন কথা বলিবেন না, আপনি যদি হতভাগ্য হন, তাহা হইলে পৃথিবীর আর সকলে কি? ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনার যথেষ্ট আছে—উদরান্নের জন্য আপনাকে লালায়িত হইতে হয় না। আপনি যদি হতভাগ্য, তবে এ পৃথিবীতে সৌভাগ্যবান কে?"

হাফেজআলি কেবল ধনবান নহেন, তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনিও হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "অর্থই একমাত্র সৌভাগ্যের কারণ নহে। স্বীকার করি, আমার অর্থ আছে, চাকরি করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হয় না, প্রকাণ্ড বাড়ীতে বাস করিতেছি, উৎকৃষ্ট উপাদেয় খাদ্য ভক্ষণ করিতেছি, কিন্তু তত্রাপিও আমি হতভাগ্য। অর্থ হইলেই যে লোক সৌভাগ্য-বান হয় না, আমিই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।"

হাফেজআলির কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু কেন যে তিনি একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত বিশেষ পুলিস-কর্ম্মচারীর নিকট এত কথা বলিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি যে আন্তরিক অসুখী, তাঁহার মনে যে কোন ভয়ানক দুঃখের আগুন জ্বলিতেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি সাহস করিয়া সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না।

কোন উত্তর করিলাম না দেখিয়া, তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মনের প্রকৃত অসুখ নিবারণ করিবার জন্য অনেক সময় কৃত্রিম আমোদে মত্ত থাকিতে হয়। আমি যে বন্ধু-বান্ধব লইয়া সদাই এইরূপ আনন্দে মত্ত থাকি, সে কেবল আমার মনের অসুখ দূর করিবার জন্য, আমি এ সকল আমোদের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করিতেছি তাহা মনেও করিবেন না।"

হাফেজআলি যে সত্য সত্যই বড়ই ব্যথিত তাহা তাঁহার কথাতেই বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু কেন তিনি এমন কথা বলেন, কেন এত দুঃখ করিতেছেন, তাঁহার এত কষ্ট কি জন্য? এই সকল কথা জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিল। আমি অতি বিনীতভাবে বলিলাম, "আপনার সহিত আমার কিছু

প্রয়োজন আছে। যদি বিরক্ত না হন, তাহা হইলে কিছুক্ষণ নির্জ্জনে আপনার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করি।"

আমার কথায় অপর দুইজন লোক যেন বিরক্ত হইলেন; তাঁহারা আমার দিকে রাগান্বিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু হাফেজআলি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। তিনি আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া গাত্রোত্থান করিলেন; পরে বলিলেন, "আসুন, আমরা পার্শ্বের ঘরে যাই।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যে প্রকোষ্ঠে হাফেজআলি আমাকে লইয়া গেলেন, সে ঘরটী ছোট, কিন্তু এমন সুন্দররূপে সজ্জিত, যেন একখানা ছবি বলিয়া বোধ হয়। ঘরের ভিতর দুইখানি মাত্র বসিবার আসন ছিল, একখানিতে আমাকে বসিতে বলিয়া অপরখানিতে স্বয়ং উপবেশন করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আমি বলিলাম, "আপনার কথা শুনিয়া আপনাকে বড়ই দুঃখিত বলিয়া বোধ হয়। আমিও একটা দুঃসংবাদ লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। এ সময়ে সে কথা আপনাকে জানান উচিত নয়। কিন্তু কি করিব, নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়াই সে কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।"

বাধা দিয়া হাফেজআলি বলিলেন, "আমি যে ভয়ানক অসুখী; আমার ন্যায় হতভাগ্য যে এ জগতে অতি অল্প, তাহা আমার বেশ

জানা আছে, কিন্তু কি করিব? কেবল দুঃখ করিয়া নিজের জীবনের ক্ষতি করি কেন? আপনি যাহা বলিতে আসিয়াছেন, স্বচ্ছন্দে বলুন, আমার কোন আপত্তি নাই।"

আমি বলিলাম, "আপনার কোন প্রতিবেশীর মুখে শুনিলাম, আপনার স্ত্রী ছাদে উঠিয়া অপর এক যুবকের দিকে চাহিয়া হাসিতেছিলেন। কথাটা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

হাফেজআলি হাসিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "এইজন্য আপনি এত কিন্তু হইতেছেন? যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আমি না দেখিলেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।"

হাফেজআলির কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিক নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি স্বামী হইয়া জানিয়া শুনিয়াও যে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন?"

হাসিতে হাসিতে তিনি উত্তর করিলেন, "কি করিব, উপায় নাই।"

আ। সে কি! উপায় নাই?

হা। আজ্ঞে হাঁ—আমার স্ত্রী উন্মাদ পাগলিনী। কত ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম দেখান হইল, কিছুতেই কিছু হইল না।

আ। কোনপ্রকার উৎপাত করেন?

হা। কই, বিশেষ কোন উপদ্রব নাই। কেবল যথা ইচ্ছা গতিবিধি, লজ্জা-সরম কিছুমাত্র নাই, আহার নিদ্রা প্রায় নাই, সদাই মুখে হাসি, কখন কখনও নানাপ্রকার মুখভঙ্গী, এই সকল উপদ্রব আছে।

আ। বাধা দিলে কি করেন?

হা। সর্ব্বনাশ! বাধা দিলেই উপদ্রব। এমন কি আত্ম-হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।

আ। তবে আর তাঁহার চরিত্র-দোষ কোথায়? তিনি ত সতী লক্ষ্মী।

হাফেজ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যেদিন আমার মন হইতে সে বিশ্বাস যাইবে, সেই দিনই যেন আমার মৃত্যু হয়।"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "তবে আপনি সৌভাগ্যবান নয় কিসে?"

পরে বলিলাম, "তেরল নামে এক গ্রাম আছে। সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালীর স্বপ্নাদ্য এক বালা আছে। সেখানে গিয়া সেই বালা পরাইয়া আনিলে পাগল ভাল হয়। অনেকেই সেই বালা পরিয়া আরোগ্য হইয়াছে। আপনি সেই বালা আনিবার চেষ্টা করুন, আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবেন, তাহা হইলেই আপনারও বৈরাগ্য শেষ হইবে।"

হাফেজআলি বড় সরলপ্রকৃতির লোক, তিনি হাসিয়া আমার কথায় সম্মত হইলেন। আমিও কিছুক্ষণ পরে বিদায় প্রার্থনা করিলাম। তিনি কিন্তু সম্মত হইলেন না; বলিলেন, "আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে—যদি অভয় দেন বলিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন।"

তিনি বলিলেন, "আমার স্ত্রীর কথা জানিয়া আপনার লাভ কি? কোন্ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য আপনি এখানে আসিয়াছেন?"

আ। আপনার বাড়ীর নিকটেই মহম্মদ নামে একজন লোক বাস করিত জানেন?

হা। যে হঠাৎ কাল মারা পড়িয়াছে?

আ। আজ্ঞে হাঁ।

হা। বেশ জানি। লোকটার সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয়ও ছিল।

আ। তাহার স্ত্রীর মুখে ঐ কথা শুনিয়া সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।

হাফেজআলি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; পরে বলিলেন, "আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না। একজন সামান্য চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া আপনার মত বিচক্ষণ ব্যক্তি কেন যে এ কষ্ট স্বীকার করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"

আ। সকল কথা না শুনিলে না বুঝিবারই কথা। আমি যখন এই গলির মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হই, তখন মহম্মদের বাড়ীর দরজার সম্মুখে এক রমণীকে অপর এক পুরুষের দিকে চাহিয়া হাসিতে দেখিয়াছিলাম। মহম্মদের স্ত্রীর উপরেই আমার সন্দেহ। কিন্তু সে নিজ দোষ ক্ষালনের জন্য আপনার স্ত্রীর স্কন্ধে উহা চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছিল।

হাফেজআলি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তিনি বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! বিনা অপরাধে একজনের বিরুদ্ধে অপর লোক এমন করিয়াও বলিতে পারে জানিতাম না।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন? তবে কি আপনার স্ত্রী আজ ছাদে যান নাই?"

হা। আজ্ঞে না—সে আজ এখানে নাই।

আ। কোথায়?

হা। পিত্রালয়ে। অন্ধই হউক আর খঞ্জই হউক, সকলেই পিতা মাতার আদরের ধন।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম; পরে বলিমাম, "একথা ত আপনি পূর্ব্বে বলেন নাই। তাহা হইলে আমাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইত না। এখন দেখিতেছি, এ সমস্তই সেই মহম্মদের স্ত্রীর চাতুরী। নতুবা সে কেন আপনার স্ত্রীর উপর মিথ্যা দোষারোপ করিবে। সে যাহা হউক, আপনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মহম্মদের স্ত্রীকে চরিত্রহীনা বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন? তাহার চরিত্রের বিষয় আপনার কিছু জানা আছে কি?"

হা। আমি নিজে কিছুই জানিতাম না। তবে আমার বন্ধুগণের মুখে ঐ প্রকার কথাই শুনিতে পাই।

আ। আপনার সেই বন্ধু কি এখন এখানে উপস্থিত আছেন?

হা। সকলে নাই—তাঁহাদের মধ্যে একজন আছেন।

আ। একবার তাঁহাকে এইখানে ডাকিতে পারেন? এ সকল বড়ই গোপনীয় কথা, সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিলে কার্য্য-হানি হইবার সম্ভাবনা।

হাফেজআলি একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া সেই বাবুকে সেখানে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে আর একজনের সহিত পুনরায় সেই ঘরে উপস্থিত হইল।

হাফেজআলি অগ্রে ভৃত্যকে সেখান হইতে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিয়া আমার দিকে চাহিলেন। পরে বলিলেন, "আমার এই বন্ধুর নাম আমেদআলি। ইনিই আমাকে সেই কথা বলিয়াছিলেন।"

ভৃত্য সেখান হইতে প্রস্থান করিলে পর, আমি আমেদআলির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার বাড়ী কি এই পাড়ায়?"

আমে। আজ্ঞে না—এখান হইতে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার পথ। তবে আমি অধিকাংশ সময়ই এখানে থাকি। এ পাড়ার সকলেই আমার বেশ পরিচিত।"

আমি। আপনি মহম্মদ বাজীওয়ালাকে নিশ্চয়ই চেনেন?

আমে। আজ্ঞে হাঁ—আমি কেন অনেকেই তাহার পরিচিত ছিল। বেচারি কাল হঠাৎ মারা পড়িয়াছে।

আমি। আপনি তাহার স্ত্রী মাল্‌কাকে জানেন?

আমে। বেশ জানি—তাহার মত ধূর্ত্তা রমণী আজ-কালের বাজারে অতি অল্প।

আমি। কেমন করিয়া আপনি তাহার ধূর্ত্ততা জানিতে পারিলেন?

আমে। তাহারই স্বামীর মুখে শুনিয়াছি।

আমি। মহম্মদ কি বলিয়াছিল? সে কি তাহার স্ত্রীর চরিত্র জানিত?

আমে। বেশ জানিত—কিন্তু একে চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী, তাহাতে যুবতী; কিছুতেই মহম্মদ বশীভূত করিতে পারে নাই।

আমি। আপনি স্বচক্ষে কিছু দেখিয়াছেন?

আমে। না দেখিলে কি আপনার মত সম্ভ্রান্ত পুলিস-কর্ম্মচারীর নিকট সাহস করিয়া বলিতে পারিতাম?

আমি। কি দেখিয়াছেন?

আমে। এই পাড়ার অনেক যুবকের সহিত তাহার গুপ্তপ্রেম

আছে। আমি স্বচক্ষে তাহাদিগের সহিত মাল্‌কাকে প্রেমালাপ করিতে দেখিয়াছি।

আমি। তবে কি এখানকার সকলেই তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী?

আমে। আজ্ঞে হাঁ—অনেকেই বটে। তবে দুই একজন কিছু বেশী।

আমি। তাহাদিগকে জানেন?

আমে। আজ্ঞে—একজনকে বেশ চিনি।

আমি। কে সে? তাহার নাম কি?

আমে। হোসেন আলি।

আমি। বাড়ী কোথায়?

আমে। ঠিক জানি না—সে এ পাড়ার লোক নয়।

আমি। হোসেন আলির সহিত মহম্মদের কোন সম্বন্ধ ছিল?

আমেদ আলি হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কোনই সম্পর্ক ছিল না। সাধ করিয়া সে মহম্মদকে মামা বলিয়া ডাকিত।"

আমি আর কোন প্রশ্ন করিলাম না। আমেদ আলিকে বিদায় দিয়া হাফেজ আলির নিকট বিদায় লইলাম এবং নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় মাল্‌কার বাড়ীতে গমন করিলাম।

যখন মহম্মদের বাড়ী দ্বিতীয়বার গমন করিলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, হোসেন আলি সেই প্রৌঢ়ার সহিত কথা কহিতেছে। আমাকে দেখিয়া সকলেই নিস্তব্ধ হইল, দেখিয়া আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না।

কিছুক্ষণ পরেই হোসেন আলি সেখান হইতে প্রস্থান করিল

দেখিয়া, আমি আরও কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিলাম। পরে প্রৌঢ়াকে দুই একটা কথা বলিয়া সত্বর সেখান হইতে বাহির হইলাম।

হোসেন কোথায় যায়, তাহাই আমার জ্ঞাতব্য ছিল। ভাবিয়াছিলাম, পথের বাহির হইয়া তাহাকে দেখিতে পাইব না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই তাহাকে দেখিতে পাইলাম এবং তাহার অগোচরে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম।

হোসেন আলি ক্রমাগত গমন করিয়া সিয়ালদহে একটা অট্টালিকায় প্রবেশ করিল। আমি বাড়ীটা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া থানায় ফিরিয়া আসিলাম এবং সত্বর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া পুনরায় সিয়ালদহে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

হোসেন আলি যে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, সে বাড়ীটী ক্ষুদ্র বটে কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ীর দক্ষিণ দিকে একটী প্রশস্ত বৈঠকখানা। পথ হইতেই সেই বৈঠকখানা দেখিতে পাওয়া যায়।

আমি পথ হইতেই সেই ঘরের ভিতর লক্ষ্য করিলাম। দেখিলাম, দুইজন লোক গোপনে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। কিন্তু কথাগুলি এমন ভাবে উচ্চারিত হইতেছিল যে, আমি পথ হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছিলাম। কথাগুলি শুনিয়া আমার কৌতূহল এত বৃদ্ধি হইল যে, আমি তখন বাড়ীর ভিতর প্রবেশ না করিয়া গোপনে সেই সকল বিষয় শুনিতে মনস্থ করিলাম।

যে দুইজন কথা কহিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনকে হোসেন আলি বলিয়াই বোধ হইল। অপর ব্যক্তি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। হোসেনআলিকে আমি বলিতে শুনিলাম,

"বড় বিষম বিপদেই পড়িলাম। কেমন করিয়া আমি বিশ্বাস করিয়া তাহাকে বিবাহ করিব? স্বামি বর্ত্তমানে যাহার এমন চরিত্র, তাহাকে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?"

অপর ব্যক্তি হাসিয়া উঠিলেন, তিনি বলিলেন, "তোমার মত পাগল ত আর কখনও দেখি নাই। যে কাজ সে করিয়াছে, তাহাতে কোন্ ভদ্র পরিবার তাহাকে গৃহে লইবে? তুমি নিকা করিলেও তাহাকে এ বাড়ীতে আনিতে পারিবে না।"

হো। কেন?

আ। আমরা এ বাড়ীতে তাহার মত স্ত্রীলোককে স্থান দিব না। কুসংসর্গে থাকিয়া শেষে কি আমাদের বাড়ীর মহিলারা পর্য্যন্ত নষ্ট হইবে?

হো। তবে আমি মুখ দেখাইব কেমন করিয়া?

আ। কাহার নিকট তোমার মুখ দেখাইতে ভয়?

হো। যাহার কথা বলিতেছি।

অপরিচিত ব্যক্তি উচ্চহাস্য করিলেন। পরে বলিলেন, "কুলটার সহিত যত সম্বন্ধ না রাখিবে, ততই মঙ্গল। তাহার নিকট তোমার আর মুখ দেখাইবার প্রয়োজন কি?"

হো। সে কি কথা? মরদ কি বাত, হাতী কি দাঁত, নিজের মান নিজের নিকট। একবার দেখা করিয়া মনের কথা ব্যক্ত না করিলে আমি কিছুতেই সন্তুষ্ট হইব না।

অ। তোমাদের কি প্রকার কথা হইয়াছিল বল দেখি? তাহার পর কি কর্ত্তব্য আমি বলিয়া দিতেছি।

হোসেন বলিল, "একদিন মালকা কথায় কথায় বলিয়াছিল, "তাহার স্বামী বৃদ্ধ, নিশ্চয়ই শীঘ্র মারা পড়িবে। অল্প বয়সেই

তাহাকে বিধবা হইতে হইবে। যখন সে দিন উপস্থিত হইবে, আমি তাহাকে নিকা করিব কি? আমি তাহাকে বড়ই ভালবাসি। সেও আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে। যে ভাবে সে ঐ কথাগুলি বলিল, তাহাতে আমি সম্মত হইলাম, বলিলাম, যদি সে দিন উপস্থিত হয়, নিশ্চয়ই নিকা করিব। এখন সে দিন উপস্থিত, আমি কথামত ও কার্য্য না করিলে তাহার নিকট হেয় হইতে হইবে।"

অপর ব্যক্তি হোসেনের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার মত মূর্খ আর কয়জন আছে? যখন রমণী পূর্ব্বেই ঐ কথা বলিয়াছে, তখন তাহার স্বামীর হঠাৎ মৃত্যুর উপর তোমার কি কোনরূপ সন্দেহ হয় না? কত দিন পূর্ব্বে সে এ সকল কথা বলিয়েছিল মনে আছে?"

"হোসেন কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, প্রায় মাসখানেক পূর্ব্বে।"

অ। তবে? তোমার ঘটে কি এই সামান্য বুদ্ধিও নাই?

বৈঠকখানার ভিতর একটী কেরোসিন ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। তাহারই আলোকে দেখিলাম, হোসেন তাহার বন্ধুর কথা শুনিয়া চমকিত হইল। কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনাশ তাহাও কি সম্ভব? না না খোদাবক্স, তুমি অন্যায় সন্দেহ করিতেছ?"

খোদাবক্স বলিলেন, তোমার মনে ত সেইরূপই হইবে। প্রেম তোমায় অন্ধ করিয়াছে। প্রেমিক কি প্রেমিকার অপরাধ দেখিতে পায়? কিন্তু যদি এ সকল পুলিসে জানিতে পারে, তাহা হইলে এখনই তোমার একটা সুবিধা হইয়া যায়।

হোসেন সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "কি সুবিধা?"

খো। মালকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সুবিধা।

হো। মাল্‌কা আর আমি ছাড়া ঐ সকল কথা আর কেহ জানে না।

খো। এইবার আমি জানিলাম।

হো। তুমি কিছু পুলিসে বলিতেছ না।

খো। তোমায় রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইলে করিতে হইবে।

হো। আমায় রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইবে না। আমি মাল্‌কাকে বিবাহ করিব না।

খোদাবক্স স্তম্ভিত হইলেন। কিছুক্ষণ কোন কথা কহিলেন না। পরে হোসেন আলির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেন ভাই! সহসা এ পরিবর্ত্তন কেন?"

হোসেন খোদাবক্সের নিকট সারিয়া গেল, পরে কানে কানে কি কথা বলিল; আমি বাহিরে থাকিয়া সে কথা শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু সে কথা শুনিয়া খোদাবক্স বলিয়া উঠিলেন "তবে? এ যে বিষম কথা, আমার সন্দেহ যে ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হোসেন আলি সে কথার উত্তর না দিয়া অন্য কথার অবতারণা করিল। তাহার বন্ধুও সেই কথায় যোগ দিলেন। কাজেই মালকার কথা আর কিছুই শুনিতে পাইলাম না।

প্রায় দশ মিনিট আন্দাজ একটী জানালার পার্শ্বে লুকাইয়া যখন পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি শুনিলাম, তখন ভাবিলাম, এতক্ষণে বোধ হয় প্রকৃত সূত্র পাইবার আশা হইল।

সুযোগ বুঝিয়া আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম এবং সেই বৈঠকখানার দ্বার সমীপে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়, হোসেন আলি কাহার নাম? শুনিলাম, তিনি এই বাড়ীতেই বাস করেন।"

হোসেনআলি স্বয়ং দাঁড়াইয়া আমার অভ্যর্থনা করিলেন এবং অতি যত্নের সহিত নিকটে বসিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমার দিকে চাহিয়া অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনার কোন্ কার্য্য করিব বলুন?"

আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মলঙ্গায় মহম্মদ নামে আপনার না কি এক মাতুল বাস করেন। গত কল্য তাহার সহসা মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়াছেন বোধ হয়?"

হোসেনআলি সায় দিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, শুনিয়াছি বটে, মহম্মদ নামে আমাদের এক মুসলমান সহসা মারা পড়িয়াছেন। কিন্তু তিনি আমার মাতুল নহেন।"

আ। তবে মহম্মদের প্রতিবেশীগণ সে কথা বলে কেন? আপনি নিশ্চয়ই মাতুল সম্বোধন করিতেন।

হোসেন আলি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, করিতাম বটে।"

আ। তবে আপনার সহিত সে বাড়ীর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে!

হো। সে কি?

আ। সেখানে যাতায়াত, আলাপ পরিচয় ইত্যাদি আছে?

হোসেন আলি আমার দিকে তীব্রকটাক্ষপাত করিলেন। পরে বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, মধ্যে মধ্যে সেখানে যাই বটে।"

আ। আপনার সহিত আপনার মাতুলানীরও সদ্ভাব আছে?

হোসেনআলি রাগান্বিত হইলেন। খোদাবক্স আমার দিকে জ্বলন্তদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হোসেনআলি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে সকল কথায় আপনার প্রয়োজন কি? আপনি কে? কেনই বা এরূপ অযাচিতভাবে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। বলিয়া উঠিলাম, "আমি একজন পুলিসের লোক। আপনারা এই কতক্ষণ ঐ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিতেছিলেন, আমি সেই সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়াছি, যদি সকল কথা পুনরায় না বলেন, তাহা হইলে আমায় অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।"

আমার কথা শুনিয়া উভয়েই স্তম্ভিত হইলেন। উভয়েরই মুখ মলিন হইয়া গেল। মুখ দিয়া কোন কথা বহির্গত হইল না।

কিছুক্ষণ পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এখন আপনারা সহজে সকল কথা বলিবেন কি না তাহা ব্যক্ত করুন।"

হোসেন আলি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যদি গোপনে আমার সকল কথাই শুনিয়া থাকেন, তবে আবার শুনিতে চাহিতেছেন কেন?"

আ। কারণ আছে—মালকাকে আপনি বিবাহ করিবেন না কেন?

হো। সে কথা আপনাকে বলিব কেন?

আ। আপনারই উপকারের জন্য। আপনি জানেন না যে, মহম্মদের মৃত্যুর জন্য অনেকে আপনার উপরই সন্দেহ করিতেছে।

হোসেনআলি চমকিত হইলেন। তিনি শশব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? তাহাদের এ অন্যায় সন্দেহের কারণ কি?

আ। অন্যায় কিসে? মহম্মদ না মরিলে যখন আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, তখন তাহাকে হত্যা করিয়া কণ্টক যে একেবারে দূর করেন নাই, সে কথা কে বলিবে?

হোসেনআলি আমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। তিনি অসহায় ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনাকে ও সকল কথা বলিল?"

আমি গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলাম, "সে কথায় আপনার প্রয়োজন কি? যদি আপনার দোষ না থাকে, তাহা হইলে আপনার এরূপ ভয়েরই বা কারণ কি?"

হো। ভয়? যথেষ্ট আছে। আপনারা পুলিসের লোক, সামান্য সূত্র পাইলে এখনই একটা ভয়ানক কাণ্ড বাধাইবেন।

আ। আপনার কোন ভয় নাই। যদি আপনি প্রকৃত নির্দ্দোষী হন, তাহা হইলে আমার দ্বারা আপনার কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

হো। আপনি কি জানিতে চান বলুন, আমি যথাসাধ্য উত্তর দিব। আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, মহম্মদের মৃত্যুর বিষয় আমি কিছুই জানি না।

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি হালেমাকে বিবাহ করিতে কি স্বীকার করিয়াছিলেন?"

হো। আজ্ঞে হাঁ।

আ। এখনও রাজী আছেন?

হো। না।

আ। কেন?

হো। তাহার চরিত্র ভাল নয়। যে আপনার স্বামীর উপর সন্তুষ্ট না হইয়া পর-পুরুষের উপর নজর দেয়, তাহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিব না।

আ। মাল্‌কা আপনাকেই ভালবাসে। আপনার জন্যই কুলটা বলিয়া তাহার অখ্যাতি হইয়াছে।

হোসেন হাসিয়া উঠিলেন। পরে বলিলেন, আমিও পূর্ব্বে সেইরূপ ভাবিতাম। কিন্তু এখন আমার চক্ষু ফুটিয়াছে। সে আরও একজনকে আমা অপেক্ষাও ভালবাসে।

আ। তবে কি মাল্‌কা আপনার সহিত বিবাহ করিয়া অপরের সহিত গোপনে প্রণয় করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন?

হো। আজ্ঞে হাঁ—আমিত এখন সেইরূপই বুঝিয়াছি।

আ। মাল্‌কা কাহাকে এত ভালবাসে বলিতে পারেন?

হো। আব্বাস আলি নামে মহম্মদের একজন কারিকরের সহিত তাহার গুপ্ত প্রেম আছে।

আ। আব্বাসআলি থাকে কোথায়?

হো। কাঁকুড়গাছিতে মহম্মদের যে বাগান আছে, সেই বাগানে থাকে?

আমি কিছুক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে সেখানে লইয়া যাইতে পারেন?

হোসেনআলি সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, "চলুন, এই

সময়ে সে নিশ্চয়ই সেখানে আছে।”

আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পথে আসিয়া সৌভাগ্যক্রমে একখানা গাড়ী দেখিতে পাইলাম। বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা উভয়ে তাহাঁতে আরোহণ করিলাম, পরে কোচমানকে কাঁকুড়গাছি যাইতে বলিয়া দিলাম।

মানিকতলার পোল পার হইয়া গাড়ীখানি ক্রমাগত পূর্ব্ব-মুখে অন্ধকারময় পথ দিয়া যাইতে লাগিল এবং প্রায় এক ঘণ্টার পর একখানি প্রকাণ্ড বাগানের ফটকে আসিয়া থামিল। হোসেনআলি আমাকে সেই স্থানে অবতরণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং স্বয়ং ধীরে ধীরে সেই বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমিও গাড়ী হইতে সত্বর অবতরণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

কিছু দূর যাইলে পর একটী আলোক আমার দৃষ্টিগোচর হইল। আমরা অন্ধকারময় পথের উপর দিয়া সেই আলোক লক্ষ্য করতঃ গমন করিতে লাগিলাম।

যখন সেই আলোকের নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন দেখিলাম, বাগানের ভিতর একখানি ক্ষুদ্রকুটীর হইতেই ঐ আলোক বাহির হইতেছিল। তখন অতি সন্তর্পণে উভয়ে সেই কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে কুটীরের সেই দিকে একটী ক্ষুদ্র

জানালা খোলা ছিল. আমি সেই জানালার নিকট দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া ভিতরে দেখিলাম। যাহা আমার দৃষ্টিগোচর হইল, তাহাতে মাল্কাই যে মহম্মদকে খুন করিয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম; এবং আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া হোসেনআলিকে তথায় রাখিয়া আমি একাই ভিতর প্রবেশ করিলাম।

ভিতরে চাহিয়া দেখিলাম, মাল্কা একজন অপর পুরুষের সহিত কথা কহিতেছে। মালকা যদিও অনেকবার আমাকে দেখিয়াছিল, তত্রাপি ছদ্মবেশে ছিলাম বলিয়া সে তখন আমাকে চিনিতে পারিল না, কিন্তু আমি ও আত্ম পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। অতি কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, মাল্কা! তুমি এই রাত্রে এখানে কেন?

আমার চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া হোসেনআলি বেগে সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সত্যই সত্যই মালকাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, কি সর্ব্বনাশ! এই রাত্রে এতদূরে আসিয়া কি কার্য্য করিতেছ? কাল তোমার স্বামীর সহসা মৃত্যু হইল, আর আজ কি না এই রাত্রিকালে স্বচ্ছন্দে এতদূরে আসিয়া একজন পরপুরুষের সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছ? এই জন্যেই বুঝি তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে? এখন তোমাদের সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পারিয়াছি।"

মাল্কা কোন উত্তর করিল না। সে অবনতমস্তকে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন আমি সেই যুবককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি বাপু? এই কুটীরখানি কাহার?"

যুবককে বলবান বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু আমার কর্কশ কথায় সে কোন উচ্চবাচ্য করিল না। অতি ধীরে ধীরে বলিল,

"আমার নাম আব্বাসআলি—আমি মহম্মদের একজন কারিকর। এই কুটীরে আমি বাস করি।"

আ। এ বাগান কার?

আব্বাস। মহম্মদেরই জমা আছে। এই বাগানেই আতস-বাজী প্রস্তুত হইত।

আ। এখানে কেন?

আব্বাস। সহরের ভিতর আতসবাজী প্রস্তুত করিবার হুকুম নাই।

আমি যদিও সে কথা জানিতাম, তথাপি বলিলাম, "সত্য না কি?"

আব্বাস। আজ্ঞে হাঁ।

আ। এখন বল দেখি, মালকার সহিত গোপনে কি পরামর্শ করিতেছ? কোন কথা গোপন করিও না—আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমাদের সকল কথাই শুনিয়াছি।

এই কথা আমার মুখ হইতে বহির্গত হইবামাত্র মাল্‌কা আমার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। পরে আমার পদতলে পড়িয়া, দুইহস্তে আমার পদদ্বয় জড়াইয়া বলিল, "এ যাত্রা আমায় রক্ষা করুন। আপনারা যে সন্ধান করিয়া এতদূর আসিবেন, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

আমি রাগান্বিত হইয়া অতি কর্কশভাবে পুনরায় বলিলাম, "রক্ষার কথা এখন ছাড়িয়া দাও। যদি মঙ্গল চাও, পরিষ্কার করিয়া সকল কথা বল। সেঁকো বিষ কোথায় পাইলে?"

মালকা প্রথমে কিছুতেই স্বীকার করিল না, অবশেষে অনেক ভয় দেখাইবার পর বলিল, "এই আব্বাসই আমাকে বিষ দিয়াছিল

এবং ইহারই পরামর্শে আমি জলের সহিত সেই বিষ মিশাইয়া আমার স্বামীকে পান করিতে দিয়াছিলাম।"

আব্বাসকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। সে মাল্‌কার সকল কথাই স্বীকার করিল। পরে বলিল, "কখন কখনও উৎকৃষ্ট রংমশাল প্রস্তুত করিবার জন্য সেঁকো বিষের আবশ্যক হয়, মহম্মদের নিকট ঐ বিষ থাকিত। আমি তাহার কিয়দংশ একদিন চুরি করিয়াছিলাম। তাহার পর মাল্‌কার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাকে ঐ পরামর্শ দিয়াছিলাম।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মাল্‌কার দুঃখ কি?"

আব্বাসআলি বলিল, "বৃদ্ধের স্ত্রী বলিয়াই মাল্‌কার দুঃখ।"

আ। তোমার সহিত মাল্‌কার সম্বন্ধ কি?

আব্বাস। কিছুই নয়। আমি তাহার স্বামীর চাকর এই সম্বন্ধ।

আ। আর কিছুই নয়? তোমাদের ভিতর কি গুপ্ত প্রণয় নাই? মাল্‌কা বড় সামান্যা স্ত্রীলোক নয়। মহম্মদের মৃত্যুর পর সে হোসেনকে বিবাহ করিবে বলিয়াছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আবার তোমার সহিতও গুপ্তপ্রেমে মগ্ন ছিল।"

এই বলিয়া আমি পুনরায় মাল্‌কার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহম্মদকে তবে তুমিই বিষ-মিশ্রিত জল পান করিতে দিয়াছিলে?"

মাল্‌কা যখন দেখিল যে, আমি সকল কথাই জানিতে পারিয়াছি, তখন সে আর কোন কথা লুকাইতে চেষ্টা করিল না। সে স্পষ্ট করিয়া বলিল, "হাঁ—আমিই দিয়াছিলাম, এখন আর

আমার যন্ত্রণা সহ্য হইতেছে না। আপনারা আমার ফাঁসি দিন।"

আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া তখনই মালকা, আব্বাসআলি ও হোসেনআলিকে লইয়া রাত্রি প্রায় দশটার সময় থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

সময়মত এই মোকদ্দমার বিচার হইয়া গেল। বিচারে মালকা ও আব্বাসআলি উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইল।

সমাপ্ত।

কার্ত্তিক মাসের সংখ্যা

"মরণে মুক্তি"

যন্ত্রস্থ।

DETECTIVE STORIES, No 199. দারোগার দপ্তর, ১৯৯ সংখ্যা।

মরণে মুক্তি।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সপ্তদশ বর্ষ।] সন ১৩১৬ সাল। [কার্ত্তিক।

মরণে-মুক্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেলা দশটার সময় একটা চোরাই মালের সন্ধানে বাহির হইতেছি, এমন সময় সংবাদ পাইলাম, কাশীপুর রোডে একটা ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে এবং তাহারই তদ্বির করিবার জন্য আমাকে তখনই কাশীপুরে যাইতে হইবে। অগত্যা যে কার্য্যে যাইতেছিলাম, তাহা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখিলাম এবং একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ী করিয়া কাশীপুরাভিমুখে যাইতে লাগিলাম।

বেলা দশটা বাজিয়াছে, স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ পুস্তক লইয়া দলে দলে গল্প করিতে করিতে রাজপথ দিয়া গমন করিতেছে, কেরাণীর দল হাসিতে হাসিতে কেহ বা পদব্রজে কেহ বা ট্রামের সাহায্যে আপন আপন আফিসের দিকে ছুটিতেছেন, ভাড়াটিয়া গাড়ীর কোচমানগণ হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করিলেও সেদিকে কেহই ভ্রুক্ষেপ করিতেছেন না। আমি একা সেই গাড়ীতে বসিয়া কত কি চিন্তা করিতে করিতে প্রায় একঘণ্টার পর কাশীপুরে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

অট্টালিকার দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দেখিলাম, বাড়ীখানি প্রকাণ্ড ও দ্বিতল। বহির্দ্দেশে দুইজন দ্বারবান একখানি বেঞ্চের উপর অতি বিমর্ষভাবে বসিয়া ছিল। একজন কনষ্টেবল তাহাদের নিকট বসিয়া অতি মৃদুস্বরে কি কথা কহিতেছিল। আমাকে দেখিয়াই সে দাঁড়াইয়া উঠিল, এক সুদীর্ঘ সেলাম করিল, পরে আমাকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। দ্বারবানদ্বয়ের মধ্যে একজন আমাদের অনুসরণ করিল। অপর ব্যক্তি দ্বারদেশে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত রহিল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাড়ীর লোককে দেখিতে পাইলাম না। কেবল একজন সরকার আমার নিকটে আসিল। তাহার আকৃতি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, সেও অত্যন্ত শোকান্বিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি? বাড়ীর বাবুরা কোথায়?"

সরকার অতি বিমর্ষভাবে উত্তর করিল, "আমার নাম হরিদাস। আমি এ বাড়ীর সরকার। বাবুদের মধ্যে কর্ত্তাবাবুই মারা গিয়াছেন। বড় দাদাবাবুকে সন্দেহ করিয়া পুলিসে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। ছোট দাদাবাবু এখনও আসিয়া পঁহুছান নাই। এখান হইতে তার পাঠান হইয়াছে, তিনি শীঘ্র আসিয়া পড়িবেন।"

আমি আন্তরিক বিরক্ত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবুদের মধ্যে কি কেহই বাড়ীতে নাই?"

সরকার কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "ছোট দাদাবাবুর একজন বন্ধু এ বাড়ীতে আছেন। কিন্তু আজ প্রাতঃকাল হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না।"

আ। বাড়ীতে কয়জন লোক?"

স। কর্ত্তাবাবু—যিনি মারা গিয়াছেন। তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র;

জ্যেষ্ঠের নাম সত্যেন্দ্র, কনিষ্ঠের নাম নগেন্দ্র। এক ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ—নাম সরযূবালা, সত্যেন্দ্রবাবুর স্ত্রী। নরেন্দ্রনাথ এখনও অবিবাহিত। ইঁহারা ভিন্ন, গিন্নির দূর-সম্পর্কীয় এক ভগিনী আছেন। আর সম্প্রতি নগেন্দ্রবাবুর এক বন্ধু কিছুদিনের জন্য এখানে বাস করিতেছেন।

আ। নগেন্দ্রবাবুর বন্ধুটীর নাম কি ?

স। অহীন্দ্রনাথ।

আ। তাঁহার আদি নিবাস ?

স। শুনিয়াছি ঢাকায়।

এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় স্থানীয় থানার দারোগা বাবু তথায় আগমন করিলেন এবং আমায় দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যখন হত্যাকারী গ্রেপ্তার হইয়াছে, তখন আর আপনাকে বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হইবে না।"

আমি ত হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "রাত্রি প্রায় দুইটার সময় একজন ভৃত্য থানায় গিয়া সংবাদ দিল, রাধামাধব বাবুকে কে খুন করিয়াছে। রাধামাধব বাবু এখানকার একজন মাননীয় লোক। এখানকার সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকেন। তাঁহাকে খুন করিয়াছে শুনিয়া আমি তখনই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং সেই ভৃত্যের সহিত একেবারে বাবুর শয়ন-গৃহে গমন করিলাম। দ্বারদেশে উপনীত হইবামাত্র সহসা সেই গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ শানিত রক্তাক্ত ছোরা হস্তে বাহির হইলেন। সত্যেন্দ্রবাবু আমার পরিচিত—তাঁহার তৎকালীন বিমর্ষ মুখ, সশঙ্কিত ভাব ও পলায়নের চেষ্টা

দেখিয়া আমি তাঁহাকেই দোষী বলিয়া সন্দেহ করিলাম এবং তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় চালান দিলাম। তাহার পর গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া চারিদিক ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলাম। দ্বার রুদ্ধ করিয়া হেড আফিসে টেলিগ্রাম করিলাম। এখন আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, আমায় যেমন আদেশ করিবেন, সেইমত কার্য্য করিব।"

দারোগাবাবু আমার পরিচিত ছিলেন। আমি তাঁহার কথায় তখন কোন কথা বলিলাম না। প্রথমেই রাধামাধব বাবুর শয়নকক্ষ পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল। আমি তখনই নিজ অভিপ্রায় দারোগাবাবুর কর্ণগোচর করিলাম। তিনিও দ্বিরুক্তি না করিয়া আমায় সেই গৃহে লইয়া গেলেন।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরখানি বেশ বড়। দৈর্ঘ্যে প্রায় বার হাত, প্রস্থেও দশ হাতের কম নয়। ঘরে একটী দরজা বটে, কিন্তু আটটী বড় বড় জানালা ছিল। আসবাবের মধ্যে একখানি অতি সুন্দর মূল্যবান খাট, তাহার উপর দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যা। সেই শয্যার উপর রাধামাধব বাবুর রক্তাক্ত দেহ। ঘরের অপর পার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড আলমারি; তাহার দুইপার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্র দেরাজ। একটী দেরাজের উপর একখানা প্রকাণ্ড আয়না, অপরটীর উপর একটী বিলাতী ঘড়ী। ঘরের মধ্যে তিনচারিটী আলোকাধার। সমুদয় মেঝের উপর মাদুর পাতা।

প্রথমেই মৃতদেহ পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম, কোন শাণিত ছোরার আঘাতেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। পৃষ্ঠের এমন স্থানে আঘাত করা হইয়াছে যে, সেই এক আঘাতেই তাঁহার প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করিয়াছে। আঘাতের অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই

বোধ হইল যে, রাধামাধব বাবুর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই হত্যাকারী সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাঁহার পশ্চাৎ দিক হইতে সজোরে এক আঘাত করিয়াছিল।

এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া আমি দারোগা বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সত্যেন্দ্রনাথ কি নিজদোষ স্বীকার করিয়াছেন ?"

দারোগা বাবু অগ্রাহ্য ভাবে উত্তর করিলেন, "না করিলেও তিনি যে হত্যাকারী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

আমি বিরক্ত হইলাম। পরে দারোগা বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি কি বলিয়াছেন সেই কথা বলুন ? আমি আপনার সন্দেহের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না।"

দারোগা বাবু অপ্রতিভ হইলেন। তিনি বলিলেন, "আজ্ঞে তিনি ত আপনাকে নির্দ্দোষীই বলিবেন। তিনি বলেন, সহসা "খুন করিল" "খুন করিল" এই শব্দ শুনিয়া তিনি আপনার গৃহ হইতে বহির্গত হন এবং তখনই চারিদিক অন্বেষণ করেন। কিন্তু কোথাও কাহাকে দেখিতে না পাইয়া যেমন পুনরায় নিজ গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার মাসীমা আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহার জ্যেঠামহাশয়কে কোন লোক হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তিনি তখনই তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া থানায় সংবাদ পাঠাইয়া দেন। পরে যখন তিনি তাঁহার জ্যেঠামহাশয়ের ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন, সেই সময়ে একখানি শাণিত ছোরা মেঝের উপর দেখিতে পান। ছোরাখানি তুলিয়া লইয়া যেমন তিনি সেই ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে আমি আসিয়া উপস্থিত হই।"

এই বলিয়া দারোগা বাবু ঈষৎ হাস্য করিলেন। পরে বলিলেন,

"আমি ত সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তাঁহার মুখের অবস্থা ও সদাই ভীতিভাব দেখিয়া তাঁহাকেই হত্যাকারী বলিয়া স্থির করিয়াছি।"

আ। বাড়ীর আর কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ?

দা। বাড়ীতে আর কোন পুরুষমানুষ নাই; কেবল চাকর নফরের কথায় বিশ্বাস করিয়া কোন কাজ করা যায় না। বাড়ীর সরকার হরিদাসের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে সত্যেন্দ্রনাথের উপরই অধিক সন্দেহ হয়।

আ। হরিদাস কি বলিয়াছিল ?

দা। সত্যেন্দ্রনাথের সহিত রাধামাধব বাবুর সম্প্রতি ভয়ানক কলহ হইয়াছিল। তাহাতে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার জ্যেঠামহাশয়কে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করেন এবং রাধামাধব বাবু সত্যেন্দ্রনাথকে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

আ। তবে আবার সত্যেন্দ্রনাথ এ বাড়ীতে আসিলেন কিরূপে ?

দা। রাধামাধব বাবু তাঁহাকে দূর করিয়া দিলে কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় জ্যেঠামহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বাড়ীতে বাস করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আ। নগেন্দ্রনাথের একজন বন্ধু না কি এ বাড়ীতে বাস করেন ?

দারোগা বাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি! কে আপনাকে এ সংবাদ দিল ?"

আ। কেন? হরিদাস—বাড়ীর সরকার। বোধ হয় আপনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই।

দা। না জানিলে কেমন করিয়াই বা জিজ্ঞাসা করিব?

আ। আমিও জানিতাম না—তবে বাড়ীতে কয়জন লোক জিজ্ঞাসা করায় হরিদাস সকল কথাই বলিয়াছিল।

দারোগা বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "যখন বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র হত্যাকারীকে অস্ত্র সমেত গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হইলাম, তখন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয় নাই।"

আমিও হাসিয়া বলিলাম,—"সত্যেন্দ্রনাথ দোষী কি না, যতক্ষণ তিনি নিজে না বলিতেছেন, ততক্ষণ আপনি তাঁহাকে শাস্তি দিতে পারিতেছেন না।"

দারোগা বাবু আমার কথায় বিরক্ত হইলেন। আমার কথা তাঁহার মনোমত হইল না। তিনি অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "তাঁহাকে দোষী প্রমাণ করিতে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না।"

আমি ঈষৎ হাসিলাম মাত্র—কোন উত্তর করিলাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দারোগাকে বিদায় দিয়া আমি পুনরায় হরিদাসকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। সে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমার ছোট দাদাবাবু কোথায় গিয়াছেন?"

হ। আজ্ঞে নৈহাটী।

আ। কবে গিয়াছেন?

হ। কাল বৈকালে।

আ। কোন কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছেন কি?

হ। হাঁ—কর্ত্তাবাবুর কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়াছেন।

আ। কখন তার পাঠান হইয়াছে?

হ। আজ প্রাতে।

আ। সত্যেন্দ্রনাথই কি কর্ত্তাবাবুকে খুন করিয়াছেন?

হরিদাস চমকিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে বলিল, "দারোগা বাবু এইরূপই সন্দেহ করেন। সেই জন্যই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।"

আ। তোমার কি মনে হয়?

হ। আমি বড় দাদাবাবুকে বিলক্ষণ চিনি, তাঁহার দ্বারা এ কার্য্য হইতে পারে না।

আ। তবে তাঁহার হাতে রক্তাক্ত ছোরাখানি কোথা হইতে আসিল?

হ। সে কথা বলিতে পারি না। তিনি এখানে ছিলেন না; কখন আসিলেন, তাহাও বলিতে পারি না। তবে আমার বোধ হয়, কর্ত্তাবাবু খুন হইয়াছে শুনিয়া তিনি তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রক্তাক্ত ছোরাখানি ঘরেই ছিল। তিনি ছোরাখানি হাতে লইয়া দেখিতেছিলেন, এমন সময় দারোগা বাবু সেখানে উপস্থিত হন।

হরিদাসের কথা শুনিয়া আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি কোথায় ছিলেন?"

হ। আজ্ঞে বৈদ্যনাথে। নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল।

আ। একাই সেখানে ছিলেন?

হ। আজ্ঞে হাঁ।

আ। কতদিন?

হ। প্রায় দুই মাস।

আ। আজ কি তাঁহার আসিবার কথা ছিল?

হ। আজ্ঞে হাঁ—কিন্তু তিনি যে কখন আসিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি নাই। নিশ্চয়ই অধিক রাত্রে আসিয়াছিলেন। আমি গত রাত্রে প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত জাগিয়াছিলাম।

আমি কোন উত্তর করিলাম না। সত্যেন্দ্রনাথ কখন বাড়ী ফিরিয়াছিলেন, তাহা না জানিলে কোন কার্য্যই হইবে না দেখিয়া, আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম। পরে হরিদাসকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "সত্যেন্দ্রনাথ কোন্ সময় বাড়ী ফিরিয়াছিলেন, এ সংবাদ কি বাড়ীর কেহই জানেন না? এ বড় আশ্চর্য্য কথা যে, বহুদিন পরে বাড়ীতে একজন লোক ফিরিয়া আসিলেন, এ সংবাদ বাড়ীর অপর কেহ রাখিলেন না? কেহই কি এ কথা বলিতে পারেন না?"

হরিদাস কিছুক্ষণ কি ভাবিতে লাগিল। পরে অতি বিনীত ভাবে বলিল, "তাঁহার স্ত্রী জানেন? তিনি নিশ্চয়ই স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন।"

আমি বিষম ফাঁপরে পড়িলাম। কিন্তু হরিদাসকে বলিলাম, "তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।"

হরিদাস চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কাল রাত্রি দুপুরের সময় দাদাবাবু বাড়ীতে ফিরিয়াছেন।

আসিবার প্রায় একঘণ্টা পরেই তিনি পুনরায় গৃহ হইতে বাহির হন। আর তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হয় নাই। আপনার শয়ন-গৃহ হইতে বাহির হইবার কিছু পরেই গ্রেপ্তার হইয়াছেন।"

আ। কেন তিনি বাহির হইয়াছিলেন?

হ। তাঁহার, স্ত্রী বলেন, 'খুন হইয়াছে' 'খুন হইয়াছে' 'খুন করিল' এই প্রকার চীৎকারধ্বনি শুনিয়াই তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া যান।

আ। তাহা হইলে সত্যেন্দ্রবাবু ও তাঁহার স্ত্রী সে সময় জাগ্রত ছিলেন?

হ। আজ্ঞে—নিশ্চয়ই ছিলেন। দুই মাস পরে দাদাবাবু গৃহে ফিরিয়াছেন।

হরিদাসের কথায় আমার তৃপ্তি হইল না। কোন্ উপায়ে আমি আরও নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিব তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি ত প্রবীণ লোক, এ বাড়ীতে কতকাল চাকুরি করিতেছ?"

হরিদাস ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে এ বাড়ীতে চাকরি করিয়া মাথার চুল পাকাইয়াছি, অধিক আর কি বলিব।"

আমি সন্তুষ্ট হইলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সত্যেন্দ্রবাবুর কি কোন সন্তানাদি হইয়াছে?"

হ। আজ্ঞে না। তাঁহার স্ত্রীর বয়স তের বৎসর মাত্র, দুই বৎসর হইল দাদাবাবুর বিবাহ হইয়াছে।

আ। সত্যেন্দ্রনাথ কেমন চরিত্রের লোক?

হ। অতি সচ্চরিত্র—আজ কাল তেমন চরিত্রের লোক প্রায় দেখা যায় না।

আমার বড় ইচ্ছা হইল সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রীর নিকট হইতে আরও অনেক কথা জানিয়া লই। কিন্তু কোন উপায়ত দেখিতে পাইলাম না। গৃহস্থের কন্তা, গৃহস্থের বধূর সহিত কেমন করিয়া কথা কহিব? কিছুক্ষণ ভাবিয়া হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি সত্যেন্দ্রনাথকে ভালবাস? তাহা না হইলেই বা তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিবে কেন?"

হরিদাস বলিল, "আমি কেন, দাদাবাবুকে ভালবাসে না এমন লোক অতি কম।"

আ। বেশ কথা। তাহা হইলে তাঁহার মুক্তি হইলে তুমি নিশ্চয়ই আনন্দিত হও।

হ। আজ্ঞে—নিশ্চয়ই।

আ। আমিও তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া মনে করিতেছি; কিন্তু প্রমাণ করিবার কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না। যখন তিনি ধরা পড়েন, তখন তাঁহার হস্তে রক্তাক্ত ছোরা ছিল। শুনিয়াছি, ছোরাখানিতে তাঁহারই নাম লেখা—সুতরাং তাঁহারই। তাহার পর তাঁহার সহিত তাঁহার জ্যেঠামহাশয়ের কলহ। এই সকল কারণে তিনি নিশ্চয়ই দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারেন। আমার মুখের কথায় লোকে তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া মনে করিবেন না। যতক্ষণ না আমি প্রমাণ করিতে পারিব, ততক্ষণ কেহ বিশ্বাস করিবে না।"

আমার কথায় হরিদাস যেন আন্তরিক সন্তুষ্ট হইল। সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিলে আপনি প্রমাণ করিতে পারেন, বলুন—আমি আপনার সাহায্য করিব।"

আমি বলিলাম, "আপাততঃ আমি কতকগুলি কথার উত্তর

চাই। সেগুলির কিন্তু তুমি উত্তর করিতে পারিবে না। সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী করিবেন। তবে তিনি হিন্দুমহিলা, আমি কোন্ লজ্জায় তাঁহার সম্মুখে যাইতে সাহস করিব?"

আমার কথায় হরিদাস ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আপনি তাহার পিতার সমান। বিশেষতঃ সরযূকে দেখিতে বালিকা মাত্র, তাহার নিকট লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। যদি বলেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।"

আমি সম্মত হইলাম, হরিদাস প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। আপনি যে সত্যেন্দ্রনাথকে নির্দ্দোষী মনে করিয়া তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাহা শুনিয়া তিনি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আপনার নিকট বারম্বার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিদাসের কথা শুনিয়া আমি তখনই প্রস্তুত হইলাম এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হরিদাস আমাকে একটী গৃহের ভিতর লইয়া গেল। ঘরখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। বাতাস ও আলোকের জন্য অনেকগুলি জানালা ছিল। ঘরের ভিতর একখানি পালঙ্কের উপর এক সুকোমল শয্যা। মেঝের একটা ঢালা বিছানা। আমি সেইখানে বসিতেছিলাম,

হরিদাস নিষেধ করিল এবং আমায় সেই পালঙ্কের উপর বসিতে অনুরোধ করিল।

আমি সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না—ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া পালঙ্কের উপর গিয়া উপবেশন করিলাম। হরিদাস আমায় সেখানে রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একটী বালিকাকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আগমন করিল।

বালিকাকে দেখিতে অতি সুন্দরী—বয়স ত্রয়োদশ বৎসরের অধিক নহে। বালিকা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী ছিল। তাহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ ও স্ফীত হইয়াছিল। তখনও সেই আকর্ণবিস্তৃত লোচনদ্বয় হইতে ক্রমাগত অশ্রুধারা ঝরিতেছিল; বালিকা গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পরে মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হরিদাস গৃহের মধ্যেই ছিল। বালিকা গৃহে প্রবেশ করিলে পর সে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিল। পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "ইনিই বড়দাদাবাবুর স্ত্রী, কাল রাত্রি হইতে ক্রমাগত রোদন করিতেছেন। আমরা এত বুঝাইতেছি, ইনি কিছুতেই শান্ত হইতেছেন না। আপনি দাদাবাবুকে নির্দ্দোষী বলিয়া মনে করেন শুনিয়া ইনি স্বইচ্ছায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

হরিদাসের কথা শুনিয়া আমি বালিকার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা—যখন কর্ত্তাবাবু খুন হন, তখন তুমি ও সত্যেন্দ্রবাবু জাগ্রত ছিলে কি? আমি তোমার পিতার সমান। আমার নিকট কোন কথা গোপন করিও না। আমি জানি, তোমার স্বামী নির্দ্দোষ; কিন্তু মা, আমার কথায় জজ সাহেব বিশ্বাস

করিবেন কেন? যতক্ষণ না প্রকৃত হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব, ততক্ষণ সত্যেন্দ্রনাথকে জেলে থাকিতে হইবে। তাই মা, তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। তোমার মুখে সকল কথা শুনিয়া কার্য্য আরম্ভ করিব।"

আমার কথায় বালিকা আরও রোদন করিতে লাগিল। তাঁহার চক্ষু দিয়া অনর্গল বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। আমি কোন কথা কহিলাম না। কিছুক্ষণ নীরবে রোদন করিয়া বালিকা অবশেষে আপনা আপনিই শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং আমার পদতল লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি করিলে আপনার সাহায্য করিতে পারি বলিয়া দিউন, আমি এখনই তাহা করিব। সরকার বাবুর মুখে শুনিলাম, আপনি তাঁহাকে নির্দ্দোষী মনে করেন। তাই আমি কুলবধূ হইয়াও লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া আপনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। তিনি এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন ত?"

আ। যতক্ষণ না প্রকৃত হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিতেছি, ততক্ষণ তিনি মুক্তি পাইবেন না। তবে আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি. শীঘ্রই তিনি মুক্ত হইবেন। এখন আমার কতকগুলি কথার উত্তর দাও।"

বা। কি কথা জিজ্ঞাসা করুন—আমি যাহা জানি, সমস্তই নিবেদন করিতেছি।

আ। তোমার স্বামীর সহিত রাধামাধব বাবুর কি কলহ হইয়াছিল?

বা। আজ্ঞে হাঁ—হইয়াছিল।

আ। কারণ কিছু জান না?

বালিকা কিছুক্ষণ কোন উত্তর করিল না। আমার পায়ের

দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল। আমি পুনরায় ঐ প্রশ্ন করিলাম। তখন বালিকা যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত বলিল, জানি, কারণ অতি তুচ্ছ, কিন্তু বড় গোপনীয়। এ বাড়ীরও অনেকে তাহা জানে না।

আ। আমি কাহারও নিকট সে কথা ব্যক্ত করিব না; তুমি সাহস করিয়া সকল কথা খুলিয়া বল।

বা। আমার শাশুড়ীর দূর-সম্পর্কের এক ভগিনী এখানে বাস করেন। তাঁহার বয়সও অল্প এবং তাঁহাকে দেখিতেও সুন্দরী। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর তিনিই আমার শ্বশুরকে হস্তগত করিয়াছেন। সকল কার্য্যেই তিনি কর্তৃত্ব করিতেছেন, যেন তিনি বাড়ীর গৃহিণী। আমার স্বামী কার্ত্তিকের মত সুপুরুষ। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হয়, আমার শাশুড়ীর ভগ্নির লোভ হইয়াছিল। একদিন তিনি গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া সেই সকল কথা প্রকাশ করেন এবং নিজের দুষ্টাভিলাষ ব্যক্ত করেন। আমার স্বামী দেবতার সমান। তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। কাজেই অপর পক্ষের ক্রোধ হইল। দুষ্টা রমণীর ছলের অভাব নাই। তিনি আমার শ্বশুরকে ঠিক বিপরীত বলিলেন। শ্বশুর মহাশয় তাঁহারই বশীভূত, তিনি দোষ গুণ বিচার না করিয়া আমার স্বামীকেই দোষী বলিয়া সাব্যস্থ করিলেন এবং তাঁহাকে ডাকিয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। তিনি নিজ দোষ অস্বীকার করিলেন কিন্তু সেই দুষ্টা রমণীর নামে কোন দোষারোপ করিতে সাহস করিলেন না। দুই এক কথায় মহা কলহ হইল। শ্বশুর মহাশয় আমার স্বামীকে বাড়ী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। তিনিও রাগের মাথায় তখনই চলিয়া গেলেন।

বালিকার কথায় আমার চক্ষু ফুটিল। আমি জিজ্ঞাসা করি-লাম, "সেই রমণী কি এখনও এখানে আছেন?"

বা। আজ্ঞে হাঁ—আছেন বৈ কি? তিনিই ত এখন সর্ব্বে সর্ব্বা।

আ। তোমার স্বামীর সহিত তোমার শ্বশুর মহাশয়ের বিবাদ মিটিয়া গিয়াছিল কিন্তু তিনি কি ইহার আগে বাড়ীতে আসিয়াছিলেন? না কাল রাত্রে প্রথমে আসিয়াছেন?

বা। আজ্ঞে পূর্ব্বে আর একবার এখানে আসিয়াছিলেন কিন্তু কিছুদিন থাকিয়া নানা প্রকার দুশ্চিন্তায় তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়ে। সেইজন্যই তিনি বৈদ্যনাথে গিয়াছিলেন।

আ। কাল কি হঠাৎ আসিয়াছেন?

বা। আজ্ঞে না, তিনি যে কাল রাত্রে আসিবেন একথা ত পত্রে লিখিয়াছিলেন। তবে তাঁহার যে সময়ে আসিবার কথা ছিল, সে সময়ে তিনি আসিতে পারেন নাই। প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল।

আ। কেন?

বা। পথে কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি তাঁহার বাড়ীতে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আ। কত রাত্রে আসিয়াছিলেন?

বা। রাত্রি দুপুরের পর।

আ। তখন বাড়ীর আর কোন লোক জাগ্রত ছিল না?

বা। বোধ হয়, না। আমার অনুরোধে দ্বারবানেরা দ্বার বন্ধ করে নাই। তবে তিনি যখন আসিলেন, তখন তাহারাও নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল।

আ। তখন তোমার শ্বশুর মহাশয় কোথায় ছিলেন ?

বা। যে ঘরে এখন তিনি আছেন, সেই ঘরে শয়ন করিয়া ছিলেন। তাঁহার গৃহে সমস্ত রাত্রি আলোক থাকে এবং তিনি কখনও দ্বার বন্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতে পারেন না।

আ। তোমরা কত রাত্র পর্য্যন্ত জাগিয়াছিলে ?

বা। সমস্ত রাত্রি।

এই বলিয়া বালিকা আবার রোদন করিতে লাগিল, আমি পুনরায় তাহাকে মিষ্ট কথায় শান্ত করিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, "কর্ত্তাবাবু যখন খুন হন, তোমরা কি জানিতে পারিয়াছিলে ?"

বা। আমরা গল্প করিতেছি, এমন সময় "খুন করিল, খুন করিল" এই শব্দ আমাদের কর্ণগোচর হয়। আমি ত ভয়ে জড় সড় হইয়া ঘরের এক কোণে লুকাইয়া থাকিলাম। তিনি তখনই ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং একে একে সকল গৃহের দ্বারের নিকট গিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন শ্বশুর মহাশয়ের ঘরের দ্বারদেশে আগমন করিলেন, তখনই বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাহার পর বাড়ীর সকলেই জাগ্রত হইল। তিনি তখনও সেই ঘরের ভিতর ছিলেন। সুতরাং তাঁহার আগমনের কথা কেহই জানিতে পারে নাই। অগত্যা সকলে পরামর্শ করিয়া থানায় সংবাদ দিল। দারোগা বাবু সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠিক সেই সময়ে আমার স্বামী সেই ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন, কাজেই হত্যাকারী বলিয়া গ্রেপ্তার হইলেন। শুনিয়াছি, তাঁহার হাতে একখানা রক্তাক্ত ছোরা ছিল। দারোগা বাবুর সন্দেহ, যে তিনিই আমার শ্বশুর মহাশয়কে হত্যা করিয়াছেন।"

আ। ছোরাখানি কাহার জান ?

বা। শুনিয়াছি, তাহাতে আমার স্বামীর নাম লেখা ছিল। সেখানি তাঁহারই ছোরা।

আ। বাড়ীতে কি আর কোন পুরুষমানুষ ছিল না ?

বা। কে থাকিবে ? আমার দেবর কালই নৈহাটী গিয়াছেন। তবে তাঁহার এক বন্ধু এ বাড়ীতে ছিলেন; কই, তাঁহাকে ত আজ প্রাতঃকাল হইতে দেখিতে পাইতেছি না ? সত্যই ত—তিনি কোথায় গেলেন ? তাঁহার ত কেহ খোঁজ লইতেছেন না ?

বালিকার শেষ কথা শুনিয়া আমার মনে এক নূতন আশার সঞ্চার হইল। আমি হরিদাসের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহার কথা কিছু জান হরিদাস ?"

হরিদাস মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা বাবুর খুনের কথা আর বড় দাদাবাবুর গ্রেপ্তারের কথায় আমরা এত দুঃখিত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, তাঁহার কথা আমাদের কাহারও মন মধ্যে উদয় হয় নাই।"

আমি বলিলাম, অগ্রে তাঁহার সন্ধান না লইয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত হয় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমার কথা শুনিয়া হরিদাস বলিল, "তবে একবার তাঁহার ঘরটা দেখিয়া আসি।"

আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, "চল,

আমিও তোমার সঙ্গে যাই। এতক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকা ভাল হয় নাই। যদি তিনি বাস্তবিকই দোষী হন, তাহা হইলে এতক্ষণ অনেক দূর পলায়ন করিয়াছেন।"

আমার কথায় হরিদাস তখনই গাত্রোত্থান করিল এবং গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া আমার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। আমিও বালিকাকে বারম্বার সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

যাইতে যাইতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কতদিন তিনি এ বাড়ীতে বাস করিতেছেন ?"

হ। প্রায় তিন মাস হইবে।

আ। লোক কেমন ?

হ। ভাল বলিয়াই ত বোধ হয়।

আ। কর্ত্তা বাবুর সহিত সদ্ভাব কেমন ?

হ। বেশ সদ্ভাব। উভয়ে প্রায়ই বসিয়া গল্প করিতেন।

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে হরিদাস সেই গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। তখনও দ্বার বন্ধ দেখিয়া হরিদাস দ্বারে করাঘাত করিল, কিন্তু ভিতর হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

হরিদাস আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কোন কথা না কহিয়া সে আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। আমি তাহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দ্বারে বার কয়েক সবলে আঘাত করিলাম। ভয়ানক শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইল। বাড়ীর লোকজন যে যেখানে ছিল, সকলেই জমায়েৎ হইল। কিন্তু দরজা খুলিল না।

আমি তখন হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ ঘরে প্রবেশ করিবার আর কোন পথ আছে হরিদাস ?"

হ। আজ্ঞে না—ঘরে একটী বই দরজা নাই। কিন্তু অনেক-গুলি জানালা আছে।

আ। বাহির হইতে সেই জানালাগুলি দেখা যায়?

হ। আজ্ঞে হাঁ—কিন্তু আমার বোধ হয়, সেগুলিও বন্ধ। খোলা থাকিলে নজরে পড়িত।

আ। তবে ঘরের দ্বার ভগ্ন করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

এই বলিয়া দ্বারে সজোরে তিন চারিবার পদাঘাত করিলাম। দরজা ভাঙ্গিয়া গেল। অগ্রে আমিই ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, যাহা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। ঘরের ভিতর জন প্রাণী নাই।

প্রথমেই ঘরের বিছানা দেখিলাম। একখানি তক্তাপোষের উপর বেশ সুকোমল এক শয্যা ছিল। কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, পূর্ব্ব রাত্রে সেখানে কেহই শয়ন করেন নাই। ঘরের আসবাবের মধ্যে একটা আলনা, একটা আলমারী ও একটা প্রকাণ্ড সিন্দুক ছিল। কিন্তু ছোটখাট বাক্স একটীও দেখিতে পাইলাম না। আমার কেমন সন্দেহ হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরিদাস! ঘরের ভিতর যে সকল জিনিষ দেখিতেছি, তাহা ত তোমাদের বলিয়াই বোধ হইতেছে। অহীন্দ্র নাথের কি কোন জিনিষ ছিল না? তিনি রিক্তহস্তে দুই তিন মাস এখানে বাস করিতেছিলেনে?

হ। আজ্ঞে না—তাঁহার একটী ক্ষুদ্র ক্যাসবাক্স ছিল। কই, সেটীকে ত দেখিতে পাইতেছি না। আর বিছানার চাদরই বা কোথায় গেল? এই বিছানার উপর দুইখানি ভাল চাদর ছিল।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বল কি

হরিদাস! তবেই তিনি সরিয়া পড়িয়াছেন। একবার জানালা-গুলি ভাল করিয়া দেখ দেখি।"

এই বলিয়া আমি নিজেই এক একটী করিয়া সকল জানালা-গুলিই দেখিতে লাগিলাম। এবং কিছুক্ষণ পরেই একটী জানালার গরাদের নিম্নে চাদর দুইখানি বাঁধা রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। হরিদাসও তখনই আমার নিকট যাইল এবং চাঁদরগুলিকে জানালা হইতে টানিয়া তুলিল। দেখিলাম, দুইখানি চাদর এক করিয়া প্রায় আটহাত আন্দাজ দীর্ঘ হইয়াছিল। তাহারই এক দিক জানালায় বাঁধিয়া অপর অংশ বাহিরে ঝুলান হইয়াছিল। পরে তাহারই সাহায্যে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পথে পতিত হন এবং তখনই পলায়ন করেন।

ব্যাপার দেখিয়া হরিদাস স্তম্ভিত হইল। এবং শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, "তবে ত অহীন্দ্র বাবুই কর্ত্তা বাবুকে খুন করিয়াছেন?"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "কেমন করিয়া জানিলে যে, তিনিই হত্যা করিয়াছেন?"

হ। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া বোধ হইতেছে, যদি তাঁহার দোষ না থাকিবে, তবে তিনি পলায়ন করিলেন কেন? যাইবার সময় নিশ্চয়ই তিনি ক্যাস্ বাক্সটী লইয়া গিয়াছেন, নতুবা সে বাক্স কোথায় যাইবে?

এই কথা বলিবার অব্যবহিত পরেই একজন দাসী আসিয়া হরিদাসকে বলিল, "ছোট দাদা বাবু আসিয়াছেন—তিনি আপনাকে ডাকিতেছেন।"

হরিদাস দাসীকে বিদায় দিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি তাহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, "চল,

আমিও তোমার সঙ্গে যাইতেছি। তাঁহার সহিত আমারও সাক্ষাৎ করা উচিত। এখন তিনিই এ বাড়ীর কর্ত্তা। এখানে আমার আর বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। তোমার ছোট দাদা বাবুর বন্ধুটী বড় ভাললোক নহেন। যে প্রকারে যে সময় তিনি পলায়ন করিয়াছেন, তাহাতে অনেকেই তাঁহাকে সন্দেহ করিবে। আমি আশ্চর্য্য হইলাম, যেহেতু স্থানীয় দারোগার এ বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নাই।

আমার কথায় হরিদাস তখনই জানালাটী বন্ধ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্রনাথ নিজের গৃহেই বসিয়াছিলেন। হরিদাস আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। নগেন্দ্রনাথকে দেখিতে মন্দ নহে। তাঁহার বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। তাঁহাকে দেখিতে শীর্ণ। বোধ হয় অতিরিক্ত নেশা ও রাত্রি জাগরণ করিয়া চক্ষুদ্বয় কোটরে প্রবেশ করিয়াছে। চক্ষের নিম্নে যে কালিমা-রেখা ছিল, তাহাও পূর্ব্বোক্ত কারণেই হইয়াছিল।

আমরা যখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম, তখন তিনি ভোজন করিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় দিয়া অনর্গল অশ্রুবারি ঝরিতেছিল। আমাকে দেখিয়া তিনি যেন চমকিত হইলেন। তাঁহার মুখ সহসা যেন আরও মলিন হইয়া গেল। তিনি আমার মুখের দিকে অধিকক্ষণ চাহিতে পারিলেন না।

তাঁহাকে আন্তরিক শোকান্বিত দেখিয়া এবং বালকের মত কাঁদিতে দেখিয়া আমি মিষ্ট কথায় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলাম। প্রথমে আমার কথায় তিনি আরও যেন শোক পাই-লেন, তাঁহার চক্ষের অশ্রুধারা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ তেজে বহির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু ক্রমেই তিনি শান্ত হইয়া আসিলেন।

তাঁহাকে কিছু শান্ত দেখিয়া আমি বলিলাম, "নগেন্দ্র বাবু, বৃথা রোদন করিলে কি হইবে? যখন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় দেখিতে হইবে। আপনি শোকে অধীর হইয়া বেড়াইলে তাহার কিছুই হইবে না। এ বিষয়ে আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি। যদিও আপনার দাদা হত্যা-কারী বলিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছেন এবং স্থানীয় পুলিস তাঁহাকেই দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, তত্রাপি আরও কিছু প্রমাণের প্রয়োজন। যতক্ষণ সেই প্রমাণগুলি সংগ্রহ না হইতেছে, ততক্ষণ তাঁহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে দোষী বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে না।"

আমার কথায় নগেন্দ্রনাথ যেন শিহরিয়া উঠিলেন। পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তবে কি আপনি দাদার বিরুদ্ধে আরও প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন? আর সেই বিষয়েই কি আমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমার আশা ত্যাগ করুন। আমি কোন্ প্রাণে দাদার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিব।"

নগেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "আজ্ঞে না—আমি সে কথা বলি নাই। আপনার দাদাকে অপর লোকে দোষী বলিতে পারেন, আমি কিন্তু সেরূপ মনে করি না। তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।"

নগেন্দ্রনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিছুক্ষণ কোন কথা বলিলেন না। পরে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আপনি কাহাকে সন্দেহ করেন?"

ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না করিয়া আমি উত্তর করিলাম, "আপাততঃ যেমন বুঝিতেছি, তাহাতে আপনার বন্ধুর উপরই সন্দেহ হইতেছে।"

নগেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলেন কি? তিনি কোথায়? আমিত ফিরিয়া আসিয়া অবধি তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই।"

আমিও ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কেন, আজ প্রাতঃকাল হইতে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। তিনি গেলেন কোথায় বলিতে পারেন?"

ন। হয় ত এখনও ঘুমাইতেছেন। হয় ত গতরাত্রে অনেকক্ষণ জাগিয়াছিলেন, সেই কারণে ঘর হইতে বাহির হন নাই।

আ। আজ্ঞে না—ঘরের জানালা দিয়া তিনি গত রাত্রেই পলায়ন করিয়াছেন। দুইখানি বিছানার চাদর একত্রে বন্ধন করিয়া তাহারই একপার্শ্ব জানালায় বাঁধিয়া ছিলেন। পরে সেই চাদরের সাহায্যে ঘর হইতে পথে পতিত হন। তাহার পর পলায়ন করেন।

নগেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন। পরে যেন আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, "কি ভয়ানক! আজ কাল লোককে বিশ্বাস করিয়া কোন কার্য্য করা বড় কঠিন। এখন কোন্ উপায়ে তাহাকে গ্রেপ্তার করা যায়? এদিকে যে বিনা অপরাধে দাদাকে জেলে যাইতে হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "সেইজন্যই ত আপনার সাহায্য চাহিতেছি। তিনি যখন রাত্রি দুপুরের পর পলায়ন করিয়াছেন, তখন অনেকদূর গিয়া পড়িয়াছেন। কোথায় যাইলে তাঁহাকে সহজে গ্রেপ্তার করিতে পারা যায়, তাহাই আপনাকে বলিতে হইবে।"

ন। কেমন করিয়া বলিব?

আ। কেন? তিনি যখন আপনার বন্ধু, তখন তিনি কোথায় যাতায়াত করেন, তাহাও আপনার জানা আছে। আমায় সেই সেই স্থান নির্দ্দেশ করুন, আমি এখনই তাহার সন্ধান লইতেছি।

নগেন্দ্র অপ্রতিভ হইলেন। অতি ধীরে ধীরে বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "বন্ধু হইলেও আমি তাঁহার অন্য কোন সংবাদই রাখি না।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কিছুক্ষণ পরে বলিলাম, "এ বড় আশ্চর্য্য কথা। অহীন্দ্র বাবু তবে আপনার কিরূপ বন্ধু? কেমন করিয়া তাঁহার সহিত প্রথম আলাপ হয়?

ন। অতি আশ্চর্য্যরূপেই তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। আমি কোন লাইব্রেরীর একজন সভ্য। প্রতি শনি ও রবিবারে সেখানে সভা ও বক্তৃতাদি হইয়া থাকে। সভ্য ছাড়া আরও অনেক লোক সেখানে উপস্থিত হন। প্রায় এক বৎসর হইল একদিন আমি লাইব্রেরীর পাঠাগারে বসিয়া আছি, এমন সময়ে অহীন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত হন এবং দুই এক কথায় আমার সহিত আলাপ করেন। অহীন্দ্রনাথ একজন কৃতবিদ্য লোক, অনেক তাঁহার পাঠ করা আছে। গল্প করিয়া লোকের মন ভুলাইতে তিনি সিদ্ধহস্ত। বিশেষতঃ নানা স্থানে পরিভ্রমণ

করিয়া অনেক নূতন বিষয় তাঁহার জানা আছে। এইরূপে কথায় কথায় তাঁহার সহিত আলাপ হইল।

আ। তাঁহার নিবাস শুনিয়াছি ঢাকায়। তিনি কি তখন কলিকাতায় থাকিতেন?

ন। আজ্ঞে হাঁ—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি কোথায় থাকিতেন, তাহা একদিনও জিজ্ঞাসা করি নাই।

আ। তাঁহার দেশেরও ঠিকানা জানেন না?

ন। আজ্ঞে না।

আ। তবে কি আপনার বন্ধুর বিষয় আপনি আর কিছুই জানেন না?

ন। আজ্ঞে না।

আ। তবে আর আপনার দ্বারা কোন কার্য্যই হইতে পারে না। লাস বাড়ী হইতে বাহির করিয়া আমাকেই ঐ কার্য্য করিতে হইবে। যখন আপনার বন্ধু গত রাত্রে গোপনে পলায়ন করিয়াছেন, তখন তাঁহারই উপর আমার অধিক সন্দেহ হইতেছে।

আমার কথায় নগেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এবং আমার সহিত ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন। আমি তখন পুনরায় কর্ত্তাবাবুর গৃহে প্রবেশ করিলাম এবং সত্বর তাঁহার মৃতদেহ হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলাম।

এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া আমি বাড়ী হইতে বাহির হইতেছি, এমন সময় একজন দাসী আসিয়া হরিদাসকে বলিল, "সরকার বাবু! মঙ্গলা কোথায় গেল? বৌ-দিদি তাহাকে অনেকক্ষণ হইতে খুঁজিতেছেন।"

দাসীর কথা শুনিয়া হরিদাস আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কিছুক্ষণ

কোন উত্তর করিতে পারিল না। পরে বলিল,—"সত্যই ত! আমিও ত তাহাকে আজ সকাল হইতে দেখিতে পাই নাই। সে মাগী গেল কোথায়?"

দাসী কোন উত্তর করিল না। তখন হরিদাস স্বয়ং বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল এবং আমাকেও যাইতে অনুরোধ করিল। আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনরায় অন্দরে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

সেবার অন্দরে গিয়াই এক যুবতীকে দেখিতে পাইলাম। তিনি হরিদাসকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আমাকে দেখিয়াই পলায়ন করিলেন। যুবতী বিধবা—তাঁহার বয়স প্রায় বাইশ বৎসর—দেখিতে অতি সুন্দরী। তাঁহার চক্ষু দেখিয়া বোধ হইল, এতক্ষণ তিনি রোদন করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিলাম, তিনিই কর্ত্তা বাবুর দূর-সম্পর্কীয়া শ্যালিকা এবং কর্ত্তা বাবুর স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি ইহাঁরই সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

অনুমান যথার্থ কি না জানিবার জন্য তিনি প্রস্থান করিলে আমি হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরিদাস! এ রমণী কে? ইনি এই হত্যাকাণ্ডের বিষয় কিছু জানেন কি?"

হরিদাস উত্তর করিল, "ইনি স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর দূর-সম্পর্কীয়া ভগিনী। সম্প্রতি ইনিই গৃহিণীর কার্য্য করিতেছিলেন। মার মৃত্যুর পর হইতে কর্ত্তা বাবু ইহাঁরই বশীভূত হইয়াছিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি কি বলিবার জন্য তোমার নিকট আসিয়াছিলেন জান?"

হরিদাস বলিল, "আজ্ঞে না, বলেন ত জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। কিন্তু বলিতে কি, উনি আমাদের কাহারও উপর সন্তুষ্ট নহেন।"

আমি সম্মত হইলাম। হরিদাস চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তিনি মঙ্গলার কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। মাগীকে বাড়ীর কেহই সকাল হইতে দেখিতে পাইতেছে না।

আমি কোন উত্তর করিলাম না। ভাবিলাম, হয়ত সে অহীন্দ্র বাবুর সহিত পলায়ন করিয়াছে। হয়ত উভয়েই পরামর্শ করিয়া ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। কিন্তু অহীন্দ্র বাবুর স্বার্থ কি? কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য তিনি রাধামাধব বাবুকে হত্যা করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তিনি নিশ্চয়ই কোনও অংশে লাভবান হইবেন না।

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া বলিলাম, "তোমাদের মঙ্গলা অহীন্দ্রনাথের সহিতই পলায়ন করিয়াছে। মাগীর চরিত্র কেমন?"

হরিদাস বলিল, "মঙ্গলা সচ্চরিত্রা; সে বড় মুখরা, মধ্যে মধ্যে অবাধ্য হয় বটে কিন্তু তাহার চরিত্র ভাল। সে কখন কোন পুরুষের দিকে চাহিয়া থাকে না। কথা কহিবার সময় ঘাড় হেঁট করিয়া বলে। অহীন্দ্র বাবুর সহিত সে কখনও পলায়ন করিবে না।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পরে বলিলাম, "তবে সে না বলিয়া কোথায় গেল? মনে পাপ না থাকিলে সে রাত্রে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবে কেন?" সে যাহা হউক, এখন ঐ রমণীকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি এই হত্যাকাণ্ডের বিষয় কিছু জানেন কি না?"

হরিদাস চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে সেই যুবতীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় আমার নিকট আগমন করিল। এবার তিনি

অবগুণ্ঠনবতী ও সর্ব্বাঙ্গ আবৃতা হইয়াই আসিয়াছিলেন। হরিদাস আমার সমক্ষে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে পর তিনি কোমলকণ্ঠে বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—"কর্ত্তার মৃত্যু সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিতে পারি না। তিনি ছিলেন বলিয়া আমি এ বাড়ীতে অন্ন পাইতাম। তাঁহার মৃত্যুতে আমার সেই অন্ন উঠিল।"

এই বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। তিনি আর বলিতে পারিলেন না। আমিও তাঁহার কথায় বিচলিত হইলাম এবং আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলাম না। হরিদাসকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

বাড়ীর সদর দ্বারে আসিয়া আমি হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মঙ্গলা কতদিন এখানে চাকরি করিতেছে?"

হ। প্রায় দশ বৎসর। মঙ্গলা বালবিধবা—বিধবা হইবার একমাস পরে সে এখানে চাকরি করিতে আইসে।

আ। এখানে তাহার আত্মীয় কেহ নাই?

হ। আত্মীয়ের মধ্যে তাঁহার মা—সে মারা গিয়াছে, বাপ আগেই মারা গিয়াছিল। ভাই বোন নাই। শ্বশুর বাড়ীর কে আছে না আছে জানি না। সে এদেশে নয়।

আ। এখানে তাহার বেশী আলাপী কোন লোক নাই? কিম্বা দূর-সম্পর্কেরও আত্মীয় নাই?

হরিদাস কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল। পরে বলিল, "একজন বুড়ী আছে বটে। মঙ্গলা তাহাকে মাসী বলিয়া থাকে। খালের ধারে তাহার একখানি খোলার ঘর আছে। সে একাই সেখানে বাস করে।"

আ। ভরণপোষণ কোথা হইতে হয়?

হ। ভিক্ষা দ্বারা। মহল্লাও যোগ হয় কিছু কিছু দেয়।

আ। মাগীর নাম কি—বলিতে পার?

হরিদাস কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে যেন আমার কথা ভাল বুঝিতে পারে নাই। আমি পুনরায় ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "নাম কি জানি না—লোকে তাহাকে কামিনীর মা সন্দারনি বলিয়া ডাকে।"

আখ্যা শুনিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ আরও দুই একটী কথার পর আমি হরিদাসের নিকট বিদায় লইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যখন বাড়ীর বাহির হইলাম, তখন বেলা প্রায় একটা। ভাবিলাম, যদি কামিনীর মা সত্যসত্যই ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে তাহার সহিত দেখা করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। বেলা একটার সময় সে নিশ্চয়ই আপনার কুটীরে আসিয়া আহারাদির যোগাড় করিতেছে।

এই মনে করিয়া আমি তাহারই সন্ধানে চলিলাম। রাধামাধব বাবুর বাড়ী হইতে খালের ধার প্রায় দেড়মাইল পথ। আমি পদব্রজেই ঐ পথ অতিক্রম করিয়া অনেক কষ্টে কামিনীর মার সন্ধান পাইলাম। তাহার বিষয় যেমন শুনিয়াছিলাম, ঠিক তেমন

নহে। সে এখন বৃদ্ধা হইয়াছে, আর ভিক্ষা করে না। পূর্ব্বে সর্দ্দারনি ছিল, অনেক লাভ করিয়াছে; ভিক্ষা দ্বারা অনেক উপায় করিয়াছে। তাহার কিয়দংশের দ্বারা এখন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। আর মঙ্গলাও তাহাকে কিছু কিছু দিয়া থাকে। এ সকল সংবাদ আমি তাহারই এক প্রতিবেশীর মুখে শুনিয়াছিলাম।

কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটী সুন্দরী যুবতী বৃদ্ধার সেই মলিন শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। মুখ ভিন্ন তাহার সর্ব্বাঙ্গ একখানি কম্বলে আবৃত। মুখের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল যুবতী অজ্ঞান।

ঘরের ভিতর একখানি তক্তাপোষ, তাহার উপরে মলিন শয্যায় সেই যুবতী। তক্তার পার্শ্বে যুবতীর মস্তকের নিকট কামিনীর মা তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল এবং একমনে কি বকিতেছিল। এমন সময় আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম।

আমাকে দেখিয়া সে যেন চমকিত হইল। আমি কিন্তু বিষম ফাঁপরে পড়িলাম। যে যুবতী সেই শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে, সে মঙ্গলা কি না তাহা বুঝিতে পারিলাম না। একবার মনে হইল, হয়ত মঙ্গলার হঠাৎ কোনরূপ পীড়া হইয়া থাকিবে, তাই সেখানে গিয়াছে। কিন্তু আবার ভাবিলাম, যেখানে বিধবা হইয়া অবধি চাকরি করিতেছে, প্রায় দশবৎসর বাস করিয়া আসিতেছে, সে স্থান আপনার বাড়ীর মতই হইয়া গিয়াছে। পীড়িত হইলে সে মনিবের বাড়ীই অগ্রে যাইবে।

এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে বৃদ্ধা আমাকে কর্কশস্বরে

জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাও গা? এখানে কেন? গরিব বলিয়া কি মান-ইজ্জত নাই?"

আমি হাসিয়া উঠিলাম। পরে বলিলাম, "মঙ্গলা যে রাত্রি হইতে মনিব-বাড়ীতে যায় নাই, তাহার কি? সে কোথায়?"

বৃদ্ধা যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিল, "সে কি! কোথায় গেল?"

আমি বৃদ্ধার কথায় বুঝিলাম, সে মঙ্গলার সংবাদ জানে। কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মঙ্গলার কোন খবর জান?"

বুড়ী আমার ধমকে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "না বাবা! আমি কেমন করিয়া জানিব সে কোথায় গেল। বরং সে আমাকেই বিপদে ফেলিয়া গিয়াছে। আমি যে কোথা হইতে এই রমণীর ঔষধ ও পথ্য সংগ্রহ করিব, তাহা বলিতে পারি না। সেই ত আমায় এই আপদ যোগাড় করিয়া দিল।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। বৃদ্ধা কি ভাবিল বলিতে পারি না, কিন্তু হাতযোড় করিয়া বলিল, "কাল রাত্রি প্রায় একটার সময় মঙ্গলা এই যুবতীকে অজ্ঞান অবস্থায় এখানে আনয়ন করে। অনেক শুশ্রূষার পর আজ প্রাতে ইহার জ্ঞান হইয়াছিল। এখন রমণী গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত।"

বৃদ্ধার মুখে এক নূতন কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল বৃদ্ধি হইল। আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ যুবতী কে?"

বৃ। চিনি না, আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা।

আ। মঙ্গলা গতরাত্রে ইহাকে কোথা হইতে এখানে আনিয়াছে?

বৃ। তাহার মুখে শুনিলাম, খালের ধার হইতে একজন দস্যু যুবতীকে ধাক্কা মারিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছিল। অনেক কষ্টে রক্ষা পাইয়াছে।

আ। কে রক্ষা করিল।

বৃ। মঙ্গলা।

আ। রমণীকে কে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল?

বৃ। তাহা জানি না।—সে কথা শুনি নাই।

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ রমণীর জ্ঞান হইয়াছে?

বৃ। বোধ হয়, হইয়াছে।

আ। তাহার পূর্ব্বকথা স্মরণ আছে বলিয়া বোধ হয়?

বৃ। সে কথা ঠিক বলিতে পারিলাম না।

বৃদ্ধার নিকট হইতে আর কোন সংবাদ পাওয়া যাইবে না জানিয়া, আমি কিছুক্ষণ সেই কুটীরেই অপেক্ষা করিতে মনস্থ করিলাম; এবং তদনুসারে বৃদ্ধাকে বলিলাম, এ রমণী যেই হউক, আমাকে তাহার সন্ধান লইতে হইবে এবং কে ইহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাও আমায় জানিতে হইবে। যতক্ষণ না রমণীর নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে, ততক্ষণ আমাকে এখানে অপেক্ষা করিতে হইবে।"

বৃদ্ধা শশব্যস্তে উত্তর করিল, "সে ত আমার সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু বাবা, আপনার মত লোকের স্থান কোথায়? এই সামান্য কুটীরে আপনি কোথায় বসিবেন?"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "সেজন্য তোমায় চিন্তা করিতে হইবে না। আমরা পুলিসের লোক, কখন কোথায় যাই, কোথায়

থাকি, কিছুরই স্থিরতা নাই। কষ্টসহ্য করা আমাদের অভ্যাস আছে।”

এই প্রকার কথাবার্তায় নিযুক্ত আছি, এমন সময়ে রোগিনী পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল। আমার মনে আশার সঞ্চার হইল। আমি তখনই তাহার শয্যার নিকট গিয়া উপবেশন করিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই রমণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে সম্মুখে আমায় দেখিয়া যেন চমকিতা হইল এবং বৃদ্ধাকে অন্বেষণ করিবার জন্য চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আমি তাহার মনোগত অভিপ্রায় বুঁঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলাম, “যাহাকে তুমি খুঁজিতেছ, সে যে আমারই পার্শ্বে রহিয়াছে। কি বলিতে চাও বল?”

আমার কথায় বৃদ্ধা রমণীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। রমণী একবার তাহাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। পরে অতি কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “ইনি কে?”

বৃদ্ধা বলিল, “ইনি পুলিসের লোক। তোমার বিপদ শুনিয়া সাহায্যের জন্ত এখানে আসিয়াছেন।”

র। কে ইহাঁকে এখানে পাঠাইয়াছেন?

বৃদ্ধা সে কথা আমাকেও জিজ্ঞাসা করে নাই; সুতরাং রমণীর প্রশ্নের কোন উত্তর করিতে পারিল না; আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। আমি তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলাম, “মঙ্গলার মুখে শুনিয়া আমি এখানে আসিয়াছি;” কিন্তু তাহার পর সে যে কোথায় গেল, তাহা বলিতে পারিলাম না।”

বৃদ্ধা বড় চতুরা, সে তখনই জিজ্ঞাসা করিল, “তবে কি মঙ্গলার সহিত কাল রাত্রে আপনার দেখা হইয়াছিল?”

আমি অগত্যা উত্তর করিলাম, "হাঁ—হইয়াছিল। সে এই সংবাদ দিয়াই যে কোথায় গেল তাহা বলিতে পারি না।"

রমণী কোন উত্তর করিল না দেখিয়া, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তোমাকে খালে ফেলিয়া দিয়াছিল?"

রমণী যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইল; আমার কথায় সে যেন শিহরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আমি আপনি পড়িয়া গিয়াছিলাম, কেহই আমাকে ফেলিয়া দেয় নাই।"

আমি আন্তরিক বিরক্ত হইলাম। কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া অতি মিষ্ট কথায় বলিলাম, "মঙ্গলা কি আমার সহিত উপহাস করিয়াছিল? যে রমণী তোমাকে খাল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, আমি তাহার মুখে সকল কথাই শুনিয়াছি এবং তাহার তদ্বির করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। যদি তুমি কোন কথা না বল, আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু জানিও, ভবিষ্যতে কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকার নালিশ করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে।"

রমণী কিছুক্ষণ কোন কথা বলিল না—আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি পুনরায় ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু রমণী কিছুতেই আমার কথায় উত্তর দিল না। তখন আমি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধার নিকট বিদায় লইলাম; এবং তথা হইতে বহির্গত হইলাম।

বৃদ্ধা আমার সহিত পথে আসিল। কিছুক্ষণ অগ্রসর হইয়া বলিল, "আপনি কি আর মঙ্গলার মনিববাড়ী যাইবেন?"

আ। হাঁ—আর একবার মঙ্গলার খোঁজ লইতে হইবে।

বৃ। তবে যে ডাক্তারকে সে পাঠাইব বলিয়াছিল, মঙ্গলা যেন তাহাকে শীঘ্র পাঠাইয়া দেয়।

আমি সম্মত হইলাম। বুঝিলাম, পুলিসের বেশে যে কার্য্য শেষ করিতে পারি নাই, ছদ্মবেশে হয় ত তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব। এই মনে করিয়া থানায় ফিরিয়া আসিলাম, এবং তখনই ডাক্তারের ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া বেলা প্রায় তিনটার সময় পুনরায় সেই বৃদ্ধার কুটীরে উপনীত হইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।
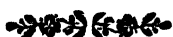
যদিও বৃদ্ধা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমায় দেখিয়াছিল এবং প্রায় এক ঘণ্টা কাল কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল, তত্রাপি আমি যখন ডাক্তারের বেশে পুনরায় তথায় গমন করিলাম, তখন কি বৃদ্ধা কি সেই যুবতী কেহই আমার উপর সন্দেহ করিল না। উভয়েই মনে করিল, মঙ্গলাই আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে।

আমাকে দেখিয়াই বৃদ্ধা আনন্দিত হইল এবং অতি যত্নের সহিত রোগিনীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহাকে ভালরূপ পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিল। রোগিনীর গলদেশ স্ফীত ও রক্তবর্ণ হইয়াছে। বোধ হইল, যেন কোন লোক সবলে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছিল।

বৃদ্ধাই প্রথমে কথা কহিল। আমাকে পরীক্ষা করিতে দেখিয়া সে অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, বাঁচিবে ত? আহা, এ বেচারীর আর কেহ নাই।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। যুবতীর কেহ আছে কি না বৃদ্ধা কেমন করিয়া জানিল। ইতিপূর্ব্বে আমি যখন পুলিসের পোষাক পরিয়া গিয়াছিলাম, তখন ত বৃদ্ধা সে কথা বলে নাই, কিন্তু তখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে পাছে বৃদ্ধার সন্দেহ হয়, এইজন্য আমি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলাম, "বাঁচিবে না কেন? তিন দিনে আরোগ্য করিয়া দিব। আঘাত ত গুরুতর নহে। গলাটা টিপিয়া ধরিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন অপকার করিতে পারে নাই।"

রক্ষা পাইবে শুনিয়া রোগিনীর সাহস হইল। সে আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যিনি আমায় রক্ষা করিয়াছেন, তিনি কোথায় গেলেন? আর কি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না?"

আ। নিশ্চয়ই হইবে। সে কোন কার্য্যে গিয়াছে শুনিলাম, নতুবা আমার সহিত তাহার এখানে আসিবার কথা ছিল।

রো। আপনি কি তাঁহার মনিব-বাড়ীতে চিকিৎসা করেন?

আ। হাঁ, বহুদিন হইতে আমার সেখানে যাতায়াত আছে। কিন্তু সে যাহাই হউক, তাহার এরূপ সবলে গলা চাপিয়া ধরা ভাল হয় নাই। না জানি তোমার তখন কত কষ্টই হইয়াছিল।

রোগিনী স্তম্ভিত হইল। সে বলিল, "আপনি এ সকল কথা কেমন করিয়া জানিলেন?"

আমি হাসিয়া উঠিলাম। হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "তিনি যে আমার পরম বন্ধু। আমাকে না বলিয়া তিনি কোন কাজ করেন না।"

রোগিনী আরও আশ্চর্য্যান্বিতা হইল। সে বলিল, "বলেন

কি! তিনি—অহীন্দ্র বাবু, আপনাকে তবে সকল কথা বলিয়াছেন, আপনাদের তবে বিশেষ বন্ধুত্ব আছে?"

অহীন্দ্রনাথের নাম শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ভাবিলাম, এ আবার কি রহস্য! অহীন্দ্র বাবুর সহিত এই রমণীর সম্বন্ধ কি? কেনই বা তিনি এই অসহায়া রমণীকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিবেন? রহস্য ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা হইল না দেখিয়া আন্তরিক দুঃখিত হইলাম। কিন্তু তখন কোন কথা ব্যক্ত না করিয়া বলিলাম, "বন্ধুত্ব না থাকিলে কি আর তিনি নিজে আমার নিকট এ সকল কথা বলিতে পারেন?"

রোগিনী কিছুক্ষণ কোন কথা বলিল না। আমার কথায় তাহার যেন আনন্দ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি-যে এখানে আছি তাহা কি অহীন্দ্র বাবু জানেন না?"

আ। জানেন বই কি?

রো। তবে আমি জীবিতা আছি তিনি শুনিয়াছেন?

আ। হাঁ, শুনিয়াছেন। তিনি ত তোমায় হত্যা করিবার জন্য আঘাত করেন নাই; রাগের মাথায় একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন; নতুবা তিনি তোমায় বাস্তবিকই ভালবাসেন।

আমার শেষ কথায় রোগিনী যেন উত্তেজিতা হইল, সে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "আমাকে ভালবাসেন? আমাকে ভালবাসেন? এ কথা আগে বলেন নাই কেন? তাহা হইলে ত আমি হাসি মুখে এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতাম!"

আ। তোমার কি বড় যন্ত্রণা হইতেছে?

রো। এখন আর নাই। যখনই শুনিলাম, তিনি আমাকে

ভালবাসেন, তখনই যেন আমার সকল যাতনার লাঘব হইয়াছে; আর আমার কোন কষ্ট নাই।

রমণীর কথায় আমি স্তম্ভিত হইলাম। ভাবিলাম, যে রমণী এতদূর ভালবাসিতে পারে, সে ত দেবী। অহীন্দ্র বাবু কেন তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিলেন?

এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে রমণী পুনরায় আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি আর কোন কথা বলেন নাই?"

আ। তিনি আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছেন। বলিয়াছেন, আর কখনও তোমার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিবেন না।

রো। তিনি বলিয়াছেন? এ কথা আপনাকে বলিয়াছেন? আমার সৌভাগ্য। তিনি ত বাস্তবিক মন্দলোক নহেন। তাহা হইলে আমিই বা মরিব কেন?

আ। তাঁহার আর সব ভাল, কেবল মেজাজটা সময় সময় বড় গরম হইয়া উঠে, এই তাঁহার দোষ।

রোহিণী কিছুক্ষণ কোন কথা কহিল না। পরে বলিল, "তিনি ত আপনার বন্ধু?"

আ। হাঁ—বিশেষ বন্ধু।

রো। নিশ্চয়ই আপনার কথা তিনি শুনিবেন?

আ। হাঁ—শুনিবেন বই কি? কিছু বলিতে হইবে?

রো। আজ্ঞে হাঁ—তাঁহাকে বলিবেন, যেন তিনি আর অস্ত্র ব্যবহার না করেন।

আমি তখনই জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি কি তোমায় ছোরা মারিয়াছিলেন?"

রো। হাঁ—সৌভাগ্যের বিষয় আঁচড় গিয়াছে মাত্র।

আ। তোমায় বলিবার পুর্ব্বেই তিনি ছোরাখানি আমায় দিয়াছেন।

রো। সত্য না কি—কেন?

আ। তোমায় আঘাত করিয়া তাঁহার বড় দুঃখ হইয়াছে।

রো। আপনার কথায় সন্তুষ্ট হইলাম।

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম। ভাবিলাম, কিজন্য ইহাদের মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল, না জানিলে কোন কার্য্য হইবে না। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেকথা জিজ্ঞাসাও করিতে পারি না।

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া আমি বলিলাম, "যখন তুমি তাঁহার মেজাজ জান, তখন তাঁহাকে না রাগাইলেই ভাল হইত।"

রমণী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আমি কি আর সাধ করিয়া রাগাইয়াছি। আমায় আশা দিয়া শেষে অপর রমণীকে ভাল-বাসিবে, এ আমার প্রাণে সহ্য হইবে কেন?"

আমি বলিলাম, "সে কথা সত্য। এখন ত তিনি রাধামাধব বাবুর বাড়ীতে বেশ মজায় আছেন। বোধ হয় তোমার কথা মনেই ছিল না! কেমন?"

রমণী বলিল, "আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আমাকে প্রথমে চিনিতেই পারিল না। আমি যে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলাম, আমি না হইলে যে তিনি কোনরূপে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন না, এ সকল কথা বোধ হয় আর এখন তাঁহার মনেই নাই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তবুও সে পুরুষ, তুমি রমণী। তুমি যদি বাস্তবিক তাঁহাকে ভালবাসিয়া থাক, তাহা হইলে তাঁহাকে রাগান ভাল হয় নাই।"

রমণী লজ্জিতা হইয়া বলিল, "তিনি ত জানেন, আমি তাঁহাকে নিজের প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি? তবে কেন আমার কথায় রাগিয়া গেলেন? তিনি কি জানেন না যে, যখন আমিই সাহায্য করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছি, তখন আমি আবার কোন্ প্রাণে তাঁহাকে সেই স্থানে পাঠাইয়া দিব!"

রমণীর কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। সে যে কোন বিষয়ে অহীন্দ্র বাবুর সাহায্য করিয়াছিল, কোথা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিল এবং কোথায়ই বা পুনরায় প্রেরণ করিবে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলে সমস্ত কৌশলই ব্যর্থ হইবে ভাবিয়া কোন উত্তর করিলাম না; নীরবে রমণীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। রমণী পুনরায় আপনা আপনিই বলিতে লাগিল, "যিনি একবার সেখানে গিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন, জেল কি ভয়ানক স্থান। পৃথিবীর মধ্যে নরক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

রমণীর শেষ কথায় আমি স্তম্ভিত হইলাম। তবে কি অহীন্দ্র নাথ জেলের ফেরৎ। জেল হইতে এই রমণীর সাহায্যে পলায়ন করিয়াছিলেন। এ যে ভয়ানক রহস্য, এ রমণীই বা কে? কে বলিতে পারে, ইনিও কোন সময়ে জেলে ছিলেন কি না? হয় ত সেই স্থানেই উভয়ের মধ্যে প্রণয় জন্মিয়াছিল। তাহার পর উভয়েই পলায়ন করে। অহীন্দ্রনাথ বড় লোকের আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছে। রমণী হয় ত এতকাল তাঁহার সন্ধান পায় নাই। এখন জানিতে পারিয়া এখানে আসিয়া অহীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিয়াছিল। অহীন্দ্রনাথ প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। অবশেষে রমণীর সহিত বিবাদ করেন ও তাহাকে হত্যা করিতে মনস্থ করিয়া খালে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেন। মঙ্গলা হয় ত সেখান

দিয়া যাইতেছিল, রমণীকে উদ্ধার করিয়া বৃদ্ধার কুটীরে রাখিয়া যায়।

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি রমণীর নিকট বিদায় লইলাম। ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "যিনি আমার রক্ষা করিয়াছেন, তিনি কোথায়? এখনও আসিলেন না?

আমি বলিলাম, "আমার সহিত দেখা হইলে পাঠাইয়া দিব। আমার বোধ হয় সে তাহার মনিবের বাড়ীতেই আছে।"

এই বলিয়া আর বিলম্ব না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

থানায় যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেলা প্রায় পাঁচটা বাজিয়াছে। ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া গভীর চিন্তায় নিযুক্ত হইলাম। ভাবিলাম, অহীন্দ্রনাথ জেলের ফেরৎ আসামী। রাধামাধব বাবুর বাড়ীতে আসিয়া বাস করিবার নিশ্চয়ই কোন অভিসন্ধি ছিল। কি সেই অভিসন্ধি? রাধামাধব বাবুকে হত্যা করিয়া তিনি কি লাভবান হইলেন বলিতে পারি না। আর যদি তিনি হত্যাই না করিলেন, তাহা হইলে বাড়ী হইতে পলায়নই বা করিলেন কেন?

কিছুক্ষণ এইরূপ ভাবিয়া মনে হইল, হয়ত অহীন্দ্রনাথ ঐ রমণীকে হত্যা করিয়াছে ভাবিয়াই পলায়ন করিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই জানেন না যে, রমণী রক্ষা পাইয়াছে। মঙ্গলা যে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে অহীন্দ্রনাথ তাহা অবগত নহেন।

এইরূপ স্থির করিয়া ভাবিলাম, মঙ্গলা কোথায় গেল? সে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় হঠাৎ খালের ধারে গেল কেন? কেমন করিয়াই বা ঐ রমণীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল? রমণী যাহা বলিল, তাহাতে সেও যে একজন জেলের আসামী তাহাও বুঝিতে পারিলাম। কেমন করিয়া সে অহীন্দ্রনাথের সন্ধান পাইল তাহা না জানিলে এ রহস্য ভেদ করিতে পারিব না।

এইরূপ মনে করিয়া সে রাত্রি যাপন করিলাম এবং পরদিন প্রত্যূষে আবার ডাক্তারের ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া সেই বৃদ্ধার কুটীরে গমন করিলাম। বৃদ্ধা আমায় দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল। আমি অগ্রে রোগিনীর সংবাদ লইলাম। পরে তাহার পার্শ্বে গিয়া বেশ করিয়া পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম, জ্বর অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। তবে ক্ষতস্থান হইতে তখনও বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতেছিল দেখিয়া, আমি উহা পুনরায় ভাল করিয়া বন্ধন করিয়া দিলাম। পরে অন্য কথা পাড়িলাম।

কিছুক্ষণ পরে আপনা আপনি বলিলাম, "অহীন্দ্রনাথের সন্ধান বাহির করিতে তোমায় যে কি কষ্ট পাইতে হইয়াছিল বলিতে পারি না।"

রমণী আমার কথায় ঈষৎ হাসিল। পরে বলিল, "আপনি জানেন না, আমি তাঁহাকে কত ভালবাসি। কত স্থান যে অন্বেষণ করিয়াছি, কত লোকের নিকট যে অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। শেষে আমার দূর-সম্পর্কের এক ভাই কথায় কথায় বলিল যে, তিনি রাধামাধব বাবুর বাড়ীতে বেশ আরামে বাস করিতেছেন। আমি সেই কথা শুনিয়া একখানি পত্র লিখিলাম এবং বাড়ীর নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

যিনি আমায় উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি সেই সময়ে বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছিলেন। আমি তাঁহার হাতে পত্রখানি দিয়া বলি, তিনি যেন সেখানি অহীন্দ্র বাবুর নিকট দেন। তিনি তাহাই করিয়াছিলেন।

আ। কেমন করিয়া জানিলে?

র। তাহা না হইলে তিনি আমার পত্রের কথামত কার্য্য করিবেন কেন?

আ। তোমার পত্রে কি ছিল?

র। রাত্রি এগারটার পর খালের ধারে দেখা করিবার কথা ছিল।

রমণীর শেষ কথা শুনিয়া আমি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম। মঙ্গলা নিশ্চয়ই সেই পত্রের মর্ম্ম অবগত ছিল, এবং রাত্রি এগারটার পর অহীন্দ্রনাথের সহিত খালের ধারে আসিয়া কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া ছিল। নিশ্চয়ই সে ইহাদের কথোপকথন শুনিতে পাইয়াছিল। তাহার পর যখন অহীন্দ্রনাথ সেই রমণীকে আঘাত করিয়া পলায়ন করেন, তখন সে ইহাকে উদ্ধার করিয়া বৃদ্ধার কুটীরে লইয়া যায়।

এইরূপ স্থির করিয়া আমি আর তথায় থাকা যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলাম না। তখনই বৃদ্ধার নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলাম।

মরণে মুক্তি।

(দ্বিতীয় অংশ।)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সপ্তদশ বর্ষ।] সন ১৩১৬ সাল। [অগ্রহায়ণ।

মরণে মুক্তি।

(দ্বিতীয় অংশ)

নবম পরিচ্ছেদ।
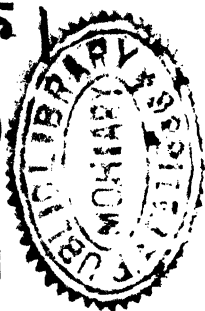
পথে আসিয়া কোন নিভৃত স্থানে গমন করিলাম, এবং ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া ভাবিলাম, একবার মঙ্গলার সন্ধান লওয়া উচিত। সে যদি ফিরিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে অহীন্দ্রনাথের বর্ত্তমান সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। আর যদি এখনও ফিরিয়া না আসিয়া থাকে, তাহা হইলে অগ্রে তাহারই সন্ধান লওয়া উচিত। এই স্থির করিয়া আমি একবার হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

আমাকে দেখিয়া হরিদাস আনন্দিত হইল। পরে জিজ্ঞাসা করিল, "বড় দাদাবাবু আর কতকাল জেলে থাকিবেন? বৌ দিদি যে কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিতেছেন। আপনি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া যাইলেও তিনি আবার অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন।"

হরিদাসের কথা শুনিয়া আমি দুঃখিত হইলাম। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলাম, "যতকাল তাঁহার অদৃষ্টে কষ্টভোগ আছে ততকালই তাঁহাকে জেলে থাকিতে হইবে। কিন্তু ইহা স্থির জানিও যে, এ দিন থাকিবে না। প্রকৃত হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিতে না পারিলে তিনি কেমন করিয়া মুক্তিলাভ করিবেন?

তুমি তাঁহার স্ত্রীকে বুঝাইয়া বলিও। এখন আর আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না।"

হরিদাস কোন কথা কহিল না দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মঙ্গলার কোন সংবাদ পাইয়াছ ?"

হ। আজ্ঞে না—তবে শুনিয়াছি, সে দিন রাত্রে সে না কি দমদম ষ্টেশনের দিকে যাইতেছিল।

আ। কে এ কথা বলিল ?

হ। আমাদেরই এক প্রতিবেশীর দাসী।

আ। তখন রাত্রি কত ?

হ। প্রায় দুপুর।

আ। সে কি একাই যাইতেছিল ?

হ। আজ্ঞে হাঁ।

আ। কারণ কিছু শুনিয়াছ ?

হ। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল বটে, কিন্তু মঙ্গলা হয় ত সে কথা শুনিতে পায় নাই, না হয় শুনিয়াও উত্তর দেয় নাই।

আ। দমদমের ষ্টেশন মাষ্টার কি মঙ্গলার পরিচিত ?

হ। আজ্ঞে হাঁ—তিনি এ বাড়ীর সকলকেই চেনেন।

আ। তাহা হইলে তিনি মঙ্গলার খবর বলিতে পারিবেন।

এই বলিয়া আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তখনই দমদম ষ্টেশনে গমন করিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় ষ্টেশন মাষ্টারের সহিত আমার পরিচয় ছিল। তিনি আমাকে ব্যস্তসমস্ত হইয়া সেখানে যাইতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও সকল কথা ব্যক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে দিন রাত্রে মঙ্গলা এখানে আসিয়াছিল কি ?"

ষ্টেশন মাষ্টার কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ—রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের পর মঙ্গলা তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন এখানকার শেষ গাড়ী প্লাট ফরমে আসিয়া ছিল। মঙ্গলা নৈহাটীর টিকিট চাহিল। কিন্তু সে সময় টিকিট আনিতে হইলে গাড়ী চলিয়া যায় দেখিয়া বিনা টিকিটেই তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম এবং সত্বর একখানি পত্র লিখিয়া তাহার হাতে দিলাম এবং উহা নৈহাটীর ষ্টেশন মাষ্টারকে দিতে বলিলাম। তাহার পর কি হইয়াছে বলিতে পারি না। মঙ্গলা নৈহাটী হইতে এখনও ফিরে নাই কেন জানি না।"

ষ্টেশন মাষ্টারের কথা শুনিয়া আমি নৈহাটী যাইতে মনস্থ করিলাম, এবং পুনরায় ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া পরবর্ত্তী গাড়ীতে উঠিয়া নৈহাটী যাত্রা করিলাম।

বেলা এগারটার সময় নৈহাটী উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশন মাষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সে রাত্রে শিয়ালদহ হইতে যে শেষ গাড়ী আসিয়াছিল, তাহাতে মঙ্গলা নামে কোন রমণী ছিল কি না?"

আমার কথা শুনিয়া ষ্টেশন মাষ্টার হাসিয়া উঠিলেন। পরে বলিলেন, "কত শত মঙ্গলা আসিয়াছে, কাহার কথা বলিব?"

আমি তাঁহার কথায় বিরক্ত অথচ অপ্রতিভ হইলাম। বলিলাম, "দমদমার ষ্টেশন মাষ্টারের পত্র লইয়া কোন রমণী বিনা টিকিটে সে রাত্রের শেষ গাড়ীতে কি এখানে আসিয়াছিল?"

আমার কথায় ষ্টেশন মাষ্টারের মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ—আসিয়াছিল বটে কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ 'যেমন ষ্টেশন হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান

করিবে, অমনই পড়িয়া গেল এবং সাংঘাতিকরূপে আহত হইল। বেচারা এখানকার হাসপাতালে রহিয়াছে। আজ একটু ভাল আছে শুনিয়াছি।"

আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি তখনই তথা হইতে বাহির হইলাম, এবং কিছুক্ষণ পরে হাসপাতালে গমন করিলাম। আমি ডাক্তারের ছদ্মবেশে ছিলাম, সকলেই আমাকে ডাক্তার মনে করিয়াছিল; সুতরাং কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। আমি অনায়াসে মঙ্গলার সন্ধান পাইলাম, এবং যে ডাক্তার তাহাকে দেখিতেছিলেন, তাঁহার সহিত সদ্ভাব করিয়া মঙ্গলার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া হাসপাতালের ডাক্তার ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি একটা অছিলা করিয়া মঙ্গলার ঘরে রহিলাম।

সরকারি ডাক্তার প্রস্থান করিলে পর, আমি মঙ্গলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কেমন আছ মঙ্গলা?"

আমার মুখে তাহার নাম শুনিয়া মঙ্গলা যেন চমকিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে? আপনাকে ত চিনিতে পারিতেছি না। আপনি আমার নাম জানিলেন কিরূপে?"

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "আমি তোমার মনিব-বাড়ী হইতে আসিতেছি। তাঁহারা যে তোমার সংবাদ না পাইয়া বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তুমি না বলিয়া এখানে আসিলে কেন?"

আমার কথায় মঙ্গলার ভয়ানক ক্রোধ হইল। সে রাগে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "সেই দুর্বৃত্ত দস্যুই ত সকল অনিষ্টের মূল। কে জানে সে জেলের কেরৎ।

আ। সত্য না কি? অহীন্দ্রনাথ তবে সহজ লোক নন্?

ম। সহজ লোক! ডাকাত,—খুনে! গাড়ী হইতে যেরূপে লম্ফ দিয়া পড়িল, তাহাতে আমি ভাবিয়াছিলাম, মরিয়া যাইবে, কিন্তু মরিল না, তখনই উঠিয়া একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ীতে আরোহণ করিল। পরে কোচমানকে বলিল, পনের নম্বর সাতকড়ি দত্তের গলি। আমিও তখনই আর একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ী দেখিলাম। কিন্তু যেমন দৌড়িয়া তাহাতে আরোহণ করিতে যাইব, অমনই হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলাম, এবং ভয়ানকরূপে আহত হইলাম।

আ। তুমি নৈহাটীতে আসিলে কেন? অহীন্দ্রবাবু এখানে আসিয়াছে বলিয়াই কি তুমি আসিয়াছ?

ম। সেও একটা কারণ বটে, কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একটী কারণ আছে।

আ। কি?

ম। নগেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে।

আ। তিনি ত একটী দিন মাত্র বাড়ীতে ছিলেন।

ম। সত্য, কিন্তু সেই একদিনেই আমার মনিব-বাড়ীর অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

আ। কি?

ম। কর্ত্তাবাবুর শালী না কি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। কর্ত্তাবাবুও সম্মত হইয়াছিলেন।

আমি স্তম্ভিত হইলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি ত বিধবা—বিধবা হইলে কি হিন্দুমহিলার আর বিবাহ হয়?"

মঙ্গলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কি এক নূতন মতে না কি বিবাহ

হইতে পারে? আমি তাঁহাদের কথা ভাল বুঝিতে পারি নাই। তবে বিবাহ করিবার পরামর্শ শুনিয়াছিলাম।”

আ। তাহাতেই বা তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি?

ম। বলেন কি? যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে তাহাকেও জেলের আসামী বলিয়া বোধ হয়।

আমি হাসিয়া উঠিলাম, বলিলাম, “তাহা হইলে তোমাদের গৃহিণী তাহাকে বাড়ীতে আনিবেন কেন? বিশেষতঃ, আমি শুনিয়াছি, তিনি না কি গিন্নীর দূরসম্পর্কীয় ভগিনী।

মঙ্গলা কিছুক্ষণ কোন কথা কহিল না। পরে কি ভাবিয়া বলিল, “আগে সেই কথাই বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সে সমস্তই মিথ্যা। আমি প্রথম হইতেই তাহার উপর সন্দেহ করিয়াছিলাম, কিন্তু কাহাকেও কোন কথা বলিতে সাহস করি নাই। এখন দেখিতেছি, আমার ধারণাই সত্য হইল।”

আমি বলিলাম, “তোমার মতে তাহা হইলে অহীন্দ্রনাথ ও বাবুর শালী উভয়েই জেলের আসামী। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বড় ভয়ানক ব্যাপার দেখিতেছি।”

মঙ্গলা কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল। পরে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি আমার মনিব-বাড়ী হইতেই আসিতেছেন?”

আ। হাঁ—কিন্তু তাহা হইলেও আমি তোমার মাসীর সংবাদ জানি, আর যে রমণীকে উদ্ধার করিয়া তাহার বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছ, তাহাও জানি। রমণী এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। সে শতমুখে তোমার প্রশংসা করিতেছে।

ম। আমার একটী অনুরোধ আছে।

আ। কি বল? তাহাকে কিছু বলিতে হইবে?

ম। আজ্ঞে না, আপনি সেই ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করুন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সে এখনও ঐ ঠিকানায় আছে।

আ। যাহাতে তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হয়, তাহার চেষ্টা এখনই করিব। আর কিছু কার্য্য আছে?

ম। আজ্ঞে না। কেবল মাসীকে বলিবেন, আমি আরোগ্য হইলেই তাঁহার সহিত দেখা করিব।

এই কথা শুনিয়া আমি আর বিলম্ব করিলাম না। হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া সম্মুখেই একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ী দেখিতে পাইলাম এবং তখনই তাহাতে আরোহণ করিয়া কোচমানকে সাতকড়ি দত্তের গলিতে যাইতে আদেশ করিলাম।

পনের নম্বর বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম, সেটা একটা বাসা বাড়ী। প্রায় দশ বার জন লোক তথায় বাস করিতেছেন। একজন স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ সে বাসার সত্ত্বাধিকারী।

বাসায় আসিবামাত্র সেই ব্রাহ্মণ আমার সহিত দেখা করিল। আমি তাহাকে অহীন্দ্রনাথের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার কথা শুনিয়া সে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল। পরে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ—ঐ নামের একজন ভদ্রলোক সেদিন রাত্রি প্রায় দুইটার সময় বাসায় আসিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি এখনও আছেন।"

আমি উত্তর করিলাম, "যদি একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেন, বড় উপকার হয়। আমি বহুদূর হইতে এখানে আসিয়াছি।"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "আপনি ভিতরে গিয়া অন্বেষণ করুন। আমার কোন আপত্তি নাই।"

অহীন্দ্রনাথকে আমি পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই, সুতরাং

একা যাইলে তাহাকে চিনিতে পারিব না স্থির করিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম। পরে সেই ব্রাহ্মণকে অনেক অনুরোধ করিয়া আমার সঙ্গে লইলাম। তিনি অগ্রে অগ্রে ভিতরে প্রবেশ করিলেন, আমি অনুসরণ করিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণ দূর হইতে অহীন্দ্রনাথের ঘরটী প্রদর্শন করিয়া ফিরিয়া গেল। আমি সেই ঘরের দ্বারের নিকট গিয়া কৌশলে অহীন্দ্রনাথকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। দেখিলাম, তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। তাঁহাকে দেখিতে বেশ সুপুরুষ, তাঁহার দেহ দীর্ঘ, বক্ষ উন্নত, চক্ষু আয়ত, হস্তপদ সুগোল ও বলিষ্ঠ। দূর হইতে তাঁহাকে দুর্দ্দান্ত দস্যু বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু তাহা হইলেও আমি একা এবং বিনা অস্ত্রে তাহার সম্মুখীন হইতে সাহস করিলাম না।

সামান্য অছিলা করিয়া আমি ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইলাম এবং তখনই স্থানীয় থানায় গিয়া দারোগা বাবুকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম এবং অহীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তাঁহাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি অবিলম্বে আমার সাহায্যার্থ দুইজন কনষ্টেবলকে পাঠাইয়া দিলেন।

দুইজন কনষ্টেবল লইয়া আমি [illegible] সেই বাসায় আগমন করিলাম এবং তাহার সত্বাধিকারী সেই ব্রাহ্মণকে কোন নিভৃত স্থানে ডাকিয়া বলিলাম, "অহীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিবার প্রয়োজন হইয়াছে ও আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতেছি। যদি গোলযোগ করেন, আপনারই অনিষ্টের সম্ভাবনা।"

ব্রাহ্মণ চমকিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এ আপদ আবার কোথা হইতে আসিল? এখান হইতে গ্রেপ্তার করিলে আর কোন লোক ভয়ে এ বাসায় আসিবে না।"

আ। আমি সেই জন্যই আপনাকে গোপনে এই সকল কথা বলিতে আসিয়াছি। আপনার বাসাবাড়ীর আর কোন পথ আছে?

ব্রা। আজ্ঞে আছে। পশ্চাতে একটী খিড়কি দ্বার আছে।

আ। ভালই হইয়াছে। আমরা অহীন্দ্রনাথকে সেই পথ দিয়া বাহির করিয়া লইয়া যাইব। তাহা হইলে আপনার বাসার আর কোন লোক এই ব্যাপার জানিতে পারিবে না।

ব্রাহ্মণ সম্মত হইল। আমি তখন কনষ্টেবলদ্বয়কে সেই পথে অপেক্ষা করিতে বলিয়া স্বয়ং পুনরায় অহীন্দ্রনাথের গৃহদ্বারে উপনীত হইলাম এবং অতি সন্তর্পণে তাঁহার গৃহে মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

ঘরখানি অতি ক্ষুদ্র, ভিতরে একটী জানালা ও একটী দরজা ছিল। আসবাবের মধ্যে একখানা ছোট তক্তাপোষ, তাহার উপরে একখানি সতরঞ্চ। সতরঞ্চের উপর একটীমাত্র বালিস। অহীন্দ্রনাথ সেই শয্যার উপর বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময়ে আমি প্রবেশ করিলাম।

অহীন্দ্রনাথ এত মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছিলেন যে, আমার পদশব্দ শুনিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেও, ঠাকুর মহাশয়! এখন এখানে কি প্রয়োজন?

এই বলিয়া তিনি আমার দিকে ফিরিলেন এবং বাসার সত্বাধিকারীকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? কি জন্যই বা এখানে আগমন করিয়াছেন?"

কোন উত্তর না করিয়াই আমি একবারে তাঁহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিলাম এবং এরূপে গ্রেপ্তার করিলাম যে, তিনি নড়িতেও পারিলেন না। ইত্যবসরে অপর দুইজন কনষ্টেবল খিড়কী দ্বার দিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমার সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া বন্দীর পোষাক ভাল করিয়া অন্বেষণ করিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, কোন প্রকার অস্ত্র তাঁহার নিকটে পাওয়া গেল না।

এতক্ষণ অহীন্দ্রনাথ কোন কথা কহেন নাই। কিন্তু যখন তাঁহাকে উত্তমরূপে বন্ধন করা হইল, তখন তিনি অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য আমায় গ্রেপ্তার করিলেন? আপনি কে?"

আ। আমি একজন পুলিস-কর্ম্মচারী, কাশীপুরে রাধামাধব বাবুকে খুন করিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তাহা কি আপনার মনে নাই?

অ। কে দেখিয়াছে?

এই বলিয়া তিনি যেন আপনা আপনিই বলিতে লাগিলেন, "কেহ নিশ্চয়ই দেখিয়াছে। তাহা না হইলে ইনি একেবারে এখানে আসিবেন কেন?"

অহীন্দ্রনাথের প্রথম প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে দেখিয়াছে, আপনি কি জানেন না ?"

অ। আমি যখন ছোরা মারিয়াছিলাম, তখন ত কাহাকেও নিকটে দেখি নাই। কিন্তু আমার নজরে না পাড়লেও কোন লোক গোপনে লুকাইয়াছিল, তাহা আপনাদের কার্য্য দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে।

আ। আপনার বিরুদ্ধে আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রক্তাক্ত ছোরাখানিও পাওয়া গিয়াছে।

অ। আমিও তাহাই মনে করিয়াছিলাম। যখন দেখিলাম, ছোরাখানি নাই, তখনই ভাবিয়াছিলাম, পুলিসের লোক সেই সূত্র ধরিয়া এখানে আসিবে।

আ। নিশ্চয়ই—তাহা ছাড়া পুলিসের লোক দাগী লোককেই আগে সন্দেহ করে।

চমকিত হইয়া অহীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাগীলোক কি ?"

ঈষৎ হাসিয়া আমি উত্তর করিলাম, "দাগী কি না আপনি সে কথা ভালই জানেন। এখন আর আপনার কোন কথা লুকাইবার প্রয়োজন নাই। আপনার সকল বিদ্যারই পরিচয় পাইয়াছি।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অহীন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, "বুঝিয়াছি, এ সেই কটা চক্ষুর কাজ। তিনি আমারই পরিচয় দিয়াছেন বটে কিন্তু নিজে কি ছিলেন তাহা বলিয়াছেন কি ? মনে করিবেন না, তিনি সত্য সত্যই রাধামাধব বাবুর শ্যালিকা। আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাঁহার সহিত রাধামাধব বাবুর কিম্বা তাঁহার স্ত্রীর কোন সম্বন্ধই নাই।"

অহীন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া আমি প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি যে রমণীকে হত্যা করিতে মনস্থ করিয়া থালে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সেই রমণীর উপরই দোষারোপ করিবেন। কিন্তু তাহা না করিয়া যখন কটা চক্ষু রমণীর নামে অভিযোগ করিলেন, তখন আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

যে রমণী রাধামাধব বাবুর শ্যালিকা বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহাদের বাড়ীতে বাস করিতেছেন, তাঁহাকে দেখিলে ভদ্র ঘরের মহিলা বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু অহীন্দ্রনাথের শেষ কথাগুলি শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। ভাবিলাম, এ জগতে বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া কোন লোকের চরিত্র অবগত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

অহীন্দ্রনাথের কথায় কোন উত্তর করিলাম না দেখিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "অনেকদিন গত হইল, ঐ রমণী আমার আশ্রিতা ছিল। উহার তৎকালীন নাম কুসুম, বয়স আঠার বৎসর। এখনকার আকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, কুসুম সে বয়সে কেমন ছিল। আমরা স্ত্রী পুরুষের মত বাস করিতেছিলাম। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। কিছুদিন পরে আমাদের অর্থের অভাব হইতে লাগিল। কুসুম তখন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিল। লোভ দেখাইয়া অপর পুরুষকে বাড়ীতে আনিতে লাগিল; এবং কিছুক্ষণ আমোদ আহ্লাদ করিয়া অহিফেন মিশ্রিত মদ্যপান করিতে দিত। পরে সে হতচেতন হইয়া পড়িলে, তাহার নিকট হইতে সমস্ত দ্রব্য কাড়িয়া লইত। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে পুলিসের লোকে আমাদের উভয়ের উপর সন্দেহ করিল এবং

তিন চারি মাস পরে আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিল। বিচারে আমার পাঁচবৎসর, কুসুমের তিন বৎসর জেল হ[illegible]লে গিয়াও কুসুম নিশ্চিন্ত ছিল না। কারাধ্যক্ষকে বশীভূত করিয়া এক বৎসর পরে কুসুম পলায়ন করিল এবং তাহারই কৌশলে পরবৎসর আমিও পলায়ন করিলাম। কিন্তু কুসুমের কোন সন্ধান পাইলাম না। অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলাম, কুসুম রাধামাধব বাবুর স্ত্রীর সহিত আলাপ করিয়া তাঁহারই ভগ্নীরূপে সেখানে বাস করিতেছে। এই সংবাদ শুনিয়া আমি রাধামাধব বাবুর বাড়ীর খোঁজ করিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে শুনিলাম, রাধামাধব বাবুর স্ত্রী মারা পড়িয়াছেন। কুসুম কর্ত্তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছে। এমন কি, ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছে। কুসুম প্রথমে আমায় যেন চিনিতেই পারে নাই। অবশেষে একদিন গোপনে লইয়া গিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিলাম। সেই দিন হইতে আমি কুসুমের বিষ-নয়নে পতিত হইলাম।

অহীন্দ্রনাথের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আমার চক্ষু ফুটিল। আমি কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে অহীন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "এখন আপনাকে জেলে যাইতে হইবে। ভবিষ্যতে নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইলে মুক্তি লাভ করিবেন। রক্তাক্ত ছোরাখানিতে সত্যেন্দ্রনাথের নাম লেখা থাকিলেও শুনিয়াছি, সেখানি আপনাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে আপনিই রাধামাধব বাবুকে হত্যা করিয়াছেন।"

এই বলিয়া আমি কনষ্টেবলদ্বয়কে ইঙ্গিত করিলাম। তাহারা

অহীন্দ্রনাথের হস্ত ধরিয়া নীরবে খিড়কী দ্বারে আসিল। বাসার অধ্যক্ষ পূর্ব্বেই একখানি গাড়ীভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা সকলেই গাড়ীতে উঠিলাম এবং স্থানীয় থানায় গমন করিলাম। পরে সেখানকার কার্য্য শেষ করিয়া অহীন্দ্রনাথকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যখন আসামীকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। অহীন্দ্রনাথকে হাজতে পাঠাইয়া আমি থানায় প্রত্যাগমন করিলাম। প্রাতঃকাল হইতে কঠোর পরিশ্রম করিয়া আমি এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, সে রাত্রে আর কোন কার্য্য করিতে পারিলাম না। আহারাদি সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতে নিযুক্ত হইলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে অহীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনও আপনি আমায় দোষী মনে করেন? আমি রাধামাধব বাবুকে হত্যা করি নাই।"

অহীন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া আমি হাসিয়া উঠিলাম; কোন কথা কহিলাম না। কিছুক্ষণ পরে গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "রাধামাধব বাবুকে হত্যা করিবার অপরাধে আরও একজন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। আমি তাঁহার বন্ধু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি

বেশ জানি, তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, কেবল দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাকে এই নিগ্রহ ভোগ করিতে হইতেছে। আমি তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

অহীন্দ্রনাথ বলিলেন, "বেশ কথা। আপনি যখন একজনের জন্য এত করিবেন, তখন আমার জন্য যেন সামান্য মাত্র চেষ্টা করেন এই আমার অনুরোধ।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তিনি প্রকৃত নির্দ্দোষী।"

অ। আমিও ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি—আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধী।

আ। ছোরাখানি সত্যেন্দ্রনাথ আপনাকে দিয়াছিলেন কি ?

অ। আজ্ঞে হাঁ, মিথ্যা বলিব না।

আ। সেই ছোরারই আঘাতে রাধামাধব বাবু আহত হইয়াছেন। সরকারি ডাক্তারে ইহা পরীক্ষা করিয়াছেন।

অ। আশ্চর্য্য নহে, ছোরাখানি আমি পথে কোথাও ফেলিয়া দিয়াছিলাম।

আ। তবে কি হত্যাকারীই সেখানি কুড়াইয়া পাইয়াছিল বলিতে চান ?

অ। আজ্ঞে হাঁ, তাহা না হইলে কেমন করিয়া সেই ছোরার আঘাতে তিনি মারা পড়িলেন !

আ। সত্যেন্দ্রনাথের হাতেই ছোরাখানি পাওয়া গিয়াছিল।

অ। তবে ত তাঁহাকেই লোকে দোষী বলিবে।

আমি কোন উত্তর করিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি যদি সত্যসত্যই নির্দ্দোষী হন, তাহা হইলে সে রাত্রে পলায়ন করিলেন কেন ?"

অহীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ কোন কথা কহিলেন না। গম্ভীর ভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে অতি মৃদুভাবে বলিলেন, "যদি আমার কথা আর কাহারও নিকট ব্যক্ত না করেন, তাহা হইলে সকল কথাই বলিতে সম্মত আছি।"

আমি বলিলাম,—"আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার কথা শুনিয়া আমিও কোনরূপে আপনার অনিষ্ট করিব না। কিন্তু যদি সে কথায় সত্যেন্দ্রনাথের নির্দ্দোষীতা প্রমাণ করিবার সুবিধা ঘটে, তাহা হইলে উহা ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইব।"

অহীন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, "রাত্রি এগারটার সময় আমি রাধামাধব বাবুর বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া খালের ধারে গমন করি।"

বাধা দিয়া আমি বলিলাম, "ও সকল কথা আমার জানা আছে।"

অহীন্দ্রনাথ প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরে কি ভাবিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বুঝিয়াছি, সেই দাসীই আপনাকে এ সকল কথা বলিয়াছে।"

আমি সে কথায় উত্তর না দিয়া বলিলাম, "যে রমণীকে আপনি ছোরার আঘাত করিয়া খালে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহারই মুখে সকল কথা শুনিয়াছি। আপনি তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিলেও ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে এখনও জীবিত এবং শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিবে।"

অহীন্দ্রনাথ আমার মুখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না। আমি

তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি অমন করিয়া চাহিয়া রহিলেন কেন, আমার কথায় বিশ্বাস হইতেছে না? আমি এখনও বলিতেছি, সেই বালিকা মারা পড়ে নাই। সে জীবিত আছে।"

আমার কথায় অহীন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আপনি জানেন না, আপনার কথার আমার আন্তরিক অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হইল। সে জীবিতা আছে শুনিয়া আমি যে কত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা মুখে বলিতে পারা যায় না। কেন পলায়ন করিয়াছিলাম এখন বুঝিতে পারিলেন? আমি ভাবিয়াছিলাম, বুঝি আমার ছোরার আঘাতে সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।"

আমার পূর্ব্ব অনুমান সম্পূর্ণ সত্য হইল দেখিয়া আমি আন্তরিক আনন্দিত হইলাম। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রমণীকে আঘাত করিয়া যখন রাধামাধব বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি জীবিত ছিলেন কি না?"

অহীন্দ্রনাথ বলিলেন, "কটক পার হইয়া যখন বাগানে আসিলাম, তখন আমার বোধ হইল, যেন কে আমার পাছু লইয়াছে। আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলাম কিন্তু পথে পড়িয়া গেলাম; সেই সময়ে ছোরাখানি কোথায় হারাইয়া গেল। যখন আমি ঘরে গিয়া উপস্থিত হই, তখন সহসা যেন কিসের গোলযোগ আমার কর্ণগোচর হইল। উপরে যেন কোন লোক বেগে যাতায়াত করিতেছিল, কে যেন কথা কহিতেছিল। আমার ভয় হইল। এখন আমি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি, আমার বোধ হয়, তখন তাহারা রাধামাধব বাবুকে আহত অবস্থায় দেখিয়া ঐ প্রকার করিতেছিল; তখন ত এ কথা জানিতাম না। আমি দাগী, আমার

ভয় হইল। তাহার পর বিছানার চাদর দুইখানির সাহায্যে জানালা দিয়া ঘরের বাহির হইলাম।"

অহীন্দ্রনাথের কথাগুলি সত্য বলিয়া বোধ হইল। আমিও পূর্ব্বে ঐ প্রকারই অনুমান করিয়াছিলাম। কিন্তু অন্য কতকগুলি কারণ বশতঃ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। প্রথমতঃ তাঁহারই ছোরায় রাধামাধব বাবুর মৃত্যু হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, তিনি যেরূপ অদ্ভুত উপায়ে বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহা বড়ই সন্দেহজনক। বিশেষতঃ, যখন তিনি হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে সেই রমণীকে ছোরার আঘাত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা নিতান্ত অন্যায় হয় নাই; এবং যতদিন না বিচার শেষ হয়, ততকাল তাঁহাকে মুক্ত করা অসম্ভব।

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি যেমন সেখান হইতে বিদায় লইব, সেই সময় অহীন্দ্রনাথ আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যখন এ বিষয়ে নির্দ্দোষী, তখন আমায় কেন মুক্তি দিবেন না? আপনি যে অন্যায় সন্দেহ করিয়া আমায় গ্রেপ্তার করিয়াছেন, তাহা ত এখন বেশ বুঝিতে পারিলেন।"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "মুক্তির কথা ছাড়িয়া দিন। রাধামাধব বাবুর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত না থাকিলেও আপনি যখন সেই রমণীকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে ছোরা মারিয়াছিলেন, তখন আমি কেমন করিয়া আপনার মুক্তির বিষয় প্রতিশ্রুত হইব।"

আমার কথায় অহীন্দ্রনাথ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন; কিছুক্ষণ তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। পরে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনি ত সে কথা আর কাহারও

নিকট ব্যক্ত করিবেন না, অঙ্গীকার করিলেন। তবে আপনারা পুলিসের লোক, আপনাদের কথায় বিশ্বাস করা মূর্খের কার্য্য।"

ঈষৎ হাসিয়া আমি বলিলাম, "পুলিসের লোক বলিয়া কি আমাদের কথার ঠিক নাই? যে কথা বলিয়াছি, তাহার আর অন্যথা হইবে না। আমার দ্বারা আপনার কোন অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যতদিন না রাধামাধব বাবুর প্রকৃত হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতেছি, ততদিন আপনি মুক্তি পাইবেন না। কেন না, তাহা হইলে অপর বন্দী সত্যেন্দ্রনাথও মুক্তি পাইতে পারেন। আমি জানি, তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।"

ঈষৎ হাসিয়া অহীন্দ্রনাথ বলিলেন, "যদি তাঁহার নির্দ্দোষীতা সম্বন্ধে আপনি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলেন কেন?"

আমি বলিলাম, "সে সময় আমি উপস্থিত থাকিলে এ কার্য্য হইত না। স্থানীয় থানার দারোগা বাবু তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছেন। যতক্ষণ না তিনি মুক্ত হন, ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা নয়টার সময় থানায় ফিরিয়া আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। পরে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম। ভাবিলাম, তিনজনের উপর সন্দেহ করা যাইতে পারে। প্রথম সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় অহীন্দ্রনাথ এবং তৃতীয় রাধামাধব বাবুর শ্যালিকা। সত্যেন্দ্রনাথকে নির্দ্দোষী বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল। অহীন্দ্র-নাথের কথা শুনিয়া তাঁহাকেও এই ব্যাপারে নিরপরাধী বলিয়া বোধ হইতেছে। আর কর্ত্তার শ্যালিকা—তিনি যখন কর্ত্তার মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার উপর সন্দেহ করা নিতান্ত অন্যায়। তবে দোষী কে?

বাড়ীতে পুরুষ-মানুষের মধ্যে রাধামাধব বাবুর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র ও অহীন্দ্রনাথ। তিনজনের মধ্যে দুইজনকে নির্দ্দোষী বলিয়াই বোধ হয়। অপর ব্যক্তি নগেন্দ্রনাথ সে রাত্রে বাড়ীতেই ছিলেন না। সুতরাং তাহার উপর কোনরূপেই সন্দেহ করা যায় না।

বাড়ীর দাস দাসী সকল কর্ত্তার এত বশীভূত যে তাহাদের দ্বারা এ কার্য্য কখনও সম্ভবে না। তবে কে রাধামাধব বাবুকে হত্যা করিল?

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম এবং একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ীতে আরোহণ করিয়া সত্বর রাধামাধব বাবুর বাড়ীতে গমন করিলাম।

যে গৃহে কর্ত্তা বাবু খুন হইয়াছিলেন, সেই ঘর হইতে তাঁহার

মৃতদেহ বাহির করিবার পর ঘরটী তালা বন্ধ করিয়াছিলাম। পাছে আমার অজ্ঞাতসারে সে ঘরে আর কোন লোক প্রবেশ করে, এই ভয়ে ঘরের চাবিটা নিজের কাছেই রাখিয়াছিলাম।

বাড়ীতে উপস্থিত হইবামাত্র হরিদাস নানা কথা জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তাহার একটী প্রশ্নেরও উত্তর দিলাম না। হরিদাস অত্যন্ত দুঃখিত হইল বটে কিন্তু কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রাধামাধব বাবুর ঘরের চাবী আমারই নিকটে ছিল। সেই চাবীর সাহায্যে আমি ঘরটী খুলিয়া ফেলিলাম। হরিদাস আমার সঙ্গে প্রবেশ করিতেছিল, নিষেধ করিলাম; সে অপ্রতিভ হইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল।

গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমি ঘরের মেঝেটী তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলাম। তখন সেখানে যাহা কিছুর নিদর্শন পাইলাম, সংগ্রহ করিলাম।

কর্ত্তার ঘর পরীক্ষা করিয়া বাড়ীর অপরাপর ঘরগুলিও উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলাম। পরে হরিদাসের নিকট বিদায় লইয়া একবার রাধামাধব বাবুর উকিলের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার সহিত আমার বিশেষ আলাপ ছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, রাধামাধব বাবু নগেন্দ্রনাথকেই অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তিনি যে শেষ উইল করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে নগেন্দ্রনাথকে তাঁহার সমুদায় সম্পত্তির বার আনা এবং সত্যেন্দ্রনাথকে চারি আনা দিয়াছেন। আরও শুনিলাম, সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অমিতব্যয়ী। তিনি ইতিমধ্যে অনেক টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন।

এই সকল সংবাদ শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমার মনে এক নূতন সন্দেহ জন্মিল। কিছুক্ষণ পরে আমি উকিল বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

থানায় ফিরিয়া আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম। এতক্ষণ যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহাই সত্য বলিয়া ধারণা হইল। তখন আর বিলম্ব না করিয়া একজন কনষ্টেবলকে ডাকিলাম এবং একখানি পত্র লিখিয়া তাহার হস্তে প্রদান করতঃ পত্রখানি নগেন্দ্রনাথকে দিতে আদেশ করিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রগাঢ় অন্ধকার ক্রমে ক্রমে সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিতেছে। বিহঙ্গমকুল একে একে বাসায় ফিরিয়া গিয়াছে, কেবল পেচকাদি নিশাচর পক্ষীগণ অন্ধকার দেখিয়া মনের আনন্দে চারিদিকে আহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। কৃষ্ণপক্ষ,—চন্দ্র তখনও উদিত হয় নাই। ক্ষুদ্রপ্রাণ তারকারাজি চন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়াই যেন আপন আপন রূপের জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিতেছে। আমি একটী নিভৃত কক্ষে বসিয়া নগেন্দ্রনাথের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

রাত্রি ঠিক আটটার সময় একজন কনষ্টেবল্ আসিয়া সংবাদ দিল, নরেন্দ্রনাথ আসিয়াছেন। আমি তাঁহাকে আমার নিকট আনিতে বলিয়া কনষ্টেবলকে বিদায় দিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই নগেন্দ্রনাথ সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি অতি সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে সম্মুখে বসিতে অনুরোধ করিলাম। নগেন্দ্রনাথ আমার অনুরোধ রক্ষা করিলে আমি উঠিয়া গৃহদ্বার ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর আমি নগেন্দ্রনাথকে বলিলাম, "এতকাল পরে প্রকৃত হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইব।"

নগেন্দ্রনাথ যেন প্রফুল্ল হইলেন। তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয়, "তবে কি অহীন্দ্রনাথই প্রকৃত হত্যাকারী ?"

আ। আজ্ঞে না—তিনিও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

ন। তবে দোষী কে ?

আ। সে কথা পরে বলিতেছি। অগ্রে কেমন করিয়া তাঁহাকে হত্যাকারী বলিয়া স্থির করিলাম তাহাই বলিতেছি।

নগেন্দ্রনাথ ক্রমশই যেন মলিন হইতে লাগিলেন। আমার কথায় তিনি কোন উত্তর করিলেন না—আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি বলিলাম, "যখন আমি কর্ত্তাবাবুর ঘরটী পরীক্ষা করি, তখন সেই ঘরের মেজের উপর লাল সুরকীর গুঁড়া দেখিতে পাই। আমি সেই সুরকীর গুঁড়াগুলি তুলিয়া লই। আপনি জানেন, আমি অহীন্দ্রনাথকেই দোষী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম ; কিন্তু যখন তাঁহার গৃহ পরীক্ষা করি, তখন সে ঘরের

মেজেয় ঐ প্রকার লাল গুঁড়া দেখিতে পাই নাই। তখন আমার চৈতন্য হইল, ভাবিলাম, কর্ত্তার ঘরে ঐ গুঁড়া কেমন করিয়া আসিল! আমি ভাবিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে বুঝিলাম, যে ব্যক্তি ঐ গুঁড়া ঘরে আনিয়াছে, সেই প্রকৃত হত্যাকারী। তাহার পর সমস্ত ঘরগুলিই পরীক্ষা করিলাম এবং কোথা হইতে কেমন করিয়া ঐ লাল গুঁড়া কর্ত্তার ঘরে গেল, তাহাও জানিতে পারিলাম।"

আমার কথায় নগেন্দ্রনাথ আরও মলিন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কোন কথার উত্তর করিলেন না দেখিয়া পুনরায় বলিলাম, "কর্ত্তা বাবুর শেষ উইল দেখিয়া জানিতে পারি যে, তাঁহার মৃত্যুর পর আপনিই সমস্ত বিষয়ের বার আনা পাইবেন। আরও অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম, ইতিমধ্যেই আপনি দেনদার হইয়া পড়িয়াছেন। আপনার অনেক টাকা দেনা দাঁড়াইয়াছে, এবং পাওনাদারেরা টাকার জন্য আপনাকে বিরক্ত করিতেছে। এই সকল সংবাদ জানিতে পারিয়া আপনার উপরেই আমার সন্দেহ হইল। কিন্তু তখনই মনে হইল, আপনি সে রাত্রে বাড়ীতেই ছিলেন না। আমি বিষম ফাঁপরে পড়িলাম।"

আমার শেষ কথা শুনিয়া নগেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মুখ যেন প্রফুল্ল হইল। কিন্তু তিনি কোন কথাই বলিলেন না।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া আমি পুনরায় বলিলাম, "আপনি সে দিন বেলা দুইটার সময় নৈহাটী যাইবার নাম করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তখন নৈহাটী যান নাই—দিবাভাগ কোথাও অতিবাহিত করিয়া অনেক রাত্রে পুনরায়

ঐ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং কোন নিভৃতস্থানে লুকাইয়া সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন।"

এই কথা শেষ হইতে না হইতে নগেন্দ্রনাথ সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং যেমন দ্বারের দিকে গমন করিবেন, অমনিই পড়িয়া গেলেন। আমি তখনই তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলাম বটে, কিন্তু তিনি তখন হতচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই নগেন্দ্রনাথের জ্ঞান সঞ্চার হইল। তিনি অতি কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি মানুষ না দেবতা? যে কৌশল অবলম্বন করিয়া আমি এ কার্য্য শেষ করিয়াছি, তাহা সহজে কেহ ব্যর্থ করিতে পারিবে না ইহাই আমার ধারণা ছিল। আর আপনাকে কোন কথা বলিতে হইবে না। আমি সমস্তই বুঝিয়াছি। যখন ঈশ্বর বাদী হন, তখন মানুষে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারে না। অহীন্দ্রনাথ যখন সেই রাত্রে দ্রুতবেগে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি পড়িয়া যান। সৌভাগ্য বশতঃ সেইখানে তাঁহার ছোরাখানি পড়িয়া যায়। আমার হাতে অস্ত্র ছিল না, কি উপায়ে কার্য্যসিদ্ধ করিব তাহাই ভাবিতেছিলাম। ভগবান সে উপায় দেখাইয়া দিলেন। আমি তখনই সেই ছোরা তুলিয়া লইলাম এবং কার্য্য শেষ করিয়া সকলের অগোচরে বাড়ী হইতে বহির্গত হইলাম। পরে একেবারে গঙ্গাতীরে গমন করিয়া নৌকারোহণে নৈহাটী যাত্রা করিলাম।

এই বলিয়া নগেন্দ্রনাথ নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "কেন যে এ কাজ করিলাম বুঝিতে পারি না। জ্যেঠা মহাশয় আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; যখন যাহা চাহিয়াছি,

তাহাই পাইয়াছি। কেন আমি তাঁহাকে হত্যা করিলাম। যে রাত্রে এ কার্য্য করিয়াছি, সেই রাত্রি হইতে আমার মনে সুখ নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই,—সদাই আমি সশঙ্কিত, এরূপ জীবনভার বহন করা অপেক্ষা যাহাতে শীঘ্রই আমার ফাঁসি হয়, তাহার উপায় করিয়া দিন।"

এই বলিয়া নগেন্দ্রনাথ আমার পদতলে পতিত হইয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পুলিসের কার্য্য করিয়া আমার হৃদয় কঠিন হইয়াছে সত্য, কিন্তু নগেন্দ্রনাথকে আন্তরিক অনুতপ্ত দেখিয়া আমি স্বয়ং চক্ষের জল রোধ করিতে পারিলাম না। আমার কেমন দয়া হইল। আমি নগেন্দ্রনাথের মন পরীক্ষার জন্য বলিলাম, "যদি আমি আপনাকে গ্রেপ্তার না করি।"

হাত জোড় করিয়া অতি বিনীতভাবে তিনি উত্তর করিলেন, "আর আমায় লোভ দেখাইবেন না। আমার আর এক মিনিট বাঁচিতে ইচ্ছা হয় না। যতক্ষণ না আমার ফাঁসি হইতেছে, যতদিন আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইতেছে, ততদিন আমি নিশ্চিন্ত হইব না। আপনি যতশীঘ্র পারেন আমার ফাঁসির ব্যবস্থা করিয়া দিউন। এ আমার জ্যান্তে মরা।"

আমি আন্তরিক দুঃখিত হইলাম। পরে বলিলাম, "একখানি কাগজে সকল কথা একজন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিন, তাহা হইলে আর কেহ আপনাকে বিরক্ত করিবে না।"

এই বলিয়া আমি ঘরের দ্বার খুলিলাম এবং তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ একজন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া গেলাম ও নগেন্দ্রনাথকে তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া আমি বাহিরে আসিলাম।

নগেন্দ্রনাথ আমার আদেশ মত কার্য্য করিলেন। সমস্ত কথা অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকার করিয়া লিখাইয়া দিলেন। আমি সেই দোষ স্বীকার-পত্র লইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলাম।

পরদিন প্রাতে সকলেই জানিতে পারিল, নগেন্দ্রনাথই রাধা-মাধব বাবুকে হত্যা করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও অহীন্দ্রনাথ মুক্তিলাভ করিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ আমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলেন। আমি তাঁহাকে অহীন্দ্রনাথ ও কুসুমের কথা প্রকাশ করিলাম। সে সকল কথা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন এবং বাড়ীতে ফিরিয়া অগ্রেই সেই দুষ্টা রমণীকে বিদায় করিয়া দিলেন। হরিদাস এবং বাড়ীর অন্যান্য দাস-দাসীগণ যখন জানিতে পারিল যে, সে কর্ত্তাবাবুর শ্যালিকা নহে, কেবল কৌশল করিয়া এতকাল সে বাড়ীতে গৃহিনীর মত বাস করিতেছিল, তখন তাহারাও তাহাকে নানাপ্রকারে অপমানিতা করিয়া বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। সরযূবালা স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়া পরম পরিতুষ্টা হইল এবং আমার নিকট যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞ হইয়া রহিল।

নগেন্দ্রনাথকে অধিকদিন হাজতে থাকিতে হয় নাই; শীঘ্রই বিচার হইয়া গেল। নগেন্দ্রনাথ পূর্ব্বেই সমস্ত স্বীকার করিয়াছিলেন। বিচারে তাঁহার ফাঁসি হইয়া গেল। তিনি মরিয়া মুক্তি পাইলেন।

অহীন্দ্রনাথ ও কুসুম দুইজনই জেলের আসামী। আমি ইচ্ছা করিলে উভয়কে পুনরায় কারাগারে পাঠাইতে পারিতাম; কিন্তু যখন অহীন্দ্রনাথকে কথা দিয়াছি এবং যখন তাহাদিগকে বন্দী

করিবার কোন আদেশ পাই নাই, তখন আর তাহাদিগকে কোন কষ্ট দিতে ইচ্ছা হইল না। বিচারের পর তাহারা যে কোথায় গেল, তাহার আর সন্ধান পাইলাম না।

সমাপ্ত।

☞ পৌষ মাসের সংখ্যা

"দুই শিষ্য"

যন্ত্রস্থ।

দুই শিষ্য।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সপ্তদশ বর্ষ।] সন ১৩১৬ সাল। [পৌষ।

দুই শিষ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দৈনিক কার্য্য শেষ করিয়া মৃদুমন্দ মলয়-মারুত সেবন করিতে করিতে আফিসের বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলাম, এমন সময়ে একখানি তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়াটীয়া গাড়ী আফিসের ফটকের নিকট আসিয়া স্থির হইল।

কিছুক্ষণ পরেই একজন কনষ্টেবলের সহিত এক যোগীপুরুষ আমার নিকটবর্ত্তী হইল। কনষ্টেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা আমাকে প্রদর্শন করিয়া, যোগীপুরুষকে তথায় রাখিয়া প্রস্থান করিল। আমি তখন তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার ন্যায় সাধুব্যক্তির এরূপ স্থানে আসিবার প্রয়োজন কি? বলুন, আপনার কোন্ কার্য্যে সাহায্য করিব?"

আগন্তুকের বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। তাঁহাকে দেখিতে দিব্য গৌরবর্ণ ও হৃষ্টপুষ্ট। অঙ্গের মাংস শিথিল হয় নাই। তাঁহার ললাট উন্নত ও প্রশস্ত, মস্তকে কেশ নাই—মুণ্ডিত, চক্ষুদ্বয় আকর্ণ-বিস্তৃত ও উজ্জ্বল। মুখশ্রী গম্ভীর অথচ সদাই প্রসন্ন। তাঁহার পরিধানে একখানি গৈরিক বস্ত্র, গাত্রে একখানি গৈরিক উত্তরীয়, পায়ে কাষ্ঠপাদুকা, গলায় কতকগুলি রুদ্রাক্ষমালা।

আমার প্রশ্ন শুনিয়া তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আপনার অনুমান যথার্থ। আমার ন্যায় সন্ন্যাসীর সহিত পুলিসের কোনরূপ সংস্পর্শ থাকা কর্ত্তব্য নহে; এ সকল কার্য্য গৃহীরই শোভা পায়। কিন্তু কি করিব? আমায় বাধ্য হইয়া আজ এই সায়ংকালে ঈশ্বরারাধনা ত্যাগ করিয়া আপনার আশ্রয়ে আসিতে হইয়াছে। শুনিয়াছি, আপনার দ্বারা এরূপ অনেক কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে।"

আমি আগন্তুকের কথা ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কি হইয়াছে বলুন? কিসে আপনার সাহায্য করিতে পারি বলিয়া দিন?"

আগন্তুক পুনরায় আমার দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিলেন; আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। পরে কি ভাবিয়া বলিলেন, "আমার নাম মনোহরগিরি। আমি কাল-ভৈরবের মন্দিরের সেবায়েত।"

কলিকাতার দক্ষিণে কোন এক গ্রামে কালভৈরবের এক মন্দির আছে। শুনিয়াছিলাম, তাঁহার সেবার জন্য মাসিক এক সহস্র মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট আছে। মনোহরগিরি যে তাঁহার তৎকালীন সেবায়েত তাহাও আমার জানা ছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি সেবায়েতকে স্বচক্ষে দেখি নাই, কিম্বা তাঁহার সহিত কোনরূপ সংস্রবে আসি নাই। আগন্তুককে কালভৈরবের সেবায়েত জানিয়া তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। আমি অতি বিনীতভাবে বলিলাম, "আপনার নাম এ অঞ্চলের অনেকেই অবগত আছেন।

দুঃখের বিষয়, এতকাল আপনার সহিত আমার পরিচয় ছিল না। যাহা হউক, এখন কি হইয়াছে বলুন ? আমি সাধ্যমত আপনার সাহায্য করিব।"

যোগীপুরুষ পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আজ প্রাতঃকাল হইতে আমার প্রধান শিষ্য বেহারীগিরিকে দেখিতে পাইতেছি না। আপনি চেষ্টা করিয়া তাহার সন্ধান বলিয়া দিন।"

মনোহরগিরির কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। বেহারীগিরি তাঁহার শিষ্য, সুতরাং তিনিও একজন সংসার-বিরাগী ব্যক্তি। তাঁহার জন্য তাঁহার গুরুদেব এত চিন্তিত কেন ? বেহারীগিরি হয়ত কোন কারণ বশতঃ অন্য কোথাও গিয়া থাকিবেন, হয়ত কোন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী-ব্যক্তির জন্য মনোহরগিরির মত একজন ধীর সংযমীলোকের এত উৎকণ্ঠা কেন ?

এই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার শিষ্যটীর বয়স কত ?"

মনোহরগিরি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর।"

আ। কতদিন তিনি আপনার শিষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন ?

ম। প্রায় দশ বৎসর।

আ। এই দশবৎসর কালই কি তিনি আপনার নিকটে বস-বাস করিতেছেন ?

ম। আজ্ঞে হাঁ।—বেহারীর পিতার সহিত আমার অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। তিনি সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরারাধনা করিতেন।

শোনা যায়, তাঁহার ন্যায় ক্রিয়াবান পুরুষ সে অঞ্চলে আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, আমি তাঁহার পুত্রকে শিষ্য করি। বেহারী নিজেও অতি সচ্চরিত্র সাধু ও সংযমী পুরুষ। এই সকল কারণেই আমি তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আমার নিকট রাখিয়া যথারীতি শিক্ষা দিতেছিলাম।

আ। আর কখনও এরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল?

ম। কই আমার ত স্মরণ হয় না।

আ। আজ প্রাতে কখন আপনার সহিত বেহারীগিরির শেষ দেখা হইয়াছিল?

ম। বেলা সাতটার পর আর আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

আমি কিছুক্ষণ ভাবিয়া পুনরায় অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কয়জন শিষ্য?"

মনোহরগিরি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "পূর্ব্বে অনেকগুলি ছিল কিন্তু এখন সর্ব্বশুদ্ধ পনের জন মাত্র।"

আ। সকলেই কি আপনার সহিত একত্রে বাস করিতেছেন?

ম। আজ্ঞে হাঁ।

আ। আপনার কিম্বা বেহারীগিরির কোন শত্রু আছে?

মনোহরগিরি আমার প্রশ্ন শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমরা সংসারী লোক নহি। সংসারের সহিত আমাদের বিশেষ কোন সংস্পর্শ নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে বেহারীগিরির মাতা ঠাকুরাণীর গঙ্গালাভ হইয়াছে। সেই অবধি বেহারীরও সংসার-বন্ধন খুলিয়া গিয়াছে। আমাদের আবার শত্রু কে?"

মনোহরগিরি যেভাবে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে আমি আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলাম না। তিনি মুখে কোন শত্রু নাই বলিলেও তাঁহার কথার ভাবে সেরূপ বুঝিতে পারিলাম না। আমার বোধ হইল, তিনি যেন আমার নিকট কোন কথা গোপন করিতেছেন। কিন্তু আমি সে কথা প্রকাশ করিতে সাহস করিলাম না। বরং ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "যদি তাহাই হয়, তবে আর বেহারীগিরির জন্য এত চিন্তিত হইতেছেন কেন? যদি আপনাদের কোন শত্রু না থাকে, তাহা হইলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আপনার শিষ্য শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন।"

আমার উত্তরে মনোহরগিরি সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আপনার অনুমান বাস্তবিকই সত্য। কিন্তু কি জানি কেন আমার মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না। যতই আমি বেহারীর কথা ভাবিতেছি, ততই যেন আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। কেন এমন হয়? আর কখন ত এরূপ হয় নাই?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনি বেহারীগিরিকে বোধ হয় পুত্রাধিক স্নেহ করেন; সেই কারণেই আপনার মনে সদাই তাঁহার প্রাণের আশঙ্কা হইতেছে। যিনি যাহাকে স্নেহ করেন, তাহাকে দেখিতে না পাইলে তাঁহার মনে স্বতঃই একটা কুচিন্তার উদয় হয়। আপনারও সেইরূপ হইয়াছে।"

মনোহরগিরি লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আপনার অনুমান যথার্থ। বেহারীকে আমি বড় ভালবাসি, আমার অবর্ত্তমানে তাহাকেই সেবায়েত করিব এই আমার অভিপ্রায়। হয়ত সেই কারণেই আমার এত চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে।"

আ। আমারও সেইরূপ বোধ হয়। এতক্ষণ হয়ত তিনি মন্দিরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

ম। আর যদি না ফিরিয়া থাকে ?

আমি সহসা কোন উত্তর করিলাম না। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলাম, "চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাইতেছি। যদি তিনি ফিরিয়া থাকেন, মঙ্গল। আর যদি বাস্তবিকই না আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখনই তাঁহার সন্ধানের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা যাইবে।"

আমার কথায় মনোহরগিরির মুখ প্রসন্ন হইল। তিনি তখনই হৃষ্টচিত্তে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং আমাকে লইয়া সেই ভাড়াটীয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। চালক সময় বুঝিয়া শকট চালনা করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যতক্ষণ গাড়ীতে ছিলাম, ততক্ষণ মনোহরগিরি তাঁহার শিষ্য সম্বন্ধীয় কোন কথা কহেন নাই। আমিও সে বিষয়ে তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গাড়ী-খানি তৃতীয় শ্রেণীর, ঘোড়া দুইটী দেখিতে অতি শীর্ণ—অস্থি চর্ম্ম সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু চালকের হট্‌হট্ শব্দে ও গাড়ীর ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনিয়া অশ্ব দুইটী পুচ্ছদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিল

এবং প্রায় এক ঘণ্টার পর কালভৈরবের মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইল।

গাড়ীখানি স্থির হইলে মনোহরগিরি অগ্রেই অবতরণ করিলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম।

গাড়ীর শব্দে মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে কয়েক জন গৈরিক বসন-ধারী পুরুষ সত্বর দ্বারদেশে আগমন করিলেন এবং মনোহরগিরির সহিত আমাকে দেখিতে পাইয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ধীরভাবে গুরুর আদেশ জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

মনোহরগিরি উপস্থিত শিষ্যগণের মধ্যে একজনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সঙ্কেত দ্বারা নিকটে আহ্বান করিলেন এবং তিনি নিকটে আসিলে, কোচমানকে ভাড়া মিটাইয়া দিতে আদেশ করিয়া, আমাকে লইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

যখন আমরা মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলাম, তখন রাত্রি প্রায় আটটা। মন্দিরটী পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলাম। দুই একবার ভিতরেও প্রবেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে বহুদিন পূর্ব্বে। সে রাত্রে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। মন্দিরটী প্রকাণ্ড, ভিতরে কালভৈরব মূর্ত্তি। মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে একটী নাটমন্দির। সেখানে অনেক দীন দরিদ্র ভিক্ষুক শয়ন করিয়াছিল। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটী অট্টালিকা ছিল। মনোহরগিরি আমাকে লইয়া সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন।

বাড়ীখানি দ্বিতল। মনোহরগিরি আমাকে লইয়া উপরে আরোহণ করিলেন এবং একখানি প্রশস্ত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ঘরখানি বড় বটে, কিন্তু আসবাবের কিছুই পারিপাট্য ছিল না। ঘরের মেঝের উপর একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পাতা ছিল। মনোহরগিরি স্বয়ং সেই আসনে উপবেশন করিলেন এবং আমাকে তাঁহার সম্মুখে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

যোগীপুরুষের সহিত একাসনে উপবেশন করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। সেই কারণে তিনি উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেও, আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

মনোহরগিরি আমার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন, "আমাদের এখানে আপনার উপযুক্ত আসন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমিই এই মন্দিরের সেবায়েত। কালভৈরবের মাসিক আয়ও যথেষ্ট। আমিই তাহা ব্যয় করিয়া থাকি, অর্থাৎ আমারই আদেশে তাহা ব্যয় করা হয়। কিন্তু তাহা হইলেও কেবল আমার বা আমার শিষ্যগণের সুখ-স্বচ্ছন্দের জন্য সে অর্থ ব্যয় করিতে পারি না। যাহার জন্য এই অর্থ সঞ্চিত আছে, আমাকে তাহারই জন্য উহা ব্যয় করিতে হয়। এইজন্য আমাদের এখানে অনাবশ্যকীয় কোন আসবাব দেখিতে পাইবেন না। বিশেষতঃ, আমরা সকলেই সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী মাত্র। ঈশ্বরোপাসনাই আমাদের কার্য্য এবং আত্মার উৎকর্ষ লাভই আমাদের অভিপ্রেত। তাই বলিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপরই উপবেশন করুন।"

সেবায়েত মনোহরগিরির কথায় আমি লজ্জিত হইলাম। তাঁহার কথায় প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, তিনি হয়ত আমার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সকল কথা শুনিয়া

আমার বড় দুঃখ হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমি বুঝি অবজ্ঞা করিয়াই ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর উপবেশন করিতেছি না।

এই মনে করিয়া আমি লজ্জিতভাবে উত্তর করিলাম, "আমি সে জন্য দাঁড়াইয়া নহি। আপনার সহিত কেমন করিয়া একাসনে উপবেশন করিব তাহাই ভাবিতেছি।"

বাধা দিয়া মনোহরগিরি বলিলেন "সে কি কথা? আপনি আমাপেক্ষা নিকৃষ্ট কিসে?"

এই বলিয়া তখনই গাত্রোত্থান করিলেন এবং আমার হস্ত ধারণ করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর টানিয়া লইলেন এবং অগ্রে আমাকে বসাইয়া পরে আমার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ, আমার নমস্য। আমার সহিত একাসনে বসিবার আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

আমি কোন উত্তর করিলাম না, ঈষৎ হাসিলাম মাত্র। পরে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "আপনার অপরাপর শিষ্যগণের মুখ দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, বেহারীগিরি এখনও প্রত্যাগমন করেন নাই।"

এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনোহরগিরি উত্তর করিলেন, "আপনার অনুমান সত্য। যদি বেহারী ফিরিয়া আসিত, তাহা হইলে কি এ মন্দির আজ এত নীরব থাকিত? বেহারী অভাবে আমার আর আর সকল শিষ্যই যেন মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা মুখে কোন কথা না বলিলেও তাহাদের হৃদয় যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে দুইজন গৈরিকবসনধারী যুবক সেই গৃহে প্রবেশ করিল। মনোহর তাহাদিগকে নির্দ্দেশ

করিয়া বলিলেন, "এই দুইজনেই তাহার বিশেষ বন্ধু। ইহারা যেন মৃতপ্রায় হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

আমি মনে করিলাম, কেবল গৈরিকবসন পরিধান আর সংসার ত্যাগ করিতে পারিলেই যদি মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে এত কষ্ট থাকিবে কেন? কিন্তু মুখে কোন কথা প্রকাশ করিলাম না।

আগন্তুক দুইজনের মধ্যে একজন মনোহরের দিকে চাহিয়া অতি বিনীতভাবে বেহারীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল।

মনোহর আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "এখন ইঁহারই উপর আমাদের ভরসা, গৌরীলাল!"

দেখিতে দেখিতে আরও কয়েক জন শিষ্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তখন গৌরীলালকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ বেহারীর সহিত কি আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

গৌরীলাল সম্মতিসূচক উত্তর দিলে আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্ সময়ে আপনার সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল?

গৌরীলাল কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন, "আজ প্রাতে যখন আমি মন্দির হইতে বাহির হইতেছিলাম, সেই সময় বেহারীগিরিকে একজন অপরিচিত লোকের সহিত কথা কহিতে দেখি, আমি তখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া বেহারীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।"

আ। তখন বেলা কত?

গৌ। প্রায় সাড়ে সাতটা।

আ। তাহা হইলে আপনার গুরুদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার পর আপনার সহিত দেখা হইয়াছিল—কেমন?

গৌরীলাল সহসা কোন উত্তর করিলেন না। তিনি একবার মনোহরগিরির দিকে চাহিয়া, কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন। পরে বলিলেন, "আজ্ঞে আমি ত সে কথা বলিতে পারিলাম না। গুরুদেবের সহিত বেহারীর কখন দেখা হইয়াছিল ?"

আ। বেলা সাতটার সময়।

গৌ। তাহা হইলে আপনার অনুমান যথার্থ।

আ। আপনাদের মধ্যে আর কেহ কি বেহারীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন ?

গৌ। আজ্ঞে সে কথা বলিতে পারিলাম না। আমরা সকলেই বেহারীকে বড় ভালবাসি। তাহার সহসা অন্তর্দ্ধান হওয়ায় সকলেই আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। আজ কাহারও আহার পর্য্যন্ত হয় নাই। এখনও সকলে মন্দিরে ফিরিয়া আইসেন নাই।

আমি আর গৌরীলালকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহার গুরুদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, তিনি একমনে আমাদের কথোপকথন শুনিতেছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার শিষ্যগণ কখন প্রত্যাগমন করিবেন বলিতে পারেন ? যাঁহারা বেহারীর অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা না শুনিয়া আমি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছি না।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে এক মহা কলরব আমার কর্ণগোচর হইল। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ভাবিলাম, বুঝি বেহারী ফিরিয়া আসিয়াছেন। মনোহরগিরি আর নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। কলরবের কারণ জানিবার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং

শশব্যস্ত হইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আমি উৎকণ্ঠিতভাবে তথায় বসিয়া রহিলাম। আমার নিকট এতক্ষণ যে সকল শিষ্য দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের গুরুদেবের অনুসরণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিছুক্ষণ পরে মনোহরগিরি অতি বিষণ্ণবদনে পুনরায় আমার নিকট আগমন করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ সকলেই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

আমি তখন অতি বিনীতভাবে মনোহরগিরিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার শিষ্যগণ কি সকলেই প্রত্যাগমন করিয়াছেন ?"

ম। আজ্ঞে হাঁ—কিন্তু কোন ফল হইল না। উঁহাদের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইল।

আ। তবে সহসা সেই কলরব উঠিল কেন ?

ম। আমার অপরাপর শিষ্যগণ ভাবিয়াছিল, বুঝি বেহারীও ফিরিয়া আসিতেছে।

আ। যাঁহারা বেহারীর সন্ধানে গিয়াছিলেন, তাঁহারা কি কোন সংবাদই পান নাই ?

ম। একজন বলিতেছেন যে, তাঁহার পরিচিত কোন লোক আজ বেলা একটার সময় বেহারীকে অপর এক সংসারী লোকের সহিত যাইতে দেখিয়াছেন।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি কোথায়?"

মনোহর আমার কথা শুনিয়া তথনই 'বলদেব' 'বলদেব' বলিয়া চীৎকার করিলেন। একজন গৈরিক বসনধারী পশ্চিম দেশবাসী যুবক তথনই আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরে অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আমি নিকটেই আছি গুরুদেব!"

মনোহর নিজে কোন কথা না বলিয়া আমাকে দেথাইয়া দিলেন। আমি তথন বলদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার সহিত বেহারীগিরির সদ্ভাব আছে?"

বলদেব অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে বিশেষ সদ্ভাব। যথন আমরা এক গুরুদেবের শিষ্য, তথন আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃস্নেহ রহিয়াছে। বিশেষতঃ আমরা সংসারের সমস্ত মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া গুরুদেবের আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সংসার ত্যাগ করা, আর মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা এই উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেথা যায়। আমরা সংসার ত্যাগ করিয়াছি বটে, কিন্তু মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাই নাই। গুরুদেবের নিকট আসিয়া অবধি তাঁহার অপরাপর শিষ্যগণের সহিত আমার বিশেষ সদ্ভাব হইল। বিশেষতঃ বেহারীর উদার স্বভাব, অমায়িক ভাব ও সরল এবং অকৃত্রিম আচরণে সকলেই তাহার উপর সন্তুষ্ট। তাহা না হইলে আজ তাহার বিহনে মন্দিরের সকলেই অনাহারে থাকিবেন কেন?"

আমি বলদেবের কথায় আন্তরিক প্রীত হইলাম। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ বেলা একটার সময় বেহারীর সহিত কাহার দেথা হইয়াছিল?"

ব। আজ্ঞে আমার কোন্ পরিচিত লোকের।

আ। তাঁহার বাড়ী কোথায়?

ব। এখান হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে।

আ। নাম কি?

ব। হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়।

আ। তিনি কি বেহারীগিরিকে চিনিতেন?

ব। আজ্ঞে হাঁ।

আ। কোন্ সূত্রে তাঁহার সহিত বেহারীর আলাপ হইল? বেহারী একজন সংসার-বিরাগী পুরুষ, গৃহীর সহিত তাঁহার সংশ্রব কেমন করিয়া হইল?

ব। হৃষীকেশ বড় ধর্ম্মভীরু লোক। ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা আছে। যেখানে ধর্ম্ম কথা হয়, ধর্ম্ম চর্চ্চা হয়, সেইখানেই হৃষীকেশ থাকিতে ভালবাসেন। তিনি এখানেও অনেকবার আসিয়াছিলেন এবং এখনও আসিয়া থাকেন। গুরুদেবের মুখে ধর্ম্ম-কথা বা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিতে তাঁহার বড় আগ্রহ।

আ। বেহারীগিরির কথা তিনি কি বলিয়াছিলেন? কেমন করিয়া আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল?

ব। বেলা নয়টার পূর্ব্বেই আমি মন্দির হইতে বাহির হইয়া বেহারীর অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করি। যেখানে যেখানে বেহারী যাইত, প্রথমে সেই সেই স্থানেই গমন করিয়াছিলাম। বেহারী কখনও কখনও হৃষীকেশের নিকট গমন করিত। সেই জন্য আমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়া বেহারীর সন্ধান লই।

আ। কখন আপনি তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন?

ব। তখন বেলা প্রায় তিনটা।

আ। তিনি কি স্বয়ং বেহারীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন?

ব। আজ্ঞে হাঁ।

আ। বেলা একটার সময় ?

ব। হৃষীকেশের মুখে ঐ কথাই শুনিয়াছি।

আ। বেহারী কি একা যাইতেছিলেন ?

বলদেব কোন উত্তর করিলেন না। তিনি মস্তক অবনত করিয়া আমার সম্মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে আমার মুখের দিকে চাহিয়া সলজ্জ ভাবে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। হৃষীকেশও আমায় সে বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই।"

আমি বলদেবের কথায় সন্তুষ্ট হইলাম না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে পারেন ? তাঁহার মুখের কথা না শুনিয়া আমি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না।"

আমার কথায় বলদেব তখনই সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি এখনই প্রস্তুত আছি, যাহাতে বেহারীর সন্ধান হয়, আমি প্রাণপণে তাহার সাহায্য করিব।"

যে সময়ে বলদেব এই কথা বলিল, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। সেই রাত্রে সেখান হইতে আরও অর্দ্ধক্রোশ পথ গিয়া একজন সংসারী লোককে বিরক্ত করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলাম না। বলদেবকে বলিলাম, "আজ অনেক রাত্রি হইয়াছে। এমন সময় আর কোন কার্য্য হওয়া অসম্ভব। কাল প্রত্যূষে আপনি আমার নিকট যাইবেন। সেখান হইতে উভয়ে একত্রে হৃষীকেশের নিকট গমন করিব।"

এই বলিয়া মনোহরগিরির দিকে চাহিয়া বলিলাম, "আজ চলিলাম। আমার বোধ হয়, ভিতরে কোন ভয়ানক গূঢ় রহস্য নিহিত

আছে। নতুবা বেহারীগিরি বালক নহেন যে, পথ ভুলিয়া আর কোথাও গিয়া পড়িবেন। আমার বড় ভাল বোধ হইতেছে না।

এই বলিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনোহর-গিরিও উঠিলেন এবং আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্দিরের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলাম, একখানি সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়াটীয়া গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। মনোহর আমাকে তাহাতে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। পরে বলিলেন, "এখন আপনিই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। যাহাতে বেহারীর সন্ধান হয়, তাহা আপনিই করিবেন। অর্থের অভাব বিবেচনা করিবেন না। যদি ইহার ভিতর কোন প্রকার চাতুরি কি প্রতারণা দেখিতে পান, তাহা হইলে প্রতারক যাহাতে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হয়, সে বিষয়ে আপনি মনোযোগ করিবেন। আমরা অনেক দিন সংসার ত্যাগ করিয়াছি। সংসারের কুটিলতা অনেক কাল ভুলিয়া গিয়াছি। আপনারা যতদূর বুঝিতে পারি-বেন, আমরা সেরূপ পারিব না। অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।"

মনোহরগিরি এই কথা বলিয়া এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করি-লেন। আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, তিনি বেহারীর শোকে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। মিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলাম। বলিলাম, আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব এবং যাহাতে দোষী উচিত-মত শাস্তি পায়, তাহার উপায় করিব।

আমার কথায় তিনি কিছু আশ্বস্ত হইলেন। আমি কোচমানকে শকট চালনা করিতে আদেশ করিলাম। প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় থানায় ফিরিয়া আসিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইবার কিছু পূর্ব্বে একজন কনষ্টেবল আমায় সংবাদ দিল, বলদেব নামে একজন পশ্চিমদেশীয় যুবক বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

আমি নিদ্রিত ছিলাম। যখন কনষ্টেবলের কথা আমার কর্ণগোচর হইল, আমি তখনই শয্যাত্যাগ করিলাম এবং মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া বাহিরে আসিলাম। বলদেব আমার অপেক্ষায় অফিস ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দার একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়াছিলেন। আমায় দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া নমস্কার করিলেন। আমিও প্রতিনমস্কার করিয়া, তাহার সহিত বাহিরে আসিলাম এবং থানার ফটকের নিকট গিয়া গাড়ীর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই একজন কনষ্টেবল একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। আমি বলদেবকে লইয়া তাহাতে আরোহণ করিলাম। পরে বলদেবের নিকট হইতে হৃষীকেশের সন্ধান জানিয়া লইয়া, কোচমানকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে আদেশ করিলাম।

কিছুদূর গমন করিলে পর, আমি বলদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনিয়াছি, মন্দিরের আয় অনেক, কত টাকা হইবে অনুমান করেন ?"

বলদেব ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আপনি শোনেন

নাই, মাসিক প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা কালভৈরবের সেবার জন্য নির্দিষ্ট আছে।"

আ। কিরূপে কোথা হইতে ঐ টাকা আইসে?

ব। কালভৈরবের নামে একটী বিস্তৃত জমীদারী আছে। তাহারই আয় বার্ষিক প্রায় তেইশ হাজার টাকা।

আ। খরচ বাদ'?

ব। আজ্ঞে হাঁ।

আ। ঐ টাকা কাহার নিকট থাকে?

ব। সেবায়েতের নিকট।

আ। তিনি কি উহা যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন?

ব। আজ্ঞে হাঁ—তবে বাৎসরিক একটা হিসাব দাখিল করিতে হয়।

আ। কোথায়?

ব। যিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং দেবতার নামে এত টাকার সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহার নিকট। এখন তিনি নাই—হিসাব তাঁহারই বংশধরের নিকট প্রেরিত হয়।

আ। সেবায়েত নির্ব্বাচিত হয় কিরূপে?

ব। বর্ত্তমান সেবায়েত দ্বারাই নির্ব্বাচিত হয়। তিনিই জীবদ্দশায় একজন শিষ্যকে তাঁহার পদের উপযুক্ত করিয়া যান।

আমার কৌতূহল বৃদ্ধি হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মনোহরগিরি কি আপনাদের মধ্যে কোন শিষ্যকে তাঁহার পদের উপযুক্ত নির্ব্বাচন করিয়াছেন?"

বলদেব আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ—তিনি বেহারীকেই ভাবী সেবায়েত করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়া-

ছেন। গুরুদেব বেহারীকে পুত্রাধিক স্নেহ করিয়া থাকেন; বেহারীও গুরুদেবের একান্ত ভক্ত।”

কিছুক্ষণ পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “বেহারীর কোন শত্রু আছে আপনি জানেন?”

আমার কথায় বলদেব চমকিত হইলেন। তিনি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া চাহিয়া, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন? আপনি সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? তবে কি বেহারীর কোনরূপ অনিষ্ট আশঙ্কা করিতেছেন?”

আমি বলিলাম, “সন্দেহ করিতেছি মাত্র। আপনি কি বেহারীর কোন শত্রুকে জানেন?”

বলদেব আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, “পূর্ব্বে সে শত্রু ছিল বটে, কিন্তু এখন নয়। এক সময় সে বেহারীর উপর বড়ই রাগান্বিত হইয়াছিল।”

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন?”

বলদেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “গুরুদেব বেহারীকে ভাবী সেবায়েত বলিয়া স্থির করিয়াছেন; এই অপরাধ।”

বলদেবের মুখে এই নূতন সংবাদ পাইয়া আমি আন্তরিক আনন্দিত হইলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, “সেই লোকটীর নাম কি? তিনি কি এখনও আপনাদের গুরুদেবের শিষ্য আছেন?”

ব। আজ্ঞে তাঁহার নাম কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য। তিনি এক সময়ে গুরুদেবের বড় প্রিয়-শিষ্য ছিলেন, কিন্তু কিছুদিন হইল, তিনি আর আমাদের মন্দিরে আইসেন না।

আ। আপনাদের গুরুদেব কি এ সকল কথা জানেন?

ব। বোধ হয় না। তবে তিনি জানেন যে, কেদারনাথ এখন আর তাঁহার শিষ্য নহেন।

আ। কেমন করিয়া জানিলেন?

ব। কেদারনাথ একদিন গুরুদেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে তিনি গুরুদেবকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি আর তাঁহার শিষ্য থাকিতে ইচ্ছা করেন না।

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের মন্দিরে যতগুলি শিষ্য দেখিতে পাইলাম, তাঁহারা সকলেই পশ্চিম-দেশবাসী ব্রাহ্মণ। কিন্তু কেদারনাথ নাম শুনিয়া ও তাঁহার ভট্টা-চার্য্য পদবী জানিয়া বোধ হইতেছে, তিনি বাঙ্গালী। আপনাদের মন্দিরে কি আর কোন বাঙ্গালী শিষ্য আছেন?"

ব। আজ্ঞে না। গুরুদেব এক কেদারনাথ ভিন্ন আর কোন বাঙ্গালীকে তাঁহার শিষ্য করেন নাই এবং আর করিবারও ইচ্ছা নাই। যখন কেদারনাথ তাঁহার শিষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করেন, তখন গুরুদেব স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, তিনি কোন বাঙ্গালীকে শিষ্য করিতে অভিলাষ করেন না। কিন্তু অবশেষে কেদারের নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া অগত্যা সম্মত হন।

আ। তিনি কি এখনও জীবিত আছেন?

ব। আজ্ঞে হাঁ।

আ। তাঁহার নিবাস কোথায় জানেন?

ব। আজ্ঞে ঠিক জানি না। কেদারনাথ পূর্ব্বে যে স্থানে বাস করিতেন, সে বাড়ী আমার জানা আছে বটে, কিন্তু তিনি এখন সেই বাড়ীতে বাস করেন কি না, বলিতে পারি না।

আ। বেহারীর সহিত কি তাঁহার মৌখিক বিবাদ হইয়াছিল?

বলদেব কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে না। তবে তিনি বেহারীর সহিত কিছুদিন বাক্যালাপ করেন নাই।"

আ। কতদিন?

ব। প্রায় এক বৎসর।

আ। তাহার পর?

ব। আবার উভয়ের সদ্ভাব হইয়াছিল।

আ। কোন্ সূত্রে?

ব। সে কথা বলিতে পারিলাম না। তবে বেহারী যেরূপ সরল প্রকৃতির লোক, তাহাতে হয়ত কেদারনাথের মিষ্ট কথায় ভুলিয়া গিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন।

আ। এ সকল কথা কি আপনাদের গুরুদেব জানেন?

বলদেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে না। বিশেষ আবশ্যকীয় কথা না হইলে আমরা তাঁহাকে অপর কোন বিষয় অবগত করি না।"

আ। কেদারনাথের সহিত আপনাদের সদ্ভাব আছে?

বা। আজ্ঞে সদ্ভাব নাই—আলাপ পরিচয় আছে মাত্র। তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিলে আমরা উপযাচক হইয়া কোন্ কথা বলি না।

আ। আপনাদের সহিত কি তাঁহার প্রায়ই দেখা হয়?

ব। মধ্যে মধ্যে—মাসে অন্ততঃ একবার।

আ। কিরূপে সাক্ষাৎ হয়? তিনি কি আপনাদের মন্দিরে আইসেন?

ব। আজ্ঞে না—সে কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দেখা করিবার ইচ্ছা হইলে তিনি মন্দিরের নিকট অপেক্ষা করেন।

আ। আপনাদের গুরুদেব কি সে অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে পান নাই?

ব। সম্ভব নহে—কেন না, গুরুদেব সদাই নিজের গৃহে থাকেন; কদাচ কখন মন্দিরের দ্বারে যান।

এইরূপ নানা কথায় গাড়ীখানি হৃষীকেশের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল। তখন বলদেব যথাস্থানে কোচমানকে গাড়ী থামাইতে আদেশ করিলেন। শকট স্থগিত হইলে আমরা উভয়েই অবতরণ করিলাম। কোচমানকে একস্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমি বলদেবের সহিত হৃষীকেশের বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যখন হৃষীকেশের বাড়ীর সদর দ্বারে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা আটটা বাজিয়াছিল। হৃষীকেশের বাড়ীখানি ক্ষুদ্র হইলেও দ্বিতল এবং বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ীতে যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি বিরাজমানা। বাড়ীখানির অবস্থা দেখিয়া আমি বড়ই প্রীত হইলাম।

আমাকে সদর দ্বারে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বলদেব ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই একজন প্রৌঢ়কে সঙ্গে লইয়া পুনরায় আমার নিকটে আগমন করিলেন। পরে বলিলেন, "ইহাঁরই নাম হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়।"

আমাকে পুলিস কর্ম্মচারী দেখিয়া হৃষীকেশ যেন আশ্চর্য্যান্বিত

হইলেন। কিন্তু সে কেবল অল্পক্ষণের জন্য। পরক্ষণেই আমার দিকে চাহিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলদেবের মুখে শুনিলাম, আপনি কোন সংবাদ জানিবার জন্য কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন অনুমতি করুন, কি জানিতে ইচ্ছা করেন ? আমি অতি সামান্য লোক, আপনার ন্যায় লোকের আদর অভ্যর্থনা করিবার সামর্থ্য নাই।"

হৃষীকেশকে দেখিতে বেশ সুপুরুষ। তাঁহার বয়স প্রায় পঁয়-তাল্লিশ বৎসর। দেহ হৃষ্টপুষ্ট, দেখিতে গৌরবর্ণ। শরীরের লাবণ্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বিশেষতঃ তাঁহার সরল কথায় আমি আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলাম। পরে বলিলাম, "আমার মত সামান্য লোকের জন্য আপনার ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আপনাদের সহিত তুলনায় আমি অতি সামান্য লোক।"

হৃষীকেশ আমার কথায় ঈষৎ হাস্য করিলেন। পরে অতি যত্নের সহিত একতলার একটী প্রশস্ত গৃহে লইয়া গেলেন। বল-দেবও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন।

ঘরের মেঝের উপর টানা বিছানা ছিল। আমরা তিনজনে তথায় উপবেশন করিলাম। কিছুক্ষণ এইরূপে অতীত হইলে পর আমি হৃষীকেশের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বেহারী-গিরির সহিত আপনার সদ্ভাব আছে কি ?"

হৃষীকেশ অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হাঁ— তাঁহার ন্যায় সাধু সচ্চরিত্র লোকের সঙ্গই আমি প্রার্থনা করিয়া থাকি। আপনার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, তিনি এখনও মন্দিরে ফিরিয়া যান নাই।"

আ। আজ্ঞে না—আপনার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য। শুনি-

লাম, কাল না কি আপনার সহিত বেহারীর দেখা হইয়াছিল? সেই জন্যই আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি।

হৃ। আজ্ঞে হাঁ—বেহারীগিরির সহিত কাল বেলা প্রায় একটার সময় আমার দেখা হইয়াছিল।

আ। কোথায়?

হৃ। এই গ্রামের কিছু উত্তরে একটা প্রকাণ্ড মাঠ আছে; সেই মাঠের পার্শ্ব দিয়া সরকারী পথ। আমি বেহারীগিরিকে সেই পথ দিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম।

আ। তিনি কি একাই ছিলেন?

হৃ। আজ্ঞে হাঁ; একাই যাইতেছিলেন।

আ। তখন সে পথে লোক সমাগম কেমন?

হৃ। বড় অধিক লোক ছিল না। তবে আরও একজন পরিচিত ব্যক্তির সহিত আমার দেখা হইয়াছিল।

আমার কেমন সন্দেহ হইল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার সেই পরিচিত ব্যক্তির সহিত কি বেহারী গিরির পরিচয় আছে বলিয়া বোধ হয়?"

হৃষীকেশ অতি সরল ব্যক্তি, তিনি আমার কথায় তখনই বলি-লেন, "আজ্ঞে হাঁ—আছে বই কি? কেদারনাথের সহিত বেহারী-গিরির পরিচয় আছে। তবে সদ্ভাব নাই।

আমার সন্দেহ সত্যে পরিণত হইল দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "উভয়ের মধ্যে কতখানি পথ ব্যবধান ছিল?"

হৃষীকেশ আমার কথায় যেন সন্দিগ্ধ হইলেন। আমি যে কেন তন্ন তন্ন করিয়া এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তিনি ভাল

বুঝিতে পারিলেন না। আমার মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "বড় বেশী নয়। আপনার কথায় আমার যেন মনে পড়িতেছে, বেহারীগিরি একবার কেদারের দিকে চাহিয়া ছিলেন। কেদারনাথ কি যেন সঙ্কেত করায় বেহারী সত্বর সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কোনরূপ সন্দেহ হইল না? আপনিও জানিতেন যে কেদারনাথের সহিত বেহারীগিরির সদ্ভাব নাই। তবুও যখন আপনি কেদারনাথকে সঙ্কেত করিতে দেখিলেন, তখন আপনার কি কিছুই মনে হইল না?"

হৃষীকেশ আমার কথায় নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। কোন-রূপ উত্তর কিম্বা প্রতিবাদ করিলেন না। তাঁহার মলিন মুখ দেখিয়া আমি তাঁহাকে আর কোন কথা না বলিয়া বলদেবের দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "আমি যেরূপ সন্দেহ করিয়াছিলাম, ঠিক সেইরূপই হইয়াছে। আমার বড় ভাল বোধ হইতেছে না। যখন বেহারীর অতীব শত্রুর সহিত তাঁহাকে শেষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, তখন বেহারীর অদৃষ্টে কি হইয়াছে বলিতে পারি না। এখন আপনাদের কাহারও সেই কেদারনাথের বাড়ী জানা আছে কি?"

বলদেব আমার কথায় দুঃখিত হইলেন। তিনি বিষণ্ণ বদনে উত্তর করিলেন, "আমি তাঁহার পূর্ব্বের বাসস্থান জানি। কিন্তু সেটা তাঁহার নিজের বাড়ী নয়। যদি তিনি ইতিমধ্যে আর কোথাও গিয়া থাকেন তাহা হইলে আমি সে ঠিকানা জানি না।"

হৃষীকেশ বলিলেন, "আমি তাঁহার কোন বাড়ীই জানি না।

তিনি যখন মধ্যে মধ্যে আপনাদের মন্দিরে যাইতেন সেই সময়ে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয় কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি বড় উগ্র বলিয়া আমি তাঁহার সহিত বিশেষ সংস্রব রাখিতাম না।”

আমি কোন উত্তর করিলাম না। দেখিতে দেখিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল দেখিয়া সেখানে আর সময় নষ্ট করা যুক্তি-সিদ্ধ বিবেচনা করিলাম না। সত্বর হৃষীকেশের নিকট বিদায় লইয়া বলদেবের সহিত বাহিরে আসিলাম এবং পুনরায় উভয়ে শকটে আরোহণ করিয়া কেদারনাথের বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রায় এগারটার সময় একখানি কুটিরের সম্মুখে আমাদের গাড়ী স্থির হইল, বলদেব তখনই গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন এবং সেই কুটীরের দ্বারে গিয়া কেদারনাথকে ডাকিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে একটি বালক দৌড়িতে দৌড়িতে বাহিরে আসিল ও বলদেবকে কহিল, “আপনি কাহাকে ডাকিতেছেন?”

বলদেব বলিলেন, “এখানে কেদারনাথ নামে কোন ব্রাহ্মণ বাস করেন?”

বালক হাসিতে হাসিতে বলিল, “তিনিই ত আমার পিতা-ঠাকুর। এই বাড়ীতেই তিনি থাকেন।”

বালকটীর বয়স প্রায় পনের বৎসর। দেখিতে শ্যামবর্ণ হইলেও

তাহার মুখশ্রী অতি সুন্দর; কথাবার্ত্তায় চতুর বলিয়া বোধ হইল। বালকের মুখে যে সকল কথা শুনিতে পাইলাম, তাহাতে আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। তখনই শকট হইতে অবতরণ করিয়া সেই কুটীরদ্বারে বলদেবের নিকট গমন করিলাম।

বালক এতক্ষণ বলদেবের সহিত বেশ কথা কহিতেছিল। কিন্তু আমাকে পুলিস-কর্ম্মচারী দেখিয়াই হউক কিম্বা আর কোন কারণেই হউক, সে আর কোন কথা কহিল না।

বালকের কার্য্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম এবং অতি মিষ্ট কথায় তাহাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি বাবা?"

আমার কথায় বালকের ভয় দূর হইল, সে অতি ধীরে ধীরে আমার নিকটে আগমন করিল এবং আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।"

আ। তুমি কি কাজ কর?

সু। এখনও লেখাপড়া করি।

আ। কোন্ শ্রেণীতে পড় বাবা?

সু। আজ্ঞে—দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আর বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিব।

আ। তোমার পিতা কোথায় বলিতে পার?

সুরেন্দ্রনাথ সহসা কোন উত্তর করিল না। কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল, "আজ্ঞে সে কথা বলিতে পারিলাম না।"

বালকের কথায় আমি স্তম্ভিত হইলাম। মনে করিলাম, বোধ হয় কেদারনাথ পূর্ব্ব হইতেই পুত্রকে সাবধান করিয়া দিয়া থাকিবেন। কিন্তু মুখে সে সকল কথা না বলিয়া জিজ্ঞাসা করি-

লাম, "সে কি কথা! তোমার পিতা কোথায় তুমি বলিতে পারিতেছ না? এ বড় লজ্জার কথা।"

আমার কথায় বালক কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি ত বাড়ীতে ছিলাম না। আজ প্রাতে আসিয়াছি মাত্র।"

আ। কোথায় গিয়াছিলে?

সু। মাতুলালয়ে।

আ। কবে?

সু। আজ চারি দিন হইল।

আ। কি জন্য?

সুরেন্দ্রনাথ আমার শেষ প্রশ্নে যেন বিরক্ত হইল। সে কর্কশস্বরে বলিল, "এমন কিছু কারণ ছিল না। তবে আমার দিদিমার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ হইয়াছে। সেই উপলক্ষে জনকয়েক ব্রাহ্মণভোজনও হইয়াছিল। আমিও সেইজন্য গিয়াছিলাম।

আ। তোমার পিতা গিয়াছিলেন কি?

সু। আজ্ঞে না—তাঁহার এখানে কি জরুরি কাজ ছিল, সেই জন্য আমার সহিত সেখানে যাইতে পারেন নাই।

আমি কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলাম, "তোমার পিতার সংবাদ তুমি না জানিতে পার, কিন্তু বাড়ীর লোকে ত জানে। একবার ভিতরে গিয়া সংবাদটী আন দেখি।"

সুরেন্দ্রনাথ আমার কথায় ভিতরে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কাল বৈকালে তিনি এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়াছেন, এখনও আইসেন নাই।"

সুরেন্দ্রনাথ যেরূপ করিয়া ঐ কথাগুলি বলিল, তাহাতে আমার

বিশ্বাস হইল না। আমার বোধ হইল, কেদারনাথ বাড়ীতেই আছেন। তিনিই তাঁহার পুত্রকে যে ঐরূপ শিখাইয়া দিয়াছেন, তাহাও আমার বুঝিতে বাকি রহিল না। আমি সুরেন্দ্রকে আর কোন কথা বলিলাম না। বলদেবকে সঙ্গে লইয়া তখনই তথা হইতে বাহির হইলাম এবং শকটারোহণে কিছুদূর প্রত্যাগমন করিলাম।

কেদারনাথের বাড়ী হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে আসিয়া, আমি কোচম্যানকে গাড়ী থামাইতে আদেশ করিলাম। গাড়ী স্থগিত হইলে, আমি বলদেবকে সেইস্থানে রাখিয়া স্বয়ং নিকটস্থ থানায় গমন করিলাম এবং সেখানকার দারোগাবাবুর নিকট হইতে আবশ্যকীয় ছদ্মবেশ সংগ্রহ করিয়া সেইখানেই পরিধান করিলাম।

যখন সেই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া গাড়ীতে বলদেবের নিকট আগমন করিলাম, তখন তিনি আমায় চিনিতে পারিলেন না। আমি গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি দেখিয়া, তিনি অতি মিষ্ট কথায় নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "এখানি একজন পুলিস কর্ম্মচারীর গাড়ী। তিনি আমাকে রাখিয়া নিকটে কোথাও গিয়াছেন। নিশ্চয়ই শীঘ্র ফিরিয়া আসিবেন।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। আমার পরিধানে বলদেবের মত গৈরিক বসন, গৈরিক উত্তরীয়, পায়ে খড়ম্, হস্তে একগাছি লাঠী, গলায় ও হস্তে কতকগুলি রুদ্রাক্ষের মালা তখন আমাকে দেখিতে ঠিক সন্ন্যাসীর মতই হইয়াছিল।

আমাকে তাঁহার বাক্য অবহেলা করিতে দেখিয়া, বলদেব বিরক্ত হইলেন। তিনি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়, আমার কোন অপরাধ লইবেন না; দারোগাবাবু এখানে আসিয়া

যখন আপনাকে গাড়ীর উপর দেখিতে পাইবেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি রাগান্বিত হইবেন এবং আপনাকে তিরস্কার করিবেন।

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "আপনার কোন চিন্তা নাই। আমি তাঁহার পরিচিত।"

আমার কণ্ঠস্বরে বলদেব চমকিত হইলেন। তিনি ভাল করিয়া আমার মুখের দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। পরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই? এমন অদ্ভুত ছদ্মবেশ আর কখনও দেখি নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ বেশে কি করিবেন?"

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "আবার কেদারনাথের বাড়ী যাইব। তাহার পুত্রের মুখে যে সকল কথা শুনিলাম, তাহা বিশ্বাস হইল না। আমার বোধ হয়, কেদারনাথ এখনও বাড়ীতে আছেন। পাছে পুলিসের বেশ দেখিয়া তিনি কিম্বা তাঁহার বাড়ীর লোক ভীত হয়, এইজন্যই আমার এই ছদ্মবেশ। এ বেশে যাইলে কেদারনাথ হয়ত সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হইবেন না।"

বলদেব হাসিয়া বলিলেন, "আপনার অনুমান সত্য। যোগী, ঋষি ও সন্ন্যাসীর উপর কেদারনাথের বড় ভক্তি। আপনার ন্যায় সন্ন্যাসীকে দেখিলে তিনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু যদি আপনি গাড়ী করিয়া আবার সেখানে যান, তাহা হইলে হয়ত সেই বালকের সন্দেহ হইতে পারে। তাহাতে আপনার কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে।"

আ। আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আমি অধিকদূর গাড়ীতে যাইব না। কেদারনাথের বাড়ী হইতে কিছুদূরে আপনাকে গাড়ীতে রাখিয়া আমি একাই পদব্রজে তাঁহার বাড়ীতে যাইব।

ব। অতি উত্তম সংকল্প।

আমি তখন আর কোন কথা না বলিয়া কোচমানকে পুনরায় কেদারনাথের বাড়ীর দিকে যাইতে আদেশ করিলাম। শকট চালিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—***-

কেদারনাথের বাড়ী হইতে প্রায় একশত গজ দূরে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষের তলায় ভদ্রলোকের বসিবার উপযোগী দুই তিনখানি বেঞ্চও ছিল। নিকটস্থ ভদ্রমণ্ডলী প্রায় প্রত্যহই সায়ংকালে সেইস্থানে উপবেশন করিয়া গল্প গুজব করিয়া থাকেন।

কোচমানকে সেইস্থানে গাড়ী রাখিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং অবতরণ করিলাম এবং বলদেবকে গাড়ীতে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া অতি ধীরে ধীরে কেদারনাথের বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিলাম।

যখন কেদারনাথের কুটীরের দরজায় উপস্থিত হইলাম, তখন অনেক বেলা হইয়াছিল। স্নানাহার না করিয়া প্রাতঃকাল হইতেই এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। বেলা অধিক হওয়ায় ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িলাম। কিন্তু কি করিব, যে কার্য্যে আসিয়াছি তাহা শেষ না করিয়া যাইতে পারি না। অগত্যা সেইকুটীর দ্বারে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম, "ভিক্ মিলে গা মায়ী? একমুষ্টি আটা মিলে গা মায়ী?"

আমার চীৎকারে একজন বাহিরে আসিলেন। তাহাকে দেখিয়াই আমার কেমন সন্দেহ হইল। বোধ হইল, তিনিই সেই বালকের পিতা। সুরেন্দ্রনাথের সহিত সেই ব্যক্তির মুখের বেশ সাদৃশ্য আছে। তিনি নিকটে আসিয়া অতি কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও বাপু?"

আমি বলিলাম, "একমুষ্টি আটা।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমিই খাইতে পাই না, তা ভিক্ষা দিব কি? যাও—এখানে কিছু হবে না।"

আমি হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "নিকটে কোন দেবালয় আছে কি না?" তিনি কালভৈরবের মন্দির নির্দ্দেশ করিলেন। বলিলেন, সেখানে গমন করিলে অনায়াসে আহার সংগ্রহ করিতে পারিবে।

আমিও সুবিধা পাইলাম। ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "যদি তাঁহার সহিত মন্দির-স্বামীর আলাপ থাকে, তাহা হইলে আমার নাম দিয়া একখানি পত্র দিলে ভাল হয়।" পত্রের কথায় তিনি যেন বিরক্ত হইলেন। আমিও আর সে কথা তুলিলাম না।

কিছুক্ষণ পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনিয়াছি, আমার পরম বন্ধু বেহারী নামে কোন সন্ন্যাসী নিকটস্থ কোন দেবালয়ে বাস করেন। আপনি জানেন কি, তিনি কোথায় থাকেন? তাঁহার ন্যায় সাধু ব্যক্তির সহিত আপনার সদ্ভাব আছে কি?"

আমার কথায় তিনি যেন কি সন্দেহ করিলেন। কোন উত্তর করিলেন না,—আমার আপাদ মস্তক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন। শেষে অতি কর্কশভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কে তোমার বেহারী? আমি কোন বেহারীকে জানি না।"

কথাগুলি এরূপে উচ্চারণ করিলেন যে, আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, তিনি মিথ্যা বলিতেছেন; তিনি যে রাগান্বিত হইয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। তত্রাপি বলিলাম, "আপনি একবার ভাল করিয়া স্মরণ করুন। বেহারী নিশ্চয় একজন প্রসিদ্ধ লোক। তাঁহার ন্যায় লোককে আপনি জানেন না, একথা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি একজন সন্ন্যাসী, আপনি গৃহী ও পুত্রবান হইয়া আমার নিকট মিথ্যা বলিবেন না। ইহাতে পাপ আছে জানিবেন।"

আমার কথায় তিনি যেন চমকিত হইলেন। কিন্তু তখনই আত্ম সংবরণ করিয়া অতি মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি পুত্রবান কেমন করিয়া জানিলেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনার অদৃষ্টের ফলরেখা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আপনি যে পুত্রের পিতা সে বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শী মাত্রেই জানিতে পারেন। আমারও যৎসামান্য জ্যোতিষ শাস্ত্র জানা আছে, সেই জন্যই আমি সহজেই আপনাকে পুত্রবান বলিয়া জানিতে পারিয়াছি।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে বলদেব পদব্রজে সহসা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "এই যে কেদারনাথ বাড়ীতেই আছেন দেখিতেছি; অথচ কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এক বালকের মুখে শুনিলাম, ইনি বাড়ীতে নাই।"

বলদেবকে দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। কিন্তু কোন কথা বলিলাম না। বলদেবও একজন চতুর ব্যক্তি। তিনি যে আমার সহিত পূর্ব্বে সেখানে আসিয়াছিলেন, সে কথার উল্লেখ

করিলেন না; কিম্বা এমন কোন কথাও বলিলেন না যাহাতে কেদারনাথ আমাকে পুলিস কর্ম্মচারী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন। বলদেব এমন ভাবে তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, যেন তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

সে যাহা হউক, বলদেব আমাকে বেহারীগিরির কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে না শুনিয়া তিনি স্বয়ং কেদারনাথের দিকে চাহিয়া অতি কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেদারনাথ! আমাদের বেহারীগিরি কোথায় গেলেন বলিতে পারেন?"

বলদেবের কথায় কেদারনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি রাগতস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমি কেমন করিয়া জানিব? আপনাদের বেহারীর সহিত আমার সদ্ভাব নাই; আপনি সে কথা বেশ জানেন।"

কেদারনাথের কথায় বলদেব রাগান্বিত হইলেন। তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উত্তর করিলেন, "কাল বেলা একটার পর আপনার সঙ্গে বেহারীগিরি কোথায় যাইতেছিলেন? তাহার পর তিনি আর মন্দিরে ফিরিয়া যান নাই।"

কে। কে বলিল আমার সহিত বেহারীর কাল দেখা হইয়াছিল? বেহারীর সহিত বহুদিন হইতেই আমার বাক্যালাপ নাই।

ব। আবার ত সদ্ভাব হইয়াছে। কিছুদিন আপনাদিগের মনান্তর হইয়াছিল বটে কিন্তু সে ত আর এখন নাই। আপনাকে আরও কয়েকবার বেহারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেখিয়াছি।

কেদারনাথ আরও রাগিয়া গেলেন। তিনি ভয়ানক চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আপনার মিথ্যা কথা। আমার সহিত বেহারীর আলাপ নাই।"

বলদেবও ভয়ানক রাগান্বিত হইলেন। তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া অত্যন্ত চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তবে আর আমাদের অপরাধ লইবেন না। আমরা পুলিসে সংবাদ দিয়া এখনই আপনাকে গ্রেপ্তার করাইয়া দিব।"

পুলিসের নাম শুনিয়া কেদারনাথ যেন ভীত হইলেন; তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ মৃদু হইয়া আসিল। তিনি কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আপনি আমার উপর অন্যায় দোষারোপ করিতেছেন? বহুদিন হইল, আমার সহিত বেহারীর সাক্ষাৎ হয় নাই।"

কেদারনাথের সহসা পরিবর্ত্তনে বলদেব হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, মিথ্যা কথা বা অন্যায় আচরণ আমাদের দ্বারা সম্ভব নহে। আপনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে আপনার উপরই ভয়ানক সন্দেহ হয়, এবং সেই জন্যই আমরা পূর্ব্বেই পুলিসের আশ্রয় গ্রহণ করি। আপনার সম্মুখে এই যে সন্ন্যাসী দেখিতেছেন, ইহাকে সামান্য লোক মনে করিবেন না। ইনি প্রকৃত সন্ন্যাসী নহেন।"

বলদেবের কথা শেষ হইতে না হইতে কেদারনাথ একবার চারিদিক অবলোকন করিলেন এবং কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সহসা বলদেবকে এমন এক ধাক্কা দিলেন যে, বলদেব তখনই পড়িয়া গেলেন। কেদারনাথ সেই সুযোগে সেখান হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেন।

আমি প্রস্তুত ছিলাম, তখনই কেদারনাথকে ধরিয়া ফেলিলাম। কেদারনাথ বাস্তবিকই একজন বলিষ্ঠ লোক। আমি একা তাঁহাকে সহজে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। বলদেব তখনও

উঠিতে পারেন নাই যে, আমায় সাহায্য করিবেন। তাহার পর এই সকল গোলমাল শুনিয়া সেই বালক বাড়ীর ভিতর হইতে দৌড়িয়া আসিল এবং পিতাকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি প্রাণপণে কেদারনাথকে ধরিয়া রহিলাম। বলদেব তখনই গাত্রোত্থান করিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে একজন কনষ্টেবল সেইদিকে আসিতেছিল। সে দূর হইতে গোলযোগ দেখিয়া দৌড়িয়া নিকটে আসিল এবং আমার অনুরোধে কেদারনাথকে ধরিয়া ফেলিল। ইত্যবসরে বলদেব আসিয়া সেই বালককে গ্রেপ্তার করিলেন।

আমি তখন সেই কনষ্টেবলের নিকট গিয়া আমার পরিচয় দিলাম। তখনই এক সুদীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া কনষ্টেবল আমার আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আমি প্রথমতঃ বলদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সহসা এখানে আসিলেন কেন?"

বলদেব লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আপনার বিলম্ব দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল, ভাবিলাম, হয়ত কোন বিপদ ঘটিয়াছে, সেই কারণে কোচমানকে সেই বটবৃক্ষতলে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, স্বয়ং ধীরে ধীরে এই দিকে আসিতে লাগিলাম। দূর হইতে কেদারনাথকে দেখিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দ হইল, আমি দ্রুতগতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু পাছে প্রথমে আপনার পরিচয় দিলে আপনি রাগান্বিত হন, এই ভয়ে আপনার কোন কথা বলি নাই। অবশেষে যখন বুঝিলাম যে, কেদারনাথ বড় সহজ লোক নহেন, পুলিসের উৎপীড়ন ভিন্ন কোন কথা স্বীকার করিবে না, তখন অগত্যা সকল কথা প্রকাশ করিলাম।"

বলদেবের কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম। পরে কেদারনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি এখনও অস্বীকার করিতেছেন ?"

কেদারনাথ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে ?"

আ। কাল আপনার সহিত বেহারীগিরির সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি না ?

কেদারনাথ কিছুক্ষণ ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে—হইয়াছিল।"

আ। কখন ?

কে। ঠিক স্মরণ নাই—বোধ হয় দ্বিপ্রহরের পরে।

আ। কোথায় ?

কে। এখান হইতে কিছু দূরে একটা প্রকাণ্ড মাঠ আছে, সেই মাঠের নিকট দিয়া এক সরকারী পথ উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে ; বেহারীর সহিত সেই পথেই দেখা হইয়াছিল।

আ। আপনার সহিত সম্প্রতি তাঁহার সদ্ভাব আছে ?

কে। আজ্ঞে না—পূর্ব্বে ছিল। বিশেষ কোন কারণে আমাদের মনান্তর হয়।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "সে সকল কারণ আমার জানা আছে। কিন্তু আপনাদের ত পুনরায় সদ্ভাব হইয়াছিল ?"

কে। সদ্ভাব নাই, তবে সামান্য আলাপ আছে মাত্র।

আ। কাল যখন দেখা হইয়াছিল, তখন কোনরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল ?

কেদারনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে না—কোন কথা হয় নাই। দেখা হইলে আমরা উভয়েই ঈষৎ হাসিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলাম, বাক্যালাপ করি নাই।"

আ। বেহারী এখন কোথায় বলিতে পারেন ?

কে। নিশ্চয়ই মন্দিরে আছেন।

আ। না—তিনি কাল প্রাতঃকাল হইতে মন্দিরে ফিরিয়া যান নাই।

কেদারনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মের ভাণ করিয়া বেহারী যে সকল কার্য্য করেন, তাহাতে তাঁহাকে অতি নীচ প্রকৃতির লোক বলিয়া বোধ হয়। হয় ত তিনি কোন স্ত্রীলোকের প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন।"

বলদেব এতক্ষণ কোন কথা কহেন নাই। কিন্তু কেদারনাথের শেষ কথা শুনিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

আমারও সেইরূপ বোধ হইল। আমি অতি কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিলাম, "যদি আপনি বেহারীর কোন সন্ধান বলিতে না পারেন, তাহা হইলে আপনাকে এখনই থানায় চালান দিব। আপনার পুত্রকেও ছাড়িয়া দিব না। আপনি পিতা হইয়া এই অল্পবয়স্ক বালককে যে প্রকার মিথ্যা কথা শিখাইয়াছিলেন, তাহাতে আপনাকেই প্রকৃত অপরাধী বলিয়া বোধ হইতেছে। হয় আপনি বেহারীর সন্ধান বলিয়া দিন, না হয় থানায় চলুন।"

আমার কথায় কেদারনাথের ভয় হইল। তিনি অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "বেহারী কোথায় কেমন করিয়া বলিব ?"

আ। কখন আপনার সহিত তাঁহার শেষ দেখা হয় ?

কে। বোধ হয় তখন বেলা পাঁচটা।

আ। এই বলিলেন, দ্বিপ্রহরের পর আপনাদের দেখা হয়। তবে কি আপনারা চারিঘণ্টাকাল একত্রে ছিলেন ?

কে। আজ্ঞে না। দুইবার দেখা হইয়াছিল। শেষবার বেলা পাঁচটার সময়।

আ। তাহার পর বেহারী কোথায় যান?

কে। জানি না।

আ। আপনি জিজ্ঞাসা করেন নাই?

কে। না।

আ। কোথায় শেষবার দেখা হইয়াছিল?

কে। সেই পথে।

আ। আপনিই বা ততক্ষণ সেখানে ছিলেন কেন?

কে। বিশেষ কারণ ছিল। কোন লোকের জন্য আমি সেখানে অপেক্ষা করিতেছিলাম।

আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বলদেব ও কেদার-নাথকে লইয়া শকটে আরোহণ করিলাম, পরে কনষ্টেবলের হস্তে সেই বালকের ভার অর্পণ করিয়া কেদারনাথের কথামত কোচ-মানকে শকট চালনা করিতে আদেশ করিলাম।

অর্দ্ধঘণ্টার পরই আমরা মাঠের ধারে সেই পথে উপস্থিত হই-লাম। গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছি, এমন সময়ে কতকগুলি লোককে একস্থানে দাঁড়াইয়া গোলযোগ করিতে দেখিতে পাই-লাম। একবার মনে হইল, শকট হইতে অবতরণ করিয়া ব্যাপার কি দেখি। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম, তাহা হইলে হয়ত কেদার-নাথ পলায়ন করিবে।

এই সাব্যস্ত করিয়া আমি বলদেবকে সেই জনতার নিকট পাঠাইয়া দিলাম। বলদেব তখনই আমার অনুরোধ রক্ষা করিলেন এবং তখনই সেই জনতার নিকট গমন করিলেন। কিন্তু অবিলম্বে

দৌড়িতে দৌড়িতে আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বালকের মত রোদন করিতে লাগিলেন।

আমি বলদেবের ব্যবহারে স্তম্ভিত হইলাম। কিন্তু তখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। কিছুক্ষণ পরে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে দারোগা বাবু! যেখানে ঐ জনতা দেখিতে পাইতেছেন, তাহারই নিকটে বেহারীর লাস পড়িয়া রহিয়াছে। আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, কেদারনাথই উহাকে খুন করিয়া মাঠে ফেলিয়া দিয়াছে।"

আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি আমার উত্তরীয় দ্বারা তাহাকে উত্তমরূপে বন্ধন করিলাম। পরে কোচমান ও বলদেবকে তাহার প্রহরী স্বরূপ রাখিয়া আমি সেই মৃতদেহের নিকট গমন করিলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই উহাকে যথাস্থানে প্রেরণ করিলাম।

তাহার পর শকটের নিকট আগমন করিয়া কেদারনাথের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখনও কি অস্বীকার করেন?"

কেদারনাথ কোন উত্তর করিলেন না। আমি তখন শকটে আরোহণ করিয়া কোচমানকে থানার দিকে যাইতে আদেশ করিলাম।

উপসংহার।

যখন থানায় ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেলা প্রায় চারিটা। সমস্ত দিন অনাহারে থাকিলেও কার্য্য সিদ্ধ হওয়ায় আমার মনে এক প্রকার আনন্দের উদয় হইল।

থানায় আসিয়া কেদারনাথ আর কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। যে জন্য তাঁহার সহিত বেহারীর বিবাদ হইয়াছিল, যে জন্য তিনি বেহারীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সকল কথাই একে একে প্রকাশ করিলেন। বেহারীর অপরাধ কিছুই ছিল না। মনোহর গিরি তাঁহাকেই ভাবী সেবায়েৎ করিবেন মনস্থ করায় কেদারনাথের হিংসানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল; এবং তিনি সেই অবধি তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে চেষ্টা করিতে ছিলেন। কিন্তু পাছে কেহ তাঁহার উপর সন্দেহ করেন, এই ভয়ে কেদারনাথ পুনরায় বেহারীর সহিত সদ্ভাব করিয়াছিলেন। গত কল্য প্রত্যূষে কেদারনাথ বেহারীকে মন্দির হইতে ডাকিয়া আনেন এবং কিছুক্ষণ নিজ বাড়ীতে তাঁহার সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া উভয়ে সেই মাঠের দিকে গমন করেন। বেহারী অনেকবার মন্দিরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন কিন্তু কেদারনাথ কৌশলে যাইতে দেন নাই। বেলা একটার পর যখন উভয়ে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন হৃষীকেশের সহিত সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু কেদারনাথ হৃষীকেশকে দূর হইতে দেখিয়া স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া বেহারীর নিকট হইতে কিছুদূর পিছাইয়া পড়েন। এইরূপে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া যখন বেশ অন্ধকার হইয়া আসিল, তখন কেদারনাথ

কৌশলে একটী প্রকাণ্ড গহ্বরের নিকট বেহারীকে লইয়া গিয়া সজোরে এমন এক ধাক্কা দিয়াছিলেন যে, বেহারী সেই পতনেই অজ্ঞান হইয়া পড়ে। আরও কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিয়া কেদারনাথ যখন দেখিলেন, বেহারীর আর সাড়া শব্দ নাই, তখন সেখান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তাহার পর সেদিন আমি সেই গহ্বরের নিকটে জনতা দেখিয়া বলদেবকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, এ কথা পাঠক মহাশয়ের জানা আছে।

কেদারনাথের কথায় তাঁহাকেই দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করা হইল। বিচারে তাঁহার ফাঁসি হইয়া গেল। তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্র নাথের কোন দোষ পাওয়া গেল না। সে কেবল পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য কেদারনাথের প্ররোচনায় মিথ্যা বলিয়াছিল; সুতরাং অব্যাহতি পাইল।

বেহারীর মৃত্যু সংবাদে মনোহরগিরি মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। মন্দিরের অনেক লোকই বেহারীর শোকে কিছুদিন ম্রিয়মান হইয়াছিলেন।

সমাপ্ত।

মাঘ মাসের সংখ্যা

"জ্ঞাতি-শত্রু"

জ্ঞাতি-শত্রু।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সপ্তদশ বর্ষ।] সন ১৩১৬ সাল। [মাঘ।

জ্ঞাতি-শত্রু।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া আমি আদালত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি এবং অফিস-ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি। নির্ম্মল মেঘমুক্ত আকাশে দিনমণি প্রখর কিরণ বিকীরণ করিতেছে। সেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে সহরের রাজপথ-গুলি জলন্ত অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অবসর বুঝিয়া, প্রভঞ্জন ভীমনাদে চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে। পবনের ভীম পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন রাজপথের ধূলিকণা সকল ক্রোধে অগ্নিকণা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতেছে। পথে লোকসমাগম অতি বিরল। কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একখানা তৃতীয়শ্রেণীর ভাড়াটিয়া গাড়ী দুই একটী আরোহী লইয়া মন্থর-গতিতে নির্দ্দিষ্টপথে গমন করিতেছে।

এমন সময়ে, একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী থানার সম্মুখে আসিয়া স্থির হইল। আমার কৌতূহল জন্মিল। ভাবিলাম, বিশেষ বিপদ না হইলে কেহ আর সেই ভয়ানক রৌদ্রে থানায় আইসে না। বুঝিলাম, ব্যাপার গুরুতর। অফিস-ঘরের সম্মুখেই থানার ফটক। জানালা দিয়া দেখিলাম, এক যুবক সেই গাড়ী হইতে অবতরণ

করিলেন এবং দ্বারস্থ কনষ্টেবলকে কি জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহার সহিত অফিস-ঘরের দরজার দিকে আসিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই কনষ্টেবল তাঁহাকে, আমার সম্মুখে আনায়ন করিলেন। তিনি নমস্কার করিলে আমি তাঁহাকে বসিতে বলিলাম। তিনি তখনই আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া কাঁদকাঁদস্বরে বলিলেন, "মহাশয়! আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমার পিতৃস্থানীয় জ্যেষ্ঠকে কে হত্যা করিয়াছে।"

অতি কষ্টে এই কথাগুলি বলিয়া যুবক মস্তক অবনত করিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদরিতধারে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। আমি তাঁহার সে অবস্থায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলাম না।

যুবকের বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর। তাঁহাকে দেখিতে গৌর-বর্ণ ও সুপুরুষ। কিন্তু তাঁহার দেহের লাবণ্য ছিল না। চক্ষুদ্বয় প্রশস্ত হইলেও যেন কোটরগ্রস্ত, তাহার নিম্নে কালিমা-রেখা। ভ্রাতৃবিয়োগে তাঁহার এই প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যুবকের পরিধানে একখানি পাত্‌লা কালাপেড়ে ধুতি, একটা আদ্ধির পাঞ্জাবি জামা, একখানি চাদর। পায়ে এক জোড়া বার্ণিস করা জুতা।

কিছুক্ষণ পরে যুবক কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে আমি অতি মৃদুভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে আপনার জ্যেষ্ঠকে হত্যা করিয়াছে? কি হইয়াছে, সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলুন, আমি এখনই আপনার সহিত যাইতেছি।"

আমার কথায় যুবক আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছেন।

পরে অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "আমার জ্যেষ্ঠ আজ বেলা দশটার পর মারা পড়িয়াছেন। লোকে বলিতেছে, তিনি ওলাউঠা রোগেই মারা পড়িয়াছেন। আমার কিন্তু সেরূপ মনে হয় না। আমার কেন, আমার ভ্রাতৃবধূর পর্য্যন্ত ভয়ানক সন্দেহ হইয়াছে।"

যে ভাবে যুবক ঐ কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে আমারও কেমন সন্দেহ হইল। ঘটনা কি? কিরূপ অবস্থায় যুবকের ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে? কিছুই জানিলাম না, অথচ তাঁহার কথা শুনিয়াই কেমন সন্দেহ জন্মিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার জ্যেষ্ঠের নাম কি?"

যুবক উত্তর করিলেন, "হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।"

আ। আপনার নাম?

যু। শক্তিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

আ। আপনাদের নিবাস কোথায়?

যু। বাগবাজারে।

আ। এ বৎসর চারিদিকেই কলেরার উপদ্রব। প্রতিদিন কতশত লোক ওলাউঠায় প্রাণ দিতেছে। সহর বলিয়া বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। আপনার জ্যেষ্ঠও সেই পথে গিয়াছেন; ইহাতে আপনার সন্দেহ হইল কেন?

যুবক আবার আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "সকল কথা না বলিলে, আপনি আমার সন্দেহের কারণ বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এখন তাহা বলিবার উপায় নাই।"

আমি তাঁহার কথায় বিস্মিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন? উপায় নাই কেন?"

যুবক অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "হয়ত এতক্ষণ দাদার দেহ তীরস্থ করা হইয়াছে। হয়ত দাহকার্য্যও সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যদি তাহাই হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রমাণের প্রধান উপায় থাকিবে না।"

যুবকের কথা আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে বিরক্ত হইলাম; কিছু রূঢ়ভাবে বলিলাম, "আপনার মনের কথা কি পরিষ্কার করিয়া বলুন? আমাকে আপনি কি করিতে বলেন? কেমন করিয়া আপনার সাহায্য করিব?"

আমি যে আন্তরিক বিরক্ত হইয়াছি, তাহা যুবক আমার কথাতেই বুঝিতে পারিলেন। তিনি অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "দাদার মৃত্যুতে আমার যথেষ্ট অপকার হইয়াছে। তিনি আমার পিতৃস্থানীয় ছিলেন। আমি তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত। সেই কারণে তাঁহার সহসা মৃত্যুতে আমি এক প্রকার উন্মাদের মত হইয়া গিয়াছি। কি করিতেছি, কি বলিতেছি, কিছুরই স্থিরতা নাই। আমাকে ক্ষমা করুন—আমার সন্দেহ এই যে, দাদাকে কেহ বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিয়াছে। কিন্তু লোকে তাহা না বুঝিয়া তিনি কলেরায় মারা পড়িয়াছেন, এই প্রকার রাষ্ট্র করিয়াছে, আপনি এখন যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করুন। আমার মস্তিষ্কের স্থিরতা নাই।"

যুবকের শেষ কথায় তাঁহার পূর্ব্বের কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি আপনার এই সন্দেহ হইয়াছিল, তবে এতক্ষণ আমায় সংবাদ দেন নাই কেন? দশটার পর আপনার জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হইয়াছে, আর বেলা এখন প্রায় দুইটা। লাস কি দাহ হইয়া গিয়াছে বোধ হয়?"

আমার প্রশ্নে যুবক যেন চমকিত হইলেন। আমি তাঁহার মনোগত উদ্দেশ্য ভাল বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তিনি তখনই আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে না, দাহকার্য্য বোধ হয় এখনও হয় নাই। তবে মৃতদেহ ঘাটে লইয়া গিয়াছে।"

আ। কোন্ ঘাটে?

যু। কাশী মিত্রের ঘাটে।

আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তখনই কাশীমিত্রের ঘাটের রেজিষ্ট্রারকে টেলিফোন করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে কোন ভদ্রলোকের মৃতদেহ তীরস্থ করা হইয়াছে কি না? যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার দাহকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে কি না?"

উত্তরে রেজিষ্ট্রার বলিলেন, "লাস তীরস্থ হইয়াছে। দাহকার্য্য আরম্ভ হয় নাই, উদ্যোগ হইতেছে।"

আমি পুনরায় টেলিফোনের সাহায্যে তাঁহাকে মৃতদেহ দাহ করিতে অনুমতি দিতে নিষেধ করিলাম কিন্তু যুবককে কোন কথা বলিলাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া আমি যুবকের সহিত তাঁহার বাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইলাম; এবং তাঁহার সহিত সেই ভাড়াটিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। কোচমান শকট চালনা করিল।

কিছুদূর গমন করিলে পর আমি শক্তিসাধন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার জ্যেষ্ঠের বয়স কত?"

শক্তিসাধন অতি নম্রস্বরে উত্তর করিলেন, "দাদা আমা-অপেক্ষা দশ বৎসরের বড়। দাদার পর আমার আরও দুইটী ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহারা উভয়েই অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

আ। আপনার দাদা কি কর্ম্ম করিতেন?

শ। আপাততঃ কোন কর্ম্মই করিতেন না। নিজের যৎ-সামান্য সম্পত্তি আছে তাহাই দেখিতেন।

আ। পৈতৃক সম্পত্তি?

শ। আজ্ঞে না—দাদার উপার্জ্জিত সম্পত্তি। জ্ঞাতিগণ মোকদ্দমা করিয়া আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। আমি কিম্বা আমার জ্যেষ্ঠ আমাদের পৈতৃক সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও পাই নাই।

আ। তবে ত আপনার দাদার যথেষ্ট শত্রু আছে দেখিতেছি। যখন জ্ঞাতিগণের সহিত আপনাদের বিবাদ, তখন তাঁহারাই যে আপনাদের শত্রু তাহা ত বেশ বোঝা যাইতেছে। আপনাদের জ্ঞাতিবর্গের বাড়ী কোথায়?

শ। আজ্ঞে আমাদের বাড়ী হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে। তাঁহাদের বাড়ী শোভাবাজারের নিকট।

আ। সেই বাড়ীই কি আপনাদের পৈত্রিক সম্পত্তি?

শ। আজ্ঞে হাঁ—মোকদ্দমায় পরাজিত হইলে দাদা স্ব-ইচ্ছায় সে বাড়ী ত্যাগ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহার কয়েক-খানি ভাড়াটীয়া বাড়ী আছে। তিনি পৈত্রিক বাড়ী ত্যাগ করিয়া বাগবাজারে নিজ বাটিতে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন।

আ। আপনি অবশ্য সেই বাড়ীতেই থাকেন ?

শক্তিসাধন কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল। আমি তাঁহাকে পুনরায় ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি সেবারেও কৌশলে আমার কথাটা চাপা দিলেন। আমি কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আমার সন্দেহ যেন উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। আমি তখন তাঁহার দিকে চাহিয়া কিছু কর্কশ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোথায় বাস করেন ?

আমার প্রশ্নে যুবক চমকিত হইলেন। কিন্তু সেবার আর কথাটা চাপা দিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখ আরক্তিম ভাব ধারণ করিল, তিনি মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে আমি কাশীপুরে বাস করি।"

আমি স্তম্ভিত হইলাম। ভাবিলাম, ইহার ভিতরে কোন গূঢ় রহস্য আছে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে এই মাত্র যে বলিলেন, আপনার দাদাই আপনার অন্নদাতা ছিলেন ? কথাটা ভাল বুঝিতে পরিলাম না।"

লজ্জার হাসি হাসিয়া শক্তিসাধন উত্তর করিলেন, যদিও আমি কাশীপুরে বাস করি, তত্রাপি প্রতিদিন দুই বেলা দাদার বাড়ীতে গিয়া আহারাদি করিতাম। আমাকে না খাওয়াইয়া দাদা কিম্বা তাঁহার স্ত্রী আহার করিতেন না।"

আ। আপনার বাড়ীতে কে থাকে ?

শ। আজ্ঞে আমি একাই থাকি।

আমার সন্দেহ আরও বাড়িতে লাগিল। শক্তিসাধন বাবুর কথা আমি তখনও ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে বাড়ীখান কাহার ?"

লজ্জিত হইয়া অতি ধীরে ধীরে শক্তিসাধন বলিলেন, "আজ্ঞে সেখানি ভাড়াটিয়া বাড়ী।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, আপনার জ্যেষ্ঠের কয়েকখানি ভাড়াটিয়া বাড়ী আছে, তাঁহারই আয় হইতে তিনি পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাকেন। যদি তাহাই হয়, তবে আপনি কেন স্বতন্ত্র ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকেন? বাড়ীর ভাড়া কত?

শ আজ্ঞে পনের টাকা মাত্র।

অ। আপন কি কার্য্য করেন?

শক্তিসাধন লজ্জায় কোন উত্তর করিলেন না, মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। আমি পুনরায় ঐ প্রশ্ন করিলাম, তখন তিনি অতি কষ্টে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে কোন কার্য্য করি না। আমি নিষ্কর্ম্মা—কেবল দাদার গলগ্রহ ছিলাম।"

অ। বাড়ীভাড়াও তিনিই দিতেন?

শ। আজ্ঞে হাঁ—তিনি প্রতি-মাসে আমার ব্যয়ের জন্ত কিছু করিয়া অর্থ দিতেন।

আমি কিছুক্ষণ কোন কথা কহিলাম না। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আপন জ্যেষ্ঠের সঙ্গে বাড়ীতে থাকেন না কেন? যখন তিনি আপনার সকল ভারবহন করিতেছেন, তখন তিনি আপনাকে এক বাড়ীতে রাখেন না কেন?

শক্তিসাধনের মুখ সহসা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি সহসা কোন উত্তর করিলেন না। মস্তক অবনত করিয়া একমনে কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময় কোচম্যানের চীৎকারধ্বনি আমাদের কর্ণগোচর

হইল। শক্তিসাধন চমকিয়া উঠিলেন এবং গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠের বাড়ী দেখাইয়া দিলেন, কোচম্যান সত্বর নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। আমি অগ্রে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, শক্তিসাধন পরে নামিলেন এবং কোচম্যানকে ভাড়া দিয়া আমাকে লইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিসাধনবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের হৃদয়-ভেদী ক্রন্দনের রোল আমার কর্ণগোচর হইল। সে করুণ রোদন, সে মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলে কাহার হৃদয় না দ্রবীভূত হয়? আমি অনেক কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

হরিসাধন বাবুর আধুনিক বসতবাটিখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, সমগ্র বাড়ী ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ও মধ্যস্থ পরিমাণ প্রায় দশ কাঠা হইবে। বাড়খানি দ্বিতল। একতলে বাহির মহলের একটি বৈঠকখানায় শক্তিসাধন আমাকে লইয়া গেলেন।

ঘরখানি বড়। দৈর্ঘে ও প্রস্থে বার-তের হাতের কম নহে। ঘরখানি রাস্তার ঠিক পার্শ্বে উহার আটটি জানালা ও দুইটি দরজা। ভিতরে মেজের উপর ঢালা বিছানা। প্রথমে মাদুর, পরে সতরঞ্চ, তাহার উপর একটা প্রকাণ্ড লেপ, সর্ব্বোপরি দুগ্ধফেননিভ শুভ্র একখানি চাদর।

শক্তিসাধন সেই বিছানার উপর বসিতে অনুরোধ করিলেন। বিছানার একপার্শ্বে দুইটী বৈঠকে দুইটি বাঁধান হুঁকা ছিল। একটী ব্রাহ্মণের, অপরটী শূদ্রের জন্য। আমরা উভয়ে বসিবামাত্র একজন ভৃত্য (বেয়ারা) এক কলিকা তামাকু লইয়া অগ্নিতে ফুৎকার প্রদান করিতে করিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং বৈঠক দুইটীকে আমাদের নিকট আনয়ন করিয়া, হস্তস্থিত কলিকাটী ব্রাহ্মণের হুঁকার উপর বসাইয়া শক্তিসাধনের হস্তে দিয়া প্রস্থান করিল।

শক্তিসাধন ভৃত্যের হস্ত হইতে হুঁকাটী গ্রহণ করিয়া আমাকে দিলেন। কিন্তু আমি ধূমপান করি না জানিতে পারিয়া বিশেষ লজ্জিত হইলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "এখন যে জন্য এখানে আসিলাম, তাহার কি করিতেছেন? আপনার দাদার কিরূপে মৃত্যু হয় এবং কখনই বা তাঁহার রোগের সূত্রপাত হয় সমস্ত কথা প্রকাশ করুন।"

শক্তিসাধন উত্তর করিলেন, "পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গত কল্য বাড়ীতে একটী ভোজ ছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আহারাদির পর আমরা কয়েকজন বিশেষ আত্মীয় ব্যক্তি দাদার সহিত এক-সঙ্গে আহার করিতে বসি। বেলা দুইটার পর আমাদের আহার শেষ হয়। আমিও এই বৈঠকখানায় আসিয়া একপার্শ্বে শয়ন করি। এক ঘণ্টার মধ্যেই অন্যান্য সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করেন। কেবল আমিই এইস্থানে ছিলাম। বেলা বারটার সময় শুনিলাম, দাদা বমি করিতেছেন। আমি তখনই বাড়ীর ভিতর গমন করিলাম এবং ডাক্তার বাবুকে সংবাদ দিবার জন্য লোক প্রেরণ করিতেছিলাম, কিন্তু দাদা আমাকে স্বয়ং নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন, গুরু আহার বশতঃই ঐরূপ বমি

হইয়াছে, শীঘ্রই আরোগ্য হইবে। দাদার স্ত্রীও তখন তাঁহার কথায় সায় দিলেন। কিছুক্ষণ পরে দাদা নিদ্রিত হইয়া পড়িলে আমি এখান হইতে প্রস্থান করিলাম।”

সমস্ত কথা শুনিয়া আমি শক্তিসাধন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তাহার পর?”

শ। রাত্রি দশটার পর এখানকার ভৃত্য আমার বাসায় সংবাদ দিল, দাদার অসুখ বৃদ্ধি হইয়াছে। আমি তখন নিদ্রিত ছিলাম, কাজেই আসিতে বিলম্ব হইল। যখন এ বাড়ীতে আসিলাম, তখন রাত্রি প্রায় বারটা। বাড়ীতে আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার অন্তরাত্মা শুখাইয়া গেল। দেখিলাম, দাদা অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন, ডাক্তার বাবু অতি মনোযোগের সহিত তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন, আর বাড়ীর মেয়েরা রোদন করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া দাদার স্ত্রী আরও কাঁদিয়া উঠিলেন। আমারও চক্ষে জল আসিল, আর তথায় দাঁড়াইতে পারিলাম না। ধীরে ধীরে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। এইরূপে রাত্রি শেষ হইল। দাদার আর চৈতন্য হইল না। ডাক্তার বাবু হতাশ হইয়া আটটার সময় বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। দশটার মধ্যেই দাদা আমাদের সকলকে কাঁদাইয়া এ পৃথিবী ত্যাগ করিলেন।

শক্তিসাধনের সকল কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। ভাবিলাম, যখন ডাক্তার বাবু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিয়া রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন, তখন শক্তিসাধন কেমন করিয়া সন্দেহ করিলেন যে, হরিসাধন বাবুকে কেহ বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছেন। ডাক্তারবাবু যখন সার্টিফিকেট দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না, তখন তিনি যে তাঁহার মৃত্যুতে কোন প্রকার

সন্দেহ করেন নাই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। শক্তিসাধনের অনুমান মিথ্যা বলা যায় না,যতক্ষণ না হরিসাধন বাবুর মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া পরীক্ষা করা যাইতেছে। পরীক্ষান্তে প্রকৃত সংবাদ পাওয়া যাইবে। কিন্তু শক্তিসাধন হঠাৎ এরূপ সন্দেহ করেন কেন? স্বীকার করি, তিনি তাঁহার দাদার নিকট বসিয়া আহার করিয়াছিলেন। যদি তিনি কাহাকেও খাদ্যের সহিত ঐ বিষ মিশ্রিত করিতে দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি তখনই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন নাই কেন?

এই প্রকার চিন্তা করিয়া আমি শক্তিসাধনের দিকে চাহিলাম ও তাঁহার আপাদ মস্তক বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার দাদাকে কেহ বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছে এ সন্দেহ কেন হইল? যখন সকলেই এমন কি আপনাদের পারিবারিক ডাক্তার পর্য্যন্ত বলিতেছেন যে, তিনি কলেরায় মারা গিয়াছেন, আর যখন বাস্তবিকই এ পল্লিতে ভয়ানক কলেরার উপদ্রব, তখন তিনিও যে ঐ রোগে মারা পরেন নাই, এ অবিশ্বাস আপনার কেন হইল?

শক্তিসাধন সহসা কোন উত্তর করিলেন না। তিনি মস্তক অবনত করিয়া একমনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জ্ঞাতিশত্রু আমাদিগকে পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। সেই শত্রুই মৌখিক প্রণয় দেখাইয়া আবার এখানে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাল যখন আহার করিতে বসি, তখন তিনি দাদার ঠিক পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন, আহার করিতে করিতে তিনি অনেকবার দাদার পাতে হাত দিয়াছিলেন, সেই জন্যই আমার সন্দেহ।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কি! আহার করিতে করিতে তিনি এরূপ করিয়াছিলেন কেন?

শক্তিসাধন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, সে কথা কেমন করিয়া বলিব?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি তবে কাহাকে সন্দেহ করেন বলুন? আর কি উপলক্ষে এই ভোজন হইয়াছিল?

শ। দাদা একটা নূতন বিষয় ক্রয় করিয়াছেন, সেই কারণেই আনন্দ ভোজের আয়োজন। সন্দেহের কথা আর কি বলিব, আপনাকে ত সকল কথাই বলিলাম।

আ। আপনারাও পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং নিশ্চয়ই সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন?

শ। আজ্ঞে না, আমি সে পাত্র নই; নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, যাই নাই।

আ। আপনার জ্যেষ্ঠ নিশ্চয়ই গিয়াছিলেন এবং সেখানে আহারাদি করিয়া তাঁহাদিগকে অপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

শক্তিসাধন সম্মতিসূচক উত্তর দিলেন। আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না; ভাবিলাম, শক্তিসাধন এত কথা বলেন কেন? আহারের কথা উল্লেখ করায় বোধ হইতেছে, তিনি সেই জ্ঞাতি শত্রুকে আহারের সময় বিষপ্রয়োগে তাঁহার জ্যেষ্ঠের প্রাণসংহার করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, হরিসাধন বিষপ্রয়োগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন কি না, মৃতদেহ পরীক্ষা করিলেই জানা যাইবে। যদি বাস্তবিক তাহাই হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞাতিকেই সন্দেহ করিয়া গ্রেপ্তার করা সর্ব্বতোভাবে উচিত কিন্তু তাহাতে শক্তিসাধনকে প্রথমে ফরিয়াদী হইতে হয়।

এই প্রকার চিন্তা করিয়া আমি শক্তিসাধনকে বলিলাম, আমি আপনার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি সে জ্ঞাতিকেই সন্দেহ করিয়াছেন। মনে করিতেছেন, তিনি আহার করিবার সময় আপনার জ্যেষ্ঠের কোন খাদ্যের সহিত কৌশলে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন।

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে শক্তিসাধন চমকিয়া উঠিলেন, আরও দুই একবার তিনি এরূপে চমকিত হইয়াছিলেন বলিয়া আমি আর সে বিষয় গ্রাহ্য করিলাম না। ভাবিলাম, ভ্রাতৃ বিয়োগে লোকটার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া তিনি বলিলেন, আপনি সত্যই অনুমান করিয়াছেন। আমারও ঠিক সেইরূপ সন্দেহ হইয়াছে।

ঠিক এই সময়ে দুই তিনজন আত্মীয় অতিবিষণ্নবদনে ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। একজন এক ভৃত্যকে তখনি পারিবারিক ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। শুনিলাম, ডাক্তারের সার্টিফিকেট প্রয়োজন।

ভৃত্যকে ডাক্তারের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহারা সকলেই সেই বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। তখন শক্তিসাধন বাবু আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন যে, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠের আকস্মিক মৃত্যুতে সন্দেহ করিয়া অনুসন্ধানের জন্য সেখানে গমন করিয়াছি। তিনিই যে আমাকে সেখানে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, একথা তিনিও বলিলেন না, আমিও উল্লেখ করিলাম না।

আমাকে দেখিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত ও বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন, এই বিপদের সময় আমি তাঁহাদিগকে কষ্ট দিবার জন্যই সেখানে গমন করিয়াছি।

কিছুক্ষণ পরে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিই কি তবে ঘাটের রেজিষ্ট্রার বাবুকে দাহ করিবার অনুমতি দিতে নিষেধ করিয়াছেন?

আমি বিষম ফাঁপরে পড়িলাম, কিছুক্ষণ ভাবিয়া সত্যকথা প্রকাশ করিতেই মনস্থ করিলাম, পরে বলিলাম, শক্তিসাধন বাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠের মৃত্যুতে সন্দেহ করিয়া থানায় সংবাদ দিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে সকলেরই সন্দেহ হওয়া উচিত।

যিনি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমার উত্তর শুনিয়া আন্ত-রিক বিরক্ত হইলেন। কিছু কর্কশ স্বরে শক্তিসাধনবাবুকে বলিলেন, তবে আপনারই এই কাজ? আপনিই এই দাহকার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছেন?

এই কথা শেষ হইতে না হইতে ভৃত্য ডাক্তার বাবুকে লইয়া প্রত্যাগমন করিল। সকল কথা শুনিয়া তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলি-লেন, আপনারা মিথ্যা ভয় করিতেছেন। আমি স্বয়ংই ঘাটে যাই-তাম, কিন্তু বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে যাইতে পারি নাই। হরিসাধন বাবু কলেরায় মারা পড়িয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি এখনই সার্টিফিকেট লিখিয়া দিতেছি।

এই বলিয়া ডাক্তার বাবু তখনই একখানা সার্টিফিকিট লিখিয়া দিলেন। যাঁহারা ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কাগজখানি লইয়া পুনরায় তথায় গমন করিলেন। শক্তিসাধন আমারই নিকট বসিয়া রহিলেন।

ডাক্তার বাবু প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কেমন করিয়া জানিলেন, হরিসাধন বাবু

কলেরায় মারা পড়িয়াছেন? শক্তিসাধন বাবুর সন্দেহ—কোন লোক বিষ প্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে।"

ডাক্তারবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, ভ্রাতার প্রাণবিয়োগে বোধ হয় উহাঁর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, নতুবা তাঁহার এরূপ সন্দেহ হইবে কেন?

আ। আপনি কি দৃঢ়বিশ্বাস করেন যে, তিনি কলেরায় মারা গিয়াছেন?

ডা। আজ্ঞে হাঁ। সন্দেহের কোন কারণ নাই।

আ। কেন নাই? হরিসাধন বাবুর শত্রুর অভাব ছিল না।

ডাক্তার বাবু হাসিয়া উঠিলেন, তিনি বলিলেন, হরিসাধন বাবুর শত্রু? না মহাশয়, আমার বোধ হয়, তাঁহার আর কোন শত্রু নাই।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতাগণ কি মোকদ্দমা করিয়া তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি দখল করিয়া লন নাই?

ডা। আজ্ঞে হাঁ, লইয়াছেন, কিন্তু এখন আর তাঁহাদের সহিত হরিসাধন বাবুর মনোমালিন্য নাই। রসময় বাবুর কন্যার বিবাহে জ্ঞাতি ভ্রাতাগণের সহিত তাঁহার সদ্ভাব হইয়াছিল। এখন তাঁহারা আর হরিবাবুর শত্রু নহেন, বিশেষ বন্ধু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আ। আপনি সেরূপ মনে না করিলেও তাঁহার ভ্রাতা শক্তি-সাধন বাবু সেরূপ ভাবেন না। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞাতিভ্রাতাগণ মৌখিক আলাপ রাখিয়া ভিতরে ভিতরে তাঁহার জ্যেষ্ঠের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ছিলেন। এখন সুবিধা পাইয়া কার্য্য সিদ্ধি করিয়াছেন।

ডাক্তার বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "শক্তিসাধন বাবুর এইরূপ অন্যায় সন্দেহের কোন কারণ নাই। কিন্তু যখন তিনি সন্দেহ করিয়া এই সকল কথা পুলিসের গোচর করিয়াছেন, তখন আপনারা অবশ্যই তাহার সন্ধান লইবেন। কিন্তু আমি যতদূর জানি, তাহাতে হরিসাধন বাবুর জ্ঞাতি ভ্রাতাগণকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলিয়াই মনে হয়।"

এই বলিয়া ডাক্তার বাবু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। আমি শক্তিসাধনের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার জ্যেষ্ঠের পুত্রাদি কয়জন?"

শক্তিসাধন অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "দাদার দুই-তিনটী সন্তান হইয়াছিল কিন্তু কালের বিচিত্র গতি—একটীও জীবিত নাই।"

আমি আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে আপনি এখানে থাকেন না কেন?"

শক্তিসাধন কথাটা এবারও চাপা দিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। অবশেষে আমার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আমি জাতিচ্যুত হইয়াই স্বতন্ত্র বাস করিতেছি।"

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি? আপনি জাতিচ্যুত হইলেন কেন?"

শ। সে সকল কথা আমায় আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া নীচজাতির হস্তে আহার করিয়াছিলাম, এই অপরাধে জাতিচ্যুত হইয়াছি।

আ। আজকাল অনেকেই ত ঐরূপ করিতেছেন?

শ। হইতে পারে—মিথ্যা নয়, কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠ একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে সদাই যত্ন করিতেন।

আ। এ বাড়ীতে আপনার ত অংশ আছে?

শ। আজ্ঞে না।

আ। কেন?

শ। ইহা দাদার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি। আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি জ্ঞাতিগণ কাড়িয়া লইয়াছে।

আমি তখন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। শক্তি-সাধনকে লইয়া ঘাটে গমন করিলাম। দেখিলাম, রেজিষ্ট্রার সার্টিফিকেটখানি পুলিস সাহেবের নিকট পাঠাইবার উদ্যোগ করি-তেছেন। আমাকে দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন এবং কি করিবেন জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি তখন হরিসাধনের মৃতদেহ দেখিতে ইচ্ছা করিলাম। রেজিষ্ট্রার সসম্ভ্রমে আমাকে সেই মৃতদেহের নিকট লইয়া গেলেন। পরে নিকটস্থ কোন লোককে আবরণ উন্মোচন করিতে আদেশ করিলেন।

হরিসাধনের মৃতদেহ দেখিয়া আমার সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইল। সহজ অবস্থায় মারা পড়িলে মৃতদেহ যেরূপ থাকে, ইহার অবস্থা তদপেক্ষা অনেক বিকৃত। আমি রেজিষ্ট্রারকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলাম।

রেজিষ্ট্রার একজন প্রবীণ লোক। বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। প্রায় পঁচিশ বৎসর ঐ কার্য্য করিতেছেন। মড়া দেখিয়া তাঁহার ঐ বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে। যখন তিনি প্রথমে হরি-

সাধনের মৃতদেহ দেখিয়াছিলেন, তখন কি বুঝিয়াছিলেন বলিতে পারি না কিন্তু আমার অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করিয়া অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনার অনুমান সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে অন্যরূপ বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমারও বিশেষ সন্দেহ হইতেছে। ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাইলেও আমি এ দেহ সংকারের হুকুম দিতে পারিব না। ইহাকে পরীক্ষা করিতেই হইবে।"

আমিও সেইরূপ পরামর্শ দিলাম। তখন রেজিষ্ট্রার সেই মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। আমিও আর সেখানে কালবিলম্ব না করিয়া রেজিষ্ট্রারের নিকট বিদায় লইলাম এবং শক্তিসাধনকে লইয়া শ্মশান হইতে বহির্গত হইলাম। পথে শক্তিসাধনের বাসার সন্ধান জানিয়া লইয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া আমি একাই হাঁসপাতালের দিকে গমন করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পদব্রজে গমন করিবার পর আমি চিৎপুর রোডে আসিয়া ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে হরিসাধন বাবুর কয়েকজন আত্মীয় ঘাট হইতে বাড়ীতে ফিরিতে-ছিলেন দেখিতে পাইলাম। যদিও তাঁহারা আমারই পার্শ্ব দিয়া গমন করিলেন, তত্রাপি তাঁহারা আমাকে দেখিতে পাইলেন না।

আমি দেখিলাম, তাঁহারা সকলেই বিষন্ন, কেবল একজন শক্তি-

সাধনের নাম করিয়া কি বলিতে বলিতে যাইতেছিলেন। শক্তি-সাধনের নাম শুনিয়া আমারও সন্দেহ হইল। আমি দূরে থাকিয়া তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলাম।

কিছুদূর যাইতে না যাইতে তিনি বলিলেন, "এ শক্তিরই কাজ! যে লোক ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া সামান্য বাগ্দিনীর হাতে ভাত খাইতে পারে, তাহার অসাধ্য কি?"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে অপর ব্যক্তি বলিলেন, "না—না, অমন কথা মুখে আনিও না। যে ব্যক্তি দাদার অনুগত, দাদার অন্নে প্রতিপালিত, এত অত্যাচার উৎপীড়ন করিলেও যে দাদা আপন সন্তানের ন্যায় ভালবাসিতেন, সে লোক কেন সহসা সেই দাদাকে হত্যা করিবেন? নিজের পায়ে নিজে কেন কুঠার মারিবেন?"

প্রথম ব্যক্তি উত্তর করিলেন, "আমি সেকথা বলি নাই। আমি বলিতেছি যে, শক্তিসাধন রসময় বাবুর উপর অত্যন্ত বিরক্ত। তিনি অন্যায় করিয়া রসময়ের উপর সন্দেহ করিয়া এ কার্য্য করিয়াছেন।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য না কি!"

প্র। আমি যখন ডাক্তারের সার্টিফিকেট আনিতে বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছিলাম, তখন সেই পুলিসকর্ম্মচারীর মুখে শুনিলাম যে, শক্তি রসময় বাবুর নামে বৃথা সন্দেহ করিয়া এই অভিযোগ করিয়াছেন।

দ্বি। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে উভয়ের পক্ষেই বড় ভাল হইবে না। পুলিস সহজে ছাড়িবে না।

প্র। যদি হরি বাবুর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া সেরূপ সন্দেহ

না হয়, তাহা হইলে বোধ হয় আর কোন গোলযোগ হইবে না। পরীক্ষা শেষ না হইলে ত আর সৎকার করা হইবে না।

আমি আর তাঁহাদের অনুসরণ করা যুক্তিসিদ্ধ মনে না করিয়া তাঁহাদের নিকটে গমন করিলাম এবং অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারাই কি হরিসাধন বাবুর মৃতদেহের সৎকার করিতে গিয়াছিলেন?"

একজন অতি কর্কশভাবে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হাঁ কিন্তু আপনাদের জন্যই সেই কার্য্যে ব্যাঘাত পড়িল। একে বিপদ, তাহার উপরে এই প্রকার অশান্তি, এমন করিলে লোকে কেমন করিয়া সুস্থমনে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে?"

আমি অতি মৃদুবচনে উত্তর করিলাম, "এ বিষয়ে আমার দোষ কি? যাঁহার সন্দেহ হইয়াছে, তাঁহাকে বলুন। আমি যতক্ষণ সংবাদ না পাইয়াছি, ততক্ষণ কিছু আর পরীক্ষা করিতে আসি নাই। বিশেষতঃ যদি বাস্তবিকই তাঁহার সন্দেহ সত্য হয়, তাহা হইলে আর আপনাদের অসন্তোষের কারণ কি? বোধ হয় আপনারা কেহই ইচ্ছা করেন না যে, হত্যা করিয়া লোকে নিষ্কৃতি লাভ করে।"

যে ব্যক্তি আমার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আজ্ঞে না—আমাদের কাহারও সেরূপ ইচ্ছা নয়। কিন্তু যাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া আপনি এই কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইলেন, তিনিও নিতান্ত সহজ লোক নহেন।"

আ। কেন?

লো। রসময় বাবুর উপর তিনি হাড়ে চটা।

আ। স্বাভাবিক। রসময় বাবু তাঁহাদের পৈত্রিক সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছেন।

লোকটী আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহাদের সম্পত্তি কিরূপ? সম্পত্তি ত হরিসাধন বাবুরই ছিল।"

আ। তাহাতে কি শক্তিসাধন বাবুর অংশ ছিল না?

লো। আজ্ঞে না—তিনি ভ্রাতার নিকট আপনার অংশের মূল্য লইয়া তাঁহাকেই সেই অংশ বিক্রয় করিয়াছিলেন।

আ। তবে তিনি হরিসাধন বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহারই অন্ন ধ্বংস করিতেন কেন?

লো। হরিসাধন বাবু দয়া করিয়া তাঁহার ভরণপোষণের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। এমন কি, কিছু করিয়া মাসহারাও দিতেন। হরিবাবুর মৃত্যুতে শক্তিবাবুর বিশেষ অপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই।

আ। তাঁহার ভ্রাতাই ত হরিসাধনের বিষয়ের উত্তরাধিকারী?

লোকটা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে সে সকল কথা আমরা ভাল জানি না। হরিবাবুর কোন সন্তান জীবিত নাই।"

আ। রসময়বাবু কে?

লো। হরিবাবুর জ্ঞাতি ভাই।

আ। তাঁহাদের নিবাস কোথায়?

লো। হাটখোলায়।

আমি আর কোন প্রশ্ন না করিয়া পুনরায় চিৎপুর রোডের মোড়ে আসিয়া ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম এবং কিছুক্ষণ পরেই হাঁসপাতালে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যখন হাঁসপাতালে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা প্রায় ছয়টা। সূর্য্যদেব তখন পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার প্রখর প্রচণ্ড কিরণ ক্রমেই শীতল হইয়া আসিতেছে। মৃদুমন্দ মলয় পবন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। বায়সাদি বিহঙ্গমকুল একে একে কুলায়াভিমুখে গমন করিতেছে। সরকারি কিম্বা সওদাগরী আপিসের কেরাণিগণ দৈনিক কার্য্য শেষ করিয়া অবসন্ন দেহে ধীরে ধীরে গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সন্ধ্যা সমাগমে পুলিস-কর্ম্মচারিগণ সুসজ্জিত হইয়া শান্তিরক্ষার জন্য স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতেছে।

হাঁসপাতালের সাহেবের সহিত আমার সদ্ভাব ছিল। আমার আগমন বার্ত্তা পাইয়া তিনি তখনই আমাকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি সত্বর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং যে জন্য সে সময়ে সেখানে গিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিলাম।

আমার কথা শুনিয়া সাহেব তখনই সেই মৃতদেহের সন্ধান লইলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই আমাকে লইয়া অপর একটী ঘরে প্রবেশ করিলেন।

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একজন সাহেব-ডাক্তার হরিসাধনবাবুর মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। বড় সাহেবের সহিত আমাকে দেখিয়া তিনি মস্তকোত্তলন করিলেন এবং ইংরাজী ভাষায় আমার সমভিব্যাহারী সাহেবকে বলিলেন, "আমার বড় ভাল বোধ হইতেছে না। লোকটার পাকস্থলীতে

আর্শেনিক দেখা যাইতেছে। আমার বোধ হয় কোন খাদ্যদ্রব্যের সহিত আর্শেনিক মিশ্রিত ছিল। ইনি সেই খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছেন।"

বড়সাহেব কোন উত্তর না করিয়া স্বয়ং পরীক্ষা করিলেন। পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার সন্দেহ সত্য। লোকটা আর্শেনিক খাইয়া মারা গিয়াছে। যদি আপনি সময়ে দাহকার্য্যে বাধা না দিতেন, তাহা হইলে এ অদ্ভুতরহস্য আর কখনও উদ্‌ঘাটিত হইত না। আমি শীঘ্রই রিপোর্ট পাঠাইয়া দিতেছি।"

আমি আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলাম। ভাবিলাম, ইহার মধ্যে কোন গোপনীয় রহস্য আছে। যখন হরিসাধন বাবু বিষপ্রয়োগে মারা পড়িয়াছেন, তখন কোন লোক যে তাঁহারই কোন আহার্য্য পদার্থের সহিত পূর্ব্বে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হরিসাধন বাবুর এমন কোন দুঃখ ছিল না, যাহাতে সেই আনন্দের দিনে তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করিবেন।

এই প্রকার চিন্তা করিয়া আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া হাঁসপাতালের বড়সাহেবকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করতঃ তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম।

পথে আসিয়া একবার ভাবিলাম, থানায় ফিরিয়া যাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কাশীপুরে শক্তিসাধনের বাসায় যাইতে অভিলাষ জন্মিল। কিন্তু পুলিসের বেশে যাইলে পাছে নিষ্ফল হইতে হয়, এই ভয়ে আমি থানায় ফিরিয়া গেলাম এবং সেখানে গিয়া ছদ্মবেশ পরিধান করতঃ একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া কাশীপুরে গমন করিলাম।

বাগবাজারের পোল পার হইয়া আমি শকট হইতে অবতরণ করিলাম এবং পদব্রজে অতি ধীরে ধীরে শক্তিসাধনের বাসার দিকে গমন করিলাম। পূর্ব্বেই তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার বাসার সন্ধান পাইয়াছিলাম, সুতরাং আমায় বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না।

যে বাড়ীতে শক্তিসাধন বাস করিতেন সেই বাড়ীখানি ক্ষুদ্র হইলেও দ্বিতল। বাহির হইতে এক মহল বলিয়াই বোধ হইল। বাহিরে সদর-দরজার ডানদিকে একখানি ক্ষুদ্র বৈঠকখানা ছিল কিন্তু সেঘরে তখন কোন লোকই ছিল না।

আমি সহসা ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস করিলাম না। বাড়ীর একপার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড মাঠ ছিল। সেই মাঠে তখন অনেক লোক সায়ংভ্রমণে নিযুক্ত ছিলেন। আমিও সেই আছিলা করিয়া মাঠে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু মধ্যে মধ্যে শক্তিসাধনের বাড়ীর সদর-দরজার দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ এইরূপে অতীত হইলে সহসা অট্টহাস্যধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। শব্দের গতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, শক্তিসাধন বাবুর বাড়ী হইতেই সেই হাস্যধ্বনি উত্থিত হইতেছে। আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইল। ভাবিলাম, যিনি ভ্রাতার আকস্মিক মৃত্যুতে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার বাড়ীতে এ প্রকার আনন্দের রোল কেন? তবে কি উহা শক্তিসাধন বাবুর বাড়ী নহে?

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! শক্তিসাধন বাবুর বাড়ী কোথায় বলিতে পারেন?"

লোকটী আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, তিনি সেখানকার অধিবাসী নহেন। সুতরাং শক্তিসাধন বাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় নাই। আমি হতাশ হইলাম না; অপর একব্যক্তিকে ঐ প্রশ্ন করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে তিনি শক্তিসাধনের বন্ধু, তিনিই আমায় মাঠের পার্শ্বস্থ সেই বাড়ী দেখাইয়া দিলেন।

আমি আর কোন কথা না কহিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম এবং প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে আবার সেই মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে সাতটা। মাঠ হইতে শক্তিসাধনের বাড়ীর একটী জানালা দেখিতে পাইলাম। জানালাটী একতলায় এবং অর্দ্ধোন্মুক্ত অবস্থায় ছিল। আমি অতি ধীরে ধীরে সেই জানালার নিকট যাইয়া পায়চারি করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু আমার লক্ষ্য ছিল, সেই জানালার দিকে।

কিছুক্ষণ এইরূপ পায়চারি করিতে করিতে আবার সেই হাস্যধ্বনি আমার কর্ণগোচর হইল। এবার আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, শক্তিসাধনের বাড়ী হইতেই সেই অট্ট হাস্যধ্বনি উত্থিত হইতেছে। মনে বড় সন্দেহ হইল। আমি আর নিশ্চিন্তভাবে পায়চারি করিতে পারিলাম না। অতি সন্তর্পণে সেই জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু এমনভাবে অপর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলাম, যেন কোন লোকের প্রত্যাশায় সেইস্থানে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছি।

আমাকে ঐভাবে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া দুই একজনের সন্দেহ হইল। কেহ কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু আমার উত্তর শুনিয়া সকলে হৃষ্টচিত্তে আপনাপন কার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

কিছুক্ষণ এইরূপে দাঁড়াইলে পর, আমি সেই ঘরের ভিতর হইতে বামাকণ্ঠে যেন কাহাকে বলিতে শুনিলাম, "আমার দ্বারা ও কাজ হইবে না। তুমি ব্রাহ্মণের-সন্তান, আমি বাগ্দিনী। কোন্ সাহসে আমি তোমায় ভাত রাঁধিয়া দিব? আমার কি পরকালের ভয় নাই?"

আবার সেই অট্টহাস্য। এবার কিন্তু পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম, শক্তিসাধনই ঐ প্রকার অট্টহাস্য করিতেছেন। অট্টহাস্য করিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "যদি এতই পরকালের ভয়, তবে এ কার্য্যে হাত দিলে কেন?"

কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া রমণী আবার উত্তর করিল, "দেখ শক্তি-বাবু! দশ বৎসর বয়সে আমি বিধবা হই। তাহার কিছুদিন পর তোমায় দেখিতে পাই। তুমিও কেমন আমায় দেখিতে ভাল-বাসিতে, প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে যাইতে, আমার মায়ের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে। সেই অবধি আমাদের প্রণয় হয়। তাহার পর মা মারা পড়িল, তুমিই আমায় আশ্রয় দিলে। সেরূপ বিপদে পড়িয়া আমি জ্ঞান হারাইলাম এবং তোমাকেই মন প্রাণ সমর্পণ করিলাম। ইহাতে যদি পরকালে শাস্তি পাইতে হয়, সে শাস্তি সানন্দে গ্রহণ করিব, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া কেন ব্রাহ্মণ-সন্তানকে আমার হাতের ভাত খাওয়াইব।"

রমণীর কথা শুনিয়া শক্তিসাধন পুনরায় বলিলেন, "তবে আমি আহার করিব কোথায়? যতদিন দাদা জীবিত ছিলেন, ততদিন তোমায় জেদ করি নাই।"

রমণী কিছু দুঃখিত হইল, বলিল, "তুমি এক কাজ কর,—নিকটে কোন হোটেলওয়ালার সহিত বন্দোবস্ত কর।"

শক্তি আবার হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে একই কথা। তোমার হাতে খাওয়া আর কোন হোটেলে অন্নাহার করা একই কথা।"

রমণী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে আবার কি কথা?"

শ। কেন? তুমি কি মনে কর, হোটেলওয়ালাগণ সকলেই ব্রাহ্মণ? কখনও নহে। এমন কি, যাহারা রন্ধন করে, তাহারাও ব্রাহ্মণ-সন্তান নহে। তবে আমি সকল হোটেলের কথা বলিতেছি না, কোন কোন স্থানে প্রকৃত ব্রাহ্মণ-সন্তান দ্বারাই পাক-কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। কিন্তু সেরূপ হোটেল এখন এখানে পাই কোথা?

র। এত তাড়াতাড়ির প্রয়োজন কি? অন্বেষণ কর, শীঘ্রই সেরূপ হোটেলের সন্ধান পাইবে।

শ। তবে এই কয়দিন খাই কোথায়?

র। কেন, তোমার দাদার স্ত্রী কিম্বা বাড়ীর কোন লোক কি তোমায় ঐ সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়াছেন?

শ। না—এখনও বলেন নাই বটে, কিন্তু শীঘ্রই ঐ সকল কথা শুনিতে হইবে। শুনিবার আগেই নিজের বন্দোবস্ত করা ভাল নয় কি?

রমণী কিছুক্ষণ কোন উত্তর করিল না। পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দাদা কি কোন উইল করিয়া যান নাই?"

শ। কই, সে সকল কথাত এখনও শুনি নাই।

র। নিশ্চয়ই তিনি উইল করিয়া গিয়াছেন। আর যখন তুমি তাঁহার সহোদর, তখন তিনি যে তোমার জন্য কোন প্রকার

বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর যখন তোমার দাদার কোন পুত্রাদি নাই, তাঁহার স্ত্রী তোমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি তোমার ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করিবেন; অন্ততঃ তাঁহার বাড়ী হইতে অন্ন উঠিবে না।

শক্তিসাধন অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "কিছুই জানি না। তবে দাদা যে আমার শত্রু ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

রমনী বলিল, "তোমায় জাতিচ্যুত করিয়া তোমার দাদা শত্রুতা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে আজীবন তোমায় প্রতিপালন করিলেন, তাহাও কি শত্রুতার পরিচায়ক? তিনি তোমায় জাতিচ্যুত করেন নাই—সমাজ জাতিচ্যুত করিয়াছেন। যাহা সমাজ করিয়াছে, তাহার জন্য তাঁহাকে দোষ দাও কেন?"

শ। তিনি আমার বিপক্ষে সাক্ষী না দিলে সমাজ আমাকে কখনও জাতিচ্যুত করিতে পারিত না। তাহা ভিন্ন, দাদা অন্য অনেক বিষয়ে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, সেই জন্যই আমার ভরণপোষণ ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

র। যাহাই হউক, এখন এ বিপদ ঘটাইলে কেন? সন্দেহ হইয়াছিল, পাঁচজনকে বলিলেই ত হইত. একেবারে থানায় খবর দিবার আবশ্যকতা কি ছিল? তুমি কি সত্যই রসময়কে বিষ দিতে দেখিয়াছ?

বাধা দিয়া শক্তি উত্তর করিলেন, "রসময় ভয়ানক লোক। বহুকাল হইতে তাহার উপর আমার আক্রোশ আছে। এই সুযোগে উহার স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া উহাকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবার অভিপ্রায়েই এই কার্য্য করিয়াছি।"

রমনী। যদি প্রমাণ না হয়, যদি সত্য সত্যই তোমার দাদা

কলেরায় মারা পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমার কি দুর্দ্দশা হইবে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

বাধা দিয়া শক্তি বলিয়া উঠিলেন, "সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাক, দুর্গা! দাদা নিশ্চয়ই বিষপানে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।"

রমণী আর কোন কথা কহিল না। শক্তিও আর কোন উচ্চবাক্য করিলেন না। রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিল দেখিয়া আমি আর সেখানে অপেক্ষা করিলাম না, তখনই থানার দিকে ফিরিলাম। পথে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিয়া কোচমানকে থানায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলাম। কিছু দূর যাইলে পর ভাবিলাম, রসময় কেমন লোক, না জানিলে এ রহস্য কিছুতেই বুঝিতে পারিব না। শক্তিসাধন সামান্যলোক নহে। যখন তিনি উপকারী জ্যেষ্ঠের মৃত্যুতে নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে উদ্যত, তখন তাঁহার অসাধ্য কর্ম্ম জগতে অতি বিরল। বিশেষতঃ, তিনি বহুকাল হইতে নীচ জাতীয়া রমণীর সহিত বসবাস করিয়া আসিতেছেন বলিয়া তাঁহার নিজের মনোবৃত্তি সকল নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া এবং উচ্চ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও নানাবিধ নীচ কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। সুতরাং তাঁহার কথায় কোনরূপে বিশ্বাস করা উচিত নহে। যতক্ষণ না বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ রসময়বাবুর উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিতে দিব না।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পরে ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে মনস্থ করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি পুনরায় শক্তিসাধন বাবুর বাড়ীতে গমন করিলাম। শুনিলাম, শক্তিসাধন অতি প্রত্যুষে তাঁহার জ্যেষ্ঠের মৃতদেহ সৎকারের জন্য শ্মশানে গমন করিয়াছেন। সুতরাং আমি তথায় আর কালবিলম্ব না করিয়া ধীরে ধীরে ঘাটের দিকে গমন করিলাম।

আমাকে দেখিয়া শক্তিসাধন প্রফুল্ল হইলেন এবং তখনই আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কেমন মহাশয়, আমার সন্দেহ সত্য হইল কি না?"

আমি সহসা কোন উত্তর করিলাম না। যে ভাবে শক্তিসাধন ঐ কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে তিনি যে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু সে বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। কিছুক্ষণ পরে সকলের অগোচরে তাঁহাকে কোন নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "যে ব্যক্তি আপনার দাদার আহারের সময় তাঁহার পাতে হাত দিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কি বলিতে পারেন?"

"তাঁহার নাম রসময় বন্দ্যোপাধ্যায়।"

অনন্তর রসময় বাবুর বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

বিনা কষ্টে আমি রসময় বাবুর বাড়ী গিয়া পঁহুছিলাম। তখন বেলা প্রায় আটটা।

রসময় বাবুর বাড়ীখানি সুন্দর, প্রকাণ্ড ও ত্রিতল। বাড়ীতে লোকজন অনেক। সদর দ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র একজন ভৃত্য আসিয়া আমার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমার কথা শুনিয়া সে প্রস্থান করিল এবং তখনই রসময় বাবুকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় দ্বারদেশে প্রত্যাগমন করিল।

আমাকে দেখিয়া রসময় বাবু অতি সমাদরে ত্রিতলের একটী বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন।

বৈঠকখানাটী বেশ সাজানো। আমি ভিতরে গিয়া একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলাম। রসময় বাবু অপর একখানি চেয়ারে আমার সম্মুখে বসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইল যে, তিনি হরিসাধন বাবুর মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকান্বিত হইয়াছেন। তাঁহার বিষন্ন বদন দেখিয়া আমার আর এক সন্দেহ জন্মিল। আমি ভাবিলাম, রসময় হরিসাধনের জ্ঞাতি ভাই। ইনি তাঁহার মৃত্যুতে যেরূপ শোকাতুর হইয়াছেন, শক্তিসাধন আপন সহোদর হইয়া সেরূপ দুঃখিত নহেন কেন?"

সে যাহা হউক, কিছুক্ষণ চিন্তার পর আমি রসময়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন ত আপনাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, হরিসাধনবাবুকে কেহ বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছে?"

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতভাবে রসময়বাবু বলিলেন, "যখন সরকারী ডাক্তার হরিসাধনের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন, তখন আর আমাদের অবিশ্বাসের কারণ কি? কিন্তু আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি যে, শক্তিসাধন পূর্ব্বে একথা কেমন করিয়া জানিতে পারিল এবং কেই বা হরিসাধনের উপর এতদূর শত্রুতা করিল?"

আ! কেন, আপনি কি তাঁহা জানেন না?

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে রসময়বাবু আন্তরিক রাগান্বিত হইলেন। তিনি অতি কর্কশভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কথার তাৎপর্য্য কি? আপনার কথার ভাবে বোধ হইতেছে যে, আপনি কাহাকেও সন্দেহ করিয়াছেন।"

রসময়ের কথায় আমি আন্তরিক লজ্জিত হইলাম। ভাবিলাম, কথাটা বলা ভাল হয় নাই। কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে তজ্জন্য বৃথা অনুশোচনা করিলে কোন ফল হইবে না জানিয়া, অতি নম্র কথায় রসময়কে শান্ত করিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "গতকল্য আপনি হরিসাধনের বাড়ীতে গিয়াছিলেন কি?"

অতিশয় বিরক্তির সহিত রসময় উত্তর করিলেন, "হাঁ, নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম এবং একসঙ্গে বসিয়া আহার করিয়াছিলাম।"

যেরূপ সরলভাবে রসময় ঐ কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে তাঁহার উপর কোন প্রকার সন্দেহ হইল না। যে ব্যক্তি খাদ্য-দ্রব্যের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া অপরের প্রাণসংহার করিয়াছে, সে কখনও সরলভাবে সে কথার উল্লেখ করিতে পারে না; তাঁহার মনে কোন না কোন প্রকার ভয়ের উদ্রেক হইবেই। কিন্তু যখন শক্তিসাধনবাবু তাঁহারই উপর সন্দেহ করিয়াছেন, তখন একবার ভাল করিয়া না দেখিয়া কোন কার্য্য করা উচিত নহে। এই ভাবিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরিসাধনবাবুর সহিত আপনার কেমন সদ্ভাব? শুনিলাম, আপনি তাঁহার অনেক ক্ষতি করিয়াছেন?"

"কে আপনাকে এমন কথা বলিল? বুঝিয়াছি, ইহাও সেই

শক্তিরই কার্য্য। লোকটা নীচ সংসর্গে থাকিয়া নীচ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি অন্নদাতা জ্যেষ্ঠের নিন্দা করে, তাঁহাকে শত্রু বলিয়া পরিচয় দেয়, সে লোক সকল কথাই বলিতে পারে। কিন্তু হরিসাধন তেমন ছিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহাকে তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করি নাই বরং তিনিই এতদিন আমাদিগকে ঐ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন আর আমাদের মনোমালিন্য রহিল না। কাল তাঁহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল, আমাদের উভয়ের মধ্যে এত সদ্ভাব যে, আমরা একপাতে দুইজনে আহার করিয়াছিলাম। শক্তিসাধন স্বচক্ষে এ ব্যাপার দেখিয়াছে।

আমি সে কথার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি শুনিয়াছেন, হরিসাধনবাবুর পাকস্থলীতে আর্সেনিক পাওয়া গিয়াছে। তিনি বাস্তবিকই কলেরায় মারা পড়েন নাই।"

রসময়বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া তাঁহাকে ভীত বলিয়া বোধ হইল না। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! হরিসাধনের মৃতদেহের সৎকার হইয়া গিয়াছে কি?"

আমি উত্তর করিলাম, "এতক্ষণ বোধ হয় হইয়া গিয়াছে। অপরের দোষে তাঁহার মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছিল। তাঁহার কি কোন সন্তান আছে?"

র। আজ্ঞে না। শক্তিসাধনই তাঁহার মুখাগ্নি করিবার উপযুক্ত পাত্র, কিন্তু লোকটা জাতিচ্যুত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার স্ত্রীকেই ঐ কার্য্য করিতে হইবে।

আ। আর বিষয় সম্পত্তি ?

র। শক্তিসাধন কিছুই পাইবে না।

আ। কেন ?

র। যাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যে এখন একজন নীচ-জাতীয়া বেশ্যার সহিত বসবাস করিতেছে, সে কেমন করিয়া তাহার জ্যেষ্ঠের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে ?

আ। শুনিয়াছি, হরিসাধনের স্ত্রী না কি শক্তিসাধনকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন ?

র। আজ্ঞে হাঁ—সেই জন্যই বোধ হয় সে বাড়ী হইতে তাহার অন্ন উঠিবে না।

এই কথা বলিয়া রসময়বাবু কি চিন্তা করিলেন। পরে আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শক্তিসাধন কেমন করিয়া জানিতে পারিল যে, হরিসাধন বিষপানে মারা পড়িয়াছেন। তাহার হঠাৎ এই সন্দেহের কারণ কি ?"

আমি আর সকল কথা গোপন রাখা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলাম না। তাঁহাকে বলিলাম, "শক্তিসাধন আপনার উপরে সন্দেহ করিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আপনি কৌশলে কোন খাদ্যদ্রব্যের সহিত আর্সেনিক মিশ্রিত করিয়াছিলেন।"

আমার কথায় বাধা দিয়া রসময়বাবু বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! সেই জন্যই বুঝি আপনিও প্রথমে আমার উপর সন্দেহ করিয়া সেই সকল অপ্রীতিকর কথা বলিয়াছিলেন ?"

আ। আমার অপরাধ কি ? আমি যেমন শুনিয়াছিলাম, সেই মতই কার্য্য করিতেছি।

র। তিনি কি আমাকে কোন খাদ্যদ্রব্যের সহিত বিষ মিশ্রিত করিতে দেখিয়াছিলেন ?

আ। আজ্ঞে না, স্বচক্ষে দেখেন নাই। তবে আপনাকে বারম্বার হরিসাধনবাবুর পাতে হাত দিতে দেখিয়াই ঐ প্রকার সন্দেহ করিয়াছিলেন।

র। আর সেই সন্দেহ করিয়া তিনি মৃতদেহ সৎকারে বাধা দিয়াছিলেন ?

রসময় বাবুর কথা শুনিয়া আমার চমক ভাঙ্গিল। আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। কিন্তু তিনি পুনর্ব্বার আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যখন শক্তিসাধন থানায় সংবাদ দিতে সাহস করিয়াছিল, তখন কি কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া সেই গুরুতর কার্য্য করিয়াছিল ? শক্তিসাধন সামান্য বালক নহে, তাহার বয়স প্রায় চৌত্রিশ বৎসর। সে কি জানিত না যে, তাহার কথা প্রমাণ করিতে না পারিলে তাহারই সর্ব্বনাশ হইবে। নিশ্চয়ই জানিত। সুতরাং সামান্য সন্দেহ করিয়া সে এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে নাই।"

রসময়বাবুর কথাগুলি আমার মনে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বলেন তিনি স্বচক্ষে কোন ব্যাপার দেখিয়াই থানায় সংবাদ দিতে সাহস করিয়াছিলেন ?"

র। সে কথা আপনিই বুঝিয়া দেখুন। যদি সরকারী ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিতেন, হরিসাধন কলেরায় মারা গিয়াছেন, তাহা হইলে কি আপনারা শক্তিকে সহজে ছাড়িয়া দিতেন ? তাহার মিথ্যা কথার জন্য কি কোন প্রকার শাস্তি দিতেন না ?

আ। নিশ্চয়ই তিনি শাস্তি পাইতেন। কিন্তু এখন ত তাঁহার

সন্দেহ সত্যে পরিণত হইয়াছে, এখন ত আর তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে না।

রসময়বাবু সে কথার কোন উত্তর করিলেন না। পরে ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "তিনি ত আমার নামেই দোষারোপ করিয়াছেন, যদি আপনার বিশ্বাস হয়, আপনি আমায় গ্রেপ্তার করুন। বিচারে যাহা হয় হইবে। কিন্তু বলিয়া রাখি, শক্তিসাধনকে সামান্ত লোক মনে করিবেন না।"

আমি শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি কেমন লোক ?"

র। যিনি অন্নদাতা জ্যেষ্ঠকে সকলের নিকট শত্রু বলিয়া প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন না, তিনি কেমন লোক বুঝিয়া লউন। পূর্ব্বে তিনি এমন ছিলেন না, সম্প্রতি কেদার ডাক্তারের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

আ। কেদার ডাক্তার! তাঁহার নিবাস কোথায়?

র। শক্তিসাধনের বাড়ীর নিকটেই। আজকাল শক্তির সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয়। এখন বাজে কথা ছাড়িয়া দিন, যে কার্য্যে আসিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ করুন।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "রসময়বাবু! আমরা পুলিসের লোক বটে, কিন্তু আমাদেরও একটা কর্ত্তব্য আছে।"

আমার কথায় বাধা দিয়া রসময়বাবু লজ্জিতভাবে বলিলেন, "নিশ্চয়ই আছে। আমি সে ভাবিয়া আপনাকে কোন কথা বলি নাই। যখন শক্তিসাধন আমারই নামে অভিযোগ করিয়াছে, তখন আপনি কি করিবেন? মিথ্যা হইলেও আপনাকে এখন তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

আ। শক্তিসাধন আপনার নামে অভিযোগ করেন নাই, তাঁহার সে সাহস নাই। কেবল সন্দেহ করিয়াছেন।

র। আপনি তবে এখন কি করিতে চান?

আ। আপনার সাহায্য চাই!

র। কোন্ কার্য্যে?

আ। প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে। আপনারই মুখে শুনিলাম, হরিসাধনবাবুর সহিত আপনার বড়ই সদ্ভাব ছিল। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আপনারও নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে।

রসময় মুখে কোন উত্তর করিলেন না। কিন্তু তাঁহার চক্ষুদ্বয় দিয়া দরদরিত ধারে অশ্রুজল বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

কিছুক্ষণ পরে শান্ত হইয়া রসময় অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমি প্রাণপণে আপনার সাহায্য করিতে সম্মত আছি। যতক্ষণ না হরিসাধনের হত্যাকারীকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে দেখিতেছি, ততক্ষণ আমিও নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। আপনি শক্তিসাধনের উপর একটু নজর রাখিবেন, তাহা হইলে শীঘ্রই সফল হইতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন আপনার যখন যেরূপ সাহায্যের আবশ্যক হইবে, দয়া করিয়া আমায় সংবাদ দিলে আমি আপনার নিকট গমন করিব।"

কথায় কথায় বেলা দশটা বাজিয়া গেল। আমি রসময়-বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম এবং থানায় প্রত্যাগমন করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বেলা একটার পর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া পদব্রজেই শক্তি-সাধনের বাড়ীর দিকে গমন করিলাম। ভাবিলাম, যখন শক্তি-সাধনের সহিত ডাক্তার বাবুর এত আলাপ, তখন উঁহার সাহায্যে হয় ত তাঁহাকে শীঘ্র পাওয়া যাইবে। এই চিন্তা করিয়া অগ্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলাম এবং তখনই তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

শক্তিসাধন নীচেকার একটী ক্ষুদ্র গৃহেই বসিয়াছিলেন, আমাকে দেখিয়াই রাগিয়া উঠিলেন এবং অতি কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? এমন সময়ে এ বাড়ীতে কেন? সমস্ত দিনই কি ভিক্ষা দেওয়া যায়? ভিক্ষা করিবার কি সময় অসময় নাই?"

শক্তিসাধনের কথায় আমি আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলাম। ভাবিলাম, তিনি আমায় চিনিতে পারেন নাই বলিয়াই বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিতেছেন। আমি কিন্তু তাঁহার কথায় রাগ করিলাম না। অতি বিনীতভাবে বলিলাম, "না মহাশয়, আমি ভিক্ষা করিতে এখানে আসি নাই। আপনার নিকটে কোন বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।"

শক্তিসাধন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার নিকটে? কিসের সাহায্য? আমার এখন সাহায্য করিবার সময় নাই। কাল আমার ভ্রাতৃ বিয়োগ হইয়াছে, এখন আমার মন স্থির নহে।"

আমি আরও বিনীতভাবে বলিলাম, "সামান্য দয়া করিলেই আমি উপকৃত হই। আমি বড় গরীব।"

শ। কি করিতে হইবে বল?

আ। আপনার সহিত ডাক্তার বাবুর বেশ আলাপ আছে জানি। আপনি যদি তাঁহাকে একবার আমাদের বাড়ীতে বিনা ভিজেটে যাইতে বলেন, তাহা হইলে একটী রমণী রক্ষা পায়।

শক্তিসাধন আত্ম প্রশংসায় আন্তরিক আনন্দিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার বাবু কে? কেদার বাবু?"

আ। আজ্ঞে হাঁ।

শ। তোমার বাড়ী কোথায়?

আ। আমাদের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়। এখানে জোড়াবাগানে বাসা।

শ। ডাক্তার বাবু ত অনেক স্থানেই বিনা ভিজিটে গিয়া থাকেন। অক্ষম দেখিলেই তিনি ভিজিট ছাড়িয়া দেন।

আ। আমি ত তাহা জানিতাম না। আর তাহা হইলেও আমি যখন তাঁহার পরিচিত নহি, তখন কেমন করিয়া তাঁহাকে এ প্রকার অনুরোধ করিব।

শক্তিসাধন তখনই গাত্রোত্থান করিলেন এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া একখানি দ্বিতল অট্টালিকার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম, সেই-ই ডাক্তারখানা।

শক্তিসাধন আমাকে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতে একজন যুবক বলিয়া উঠিলেন, "কেও, শক্তি বাবু! এমন অসময়ে কেন?"

শক্তিসাধন হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "আর ভাই! তোমার কাছে আসিব, তাহার আর সময় অসময় কি? এখন এই লোকটীর সঙ্গে একবার জোড়াবাগানে যাইতে হইবে।"

এই বলিয়া শক্তিসাধন তাঁহার নিকটস্থ একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলাম। যে বেশে সেখানে গিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহাদের নিকটে বসিতে সাহস করিলাম না।"

দুই একটা অন্য কথা কহিয়া ডাক্তার বাবু আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার কি হইয়াছে বাপু?"

আমি অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলাম, "আমাদের বাসার একটী স্ত্রীলোকের গাত্রে কি সব দাগ হইয়াছে। লোকে বলিতেছে, পারা ফুটিয়াছে। জোড়াবাগানের অনেকেই আপনাকে বিশেষ চেনে, তাঁহারাই আমাকে আপনার নিকটে আসিতে বলিয়াছিলেন। যদি দয়া করিয়া একটীবার দেখিয়া আসেন, তাহা হইলে সে রমণী এ যাত্রা রক্ষা পায়।"

ডাক্তার বাবু তখন উপস্থিত দুই চারিটা রোগী দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, সদরদ্বারেই তাঁহার গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। তিনিই অগ্রে তাহাতে আরোহণ করিলেন। পরে আমাকেও উঠিতে আদেশ করিয়া কোচম্যানকে শকট চালনা করিতে বলিলেন।

কিছুদূর যাইলে পর ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে স্ত্রীলোকটীর পীড়া হইয়াছে, তিনি আপনার কে?"

আমি কেবল হাসিলাম, কোন উত্তর করিলাম না, তিনিও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। বোধ হয় আমাকে

হাস্য করিতে দেখিয়া রমণীকে আমারই আশ্রিতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

আরও কিছুক্ষণ পরে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ব্বে কোন প্রকার চিকিৎসা হইয়াছিল কি?"

আ। আজ্ঞে হাঁ, তবে কোন ডাক্তার দেখেন নাই। জোড়াবাগানেই একজন বৃদ্ধ আছেন, তিনি ঐ প্রকার দুই একটা রোগের চিকিৎসা করেন। আমি তাঁহাকেই একবার দেখাইয়াছিলাম।

ডা। তিনি কি ঔষধ দিয়াছিলেন?

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "কি ঔষধ জানি না। কাগজে কি লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও জানি না। কিন্তু যখন ঔষধটী কিনিতে যাই, তখন একজন সেই কাগজখানি পড়িয়া বলিয়াছিল, তাহাতে "আসে নি" নামে কি বিষ আছে। বিষের নাম শুনিয়া আমি আর সে ঔষধ ক্রয় করি নাই।

আমার কথা শুনিয়া ডাক্তার বাবু হাসিয়া উঠিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বিষ? আসে নি? না যায় নি?"

আমি যেন অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলাম। লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিলাম, "আমরা সামান্য লোক, লেখাপড়া শিক্ষা করি নাই। আমাদের মুখ দিয়া কি সকল কথা ঠিক বাহির হয়। আমরা কি সকল কথা উচ্চারণ করিতে পারি? আপনি একজন বিখ্যাত ডাক্তার, নিশ্চয়ই আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন। ঐ নামে সত্যই কি কোন বিষ আছে?"

"আছে বই কি! কিন্তু তাহার নাম আর্সেনিক, আসেনি নয়, বাঙ্গালায় উহাকে সেঁকো বিষ বলে।"

"বাজারে পাওয়া যায় ?"

"যায় বই কি ? কিন্তু সকলকে দেয় না।"

"কেন ? সেটা যখন ঔষধে ব্যবহার হয়, তখন দেয় না কেন ?"

ডা। অনেকে ঐ বলিয়া ক্রয় করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এই জন্যই এখন আর ঐ দ্রব্য সকলকে বিক্রয় করে না। সে দিন শক্তিসাধনের স্ত্রী দন্তের যন্ত্রণায় ভয়ানক কষ্ট পাইতে-ছিলেন। পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে একবার ঐ ঔষধের সাহায্যে যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছিলাম। শক্তিসাধন তাহা বেশ জানি-তেন, সে দিন আমি কলিকাতায় ছিলাম না। সুতরাং সেই ঔষধের জন্য শক্তি বাবুকে অন্যান্য ঔষধালয়ে যাইতে হইয়াছিল. কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সমস্ত দিন চেষ্টা করিয়াও, কলি-কাতায় প্রায় সকল দোকানে ঘুরিয়াও, তিনি উহা ক্রয় করিতে পারেন নাই। অবশেষে রাত্রি দশটার সময় আমি বাড়ীতে আসিলে আমার নিকট হইতে লইয়া যান।"

আমার কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহার স্ত্রীর যন্ত্রণার লাঘব হইয়াছিল ?"

ডা। নিশ্চয়ই তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিলেন।

আ। এ কাণ্ড কবে হইয়াছিল ?

ডা। বেশী দিন নয়, তিন চারি দিনের অধিক হইবে না।

আ। আপনি তাঁহাকে প্রয়োজন মতই দিয়া ছিলেন ?

ডা। না, তাহার অপেক্ষা কিছু বেশী দিয়াছিলাম।

আ। কেন ?

ডা। যদি আবার প্রয়োজন হয়।

আ। তবে বুঝি ঐ ঔষধে দন্তরোগ একেবারে আরোগ্য হয় না?

ডা। দন্তরোগ প্রায়ই একবারে যায় না। কেবল কিছু দিনের মত ভাল হয়, আর তদ্ভিন্ন ঐ ঔষধ ব্যবহার করিলে তৎক্ষণাৎ যাতনার লাঘব হয়।

আমি তখন ঐ বিষয়ে আর কোন কথা না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "শক্তিবাবুর সহিত আপনার বড় সদ্ভাব বলিয়া আমি আগে তাঁহারই নিকট গিয়াছিলাম। তিনি যদি আপনাকে অনুরোধ না করিতেন, তাহা হইলে আমি যে কোথা হইতে ভিজিট সংগ্রহ করিতাম বলিতে পারি না। শক্তি বাবু বড় দয়ালু।"

ডাক্তার বাবু আমার কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "হাঁ, তিনি বাস্তবিক বড় দয়াবান। আর সেই জন্যই তাঁহার সহিত আমার এত আলাপ।"

আ। শক্তি বাবুর দাদার স্বর্গলাভ হইয়াছে শুনিয়াছেন কি?

ডা। হাঁ—শুনিয়াছি।

আ। শুনিয়াছি, তাঁহার মৃতদেহের সৎকারের সময় না কি গোলযোগ হইয়াছিল?

ডা। হাঁ—তাহাও শুনিয়াছি।

আ। তবে কি সত্য সত্যই তিনি বিষ খাইয়া মারা পড়িয়াছেন?

ডা। কেমন করিয়া জানিব! সরকারি ডাক্তার না কি তাঁহার পেটের ভিতর হইতে বিষ বাহির করিয়াছে?

কিছুক্ষণ কোন কথা না কহিয়া পরে আমি অতি গোপনে বলিলাম, "কতলোকে যে কত কথা বলিতেছে, তাহার স্থিরতা নাই। কেহ বলিতেছে, কোন জ্ঞাতিই তাঁহাকে হত্যা করিয়াছেন, কেহ বা বলিতেছে, শক্তিবাবুই তাঁহার দাদার কোন খাদ্য দ্রব্যের সহিত বিষ মিশাইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছেন। কাহার কথাই বা বিশ্বাস করি?"

আমার শেষোক্ত কথাগুলি শুনিয়া ডাক্তার বাবু স্তম্ভিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য না কি? শক্তির উপরে সন্দেহ করিতেছে?"

আ। আজ্ঞে হাঁ, তাঁহারা বলেন, তিনি কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার দাদার কোন খাদ্যদ্রব্যের সহিত বিষ মিশ্রিত ছিল?

ডাক্তার বাবু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "এই কারণ? হরিসাধনের সহসা মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার ভ্রাতা, স্ত্রী বা অন্য কোন আত্মীয়ের সন্দেহ না হইবে কেন? বিশেষতঃ আহারের পূর্ব্বে তিনি বেশ সুস্থ ছিলেন। আহার করিবার পরই রোগের সূত্রপাত হয়।"

আমি অতি বিনীত ভাবে বলিলাম, "সন্দেহ হইতে পারে কিন্তু সন্দেহ করিয়া থানায় সংবাদ দিতে সাহস হয় কি? পুলিসের গোচর করা নিতান্ত সহজ কথা নহে। যদি প্রমাণিত না হইত, তাহা হইলে শক্তিবাবু সহজে নিষ্কৃতি পাইতেন না। সকলেই বলিতেছে, তিনি ঐ বিষয় নিশ্চয়ই জানিতেন। না জানিলে, কেবল সন্দেহ মাত্র করিয়া তিনি থানায় সংবাদ দিতে সাহস করিতেন না।"

আমার শেষোক্ত কথাগুলি বলা ভাল হয় নাই। কেন না, ঐ কথা শুনিয়া ডাক্তার বাবু আমাকে একবার ভাল করিয়া দেখিলেন। পরে কি ভাবিয়া বলিলেন, "তোমাকে যেন আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমার নাম কি বল দেখি? আর এই জোড়াবাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তোমার বাসা কোথায় কোচমানকে বলিয়া দাও?"

আমি দেখিলাম, সত্যই আমরা জোড়াবাগানে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। বাস্তবিক সেখানে আমার কোন বাসা বাড়ী নাই। আমি ডাক্তার বাবুর মুখের কথা শুনিবার জন্যই এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। এখন ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া আত্ম গোপন করিবার আবশ্যকতা বুঝিলাম না। ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "আপনাকে বৃথা কষ্ট দিলাম বলিয়া ক্ষমা করিবেন। কোন রোগী দেখাইবার জন্য আমি আপনাকে এখানে আনি নাই। যে কারণে এই কষ্ট স্বীকার করিলাম, তাহাতে সফল হইয়াছি।"

আমার কথায় ডাক্তার বাবু আর একবার আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। পরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনাদের বাহাদুরী আছে। যেরূপ ছদ্মবেশ করিয়াছেন, তাহাতে কেহ যে আপনাকে চিনিতে পারিবে এমন বোধ হয় না। যাহা হউক. আপনাদের অসাধ্য কার্য্য নাই। এখন আমাকে কি করিতে বলেন?"

আ। আপনাকে প্রধান সাক্ষী হইতে হইবে।

ডা। কেন?

আ। আপনিই শক্তিবাবুকে আর্শেনিক দিয়াছিলেন।

ডা। তাহাতে কি? বিশেষতঃ ঐ বিষ আমি তাঁহার স্ত্রীর রোগের জন্য ব্যবহার করিতে দিয়াছিলাম।

অ। সত্য কিন্তু শক্তি বাবু সে বিষ কৌশলে জ্যেষ্ঠের খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া দেন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন আপনাকে কিছুক্ষণ ঘরে ফিরিতে দিব না, আপনাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে।

অনন্তর আমরা একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া থানায় ফিরিয়া গেলাম এবং সেখানে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় শক্তিবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যখন শক্তিবাবুর বাড়ীর সদর দরজায় উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা একটা। দ্বারের সম্মুখে একজন মুটে মস্তকে একটা বোঝা লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার মস্তকে কতকগুলি মাটীর মালসা, পাঁকাটী, কলাপাতা ইত্যাদি হবিষ্যের উপযোগী দ্রব্যাদি ছিল।

আমি আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সেই মুটেকেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ বাপু?"

আমার মিষ্ট কথা শুনিয়া মুটে সসম্ভ্রমে উত্তর করিল, "যে বাবুর সঙ্গে এই সমস্ত জিনিষ লইয়া আসিয়াছি, তিনি এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছেন। আমি তাঁহার জন্যই এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

আ। তিনি কতক্ষণ ভিতরে গিয়াছেন ?

মু। অনেক ক্ষণ।

আ। তোমাকে কোথায় যাইতে হইবে

মু। বাগবাজারে।

আ। কোথা হইতে এই সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইয়াছিল ?

মু। শ্যামবাজারে।

আ। তবে বাগবাজারে না গিয়া এদিকে আসিলে কেন ?

মু। বাবুর হুকুম—ইহার জন্য বাবু দুইটী পয়সা অধিক দিবেন বলিয়াছেন।

এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে শক্তিসাধন বাবু তথায় আসিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিবা মাত্র শশব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি মহাশয়! হরিসাধন বাবুর মৃতদেহের সৎকার করা হইয়াছে ?

শক্তিসাধন অতি বিষণ্ণ বদনে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হাঁ — বেলা এগারটার সময় আমরা দাহকার্য্য শেষ করিয়াছি।"

আ। এই মুটিয়ার মাথায় যে সকল দ্রব্যাদি রহিয়াছে, উহা কি আপনিই কিনিয়া আনিলেন ?

শ। আজ্ঞে হাঁ।

আমি ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি জাতিচ্যুত হইয়াছেন,—সমাজ আপনাকে জাতিচ্যুত করিয়াছে। তবে আবার আপনি সামাজিক কার্য্য করিতেছেন কেন ?"

শক্তিসাধনও ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সত্য, কিন্তু দাদার স্ত্রীর অনুরোধ।"

আ। এ সকল দ্রব্যাদি কিনিতে যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছে। এ সকল ব্যয়ভার কে বহন করিলেন?

"দাদার স্ত্রী।"

"আপনি ত নিজ বাড়ীতেই হবিষ্য করিবেন?"

"আজ্ঞে না, দাদার বাড়ীতে।"

"কেন? নিজ বাড়ীতে নয় কেন?"

"এখানে করিলে আমাকে ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হইবে। দাদার বাড়ীতে দাদার স্ত্রী সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।"

"কেন? এখানে ত আপনার স্ত্রী আছেন?"

"আমার স্ত্রী নাই। স্ত্রী জীবিতা থাকিলে কি আমার আজ এ দুর্দ্দশা হইত!"

"তবে এ বাড়ীতে আপনার কে আছে?"

শক্তিসাধন লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। পরে অতি অস্পষ্ট ভাবে বলিলেন, "এখানে যাহার সহিত বসবাস করিতেছি, তিনি আমার বিবাহিতা পত্নী নহেন।"

আমার প্রশ্নে তিনি যথেষ্ট লজ্জিত হইয়াছিলেন। কাজেই কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার দাদার উইল পড়া হইয়াছে?"

শক্তিসাধন হাসিয়া বলিলেন, "উইল আছে কি না তাহাই জানি না।"

এই সময়ে সেই মুটে বলিয়া উঠিল, "বাবু, আরও কত দেরি।"

আমি বিষম ফাঁপরে পড়িলাম। যে কার্য্যে গমন করিতেছি, তাহাতে শক্তিসাধনকে গ্রেপ্তার করাই উচিত। কিন্তু তখন

ভদ্রলোকের সঙ্গে অপরের কতগুলি আবশ্যকীয় দ্রব্য থাকায়, তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে ইচ্ছা হইল না।

মুটের তাড়নায় শক্তিসাধন আমার নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার দাদার বাড়ীর দিকে গমন করিলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। বলিলাম, চলুন, আমারও সেইদিকে প্রয়োজন আছে।

কোন প্রকার সন্দেহ না করিয়া সেই মুটের সঙ্গে শক্তিসাধন তাঁহার জ্যেষ্ঠের বাড়ীর সদর দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং মুটেকে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে বলিয়া যেমন তিনি প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন, অমনই আমি পশ্চাৎ দিক হইতে তাঁহার হস্তধারণ করিলাম। বলিলাম, "হরিসাধন বাবুকে হত্যা করিবার অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।"

যখন দেখিলাম, শক্তিসাধন বল প্রয়োগ করিতেছেন, তখন পকেট হইতে হাতকড়ি বাহির করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে পরাইয়া দিলাম।

এই প্রকার গোলমালে হরিসাধন বাবুর বাড়ীর দরজার সম্মুখে একটা জনতা হইল। নানালোকে নানা কথা কহিতে লাগিল। এমন সময়ে দুইজন কনষ্টেবল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং জনতার মধ্যে আমাকে দেখিয়া তখনই উপস্থিত লোকদিগকে তাড়াইয়া দিল। পরে আমার নিকটে আসিয়া সুদীর্ঘ সেলাম করিল। আমি তখন তাহাদের উপর শক্তিসাধনার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

শক্তিসাধন বাবুকে গ্রেপ্তার করিবার পর হরিসাধনের বাড়ীর ভিতর হইতে অনেক লোক বাহির হইলেন। কিন্তু কেহই আমার কার্য্যে কোন প্রকার বাধা দিলেন না।

শক্তিসাধনকে থানায় চালান দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে এক প্রৌঢ় হরিসাধন বাবুর বাড়ীতে আগমন করিলেন। তিনি বাহিরে অনেক লোক-সমাগম এবং শক্তিসাধনকে তদবস্থায় দেখিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না; বরং ঈষৎ হাসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! কোন্ অপরাধে শক্তি-সাধন ধৃত হইয়াছে জানিতে পারি কি?"

আমি বলিলাম, "হরিসাধন বাবুকে হত্যা করিয়াছেন, এই অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।"

আমার কথা শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন না বরং আপনা-আপনিই বলিয়া উঠিলেন, "আমিও ঠিক ঐ সন্দেহ করিয়া-ছিলাম।"

অনন্তর একখানি গাড়ী ডাকিতে আদেশ করিলাম। শকট আনীত হইলে পূর্ব্বোক্ত কনষ্টেবল দুইজনকে বন্দীর সহিত আরো-হণ করিতে আদেশ করিলাম।

তিন জনে শকটে আরোহণ করিলে আমি কনষ্টেবলদ্বয়কে যথাযথ পরামর্শ দিয়া থানায় পাঠাইয়া দিলাম।

কোচমান শকট চালনা করিবা মাত্র হরিসাধন বাবুর বাড়ীর অন্দর হইতে স্ত্রীলোকের ক্রন্দন-ধ্বনি আমার কর্ণগোচর হইল। প্রথমে যখন এই বাড়ীতে আসিয়াছিলাম, তখন যাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিলাম, আজও তাঁহারই রোদনধ্বনি বলিয়া বোধ হইল। শক্তিসাধন অনেকবার বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠের স্ত্রী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া থাকেন। এখন তিনিই যে শক্তি-সাধনের জন্যই ক্রন্দন করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম।

আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া আমি তখনই থানায় প্রত্যাগমন

করিলাম। নানা কার্য্যে অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়ায় সে দিন আমি আর কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলাম না।

পরদিন প্রাতঃকালে শক্তিসাধনের সহিত দেখা করিলাম। ভাবিয়াছিলাম, তাঁহাকে হত্যাকারী প্রমাণ করিতে কষ্ট পাইতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ হইল না। শক্তিসাধন সকল কথা স্বীকার করিলেন। হরিসাধন বাবুর জন্যই তাহাকে জাতি-চ্যুত হইতে হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার উপরেই শক্তির আক্রোশ ছিল; এবং আহারের পর যখন হরিসাধন পান করিবার জল চাহিয়াছিলেন, তখন শক্তিসাধন কৌশলে সেই জলের সহিত আর্শেনিক মিশ্রিত করিয়া জ্যেষ্ঠকে পান করিতে দেন। যে উপায়ে তিনি আর্শেনিক সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও গোপন করিলেন না। কেদার ডাক্তারের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, তিনিও সেই কথা বলিলেন।

কিছুদিন পরে শক্তিসাধনের বিচার হইল। বিচারে তাঁহার ফাঁসিই ধার্য্য হইল।

সমাপ্ত।

ফাল্গুন মাসের সংখ্যা

"বিদায় ভোজ"

যন্ত্রস্থ।

DETECTIVE STORIES, NO 203. দারোগার দপ্তর, ২০৩ সংখ্যা।

বিদায় ভোজ।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত

৯ নং সেণ্টজেমস্ লেন,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সপ্তদশ বর্ষ।] সন ১৩১৬ সাল। [ফাল্গুন।

বিদায় ভোজ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দৈনিক কার্য্য শেষ করিয়া বারান্দার ছাদে পায়চারি করিতে-ছিলাম। শনিবার রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে। সুনীল অম্বরে পূর্ণচন্দ্র। জোছনায় চারিদিক উদ্ভাসিত। মলয় পবন প্রবাসীর দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া শন্ শন্ শব্দে প্রবাহিত। সঙ্গে সঙ্গে রাজপথের ধূলিকণাগুলি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া জন-গণের মনে অশান্তি আনয়ন করিতেছিল।

এ হেন সময়ে সহসা আমার একজন বন্ধু সুশীলের কণ্ঠস্বর কর্ণ গোচর হইল। প্রায় এক বৎসর হইল সুশীল পশ্চিমে গিয়াছিল। কতদিন তাহাকে দেখি নাই। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইল। আমি আর নিশ্চিন্তমনে পদচারণা করিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ নিম্নে অবতরণ করিলাম। দেখিলাম, সুশীল একজন পুরাতন কনষ্টেবলের সহিত কথা কহিতেছে। সাদর সম্ভাষণ করিয়া আমি তখনই তাহাকে উপরের বৈঠকখানায় লইয়া আসিলাম।

কিছুক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিলে ?"

সুশীল হাসিয়া উত্তর করিল, "আমরা কি কোথাও গিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। আমাদের অদৃষ্ট তেমন নয়! একটা সামান্য কাজের জন্য মা আমাকে বারম্বার পত্র লিখিয়াছিলেন। কি করি, কতদিন আর তাঁহার কথা অবহেলা করিতে পারি। বৃহস্পতিবারে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি এমন কাজ যে, তুমি না থাকিলে হইত না?"

সু। আমার দিদির শ্বশুর ও শাশুড়ী তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। যাইবার পূর্ব্বে তাঁহারা আমার মাতাঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে আমাদের কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল।

আ। কেন? তাঁহারা কি আর ফিরিবেন না?

সু। অভিপ্রায় ত এই—তবে ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু সে যাহা হউক, এখন আমাদের মহা বিপদ। তুমি ভিন্ন অপর কেহই আমাদিগকে সে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারিবে না।

এই বলিয়া সুশীল এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল এবং আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি তাহার কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি এমন বিপদ?"

সুশীল বলিল, "বাড়ী হইতে একটা দামী আংটী চুরি গিয়াছে। এত চেষ্টা করিলাম কিন্তু আংটীটা পাওয়া গেল না। হয়ত আমাদিগকে উহার মূল্য দিতে হইবে।"

আ। মূল্য কত?

সু। শুনিলাম, পাঁচ হাজার টাকা। যদি বাস্তবিকই আংটীটি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কেমন করিয়া অত টাকা দিব?

আ। কবে চুরি হইয়াছে ?

সু। গত রাত্রে।

আ। কেমন করিয়া চুরি হইল ?

সু। আহারাদির পর যখন সকলে বসিয়া গল্প-গুজব করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে আমার এক জ্ঞাতি ভাইএর কন্যা তথায় উপস্থিত হয়। তাহার হাতেই সেই আংটীটী ছিল। আমার মাতাঠাকুরাণীই প্রথমে উহা দেখিতে পান এবং তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করেন। আমার ভ্রাতুষ্কন্যা মূল্য বলিলে পর উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হন। মা তখন আংটীটী দেখিতে চান। মার দেখা হইলে আর একজন রমণী তাহা গ্রহণ করেন এবং যথেষ্ট প্রশংসা করেন। আর একজন মহিলা তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করেন। এইরূপে সমাগত প্রায় সকলেই এক একবার সেই আংটীটী লন এবং দেখিয়া পরবর্ত্তী লোকের হস্তে প্রদান করেন। কিছুক্ষণ পরে আমার ভ্রাতুষ্কন্যা যখন তাহা ফিরিয়া চাহিল, তখন সকলেই বলিলেন, তাঁহাদের নিকট আংটীটী নাই। প্রত্যেকেই বলিলেন, আংটীটী দেখিয়া অপর ব্যক্তিকে প্রদান করিয়াছেন।

আ। তোমার ভ্রাতুষ্কন্যা ত সেই স্থানেই ছিলেন ?

সু। না ভাই! সে মা'র হাতে আংটীটী প্রদান করিয়া অন্যত্র গিয়াছিল।

আ। তোমার মাতাঠাকুরাণী কি বলেন ?

সু। বলিবেন আর কি, তিনি যাঁহার হস্তে আংটীটী দিয়া-ছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে চাহিলেন। কিন্তু তিনিও অপর এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিলেন।

সুশীলের কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। ভাবিলাম, যদি

আংটীটা সত্য সত্যই চুরি গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার আর পুনরুদ্ধারের উপায় নাই। কিন্তু সে কথা তখন সুশীলকে বলিলাম না। কিছুক্ষণ চিন্তার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "তখন সেখানে কোন অপর লোক ছিল?"

কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া সুশীল উত্তর করিল, "না, যাঁহারা তখন সেখানে ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের বিশেষ আত্মীয়।"

আ। কাহারও উপর সন্দেহ হয়?

সু। না—তবে কাহার মনে কি আছে কেমন করিয়া বলিব?

আ। ভাল করিয়া অন্বেষণ করিয়াছিলে?

সু। আমাদের যতদূর সাধ্য। তবে তোমাদের চক্ষুর সহিত আমাদের চক্ষুর তুলনা হয় না। আমরা প্রাণপণে অন্বেষণ করিয়া যাহা বাহির করিতে পারি নাই, তুমি অতি অল্পকালের মধ্যেই তাহা বাহির করিয়া দিয়াছিলে। সেই জন্যই মা আমায় তোমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং তোমাকে আমাদের বাড়ীতে যাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
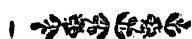
কথায় কথায় রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। আর বিলম্ব না করিয়া আমি একজন কনষ্টেবলকে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিতে বলিলাম; এবং শকট আনীত হইলে দুই বন্ধুতে মিলিয়া তাহাতে আরোহণ করিলাম।

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই রামবাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সুশীলের বাড়ীখানি দ্বিতল ও নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। বাড়ীর দরজায় গাড়ীখানি স্থির হইলে আমরা উভয়েই অবতরণ করিলাম। পরে কোচমানকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া সুশীলের সহিত ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

ইতিপূর্ব্বে আমি অনেকবার সুশীলের বাড়ী গিয়াছিলাম। সুশীলের মাতাঠাকুরাণী আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। সুতরাং অন্দরে প্রবেশ করিতে আমার কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হইল না।

সুশীল আমাকে লইয়া একেবারে তাহার মাতাঠাকুরাণীর গৃহে প্রবেশ করিল। সুশীলের মাতা তখন সেই ঘরেই ছিলেন, আমাকে দেখিবামাত্র এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আসিয়াছ বাবা! বড়ই বিপদে পড়িয়াছি—তুমি বিপদের কাণ্ডারী।"

আমিও দুঃখিতভাবে বলিলাম, "আজ্ঞে আমি সুশীলের মুখে সকল কথাই শুনিয়াছি। কিন্তু যখন সকলেই আপনাদের আত্মীয়, তখন আংটীটা বোধ হয় কোথাও পড়িয়া গিয়া থাকিবে।"

সুশীলের মাতাঠাকুরাণী বলিলেন, "আমরা সকলেই ত তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়াছি, কিন্তু কই, আংটীত পাওয়া গেল না।"

আ। কি রকম আংটী?

সুশীল নিকটেই ছিল। সে বলিল, "দেখিতে তেমন দামী বলিয়া বোধ হয় না। তবে আংটীর উপরে একটা ক্ষুদ্র ঘড়ী আছে। ঘড়ীটা এত ছোট যে, দেখিয়া সহজে সময় স্থির করা যায় না। দূরবীণ দিয়া না দেখিলে ঘড়ীর দাগগুলি জানিতে পারা যায় না। ঘড়ীর দুই পার্শ্বে দুইখানি বড় বড় হীরক আছে। হীরক দুইখানির দাম অনেক বলিয়া বোধ হইল।"

আমি তখন সুশীলের মাতাঠাকুরাণীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ স্থানে বসিয়া আপনারা আংটীটী দেখিয়াছিলেন ?"

সু-মা। ভিতরের দালানে।

আ। তখন সেখানে কতগুলি লোক ছিলেন ?

সু-মা। প্রায় কুড়িজন।

আ। সকলেই কি স্ত্রীলোক ?

সু-মা। না—চারিজন মাত্র পুরুষ ছিলেন।

আ। সকলেই কি গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন ?

সু-মা। যাহার আংটী সে গিয়াছে আর আমার বেয়ান ও বেহাই কাশী যাত্রা করিয়াছেন। আর সকলেই আছেন।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ভাবিলাম, তাঁহারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, এখনও গৃহে প্রত্যাগমন করেন নাই কেন ? কিন্তু মুখে কোন কথা বলিলাম না।

আমাকে নীরব দেখিয়া সুশীলের মাতাঠাকুরাণী আমার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন, "এই আংটীর গোলযোগ না মিটিলে তাঁহারা এ বাড়ী ছাড়িতে চান না। আমি অনেক অনুরোধ করিয়াছি কিন্তু কেহই আমার কথা গ্রাহ্য করিতেছেন না।"

আ। আপনার বেয়ান কি আর বাড়ী ফিরিয়া যান নাই ? আপনাদের বাড়ী হইতেই কি তীর্থ যাত্রা করিয়াছেন ?

সু-মা। এই রূপই কথা ছিল। তাঁহারা উভয়েই প্রস্তুত হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন।

আ। তাঁহারা কি আর ফিরিবেন না ?

সু-মা। সে কথা ঠিক জানি না বাবা! তাঁহাদের কথা তোমার অগোচর নাই। তাঁহারা আমার সহিত এতদিন যেমন ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাও তোমার অবিদিত নাই। সরলার মুখে শুনিলাম, তাঁহারা সকল তীর্থ ভ্রমণ করিবেন। কবে ফিরিবেন তাহার স্থিরতা নাই। সেই জন্যই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।

আর কোন প্রশ্ন না করিয়া আমি সুশীলের সহিত ভিতরের দালানে গমন করিলাম; এবং উভয়ে মিলিয়া দুই তিনজন ভৃত্যের সাহায্যে সমস্ত স্থান ভাল করিয়া অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু আংটীটীর কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না।

সে রাত্রে আর বৃথা পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হইল না। সুশীলকেও তাহা বলিলাম এবং উভয়ে মিলিয়া পুনরায় তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। আমাদিগকে দেখিয়াই তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, আংটীটা পাও নাই?"

আমি কিছু সলজ্জভাবে উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে না—কিন্তু রাত্রিকালে অন্বেষণের সুবিধা হয় না। বিশেষতঃ আজ অনেক রাত্রি হইয়াছে। কাল অতি প্রত্যুষে আমি পুনরায় এখানে আসিয়া ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিব।"

সুশীলের মাতা আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, "এখন তোমারই ভরসা বাবা! তুমি আর সুশীল এক আত্মা বলিলেও হয়। সুশীলের বিপদ আপদে তুমি না দেখিলে আর কে দেখিবে বাবা। কিন্তু আংটীটা কি আর ফিরিয়া পাইব?"

আমি বলিলাম, "সে কথা এখন বলিতে পারিলাম না। তবে যাহাতে উহাকে বাহির করিতে পারি, সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

এই বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম এবং সুশীলের হাত ধরিয়া বাড়ীর সদর দরজায় আগমন করিলাম। পরে সেই শকটে আরোহণ করিয়া সুশীলকে চুপি চুপি বলিলাম, "যাহাতে আর কোন লোক এখান হইতে না যাইতে পারে, তাহার উপায় করিও। সকলের মনের কথা জানা যায় না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আংটাটা কোথাও না কোথাও পড়িয়া আছে। কিন্তু যদি বাস্তবিক তাহা না হয়, তাহা হইলে একবার প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে না।"

আমার শেষ কথা শুনিয়া সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি তুমি এ সংবাদ তোমার ডায়েরিতে লিখিয়া রাখিবে?"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "আজ রাত্রে আর লিখিব না। কাল প্রাতে অন্বেষণ করিয়াও যদি উহা বাহির করিতে না পারি, তাহা হইলে বুঝিব যে, কোন লোক নিশ্চয়ই আংটাটী চুরি করিয়াছে! চোরকে কোনরূপে প্রশ্রয় দিতে নাই।"

কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া সুশীল বলিল, "তুমি ঠিক বলিয়াছ। চোর যাহাতে শাস্তি পায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু দেখিও, বিনাদোষে যেন কোন লোক উৎপীড়িত না হয়।"

"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক" এই বলিয়া আমি কোচমানকে শকট চালনা করিতে আদেশ করিলাম। সুশীল বিদায় লইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। কোচমানও শকট চালনা করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অধিক রাত্রি জাগরণ বশতঃই হউক বা রবিবার বলিয়াই হউক, সেদিন যখন শয্যাত্যাগ করিলাম, তখন ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। সত্বর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দুইজন বিশ্বাসী কনষ্টেবল লইয়া সুশীলের বাড়ীতে গমন করিলাম।

বিলম্ব দেখিয়া সুশীলের মাতাঠাকুরাণী ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে বারম্বার আমার নিকটে যাইতে আদেশ করিতেছিলেন; কিন্তু সুশীল তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময়ে আমি তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমাকে দেখিবামাত্র সুশীল দাঁড়াইয়া উঠিল এবং সাদর-সম্ভাষণ করিয়া তাহার মাতাঠাকুরাণীর নিকট লইয়া গেল। আমাকে দেখিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরে বলিলেন, "আসিয়াছ বাবা! এতক্ষণ আমি কতই ভাবিতেছিলাম। একবার দেখ বাবা! আংটীটা যদি বাহির করিতে পার, তাহা হইলে যাবজ্জীবন তোমার কেনা হইয়া থাকিব।"

আমি শশব্যস্তে বলিলাম, "অমন কথা বলিবেন না। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

এই বলিয়া সুশীলের দিকে চাহিলাম। পরে বলিলাম, "আমার সহিত দুইজন লোক আসিয়াছে। আমি তাহাদিগকে বাড়ীর দরজায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া আসিয়াছি। তুমি তাহাদিগকে

বাড়ীর ভিতরে ডাকিয়া আন। একবার সকলে মিলিয়া ভাল করিয়া অন্বেষণ করা যাউক।"

সুশীল তখনই আমার আদেশ পালন করিল। কনষ্টেবল দুই-জন আমার নিকটে আসিলে আমি তাহাদিগকে লইয়া সুশীলের সহিত ভিতরের দালানে গমন করিলাম এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল স্থান অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আংটীটার কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না।

প্রায় দুই ঘণ্টা কাল যৎপরোনাস্তি পরিশ্রমের পর আমরা পুনরায় বাহির-বাটীতে আগমন করিলাম। সুশীলের মাতাঠাকুরাণী তখনই আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আংটীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমার উত্তর শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ বলিলেন, "এখন উপায় কি বাবা! আংটীটা কি আর পাওয়া যাইবে না?"

সুশীলের মাতার সেই বিমর্ষ মুখমণ্ডল দেখিয়া ও তাঁহাকে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে অবলোকন করিয়া আমি আন্তরিক দুঃখিত হইলাম। সহসা তাঁহার প্রশ্নের কি উত্তর দিব তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ চিন্তার পর বলিলাম, "বাস্তবিকই বড় আশ্চর্য্য কথা! যখন সেখানে সমস্ত আত্মীয় স্বজন উপস্থিত ছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ সেই আংটীটা চুরি করিবেন এমন ত বোধ হয় না। কিন্তু সকল স্থানই ত তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম। এখন আমার বড় ভাল বোধ হইতেছে না। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, আংটীটা কোথাও পড়িয়া আছে কিন্তু এখন আমার আর সে ধারণা নাই। নিশ্চয়ই কোন লোক উহার লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই।"

আমার কথায় বাধা দিয়া সুশীলের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আর উহাকে ফিরিয়া পাইবার আশা নাই?"

কিছুক্ষণ ভাবিয়া আমি বলিলাম, "আর একবার চেষ্টা না করিয়া আপনার কথার উত্তর দিতে পারিব না।"

ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন, "সমস্ত স্থানই ত অনুসন্ধান করা হইয়াছে, আবার কোথায় খোঁজ করিবে বাবা?"

আ। না—আমি খুঁজিবার কথা বলি নাই। এখন আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইতেছে যে, আংটীটা কেহ চুরি করিয়াছে। কিন্তু কে যে চুরি করিয়াছে তাহা জানিতে হইবে। আমি আপনাকে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিব। আপনি তাহার যথাযথ উত্তর দিন।

সুশীলের মাতাঠাকুরাণী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিবে বল বাবা?"

আ। আংটিটা প্রথমে কে দেখিতে চাহিয়াছিল?

সু-মা। আমি—আমার দেখা হইলে পর আমার পার্শ্বস্থ প্রতিবেশীর এক কন্যার হাতে দিয়াছিলাম।

আ। তিনি এখন এখানে উপস্থিত আছেন?

সু-মা। হাঁ বাবা, আছে।

আ। তাঁহার বয়স কত?

সু-মা। প্রায় ত্রিশ বৎসর—বিধবা।

আ। একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি কাহার হস্তে আংটীটা প্রদান করিয়াছিলেন।

সুশীলের মাতাঠাকুরাণী তখনই গাত্রোত্থান করিলেন এবং সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে পুনরায়

প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, "সুরমা তাহার ভ্রাতৃবধূর হাতে দিয়াছিল। সে আবার আমার বেয়ানের হাতে দেয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার বেয়ান কাহার হাতে দিয়াছিলেন?"

সুশীলের মাতা কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন, "আমি ত বাবা সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। স্বচক্ষে কিছুই দেখি নাই। তবে বেয়ান ও বেহাই ছাড়া আর সকলেই এখানে উপস্থিত আছে। একবার তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি—কি বলে।"

এই বলিয়া সুশীলের মাতা পুনরায় সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "বেয়ান আংটীটা দেখিয়া বেহাইএর হাতে দিয়াছিলেন। কিন্তু বেহাই উহা কাহাকেও দিয়াছিলেন কি না সেকথা কেহই বলিতে পারে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন লোক কি উহা লক্ষ্য করিয়াছিল? যাঁহার আংটী তিনি এ বিষয়ে কি বলেন? অত টাকার জিনিষটা অপরের হস্তে দিয়া তিনি কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন?"

সৌভাগ্য বশতঃ আংটীর অধিকারিণী নিকটেই ছিলেন। সুশীলের মাতা তাহার নিকট গিয়া ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে তাহার উত্তর পাইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "না বাবা! তাহা লক্ষ্য করে নাই। বিশেষতঃ তাহার মনে কোন প্রকার সন্দেহ ত হয় নাই। যদি হইত, তাহা হইলে অবশ্যই লক্ষ্য করিত।"

আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার বেয়ান ও বেহাই ত এ দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সহিত ত

এখন আর সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তাঁহারা কি সত্য সত্যই কাশীধামে গমন করিয়াছেন ?”

ঈষৎ হাসিয়া সুশীলের মাতাঠাকুরাণী উত্তর করিলেন, “তুমি ত সকলই জান বাবা! তাঁহাদের কথা তোমাকে আর নূতন করিয়া কি বলিব ? তবে যখন সমস্ত উদ্যোগ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন, তখন বোধ হয় এবার সত্য সত্যই কাশীধামে গমন করিবেন।”

আ। আরও দুইবার ত তাঁহারা এইরূপ করিয়াছিলেন।

সু-মা। হাঁ বাবা, তাঁহাদের মনের কথা বোঝা ভার।

আ। তবে এবারও যদি সেই মত হয় ?

সু-মা। এবার শুনিলাম, তাঁহারা এখান হইতেই হাওড়া যাইবেন, আর বাড়ীতে যাইবেন না, এই রকম কথা ছিল।

আ। এখানকার কোন লোক তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিল ?

সু-মা। না বাবা! আমি সঙ্গে যাইতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু বেহাই তাহাতে রাজী হইলেন না। আমার ইচ্ছা ছিল, বাড়ীর চাকর তাঁহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসে। বেয়ান রাজী ছিলেন বটে কিন্তু কর্ত্তা মত করিলেন না।

আ। এখান হইতে কখন রওনা হইয়াছেন ?

সু-মা। আজ বেলা নয়টার সময়।

আ। অবুশু-গাড়ী করিয়াই ষ্টেশনে গিয়াছেন ?

সু-মা। হাঁ বাবা!

আ। কে গাড়ী ডাকিয়া আনিয়াছিল ?

সু-মা। বাড়ীর চাকর।

ঠিক সেই সময় সেই ভৃত্য তথায় উপস্থিত হইল। আমি

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সদা! কোথা হইতে গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলি?"

সদানন্দ উত্তর করিল, "আজ্ঞে—আমাদের গলির মোঁড়ে তখন একখানি খালি গাড়ী ছিল। আমি সেই গাড়ীই ভাড়া করিয়াছিলাম।

আ। কেন? নিকটেই ত আস্তাবল ছিল?

স। সেখানে তখন একখানিও গাড়ী ছিল না।

আ। গাড়ীখানার নম্বর জানিস?

সদানন্দ ওরফে সদা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে—আমি ত ইংরাজী পড়িতে জানি না, তবে সেই কোচমানের সহিত আমার আলাপ আছে।"

আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহার আস্তাবল কোথায়?"

সদানন্দ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে সে কথা ঠিক বলিতে পারিলাম না। তাহার নাম করিমবক্স এই পর্য্যন্ত জানি।"

আ। তোর সহিত কেমন করিয়া আলাপ হইল?

স। আজ্ঞে, এক দেশে বাড়ী।

আ। তোদের বাড়ী কোথায়?

স। মেদিনীপুরে।

আ। গাড়ীখানি কি তাহার নিজের?

স। আজ্ঞে হাঁ।

আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম। আমাকে প্রত্যাগমনে উদ্যত দেখিয়া সুশীল অতি

নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই, আংটীটা পাইবার আর আশা আছে কি ?"

কি উত্তর দিব স্থির করিতে না পারিয়া, আমি কোন কথা বলিলাম না। সুশীল আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। কিন্তু তাহার মাতাঠাকুরাণী অতি বিমর্ষভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করিবে বাবা! আংটীটা কি আর পাওয়া যাইবে না ? যদি তাহাই হয় তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! শুনিয়াছি, তেমন আংটী সহরে নাই। আংটীটা না কি বিলাত হইতে আনান হইয়াছিল।"

সুশীলের মাতার কথা শুনিয়া আমি আন্তরিক দুঃখিত হইলাম। কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলাম, "একেবারে হতাশ হইবেন না। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ, আমি আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, তাহার পর আপনার কথার উত্তর দিব।"

এই বলিয়া আমি সুশীলের নিকট বিদায় লইলাম, সুশীল আমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সদর দরজা পর্য্যন্ত আসিল। পরে আমাদিগকে গাড়ীতে আরোহণ করিতে দেখিয়া কোচমানকে শকট চালনা করিতে আদেশ করতঃ পুনরায় বাড়ীর ভিতরে গমন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

থানায় ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার সমাপন করিলাম। পরে অপর একটী কার্য্যের জন্য পুলিশ আদালতে গমন করিলাম।

তত্রত্য কার্য্য সমাপন করিতে বেলা দুইটা বাজিয়া গেল। যখন পুনরায় থানায় প্রত্যাগমন করিলাম, তখন বেলা প্রায় তিনটা।

একে গ্রীষ্মকাল, তাঁহার উপর প্রচণ্ড রৌদ্র, কাঁহার সাধ্য ঘরের বাহির হয়। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে আর কেহ সেই রৌদ্রে যাতায়ত করে না। আদালত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম এবং একটী নিভৃত স্থানে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে ভাবিলাম, কেমন করিয়া সুশীলের উপকার করি। আংটীটা চুরি যাওয়ায় সুশীলের মাতার মন এত খারাপ হইয়া গিয়াছে যে, আংটী না পাইলে হয়ত তিনি উন্মাদ হইয়া পড়িবেন। তাঁহার অর্থের অভাব নাই, অর্থের জন্য তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইবে না কিন্তু তাঁহার বাড়ীতে, তাঁহারই আত্মীয়ের দ্বারা আংটীটা চুরি হইয়াছে জানিয়া তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছেন।

এইরূপ চিন্তার পর আমি ভাবিলাম, করিমবক্সের সন্ধান জানিতে পারিলে সুশীলের মাতার বেয়ান ও বেহাইএর সংবাদ জানা যাইতে পারে। কিন্তু করিমবক্সের সন্ধান পাই কোথায়? কেমন করিয়া তাহাকে বাহির করি। ভাবিলাম, মিউনিসিপাল আপিসে গাড়ীর নম্বর ও অধিকারীর নাম লেখা থাকে। হয়ত সেখানে যাইলে করিমবক্সের ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু করিম-বক্স সাধারণ নাম, হয়ত অনেক করিমবক্স ভাড়াটিয়া গাড়ীর অধিকারী। আমি কোন্ করিমবক্সের নিকট যাইব?

কিছুক্ষণ এই প্রকার চিন্তা করিয়া অগ্রে মিউনিসিপাল আপিসে যাওয়াই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলাম এবং তখনই একজন কনষ্টে-বলকে একখানি গাড়ী আনিতে বলিলাম।

যখন মিউনিসিপাল আপিসে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা চারিটা। যে সাহেব ভাড়াটীয়া গাড়ীর হিসাব রাখিতেন, তাঁহার হত আমার আলাপ ছিল। আমাকে দেখিয়া তিনি সাদর সম্ভাষণ করিলেন এবং বেলা অবসানে সেখানে গমন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমার কথা শুনিয়া তিনি তখনই একজন কেরানিকে আবশ্য-কীয় পুস্তকাদি আনায়ন করিতে আদেশ করিলেন; পুস্তক আনিত হইলে তিনি স্বয়ং অতি মনোযোগের সহিত পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিছুক্ষণ দেখিবার পর তিনি তিনজন করিমবক্সকে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর, দুইজনকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর অধিকারী জানিতে পারিলেন। আমি তাহাদের গাড়ীর নম্বর ও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি একখানি কাগজে ঐ সকল বিষয় লিখিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমিও তাঁহাকে শতশত ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম।

গাড়ীতে উঠিয়া কাগজখানি পাঠ করিলাম; দেখিলাম, পাঁচ জন করিমবক্সের ভাড়াটীয়া গাড়ী আছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাহারা সকলেই কলিকাতায় বাস করে।

থানায় উপস্থিত হইয়া আমি একজন কনষ্টেবলকে সুশীলের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলাম এবং সদানন্দকে সত্বর সঙ্গে করিয়া আনিতে আদেশ করিলাম। কারণ সে ভিন্ন সহজে আসল করিম-বক্সের সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সদাকে লইয়া কনষ্টেবল ফিরিয়া আসিল। আমি সদাকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া

এক এক করিয়া করিমবক্সের আস্তাবলে যাইতে আরম্ভ করিলাম।

প্রথম তিনটী করিমবক্স আমাদের করিমবক্স নহে। চতুর্থ করিমবক্সকে দেখিয়া সদা চিনিতে পারিল। সে তাহার সহিত আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং একদৃষ্টে কাতর নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

করিমের ভীতভাব ও বিষণ্নবদন অবলোকন করিয়া আমার কেমন দয়া হইল। আমি মিষ্টবচনে বলিলাম, "আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিবার জন্য এখানে আসি নাই, একটী বিশেষ কথা জানিবার জন্য তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।"

পরে সদানন্দকে নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এই লোকটীকে চেন?"

করিম হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে বেশ চিনি, এক দেশের—এমন কি এক পাড়ার লোক।"

আ। সদার মনিবের বাড়ী হইতে কাল সকালে যে সওয়ারি লইয়া গিয়াছিলে, তাহাদিগকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ?"

আমার কথা শুনিয়া করিম যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ্ঞে—হাওড়া ষ্টেশনে। সেখানে যাইবার জন্যই ত গাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল?

আ। তুমি কত ভাড়া পাইয়াছিলে?

করিমের কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মহাশয় এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তাঁহারা আট আনার ভাড়া করিয়াছিলেন, তাহাই দিয়াছেন।"

আ। শুনিয়াছি, কর্ত্তাটী বড় কৃপণ। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা

করিতেছি। তুমি যে পুরা ভাড়া আদায় করিতে পারিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট।”

আমার কথায় করিমের সাহস বৃদ্ধি হইল। সে হাসিয়া বলিল, “হুজুর! আপনি যথার্থই বলিয়াছেন। আধুলীটা বাহির করিতে আধ ঘণ্টা লাগিয়াছিল, তাঁহারা যে বড় ভাল লোক নয় তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।”

আমি দেখিলাম, কোচমানের বেশ সাহস হইয়াছে। মিষ্টকথায় এখন তাহার মনের কথা বাহির করিয়া লইতে পারা যায়। এই ভাবিয়া অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমরা কখন ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়াছিলে?”

ক। আজ্ঞে তখন বেলা প্রায় সাড়ে আটটা।

আ। তাঁহারা কোন্ ট্রেনে গিয়াছে জান?

করিমবক্স ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “কোন ট্রেনেই নয় বলিয়া বোধ হয়।”

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “সে কি?”

ক। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া ঐরূপই বোধ হইয়াছিল।

আ। কি কথা? কখন শুনিলে?

করিম ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “হাওড়া ষ্টেশনে যাইবার সময় হ্যারিসন রোডের মোড়ে আমার একটী ঘোড়ার জোত খুলিয়া যায়। আমি তখনই গাড়ী থামাইয়া অবতরণ করি এবং জোত বাঁধিয়া দিই। যখন গাড়ী হইতে নামিতেছিলাম, সেই সময় কর্ত্তা বলিতেছিলেন, ষ্টেশন পর্য্যন্ত না যাইলে কোচমান সন্দেহ করিতে পারে।”

কথাটা শুনিয়া আমার সন্দেহ হইল, ভাবিলাম, যাঁহারা তীর্থে

যাইবার জন্য প্রস্তত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, তাঁহারা এমন কথা বলেন কেন? কিন্তু সে সকল কথার উল্লেখ না করিয়া আমি হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। তখন গাড়ী ছাড়িতে অতি অল্প সময় ছিল। কর্ত্তার কথায় আমার সন্দেহ হওয়ায় আমি তখন ষ্টেশন ত্যাগ করিলাম না। গোপনে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কার্য্য লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। তাঁহারা টিকিট কিনিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন না, বরং অন্য পথ দিয়া ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমিও মনে মনে হাসিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

যেরূপ করিয়া কোচমান ঐ সকল কথা বলিল, তাহাতে আমার কোনরূপ সন্দেহ হইল না। আমি তাহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহারা এখন কোথায় আছেন বলিতে পার?"

কোচমান ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে না হুজুর। পরের কাজে আমরা অত সময় নষ্ট করিতে পারি না। বিশেষত, সে দিন আমার ভাড়া অতি অল্পই হইয়াছিল বলিয়া আমি গাড়ী লইয়া সত্বর ঠিকা গাড়ীর আড্ডায় প্রস্থান করিয়াছিলাম।

কোচমানের কথা শুনিয়া আমি সদাকে লইয়া পুনরায় থানায় প্রত্যাগমন করিলাম। পরে সদাকে বিদায় দিয়া সুশীলের ভগ্নী-পতির বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। সুশীলের সহিত বিশেষ ঘনিষ্টতা থাকায় আমি পূর্ব্বে দুই একবার তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। সুতরাং সেখানে পঁহুছিতে বিশেষ কোন কষ্ট হইল না।

সুশীলের ভগ্নিপতির নাম কেশবচন্দ্র। তিনিও আমার পরিচিত ছিলেন। আমাকে সহসা সেখানে উপস্থিত দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন এবং সাদর সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি ভাবিলাম, একেবারে প্রকৃত কথা জ্ঞাপন করিলে হয়ত তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন, হয়ত আমাকে অপমানিত করিয়া বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন, এই ভয় করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "এই পথ দিয়া থানায় ফিরিতেছিলাম, অনেক দিন আপনার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া একবার এখানে আসিয়াছি। কিন্তু আপনার পিতা কোথায়? তিনি ত প্রায়ই সদর-দরজায় বসিয়া ধূমপান করিতেন।"

কেশবচন্দ্র হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমার পিতা-মাতা উভয়েই তীর্থ দর্শনে গমন করিয়াছেন।"

আমি যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে? এই যে সেদিন বৈকালে পথে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছিল।"

কে। আজ্ঞে হাঁ—তিনি গতকল্য প্রাতে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়াছেন।

আ। কোথায় যাইবেন?

কে। কাশী।

আ। কতদিনে ফিরিবেন?

কে। সে কথা ঠিক বলিতে পারি না। তাঁহাদের যেমন অভি-রুচি তেমনই করিবেন। আমার কথা তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না।

আ। বলেন কি! আপনি উপযুক্ত পুত্র, আপনার কথামত কার্য্য না করিলে এ বয়সে তাঁহাদিগকে অনেক কষ্ট পাইতে হইবে।

কেশবচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "তাঁহাদের মনের কথা তাঁহারাই বোঝেন। মধ্যে পড়িয়া আমি কেন মারা যাই।"

কেশবচন্দ্রের কথা শুনিয়া আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে,

তাঁহার পিতা-মাতা সে বাড়ীতে ফিরিয়া আইসেন নাই। তাঁহারা যে কোথায় গিয়াছেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিলাম না। অগত্যা দুই একটা অপর কথা কহিয়া আমি কেশবচন্দ্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে আর কোন কাজ না করিয়া আহারাদি সমাপন করতঃ বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। পরদিন দৈনিক কার্য্য শেষ করিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। সেদিন একটা খুনি মোকদ্দমা ছিল। যখন আদালত হইতে ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেলা চারিটা বাজিয়াছিল।

থানায় আসিয়া আমি ছদ্মবেশ পরিধান করিলাম এবং প্রথমেই বড়বাজারের একখানি সামান্য পোদ্দারের দোকানের নিকট কোন নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কত শত লোক আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া সেই সঙ্কীর্ণ পথে যাতায়াত করিতেছিল। কেহ বা স্বর্ণ ক্রয় করিতেছে, কেহ বা কোন পুরাতন অলঙ্কার বিক্রয় করিবার জন্য এক দোকান হইতে অপর দোকানে গমনাগমন করিতেছে, কেহ বা আবার কোন গহনা বন্দক রাখিয়া

টাকা কর্জ্জ করিতে আসিয়াছে। আমি অতি মনোযোগের সহিত ঐ সকল ব্যাপার অবলোকন করিতেছিলাম।

প্রায় একঘণ্টা কাল এইরূপ অতীত হইলে আমি যে দোকানের নিকট দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই দোকানের নিকট একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। যদিও গ্রীষ্মের প্রকোপে গাত্রে বস্ত্র রাখা কষ্টকর বোধ হইতেছিল, তত্রাপি তাহার সর্ব্বাঙ্গে একখানি গরম কাপড় আবৃত। তাহার পরিচ্ছদ দেখিয়া সহজেই বোধ হইল যে, তাহার পিতৃ বা মাতৃদায় উপস্থিত। তাহার পরিধানে একখানি নূতন সাদাধুতি, গাত্রে একখানি ময়লা পুরাতন শাল, গলায় কাচা, পায়ে জুতা ছিল না। হাতে একখানা পশমী আসন। লোকটীর বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। তাহাকে দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ। তাহার বর্ণ গৌর, মুখশ্রী নিতান্ত মন্দ নয়। লোকটী আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

দুই একবার সেই দোকানের সম্মুখে পায়চারি করিয়া লোকটী দোকানের ভিতরে প্রবেশ করিল। আমার কেমন কৌতূহল জন্মিল; আমি দূরে থাকিয়া তাহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু কি দোকানদার, কি সেই লোকটী কেহই আমার উপর কোন প্রকার সন্দেহ করিল না।

আমি দূর হইতে দেখিলাম, আগন্তুক কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সেই জিনিষটী আমি দেখিতে পাইলাম না। কিছুক্ষণ পরে দোকানদার গাত্রোত্থান করিলেন এবং দোকান হইতে বাহির হইয়া পরবর্ত্তি আর একখানি দোকানে প্রবেশ করিলেন। আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেখান হইতে অপর দোকানখানি ভালরূপ দেখা যায় না দেখিয়া,

একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত দোকানদার অপর দোকানদারকে কি দেখাইতেছেন। দ্বিতীয় দোকানের অধিকারীকে ব্যগ্রদৃষ্টিতে তাহা অবলোকন করিতে দেখিয়া এবং তাঁহাকে বিস্মিত দেখিয়া আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইল। আমি তখনই একটা অছিলা করিয়া সেই দোকানে প্রবেশ করিলাম।

যে দোকানে প্রবেশ করিলাম, তাহার অধিকারী তখনই আমায় সম্ভাষণ করিয়া তথায় যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি প্রস্তুত ছিলাম, তখনই পকেট হইতে ঘড়ি ও চেন বাহির করিয়া বলিলাম, "আপনারা এই দুইটা দ্রব্য ক্রয় করিবেন?"

দোকানদার দুই একবার দেখিয়া বলিলেন, "আমরা এরূপ ঘড়ী ক্রয় করি না। তবে চেন ছড়া বিক্রয় করেন ত লইতে পারি।"

ঘড়ী বা চেন বিক্রয় করা আমার অভিপ্রেত ছিল না। যখন দেখিলাম, সেখান হইতে প্রস্থান করিবার বেশ সুবিধা হইয়াছে, তখন আমিও আর কালবিলম্ব করিলাম না। বলিলাম, "না বাপু; কেবল চেন বিক্রয় করিবার জন্য আমি এখানে আসি নাই। যদি ঘড়ী ও চেন দুইটাই ক্রয় করেন তাহা হইলে আমি সম্মত আছি, নচেৎ চলিলাম।"

এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দোকানদারের হস্তে যাহা ছিল, তাহাও দেখিয়া লইলাম। তাঁহার হাতে একটী আংটী ছিল।

আংটী দেখিয়া আমার সন্দেহ বৃদ্ধি হইল। সেখান হইতে নড়িতে ইচ্ছা হইল না। দোকানদারও আমার কথার উত্তর দিতে বিলম্ব করিতে লাগিল দেখিয়া আমি যেন বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বলেন, ঘড়ীটা কিনিবেন কি?"

দোকানদার বলিলেন, "ও সকল সামান্য জিনিষ আমরা কিনি না। ঘড়ীটা যদি দামী হইত, তাহা হইলেও কথা ছিল। অল্পদামের পুরাতন ঘড়ী কিনিলে প্রায়ই ঠকিতে হয়।"

বাধা দিয়া আমি বলিলাম, "না দেখিয়া ঘড়ীর নিন্দা করেন কেন? ঘড়ীটা রূপার বটে, কিন্তু কম-দামের নহে। ইহা বিলাতী রদারহামের, ইহার দাম ষাইট্ টাকার কম নহে। যদি লওয়া হয় বলুন, নচেৎ অন্যত্র চেষ্টা দেখি।"

দোকানদার হাসিয়া উত্তর করিলেন, "রাগ করেন কেন মহাশয়! ষাট সত্তর টাকার ঘড়ী কি আর ঘড়ী, পাঁচশতটাকার ঘড়ী হয়, তাহা হইলে আমরা ক্রয় করিতে পারি। রদারহামই বলুন, আর যাহাই বলুন, দু-এক শতটাকার ঘড়ী আমরা কিনি না।"

আমার কেমন ক্রোধ হইল। আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। কর্কশ স্বরে বলিলাম, "যাহারা একটা সামান্য আংটী ক্রয় করিবার জন্য সাত দোকান ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের মুখে অমন কথা শোভা পায় না।"

দোকানদার আমার কথায় হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনি কি মনে করিয়াছেন, এই আংটীটা সামান্য! দেখুন দেখি, এমন আংটী আপনি জীবনে আর কখন দেখিয়াছেন কি না?"

এই বলিয়া তিনি আমার হাতে সেই আংটীটী প্রদান করিলেন। আমি দৃষ্টিগোচর করিবা মাত্র চমকিত হইলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে যুগপৎ আনন্দিত—বিস্মিত হইলাম! আংটীটার উপরে একটী অতি ক্ষুদ্র ঘড়ী! ঘড়ীর কাঁটাগুলি এত ক্ষুদ্র যে, চর্ম্মচক্ষের অগোচর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমি বলিলাম, "না বাপু! এমন ঘড়ীবসান আংটী আমি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দৃষ্টিগোচর করি নাই। আংটীটার দাম কত?"

দো। আমার বোধ হয় হাজার টাকা।

আ। এ রকম জিনিষ বোধ আর কখনও আপনাদের হাতে আইসে নাই?

দোকানদার হাসিয়া বলিলেন, "কেন আসিবে না? আপনি দেখেন নাই, বলিয়া যে আর কোন লোক দেখে নাই, এরূপ মনে করিবেন না। আরও পাঁচ-ছয়বার এইরূপ আংটী আমাদের হাতে আসিয়াছিল। সেগুলির দাম আরও বেশী, কেন না, সেই ঘড়ী-গুলিতে অনেকগুলি করিয়া দামী প্রস্তর ছিল।"

পোদ্দারের কথা শুনিয়া আমি আমার পরিচয় প্রদান করিলাম। কহিলাম, আপনি যাহার নিকট হইতে এই আংটী পাইয়াছেন সে ভিতরে, এখন চলুন, আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিব।

এই আংটী দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, ইহা চোরাদ্রব্য, আমি ইহারই অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি। এই বলিয়া আমি সেই দোকানদারের সহিত তাহার দোকানের ভিতর গমন করিলাম এবং তখনই তাহাকে ধৃত করিয়া নিকটবর্ত্তী একজন প্রহরীকে ডাকাইয়া তাহার জিম্মা করিয়া দিলাম। অনন্তর সে কোথায় থাকে তাহা জানিবার নিমিত্ত তাহাকে লইয়া তাহার বাসা অভি-মুখে গমন করিলাম। লোকটী ক্রমে জোড়াবাগানের একটী ক্ষুদ্র মাঠগুদামে প্রবেশ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় আটটা বাজিয়াছিল। আকাশ মেঘশূন্য, অসংখ্য তারকা সেই সুনীল অম্বরে থাকিয়া আপন আপন ক্ষীণ জ্যোতি বিকীরণ করিতেছিল। মলয় পবন রাজপথের ধূলি-কণাগুলিকে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া জনগণের মনে অশান্তির উদ্রেক করিতেছিল।

যে বাড়ীর ভিতর আমরা প্রবেশ করিলাম, তাহা ভদ্রলোকের আবাস বলিয়া বোধ হইল না। সেই মাঠকোটার বারান্দায় তিন চারিজন যুবতী সাজ সজ্জা করিয়া এক একটী টুলের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছে।

আমি তাহার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ঘরখানি অতি ক্ষুদ্র। ভিতরে বিশেষ কোন আসবাব নাই। একখানি ভাঙ্গা তক্তাপোষ, তাহার উপর একটা ছিন্ন মাদুর, তদুপরি একটা বালিস। তক্তাপোষের অপর পার্শ্বে একটা টিনের ট্রাঙ্ক। বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, লোকটী বিদেশী; দুই একদিনের জন্য তথায় আসিয়া বাস করিতেছে।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমি সেই তক্তাপোষের উপর উপবেশন করিলাম। পরে অতি নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কতদিন এখানে আসিয়াছ?

লোকটী কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে

জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন যে আমি বিদেশী লোক?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ঘরের অবস্থা দেখিয়া আমি পূর্ব্বেই ঐ প্রকার অনুমান করিয়াছি। তোমার আদি নিবাস কোথায়? আর নামই বা কি?"

লোকটী বলিল, "আমার নাম ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষাল, নিবাস বরিশাল জেলায়। সম্প্রতি বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছি।"

আ। এই আংটী কাহার এবং তুমি উহা কোথায় পাইলে?

ব্র। উহা আমারই কোন আত্মীয়ের। তিনি উহা বিক্রয় করিবার জন্য আমাকে দিয়াছিলেন।

আ। তিনি থাকেন কোথায়?

ব্র। নিকটেই—আহীরীটোলায়।

আ। আংটীটা দামী, যাঁহারা ওরূপ আংটী ব্যবহার করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ধনবান লোক। তাঁহাদের যে চাকর, সরকার ইত্যাদি লোক নাই, তাহা ত বিশ্বাস হয় না। সে সকল লোক সত্ত্বেও তোমাকে দিয়া উহা বিক্রয় করিবার আবশ্যকতা কি?

ব্র। তাহা আমি বলিতে পারি না, আমার সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় আছে, সেই বিশ্বাসেই তিনি আমাকে বিক্রয় করিতে দিয়াছিলেন।

আমি। ঐ আংটীটা কাহার, জানিতে আমার বড় ইচ্ছা; তাই তোমার আত্মীয়ের নিবাস জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমাকে সেখানে লইয়া চল।

ব্রজেন্দ্র প্রথমে অনেক আপত্য করিল, কিন্তু আমি কিছুতেই

ছাড়িলাম না। অবশেষে আমাকে লইয়া বাড়ীর বাহির হইল এবং নিকটস্থ একখানি দ্বিতল অট্টালিকাতে প্রবেশ করিল।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই বুঝিলাম, সেখানি হোটেল, দশ পনের জন লোক তথায় বাস করিতেছে। ব্রজেন্দ্র আমাকে দ্বিতলে লইয়া গেল। পরে একটী গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিল এবং একজনকে দেখাইয়া দিল।

ব্রজেন্দ্র যাহাকে দেখাইয়া দিল, তাহাকে দেখিয়া আমি চমকিত হইলাম। লোকটা আমার পরিচিত—একজন দাগী চোর। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমি তখন ছদ্মবেশে ছিলাম বলিয়া সে আমাকে চিনিতে পারিল না। আমিও অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া একেবারে তাহাকে গ্রেপ্তার করিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই আংটী তুমি ব্রজেন্দ্রকে বিক্রয় করিতে দিয়াছিলে?

লোকটার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর, দেখিতে বেশ সুপুরুষ। বাহ্যিক অবয়ব দেখিলে সকলে তাহাকে ধনবান বলিয়া মনে করিয়া থাকে। আমার কথায় সে উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ব্রজেন্দ্র উপযাচক হইয়া বলিল, ইহারই আংটী—উপযুক্ত মূল্য দিলেই আংটীটা কিনিতে পারিবেন।

আমি। তোমার নাম কি?

সে বলিল, "আমার নাম বসন্তকুমার দত্ত।"

আ। আংটীটা কোথায় পাইয়াছিলে?

ব। বিবাহের যৌতুক স্বরূপ পাইয়াছিলাম।

আমি তখন বসন্তের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আংটীটা কোথায় পাইয়াছ যদি সত্য করিয়া বল, তাহা হইলে তোমায় এ

যাত্রা মুক্তি দিতে পারি। আমি তোমায় পূর্ব্বেই চিনিতে পারিয়াছি। তোমার প্রকৃত নাম রজনীকান্ত। সেদিন একটা ঘড়ী চুরি করিয়া ছয়মাস জেল খাটিয়াছ। আবার এত শীঘ্রই যে নিজ ব্যবসা আরম্ভ করিবে, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না।"

আমার কথা শুনিয়া রজনীকান্ত একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আপনারা না পারেন এমন কার্য্যই নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোন অপরাধ নাই। আংটীটা যিনি বিক্রয় করিতে দিয়াছেন, তিনি আমার পরিচিত, আমি আপনাকে তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতেছি।"

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি কি এই বাসায় আছেন ?"

র। আজ্ঞে না, তিনি এই পার্শ্বের বাড়ীতে আছেন। আমাকে ছাড়িয়া দিলে আমি এখনই তাঁহাকে এখানে হাজির করিতে পারি।

আমি হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "এখনও যদি আমার চক্ষে ধূলি দিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাহা ত্যাগ কর। লোকটার নাম বলিয়া দাও, আমি তোমার নাম করিয়া তাঁহাকে ডাকাইতে পাঠাইতেছি।"

রজনীকান্ত অগত্যা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল। সে সেই বাসার দাসীকে দিয়া লোকটীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

কিছুক্ষণের পর দাসী একজন প্রৌঢ়কে লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। প্রৌঢ়কে দেখিবামাত্র আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। পূর্ব্বে তাঁহাকে আরও দুই চারিবার দেখিয়াছিলাম সুতরাং আমার ভ্রম হইবার কোন কারণ ছিল না।

প্রৌঢ়কে কোন প্রশ্ন না করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সেই কনষ্টেবলকে আদেশ করিলাম, অবিলম্বে তাঁহার হস্তে বলয় ভূষিত হইল।

সুশীলের ভগ্নীর শ্বশুরই যে ঐ আংটী সরাইয়াছিলেন, তাহা আমার বেশ ধারণা হইয়াছিল। এখন আমার অনুমান সত্যে পরিণত হইল দেখিয়া আন্তরিক প্রীত হইলাম। পরে প্রৌঢ়ের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "এ বয়সেও আপনি লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। আপনি যে উহা আপনার পুত্রের শ্বশুরালয় হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই ভাবিয়াছিলাম। কেন এ কাজ করিলেন?"

প্রৌঢ় কোন উত্তর করিলেন না, কিম্বা আমার কথায় কোনও প্রতিবাদ করিলেন না। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অনর্গল বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে কি চিনিতে পারেন নাই?"

প্রৌঢ় কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিলেন, "বেশ চিনিয়াছি। আপনি পুলিশ-কর্ম্মচারী তাহা জানি, আর সুশীল বাবুর সহিত আপনার যে অত্যন্ত সদ্ভাব আছে, তাহাও জানি। কিন্তু কি করিব, "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী," এক স্ত্রীলোকের পরামর্শে আমি ইহ ও পরকাল নষ্ট করিয়াছি এবং শেষ বয়সে জেলে পচিতে যাইতেছি। আপনার যাহা ইচ্ছা করুন, আমায় আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

অগত্যা সেই প্রৌঢ়, ব্রজেন্দ্র ও বসন্ত এই তিনজনকে থানায় চালান দিলাম। সকলেই আপন আপন দোষ স্বীকার করিল, কেবল প্রৌঢ় তাঁহার স্ত্রীর নাম উল্লেখ করিলেন না। কাজেই

তিনি বাঁচিয়া গেলেন। বিচারে প্রৌঢ়ের এক বৎসর সশ্রম কারা-দণ্ড হইল। অপর দুইজন নিষ্কৃতি পাইল।

যথাসময়ে আমি আংটীটা সুশীলের মাতাকে ফেরৎ দিলাম। তিনি আমায় যৎপরোনাস্তি আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত।

চৈত্র মাসের সংখ্যা

"জোড়া পাপী"

যন্ত্রস্থ।

DETECTIVE STORIES, NO 204. দারোগার দপ্তর, ২০৪ সংখ্যা।

জোড়া পাপী।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত

৯ নং সেণ্টজেমস্ স্কোয়ার,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সপ্তদশ বর্ষ।]　　সন ১৩১৬ সাল।　　[চৈত্র।

জোড়া পাপী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদিন বৈশাখের রৌদ্রসিক্ত মধুময় প্রভাতে জনমানব-সমাকীর্ণ ধূলিপূর্ণ মহানগরীর একটী থানার কোন নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া আমার এক বন্ধুর সহিত একটা রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কথা কহিতেছিলাম, এমন সময়ে সহসা টেলিফোনের ঘণ্টা টুং টুং করিয়া আকুল-আহ্বান করিল। তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া আমি সেই যন্ত্রের নিকট গমন করিলাম এবং অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?"

উত্তর হইল, "আপনি কে আগে বলুন?"

আমি নিজের নাম বলিলাম।

উত্তর হইল, "আমি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। চিৎপুররোডের উপর একটা ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। এখনই একজন সুদক্ষ গোয়েন্দার প্রয়োজন। অপর কোন বিচক্ষণ ডিটেকটীভ উপস্থিত না থাকায় আপনাকেই উহার তদন্ত করিতে যাইতে হইবে। এক-জন কনষ্টেবলের নিকট অন্যান্য সংবাদ লিখিয়া আপনার থানায় পাঠাইলাম। সে পৌঁছিবা মাত্র আপনি গমন করিবেন। প্রথম হইতে তদন্ত না হইলে খুনিকে ধরা যাইবে না। আপনি প্রস্তুত হউন, অধিক বিলম্ব করিবেন না।"

বন্ধুর সহিত যে বিষয়ের কথোপকথন হইতেছিল, তাহা স্থগিত রাখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বন্ধুবরকে বিদায় দিলাম। তিনিও থানা হইতে বাহির না হইতে হেড অপিস হইতে সেই কনষ্টেবল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার নিকট যে পত্র ছিল, তাহা গ্রহণ করিয়া একবার পাঠ করিলাম। বুঝিলাম, অতি প্রত্যুষে ট্রাম লাইনের ঠিক মধ্যে একটী সুন্দরী যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। রমণীকে দেখিয়া ভদ্রঘরের মেয়ে বলিয়াই বোধ হয়। আপনি সেই স্থানে এখনই গমন করিয়া ঐ অনুসন্ধানে লিপ্ত হউন।

মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া তখনই থানা হইতে বহির্গত হইলাম; এবং একখানি সেকেণ্ডক্লাস ভাড়াটীয়া গাড়ীতে আরোহণ করিয়া অবিলম্বে কার্য্যস্থানে গমন করিলাম।

গাড়ীখানি যখন ঘটনার স্থলে আসিল, তখন বেলা প্রায় আটটা, সেই স্থানে গিয়া দেখিলাম, লোকের ভয়ানক ভিড় হইয়াছে। তাহার মধ্যে স্থানীয় থানার ইন্সপেক্টার বাবুও আছেন।

থানার ইন্সপেক্টারবাবু আমার পরিচিত। আমার সহিত তাঁহার বেশ সদ্ভাবও ছিল। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য আমাকে নিযুক্ত দেখিয়া তিনিও আন্তরিক আনন্দিত হইলেন; এবং আমাকে সেই শবদেহ দেখাইলেন।

শবদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, উহা তখনও বিকৃত হয় নাই; গুরুতর আঘাতে উহার নাক, মুখ ও চোক যেন ছেঁচিয়া গিয়াছে, বক্ষঃস্থল যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পীনোন্নত পয়োধর-যুগলের মধ্যস্থ স্থান যেন একেবারে দমিয়া গিয়াছে। মুখ ও নাসিকা দিয়া অনেক রক্ত বাহির হইয়াছে।

রমণীকে দেখিয়াই সত্য সত্যই ভদ্রঘরের মেয়ে বলিয়া বোধ

হইল। রমণী যুবতী এবং সত্যই অনিন্দ্যসুন্দরী। কিরূপে কোন্ সময়ে এই কাণ্ড ঘটিল জিজ্ঞাসা করায়, ইন্সপেক্টরবাবু উত্তর করিলেন, "বেলা ছয়টার সময় একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ী চিৎপুর রোড দিয়া উত্তর মুখে যাইতেছিল। গাড়ীখানি কিছু আস্তে আস্তেই যাইতেছিল। ঠিক সেই সময়ে একখানি ট্রামগাড়ী অতি দ্রুতবেগে দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে যাইতেছিল। ট্রামখানি যখন কিছুদূর দক্ষিণে ছিল, সেই সময়ে সহসা সেই ভাড়াটীয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া গেল এবং নিমেষ মধ্যে ঐ সুন্দরী রমণী যেন গতিশীল ট্রামের সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইল। ট্রামখানি সাত আটহাত দূরে ছিল, কিন্তু চালক অত্যন্ত বিচক্ষণ থাকায় সে একেবারে গাড়ীর গতিরোধ করিল। সকলেই ভাবিয়াছিল, রমণী বাঁচিয়া গেল। কিন্তু যেরূপ বলে সে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে তাহাকে আর কেহ জীবিত অবস্থায় দেখিতে পায় নাই। পতন মাত্রেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। ইত্যবসরে পথে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল; এবং সেই ভাড়াটীয়া গাড়ীর ভিতর হইতে এক যুবক সহসা সকলের অগোচরে কোথায় যে পলায়ন করিল, তাহা কেহই বলিতে পারিল না। ভাড়াটীয়া গাড়িখানি অগত্যা ধৃত হইয়া থানায় আনীত হইয়াছে। ট্রামগাড়ীর নম্বর এবং কণ্ডাক্টর ও চালকের নাম ও নম্বর সমস্তই লিখিত আছে। প্রয়োজন হইলেই তাহারা আসিয়া হাজির হইবে।"

ইন্সপেক্টারবাবুর কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে সেই ভাড়াটীয়া গাড়ীর ভিতর ছিল, তাহা কি জানিতে পারিয়াছেন? এত লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া সে কেমন করিয়া পলায়ন করিল বলিতে পারেন?"

ইন্সপেক্টারবাবু বলিলেন, "আমি কোচমানকে ডাকিতে পাঠাই-তেছি। তাহার মুখে সকল কথা শুনিলে এ রহস্য অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। সেই স্থানে উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে কেহই গাড়ীর ভিতরে কোন লোককে দেখে নাই। কিন্তু কোচমান বলিতেছে, একজন পুরুষ ও একজন রমণী তাহার গাড়ীতে ছিল। সেই জন্যই অনুমান হইতেছে, লোকটা সকলের অগোচরে পলায়ন করিয়াছে।"

কিছুক্ষণ পরে কোচমান আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাকে দেখিয়াই সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। একে বৃদ্ধ, তাহাতে জীর্ণ শীর্ণ; আমি তাহাকে অভয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা হইতে সওয়ারি লইয়াছিলে?"

সভয়ে হাত জোড় করিয়া কোচমান বলিল, "আজ্ঞে হাওড়া ষ্টেশন হইতে।"

আ। কোথায় যাইতেছিলে?

কো। বাগবাজারে।

আ। কয়জন সওয়ারি ছিল?

কো। আজ্ঞে দুইজন, একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রী-লোক।

আ। যিনি মারা পড়িয়াছেন, সেই স্ত্রীলোক কি তোমার গাড়ীতে ছিল?

কো। আজ্ঞে হাঁ।

আ। পুরুষটি কোথায়?

কো। আজ্ঞে সে কথা বলিতে পারিলাম না। যখন আমার গাড়ী হইতে স্ত্রীলোকটী পড়িয়া যায়, তখন আমার এত

ভাবনা হইয়াছিল যে, অপর কোন কথা আমার মনোমধ্যে স্থান পায় নাই। বলিতে পারি না, কোন্ সময়ে বাবু আমাদের চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন করিয়াছেন।

আ। পথে আর কোথাও তোমার গাড়ী থামাইয়াছিলে?

কো। আজ্ঞে না। বাবু আমাকে সেরূপ করিতে বলেন নাই।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবুর নাম ধাম তোমার জানা আছে?

কোচমান ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "না হুজুর! আর কখনও তাহাকে দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। বাবু বোধ হয় কোন দূর দেশ হইতে আসিয়াছেন।"

আ। বাবুর সঙ্গে কোন জিনিষ পত্র ছিল না?

কো। ছিল বই কি! সমস্তই ত থানায় জমা আছে।

ইন্স্‌পেক্টারবাবু কিছুদূরে বসিয়াছিলেন। কোচমানের কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "হাঁ, একটা ট্রাঙ্ক ও একখানা কম্বলমোড়া একটা বালিস। সম্ভবতঃ বিছানা গাড়ীর চালে ছিল, সেগুলি আমারই নিকট আছে। বলেন ত এখানে আনিতে আদেশ করি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার ইঙ্গিত পাইয়া ইন্স্‌পেক্টারবাবু তখনই একজন কনষ্টেবলকে সেই সকল দ্রব্য আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

আদেশ মাত্র সে ঐ সকল দ্রব্য লইয়া আমার নিকটে আসিল এবং আমার সম্মুখে রাখিয়া প্রস্থান করিল।

আমি তখন অতি মনোযোগের সহিত উহাদিগকে পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। ট্রাঙ্কটীর চাবি বন্ধ ছিল; সুতরাং সহজে খুলিতে পারিলাম না। অগ্রে অপর চাবি দিয়া খুলিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু খোলা গেল না। অগত্যা উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ দিলাম। কথামত ট্রাঙ্কটী তখনই ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। ভিতরে খানকয়েক কাপড়, তিনটা জামা, একখানা শাল ও দুইখানা বিছানার চাদর ছিল। আমি প্রত্যেক জিনিষটী তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলাম। মনে করিয়াছিলাম, বাবুর নাম ও তাঁহার বাড়ীর সন্ধান পাওয়া যাইবে, কিন্তু ট্রাঙ্কের ভিতরে যে সকল দ্রব্য পাওয়া গেল, তাহাতে আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না।

ট্রাঙ্কটী বন্ধ করিয়া বিছানাটী পরীক্ষা করিলাম, বালিস, কম্বল, বালিসের ওয়াড় প্রভৃতি একে একে সকলগুলিই বিশেষ করিয়া দেখিলাম, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না।

বিছানার সঙ্গে একখানি পাখা ছিল। আর আর সকল দ্রব্য দেখিবার পর সেই পাখাখানি আমার নয়নগোচর হইল। আমি তখনই উহা গ্রহণ করিলাম, এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত ইহার উভয় দিক লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ দেখিবার পর আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। পাখার একটী কোণে অতিক্ষুদ্র করিয়া "নরেন্দ্রনাথ মুখো, হাটখোলা" এই কয়টী কথা লেখা ছিল। আন্তরিক আনন্দিত হইয়া আমি ঐ নাম ও ঠিকানা মনে করিয়া রাখিলাম এবং পাখাখানিও পুনরায় যথা

স্থানে রক্ষা করিলাম। ইন্সপেক্টারবাবুও আমার এই নূতন আবিষ্কারের বিষয় জানিতে পারিলেন না। আমিও তখন সে কথা আর কাহাকেও বলিতে সাহস করিলাম না।

আরও কিছুক্ষণ ইন্সপেক্টারবাবুর সহিত কথা কহিয়া আমি কোচমানকে বিদায় দিলাম। তাহার মুখেই শুনিয়াছিলাম, গাড়ী খানি হাওড়া ষ্টেশনের নিকটস্থ হোসেনআলি নামক সর্দ্দারের আস্তাবলে থাকে।

এখন কি প্রকারে যে এই খুনের আস্কারা করিব, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কিরূপে কাহার দ্বারা রমণী সেই গতিশীল গাড়ী হইতে নিক্ষিপ্ত হইলেন, কে তাহার সঙ্গে ছিল? তিনিই বা কোথায়, কেমন করিয়া পলায়ন করিলেন, এই সকল প্রশ্নের কোনও সদুত্তর করিতে পারিলাম না।

পাথার উপর যে লোকের নাম লেখা ছিল, রমণীর সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? তিনিই কি রমণীকে হত্যা করিবার সংকল্প করিয়া ঐরূপে ফেলিয়া দিয়াছিলেন?

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া ভাবিলাম, যতক্ষণ না সেই লোকের সন্ধান করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ এই খুনের আস্কারা করিতে পারিব না। এই স্থির করিয়া আমি ইন্সপেক্টারবাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার হঠাৎ মনে পড়িল, কলিকাতায় যেমন হাটখোলা আছে, ফরাসডাঙ্গা চন্দননগরে সেই প্রকার একটী স্থানকে হাটখোলা

বলে। বাবুটীর নাম নরেন্দ্রনাথ মুখো, ব্রাহ্মণ সন্তান। যদি কলিকাতার হাটখোলায় তাঁহার বাড়ী হইত, তাহা হইলে তিনি হাওড়া ষ্টেশন হইতে আসিবেন কেন? যখন তিনি হাওড়া ষ্টেশন হইতে গাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই কোন দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন। আর যদি কলিকাতায় হাটখোলাতেই তাঁহার বাড়ী হয় এবং তিনি নিজ বাড়ীতেই প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তাহা হইলে কোচমানকে বাগবাজারে লইয়া যাইতে বলিবেন কেন? সুতরাং কলিকাতার হাটখোলায় যে তাঁহার বাড়ী নহে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম।

চন্দননগরে যে হাটখোলা আছে তাহাও গঙ্গার তীরে। নরেন্দ্র নাথ কি তবে সেই স্থান হইতেই আসিতেছিলেন? যে রমণী তাঁহার সঙ্গে ছিল, যিনি খুন হইয়াছেন, তাঁহারই বা পিত্রালয় কোথায়? বাগবাজারের কোন্ স্থানে গাড়ী লইয়া যাইবার কথা ছিল, কোচমান নিশ্চয়ই সে কথা জানিত না। নতুবা সে নিশ্চয়ই উহা ব্যক্ত করিত।

এই প্রকার নানা চিন্তায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল অতীত হইল। বেলা প্রায় চারিটা বাজিল। আমি অগত্যা চন্দননগরে গিয়া নরেন্দ্রবাবুর সন্ধান লইতে মনস্থ করিলাম। নিকটেই টাইমটেবল ছিল—দেখিলাম, সাড়ে চারিটার সময় একখানি ট্রেন ছাড়ে। সত্বর প্রস্তুত হইয়া একজন কনষ্টেবলকে একখানি সেকেণ্ডক্লাশ গাড়ীভাড়া করিয়া আনিতে বলিলাম।

একবার ভাবিলাম, পুলিশের বেশেই চন্দননগরে যাত্রা করিব, কিন্তু পরক্ষণে আমার মতের পরিবর্ত্তন হইল।—ছদ্মবেশেই যাইতে স্থির করিলাম। তদনুসারে একজন ভদ্রলোকের বেশ ধরিয়া

গাড়ীতে আরোহণ করিলাম, এবং গাড়ী ছাড়িবার দশ মিনিট পূর্ব্বে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। তখনই একখানা সেকেণ্ডক্লাসের টিকিট কিনিয়া যথাস্থানে গিয়া উপবেশন করিলাম। যথা সময়ে গাড়ী হাওড়া ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং একে একে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাত আটটী ষ্টেশন ছাড়িয়া একেবারে শ্রীরামপুরে গিয়া থামিল।

সন্ধ্যার সময় গাড়ীখানি চন্দননগর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ষ্টেশনে নামিয়া একজন রেলওয়ে কুলিকে হাটখোলার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। পরে তাহারই নির্দ্দিষ্ট পথে যাইবার জন্য মনস্থ করিলাম।

ষ্টেশন হইতে বাহির হইতেছি, এমন সময় একজন যুবক আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় কি হাটখোলায় যাইবেন?"

সহসা এক অপরিচিত যুবকের মুখে ঐ প্রশ্ন শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কেমন করিয়া সে কথা জানিতে পারিলেন?"

ঈষৎ হাসিয়া যুবক বলিল, "আপনি যখন সেই কুলিকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, আমি তখন তথায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। আপনি তাহাকে হাটখোলার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেই জন্যই আমার অনুমান, আপনি ঐ স্থানেই যাইতে ইচ্ছা করেন।"

যুবকের কথায় আমি আন্তরিক লজ্জিত হইলাম, আমি যখন হাটখোলার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন আমার কথাগুলি কিছু উচ্চৈস্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল, সুতরাং সে কথা যে, নিকটস্থ লোকেরা শুনিতে পাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি যুবককে বলিলাম, "হাঁ মহাশয়, আমি হাটখোলায়ই যাইব। আপনার বাড়ী কোথায়?"

যু। আমার বাড়ী অত দূরে নয়—পালপাড়া।

আ। সেখান হইতে হাটখোলা কতদূর?

যু। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ।

আ। আর এখান হইতে?

যু। প্রায় দেড় ক্রোশ।

আমি চমকিত হইলাম। ভাবিয়াছিলাম, হাটখোলা নিকটেই হইবে; কিন্তু দেড়ক্রোশ পথ দূর শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইলাম। ভাবিলাম, এতটা পথ পদব্রজে যাওয়া বড় সহজ নহে। যুবককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ষ্টেশনে গাড়ী নাই কেন? এখানে কি ভাড়াটীয়া গাড়ী পাওয়া যায় না?"

যুবক বলিল, "কেন পাওয়া যাইবে না? আজ বোধ হয় কোন কারণ বশতঃ এখানকার গাড়ীগুলি ভাড়া হইয়া গিয়াছে। তাই ষ্টেশনে গাড়ী দেখা যাইতেছে না। কিন্তু আপনার যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় নিকটেই আস্তাবল আছে। সেখানে অন্ততঃ দুই তিনখানি গাড়ী পাইবেন। তবে ভাড়া বোধ হয় কিছু বেশী লাগিবে।"

আ। কি করিব? রাত্রে শেষে কোথায় যাইতে কোথায় যাইব? আপনি যদি একখানি গাড়ীভাড়া করিয়া দেন, তাহা হইলে বড় উপকৃত হই। আর আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আপনিও অনায়াসে তাহাতে যাইতে পারিবেন।

যু। আপত্তি কিছুই নাই। আপনি এই দোকানে বসুন, আমি শীঘ্রই একখানি গাড়ীভাড়া করিয়া আনিতেছি।

এই বলিয়া যুবক পার্শ্বস্থ একখানি দোকান প্রদর্শন করিল, এবং তখনই তথা হইতে প্রস্থান করিল। আমিও নির্দ্দিষ্ট দোকানে গিয়া উপবেশন করিলাম।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সাঁজের আঁধার সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিয়াছিল। একে কৃষ্ণপক্ষ, তাহার উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় অন্ধকারের মাত্রা দ্বিগুণ হইয়াছিল। সহরে যেমন গ্যাসের আলোক থাকে, চন্দননগরে সেরূপ নাই। মধ্যে মধ্যে এক একটা কেরোসিনের আলোক মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহাদের ক্ষীণ আলোকে পল্লীগ্রামের পথ দিয়া কলিকাতাবাসীর যাতায়াত করা যে কি কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। অনেক দিন পূর্ব্বে আমি আর একবার চন্দননগরে গিয়াছিলাম। কিন্তু সে রাত্রে নহে। রাত্রিকালে সেই অপরিচিত স্থানে কোথায় বাস করিব, তাহাও সহসা স্থির করিতে পারিলাম না।

যে যুবক আমার জন্য গাড়ী আনিতে গিয়াছিলেন, তিনি আমার সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে সজ্জন বলিয়াই বোধ হইল। নতুবা পরের জন্য তিনি সেই রাত্রে অত কষ্ট করিতে স্বীকার করিবেন কেন?

সে যাহা হউক, সেই দোকানে বসিয়া আমি নানা প্রকার চিন্তা করিতেছি, এমন সময় একখানা গাড়ী লইয়া সেই যুবক প্রত্যাগমন করিলেন। আমি তখনই দোকানদারের নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীর উপর আরোহণ করিলাম। যুবক গাড়ীতেই ছিলেন, আমাকে উঠিতে দেখিয়া অবতরণ করিতেছিলেন। আমি বাধা দিয়া তাঁহাকে সেই গাড়ীতে যাইতে অনুরোধ করিলাম। তিনি অনেক

বার আমার কথা কাটাইলেন কিন্তু আমার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে অবশেষে সম্মত হইয়া আমার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কোচ-মান হাটখোলার দিকে শকট চালনা করিল।

কিছুদূর গমন করিলে পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার নাম কি? যিনি এই বিপদে আমার এত সাহায্য করিলেন, তাঁহার নাম না জানিতে পারিলে মনে বড় দুঃখ হইবে।"

ঈষৎ হাসিয়া যুবক বলিলেন, "আমার নাম পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী।"

আ। পালপাড়াতেই আপনার বাড়ী?

পী। আজ্ঞে হাঁ—পুরুষানুক্রমে ঐখানেই বাস করিয়া আসিতেছি।

আ। আপনার পিতামাতা বর্ত্তমান?

পী। আজ্ঞে না, তাঁহারা বহুদিন হইল স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

আ। তবে আপনিই এখন অভিভাবক?

পী। আজ্ঞে না, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আছেন।

আ। উভয়ের একই সংসার?

ঈষৎ-হাসিয়া যুবক উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, এখনও ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয় নাই। সহরে যেমন ইচ্ছা করিলেই লোকে স্বতন্ত্র হইতে পারে, পল্লীগ্রামে সেরূপ হয় না। এখানকার লোক-দিগের কিছু চক্ষু লজ্জা আছে বলিয়া বোধ হয়।"

আ। আপনারা তবে দুই ভাই?

পী। আজ্ঞে হাঁ।

আ। আপনার সন্তান-সন্ততি কি?

পী। একটী পুত্র ও একটী কন্যা।

আ। আর আপনার জ্যেষ্ঠের?

পী। তিনি নিঃসন্তান।

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "সেই জন্যই আপনারা এখনও এক সংসারে আছেন। যদি কখনও আপনার জ্যেষ্ঠের পুত্র সন্তান জন্মে, তখন আমার কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন।"

যুবকও হাসিয়া বলিলেন, "তাঁহার আর সে আশা নাই—তিনি গৃহশূন্য!"

আ। যদি আবার দারপরিগ্রহ করেন?

যু। সে বয়সও নাই।

আ। তাঁহার বয়স কত?

যু। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এত বেশী বয়স হয় নাই। ব্রাহ্মণ-সন্তান মুমূর্ষু অবস্থাতেও বিবাহ করেন শুনিতে পাওয়া যায়। আপনার দাদা এখন ঐরূপ বলিতেছেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহার মতিগতি কি হইবে কে জানে?

যু। তিনি আমারই পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

আ। সে কি! পোষ্যপুত্রের প্রয়োজন কি? আপনার পুত্রইত আপনাদের উভয় ভ্রাতার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে।

যু। কারণ আছে। দাদার স্ত্রী তাঁহার পৈতৃক বিষয়ে উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। সম্পত্তি নিতান্ত সামান্য নহে, প্রায় বিশ হাজার টাকা হইবে। তিনি যখন ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করেন,

তখনই আমার পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে লইয়াছিলেন এবং তাহারই নামে সেই সমস্ত বিষয় উইল করিয়া দেন।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় গাড়ীখানি পালপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কোচমান উপর হইতে বলিল, "বাবু, পালপাড়ায় কাহার বাড়ীতে যাইব?"

আমি যুবকের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আর আমার জন্য কষ্ট করেন কেন? তবে কোচমানকে ভাল করিয়া বলিয়া দিন, যেন সে ভবিষ্যতে কোনরূপ গোলযোগ না করে।"

আমার কথা শুনিয়া যুবক কি চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন, "কেমন করিয়াই বা আপনাকে একা ছাড়িয়া দিই। আপনার সহিত আলাপ করিয়া পরম আপ্যায়িত হইয়াছি। যেখানে আপনি যাইতেছেন তাহা কি আপনার পরিচিত? আপনি কি পূর্ব্বে আর কখনও সেখানে গিয়াছিলেন?"

যুবকের প্রশ্নে সহসা আমার মুখ দিয়া সত্য কথাই নির্গত হইল। আমি বলিলাম, "আজ্ঞে না।"

যু। যদি বিশেষ প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে আজ রাত্রে কেন আমাদের বাড়ীতেই আসুন না। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে একরাত্রি বাস করিলে কোন ক্ষতি হইবে না বোধ হয়। কথায় কথায় আপনার নাম পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

আমি নাম বলিলাম; কিন্তু প্রকৃত নাম গোপন করিলাম। পদবীর পরিবর্ত্তন করিলাম না।

আমার কথা শুনিয়া যুবক সাগ্রহে বলিলেন, "তবে আর কি 'ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ' আপনি যখন ব্রাহ্মণ, তখন আর আমাদের বাড়ীতে যাইতে আপত্তি কি?"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "আপত্তি কিছুই নাই, তবে কাজটা কিছু জরুরি—আজ আমায় সেখানে যাইতেই হইবে।"

কিছুক্ষণ চিন্তার পর যুবক বলিলেন, "বেশ কথা—কিন্তু আজত আর আপনি স্বস্থানে ফিরিতে পারিবেন না? আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?"

আ। কলিকাতা।

যু। তবে ত' এরাত্রে কলিকাতা প্রত্যাগমন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এখন রাত্রি প্রায় আটটা, হাটখোলা গিয়া কার্য্য শেষ করিয়া ষ্টেশনে ফিরিতে অন্ততঃ দশটা বাজিয়া যাইবে। তখন ত আর গাড়ী পাইবেন না। এখান হইতে রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় কলিকাতায় শেষ ট্রেন যায়।

আমিও চিন্তিত হইলাম। সেই রাত্রে কেমন করিয়া একা অপরিচিত স্থানে বাস করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। পরে যুবকের বাড়ীতেই সেরাত্রি বাস করিতে স্থির করিলাম। তাঁহাকে বলিলাম, "যদি আর ট্রেন না থাকে, তাহা হইলে অগত্যা আমাকে এখানে থাকিতে হইবে। এই অপরিচিত স্থানে আপনি আমার যেরূপ উপকার করিতেছেন, তাহাতে আপনার অনুরোধ রক্ষা না করা নিতান্ত মূর্খের কার্য্য। কিন্তু যে কার্য্যের জন্য এতদূর আসিয়াছি অগ্রে তাহা শেষ না করিয়া আপনার বাড়ীতে যাইতে পারিব না।

আমার কথায় যুবক অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাটখোলায় কাহার বাড়ীতে যাইবেন?"

যুবকের কথায় ও কার্য্যে আমি এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম যে,

তাঁহার নিকট সে কথা গোপন করিতে ইচ্ছা হইল না। আমি বলিলাম, "হাটখোলায় নরেন্দ্রনাথ বাবুর বাড়ীতে যাইব। আপনার সহিত তাঁহার আলাপ আছে কি?"

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া যুবক উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে না, চিনিতে পারিতেছি না। আমাদের বাড়ী হইতে হাটখোলা অনেকটা দূর। হাটখোলার সকল লোকের সহিত আমাদের আলাপ থাকা একপ্রকার অসম্ভব। তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাইতেছি, উভয়ে মিলিয়া শীঘ্রই উহার সন্ধান করিতে পারিব।"

আমি আন্তরিক প্রীত হইলাম এবং ক্রমাগত হাটখোলার দিকে যাইতে লাগিলাম। কোচমান উপর হইতে বলিল, "বাবু, বড় দুর্য্যোগ—আপনাদের ছাতাটা একবার দিন। ঝড় উঠিয়াছে, এখনই বৃষ্টি আসিবে।"

উভয়েরই নিকট ছাতা ছিল—আমি আমার ছাতাটা কোচমানকে দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, একখানি ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। একটীও তারকা নয়নগোচর হইল না। এতক্ষণ প্রকৃতি নিস্তব্ধ ছিল—গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়ে নাই। সহসা দূর হইতে এক প্রকার সোঁ সোঁ শব্দ উত্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে পথের ধূলিকণা মেঘাকারে উড়িতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে দামিনী চমকিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক গর্জ্জনও হইতে লাগিল। মড়্ মড়্ শব্দে বৃক্ষের বড় বড় শাখাগুলি ভাঙ্গিতে লাগিল। প্রকাণ্ড মহীরুহ সকল দুলিতে দুলিতে ভূমিসাৎ হইতে লাগিল। ক্রমে দুই এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল।

কোচমান ঝড়ের সময় অতি কষ্টে শকট চালনা করিয়াছিল।

কন্তু যখন বৃষ্টির প্রকোপ বর্দ্ধিত হইল, তখন সে অশ্বরজ্জু সংযত করিয়া এক প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষের তলায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। সৌভাগ্যক্রমে গাড়ীতে যে দুইটা লণ্ঠন ছিল, তাহারা তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। একটী গাড়ীর বাহিরেই রহিল, অপরটী গাড়ীর ভিতরে লইলাম। চারিদিকে ভয়ানক অন্ধকার, আর সেই মূষলধারে বর্ষণের মধ্যে আমরা তিনটী মানব এক নিবিড় আম্রবৃক্ষের তলায় আশ্রয় লইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুখের পর দুঃখ আর দুঃখের পর সুখ এ জগতের ইহাই এক চিরন্তন প্রথা। নিরবচ্ছিন্ন সুখ যেমন কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখও তেমনই কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না। পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ না আসিলে লোকে সুখের প্রয়াসী হয় না এবং দুঃখ তত কষ্টকর বলিয়া বোধ হয় না। দুঃখ আছে বলিয়াই সুখের এত আদর—সুখের জন্য লোকে এত লালায়িত।

কিছুক্ষণ ভয়ানক অশান্তির পর প্রকৃতি ক্রমেই শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। যে আকাশ এতক্ষণ দুর্ভেদ্য নিবিড় জলদজালে আবৃত ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা পরিষ্কার হইল। সেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা কোথায় অদৃশ্য হইল। আকাশে অগণন তারকারাজি শোভা পাইতে লাগিল। যে পবন এতক্ষণ সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সন্ সন্ শব্দে প্রকাণ্ড মহীরুহ

ধ্বংস করিতেছিল, প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেও শান্ত হইল—প্রবল প্রভঞ্জন মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া মলয়মারুত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। কোচমান পুনরায় শকট চালনা করিল।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সেখান হইতে হাটখোলা যাইতে হইলে আরও এক কোয়ার্টার সময় লাগিবে। পল্লীগ্রামের পথ, সেই মাত্র মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, পথে আলোকের অভাব ইত্যাদি নানা কারণে আরও অধিক সময় লাগিবার সম্ভাবনা দেখিয়া, আমার সঙ্গী সেই যুবক অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আজ রাত্রিও অনেক হইল, তাহার উপর এই দুর্য্যোগ, কেন এত কষ্ট স্বীকার করিবেন? যখন আজ আপনাকে এখানেই থাকিতে হইল, তখন কাল প্রাতেই সেখানে গিয়া সেই বাবুর সহিত দেখা করিবেন।"

যুবকের কথাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। এতক্ষণ সেই ঝড় বৃষ্টি সহ্য করিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলাম। ভাবিতেছিলাম, কি কুক্ষণেই সেদিন কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু স্বয়ং সে কথা ব্যক্ত করিতে লজ্জা বোধ করিতেছিলাম। এখন যুবকের কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখান হইতে আপনার বাড়ী কতদূর?"

যু। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ; কিন্তু যখন এতদূর আসিয়াছি তখন আর আপনাকে আমাদের বাড়ীতে যাইতে হইবে না। নিকটেই আমার এক বন্ধুর বাড়ী আছে। তিনি বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন অথচ দেবদ্বিজে তাঁহার বেশ ভক্তিও আছে। যদি আপনার অমত না হয়, তাহা হইলে আজ রাত্রে সেইখানেই বাস করা যাউক।

আ। এখান হইতে কতদূর?

যু। এই বাগানের পরবর্ত্তী বাগানে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা, তিনি সেখানে একাই বাস করেন।

আ। সস্ত্রীক?

যু। আজ্ঞে হাঁ।

আ। আপনিও কি আজ রাত্রে সেখানে থাকিবেন?

যু। সে অপনার ইচ্ছা, যদি আপনি এখানে একা থাকিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে অদ্য আমাকেও থাকিতে হইবে।

আ। কিন্তু আপনার বাড়ীতে কি মনে করিবেন, তাঁহারা আপনার জন্য না জানি কতই উদ্বিগ্ন হইবেন।

যুবক হাসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে না, আমি একজন ভৃত্যকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব। তাহার মুখে তাঁহারা সকল কথাই জানিতে পারিবেন।"

আমি সম্মত হইলাম। তখন সেই যুবকের পরামর্শ মত কোচমানের ভাড়া মিটাইয়া দিয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। পরে আমরা দুইজনে মন্থরগমনে সেই অন্ধকারময় পথ দিয়া পরবর্ত্তী উদ্যানের দিকে গমন করিলাম এবং অনতিবিলম্বে এক প্রকাণ্ড উদ্যানের ফটকে প্রবেশ করিলাম।

ফটকের দুই পার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। সম্ভবতঃ ঘর দুইখানি দ্বারবানদ্বয়ের বাসস্থান। আমরা উভয়ে উদ্যানে প্রবেশ করিবা মাত্র একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যান বাবু! কাহাকে খুঁজিতেছেন?"

আমার সঙ্গী সেই যুবক যেন বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন, "সারদাবাবু বাড়ীতে আছেন? আমাকে কি চিনিতে পার নাই রামসদয়?"

যে লোক প্রশ্ন করিয়াছিল, যুবক যাহাকে রামসদয় বলিয়া সম্বোধন করিলেন, যুবকের কথায় অত্যন্ত লজ্জিত হইল। অতি বিনীতভাবে বলিল, "কেও, পীতাম্বরবাবু! এই দুর্য্যোগে আপনি এখানে? আপনাকে চিনিতে পারি নাই—ক্ষমা করিবেন।"

যুবক সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবু কোথায়?"

রা। তিনি উপরেই আছেন। এতক্ষণ নীচে ছিলেন, ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি, উপরে গিয়াছেন।

যু। একবার ডাকিয়া দাও আর নীচেকার বৈটকখানার দরজা খুলিয়া দাও।

রা। আপনিত উপরে যান, আজ কেন ও কথা বলিতেছেন?

যু। আমি একা হইলে তোমায় কষ্ট দিতাম না। আমার সঙ্গে একজন বাবু আছেন দেখিতেছ না।

রামসদয় তখনই যুবকের আদেশ পালন করিল।

কিছুক্ষণ পরেই একজন সম্ভ্রান্ত যুবক স্বহস্তে একটা প্রজ্জলিত হ্যারিকেনল্যাম্প লইয়া আমাদের নিকট আগমন করিলেন, এবং আমার সঙ্গীকে দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে পীতাম্বর! এই দুর্য্যোগে এখানে কেন?"

যুবক সকল কথাই ব্যক্ত করিলেন। পরে বলিলেন, "বাবুকে আজ রাত্রের মত তোমার বাড়ীতে আশ্রয় দিতে হইবে। আমাদের বাড়ীতেই ইহাঁকে লইয়া যাইতেছিলাম কিন্তু সেও ত এখান হইতে অনেক দূর। এই দুর্য্যোগে রাত্রিকালে পল্লীগ্রামের পথ দিয়া এতটা পথ যাওয়া বড় সহজ কথা নহে। সেই জন্যই অগত্যা তোমার আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

তিনি বলিলেন, "তুমিও কেন আজ এখানে থাক না—আমি একজন ভৃত্য তোমার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতেছি।"

যুবক সম্মত হইলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাবুরও ইচ্ছা সেইরূপ।

তিনি সাগ্রহে বলিলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য যে, আজ রাত্রে তোমাদের মত দুইজন ব্রাহ্মণ আমার গৃহে অতিথি।"

এই বলিয়া তিনি তখনই নীচেকার বৈটকখানার দ্বার খুলিয়া আমাদিগকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। আমরাও তাঁহার কথা-মত কার্য্য করিলাম। তখন তিনি আমাদের আহারাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য উপরে গমন করিলেন।

কিছুক্ষণ উপবেশন করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবুর কি সন্তান সন্ততি নাই?"

যুবক বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, আছে বই কি? দুইটী কন্যা, একটী পুত্র। কন্যা দুইজনেই বিবাহিতা; উভয়েই এখন শ্বশুরা-লয়ে। পুত্রটীর বয়স পাঁচ বৎসরের অধিক নহে, সে হয়ত এখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।"

আ। এই বাবুরই নাম কি সারদাচরণ?

যু। আজ্ঞে হাঁ।

আ। ব্রাহ্মন সন্তান?

যু। আজ্ঞে হাঁ—কিন্তু তত্রাপি দেবদ্বিজে অশেষ ভক্তি। বিশেষ বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুণী লোকের সম্মান রক্ষা করিতে তিনি মুক্তহস্ত।

আ। বাড়ীতে বাবুর স্ত্রী ব্যতীত আর কোন রমণী আছেন?

য়ু। এক দূর-সম্পর্কীয় বিধবা ভগ্নী—বলিতে গেলে তিনিই সংসারের গৃহিনীস্বরূপ। তাঁহার বিনানুমতিতে কেহ কোন কার্য্য করিতে সাহস করেন না।

এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে সারদাচরণ তথায় আগমন করিলেন এবং কিছুক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার ন্যায় লোকের উপযুক্ত আহারাদি সংগ্রহ করা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত। আজ আপনার বিশেষ কষ্ট হইতেছে দেখিতেছি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "অমন কথা বলিবেন না, আমার এই সঙ্গীর মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান বলিয়াই বোধ হয়। আপনি যদি আমার ন্যায় দরিদ্রের আহার দিতে না পারিবেন, তবে পারিবে কে? সামান্য শাকান্ন হইলেই আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি।"

সারদাচরণও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আহারের জন্য ভাবি না, কিন্তু সত্যই আজ আপনার শয়নের বড় কষ্ট হইবে।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন—এই বৈঠকখানায় স্বচ্ছন্দে শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করিব। আপনার কোন চিন্তা নাই। যেমন করিয়াই হউক, যখন আপনার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন আমার কোন কষ্ট হইবে না।"

সারদাবাবু বলিলেন, "আপনি অতি সজ্জন, তাই ওকথা বলিতেছেন। কিন্তু আপনাকে কেমন করিয়া এই বৈঠকখানায় শয়ন করিতে বলিব। উপরে দুই তিনটী ঘর আছে—তাহারই একটীতে আপনি শয়ন করিবেন। তবে ঘরগুলি প্রত্যহ ব্যবহার হয় না বলিয়া কিছু অপরিষ্কার।"

বাধা দিয়া আমি বলিলাম, "সেজন্য আপনার কোন চিন্তা নাই—আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমাকে বন্ধু মনে করিবেন। বাস্তবিকই আজ এই ভয়ানক বিপদে আপনার সাহায্য পাইয়া আপনাকে পরম বন্ধু বলিয়া মনে করিতেছি।"

সারদাবাবু হাসিলেন—কোন উত্তর করিলেন না। তখন অন্যান্য কথা আরম্ভ হইল। কথায় কথায় জানিতে পারিলাম, সারদাচরণের পুত্রটী পীড়িত।

কিছুক্ষণ পরে সারদাচরণ বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে।

আমরা উভয়েই গাত্রোত্থান করিলাম এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠিলাম। সিঁড়ি হইতে উঠিয়া সম্মুখেই একটী অনতিক্ষুদ্র দালান দেখিতে পাইলাম। তাহারই মধ্যস্থলে আর একটী হ্যারিকেন ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। তাহার সম্মুখে তিনখানি থালে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। সারদাবাবু অগ্রে আমাকে, পরে পীতাম্বরকে এক একখানি আসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন এবং স্বয়ং অবশিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন।

কলিকাতার বনিয়াদী বড়লোকেরা সচরাচর রাত্রে যেরূপ আহার করিয়া থাকেন, সারদাবাবু আমাদের জন্য সেই সকল আহার্য্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। আমি বাস্তবিকই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম, পরম পরিতোষ সহকারে সেগুলির সদ্ব্যবহার করিলাম।

আহারাদি সমাপ্ত হইলে আমরা পুনরায় নীচে আসিলাম। সারদাচরণও আমাদের সহিত আসিলেন। কিছুক্ষণ গল্পগুজবের

পর অধিক রাত্রি হওয়ায় সকলেই গাত্রোত্থান করিলাম। সরদা-চরণ আমাকে শয়নগৃহে লইয়া গেলেন, পীতাম্বরও সেই গৃহে শয়ন করিবেন বলিয়া আমাদের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন।

সারদাচরণ যে গৃহে আমাদিগকে লইয়া গেলেন, সেই ঘরখানি বেশ বড়। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে পনের কিম্বা ষোল হাতের কম নহে। ঘরের মধ্যে দুইখানি খাটের উপর দুইটী শয্যা ছিল। একটী টেবিলের উপরে এক আলোকাধার হইতে মিট্ মিট্ করিয়া আলোক জ্বলিতেছিল। সেই সামান্য আলোকে ঘরখানি প্রায় অন্ধকারময় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সারদাচরণ আমাদিগকে সেই শয্যা দেখাইয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, যেন শয়নের পূর্ব্বে আলোক নির্ব্বাপিত করা হয়।

পীতাম্বরের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন। আমিই তাঁহাকে অগ্রে শয়ন করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনিও তখনই খাটের উপর গিয়া শয়ন করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আমিও আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া অপর খাট-খানির নিকট গমন করিলাম। আমরা যাইবার পূর্ব্বেই খাট দুই-খানির উপর শয্যা রচিত হইয়াছিল। প্রত্যেক বিছানার উপর একটী করিয়া মসারিও ফেলা ছিল।

মসারির দরজা খুলিয়া আমি যখন শয্যায় শয়ন করিলাম, তখনই আমার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল; আমি সহসা যেন এক অন্ধ-কূপের মধ্যে পড়িয়া গেলাম এবং নিমেষ মধ্যে হতচেতন হইয়া পড়িলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কতক্ষণ যে সেই অবস্থায় পড়িয়াছিলাম, বলিতে পারি না, কিন্তু যখন আমার জ্ঞান সঞ্চার হইল, তখন বুঝিতে পরিলাম, আমার সর্ব্বাঙ্গে ভয়ানক বেদনা হইয়াছে, মুখ ও ললাটে হাত দিয়া দেখিলাম, তখনও সেই সকল স্থান হইতে রক্ত ঝরিতেছে।

কিছুক্ষণ সেই ভাবে পড়িয়া থাকিয়া ভাবিলাম, কেন এমন হইল? পীতাম্বর কে? কেনই বা সে ষ্টেশন হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। পূর্ব্বে তাঁহার কথাবর্ত্তা শুনিয়া অত্যন্ত পরোপকারী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন তাঁহাকে একজন ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক দস্যু বলিয়া বোধ হইল। সারদাচরণই বা কে? উভয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন প্রকার ষড়যন্ত্র ছিল। নতুবা দুইটীর শয্যার মধ্যে পীতাম্বর যে শয্যায় শয়ন করিল, সেটীর ত কোনরূপ গোলযোগ ছিল না, সে ত অনায়াসে আমার সাক্ষাতে শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। আর আমিই বা পড়িলাম কেন? শয্যাটী এরূপ ভাবে রচিত হইয়াছিল যে, আমি শয়ন করিবা মাত্র একেবারে অন্ধকূপে পতিত হইব। কি ভয়ানক কৌশল! কি অদ্ভুত রহস্য!! কি ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতা!!!

একটী একটী করিয়া অনেকগুলি দিয়াশলাই পোড়াইলাম, কিন্তু সে স্থান হইতে বহির্গত হইবার কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না। ভাবিলাম, এইরূপেই কি আমার জীবন শেষ হইবে? যেমন করিয়া পারি, সেখান হইতে উদ্ধার হইব, মনে মনে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম।

কথায় বলে, ইচ্ছা থাকিলে পথ পাওয়া যায়। কথাটা মিথ্যা নহে। অনেক চেষ্টার পর, আমি দেখিলাম, সম্মুখে এক অতি সঙ্কীর্ণ পথ। দাঁড়াইতে চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। আরও কিছুক্ষণ সেই স্থানে পড়িয়া রহিলাম, পরে অনেক কষ্টে বসিয়া বসিয়া সেই পথে গমন করিলাম। প্রত্যেক পদবিক্ষেপে আমার পদদ্বয় কর্দ্দমাক্ত হইতে লাগিল, পচা দুর্গন্ধ যেন চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল, আমার বমি হইবার উপক্রম হইল; কিন্তু আমি কিছুতেই পশ্চাদ্‌পদ হইলাম না।

অল্প অল্প করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে পর, সহসা শীতল বায়ু আমার দেহ স্পর্শ করিল। এতক্ষণ সেই দুর্গন্ধ ও এক প্রকার উত্তপ্ত বায়ুর মধ্যেই ছিলাম, শীতল বায়ু সেবনে মনে স্ফূর্ত্তি হইল। আমি উৎসাহান্বিত হইয়া আরও অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

এইরূপে আরও খানিক দূর গমন করিয়া একটা ভাঙ্গা দরজা আমার নয়নপথে পতিত হইল। প্রজ্বলিত দিয়াশালাইএর কাটীর সাহায্যে আমি সেই দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড নারিকেল বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া সেই দ্বারে পতিত, সম্ভবতঃ সেই পতনশীল নারিকেলবৃক্ষের ভরেই দরজাটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া আমি নিমেষ মধ্যে তথা হইতে বহির্গত হইলাম। দেখিলাম, আমি একটা উদ্যানের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছি। বাগানটী কাহার? যে বাগানে আমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছিল, সেখান হইতে কতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি? তখন রাত্রিই বা কত? কোথায় যাইলে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু নির্ব্বিবাদে অতিবাহিত করিতে পারিব? এই সকল প্রশ্ন তখন আমার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। আমি আর আলোক জ্বালিতে

সাহস করিলাম না। কোনরূপে সেই বাগান হইতে বহির্গত হইয়া এক সরকারী পথে উপস্থিত হইলাম, এবং সেই পথ দিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বমুখে যাইতে লাগিলাম।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল এই প্রকারে গমন করিবার পর, আমি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। নিকটেই স্নানের জন্য একটী ঘাট, আমি সেই ঘাটের এক নিভৃত স্থানে গিয়া উপবেশন করিলাম এবং কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কোন কার্য্য দেখিয়া তাহার ফল অনুমান করা যায় না। এই যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টিতে না জানি কতই কষ্ট ভোগ করিলাম এবং মনে মনে ঈশ্বরকে শত শত গালি দিলাম, তাহার ভিতর মঙ্গলময় যে আমার উদ্ধারের উপায় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা কি তখন জানিতে পারিয়াছিলাম? তখন কি জানিতাম যে, সেই ঝড়ে নারিকেলবৃক্ষটী পড়িয়া যাইবে এবং সেই পতনে ঐ অন্ধকূপের সুড়ঙ্গদ্বার ভাঙ্গিয়া যাইবে? কখনও না। তাই বলিতেছি, মঙ্গলময়ের কার্য্য সমস্তই মানবের মঙ্গলের জন্য। আমরা সামান্য প্রাণী, তাঁহার কার্য্যের কি বুঝিব?

দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইল। উষার আলোক প্রকটিত হইবা মাত্র আমি মুখাদি প্রক্ষালন করিলাম। যে যে স্থানে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, গঙ্গার জলে সেই সকল স্থান উত্তমরূপে ধৌত করিলাম এবং কাপড় ভাল করিয়া পরিধান করিয়া বসিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একখানি নামাবলী গায়ে দিয়া হরিনাম করিতে করিতে ঘাটে আগমন করিলেন। বৃদ্ধ হইলেও ব্রাহ্মণের বেশ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার শরীর বেশ দৃঢ় ও সবল বলিয়া বোধ হইল। ঘাটে আসিয়া ব্রাহ্মণ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং আমাকে অপরিচিত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের বাড়ী কোথায়? এত প্রত্যূষে স্নান করিতে আসিয়াছেন?"

ব্রাহ্মণের মিষ্ট কথায় আমি তাঁহার নিকটে যাইলাম। পরে অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলাম, "আমি স্নান করিতে আসি নাই, আর আমার বাড়ীও চন্দননগরে নহে। নরেন্দ্রনাথ মুখো নামে একজন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে আমি কলিকাতা হইতে এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কোন সন্ধান পাইতেছি না।"

আমার কথায় ব্রাহ্মণ আরও বিস্মিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে নরেন—হাটখোলার নরেনবাবু?"

শশব্যস্ত হইয়া আমি বৃদ্ধের কথায় সায় দিলাম। বলিলাম, "আপনি যথার্থই অনুমান করিয়াছেন। যদি তিনি আপনার পরিচিত হন, তাহা হইলে দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিলে উপকৃত হইব।"

ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, "সে কি কথা! আমার স্নান শেষ হইলে যখন বাড়ী যাইব, তখন আপনিও আমার সঙ্গে যাইবেন। নরেনবাবুর বাড়ী আমাদেরই বাড়ীর নিকট। আশ্চর্য্য এই যে, আপনি এত চেষ্টা করিয়াও তাঁহার ন্যায় সজ্জনের সন্ধান পাইলেন না।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ স্নানার্থে গমন করিলেন, আমিও তাঁহার অপেক্ষায় সেই স্থানে বসিয়া রহিলাম।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল গঙ্গাগর্ভে থাকিয়া ব্রাহ্মণ ঘাটে উঠিলেন। পরে সেখানে আহ্নিক জপ প্রভৃতি সমাধা করিয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "এইবার চলুন।"

প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পথ গমন করিবার পর এক প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে তিনি দণ্ডায়মান হইলেন এবং আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ইহাই নরেনবাবুর বাড়ী।"

ব্রাহ্মণের কথা শেষ হইতে না হইতে একজন গৌরকান্তি হৃষ্ট-পুষ্ট প্রৌঢ় সেই অট্টালিকার দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, এবং সম্মুখেই আমার সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণকে দেখিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "আজ আমার সুপ্রভাত, নতুবা এই প্রাতে আপনার ন্যায় সাধু-ব্যক্তির শ্রীচরণ দেখিতে পাইব কেন?'

বাধা দিয়া ব্রাহ্মণও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "উভয়তঃ, প্রত্যুষে আপনার ন্যায় সজ্জনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া সামান্য ভাগ্যের কথা নহে। এখন ও সকল কথা ছাড়িয়া দিন, এই বাবু আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলেন। নরেন্দ্রনাথ আমার নিকট আসিয়া অতি নম্রভাবে বলিলেন, "মহাশয়ের নাম?"

আমি প্রকৃত নাম না বলিয়া আর একটী নাম বলিলাম কিন্তু পদবীর পরিবর্ত্তন করিলাম না।

"কোথা হইতে আসা হইতেছে?"

"কলিকাতা।"

"কি জন্য?"

"সে সকল কথা সকলের সমক্ষে বলা উচিত নহে।"

"তবে আসুন, বাড়ীর ভিতরে আসুন।"

এই বলিয়া আমাকে লইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং নীচের একখানি ঘরে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

নরেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহাকে অতি সজ্জন বলিয়াই বোধ হইল। তিনি যে সেই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডে যোগদান করিবেন, তাহা আমার বিশ্বাস হইল না। কিন্তু একবার প্রবঞ্চিত হইয়া তাঁহার ন্যায় দেব চরিত্রের উপরেও সন্দেহ জন্মিল। ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, আপনার একখানি পাখা আমার হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে আপনার নাম ধাম লেখা আছে। সেই লেখা দেখিয়া আমি এতদূরে আসিয়া আপনার সন্ধান পাইয়াছি।"

নরেন্দ্রনাথ অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পাখা? আমার এক প্রজা আমায় দুইখানি করিয়া তাল-পাখা দিয়া থাকে। আমি প্রতিবারই উহাদের উপর নিজের নাম ধাম লিখিয়া থাকি। কিন্তু আমার পাখা আমাদের বাড়ীতেই ত আছে।"

আমি বলিলাম, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া একবার দেখিয়া আসুন, আপনার পাখা ঘরে আছে কি না?"

নরেন্দ্রনাথ তখনই বাড়ীর ভিতর গমন করিলেন এবং অনতি-বিলম্বে প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, "না মহাশয়! দুইখানি পাখার মধ্যে একখানি রহিয়াছে—অপরখানি আমার স্ত্রী এক দূর-সম্পর্কীয়া ভগিনীকে দিয়াছেন। সম্ভবতঃ সেই পাখাখানিই আপনি দেখিয়া থাকিবেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহার বাড়ী কোথায় ?"

ন। চন্দননগরে।

আ। এখান হইতে কতদূর ?

ন। অধিক দূর নহে—প্রায় এক ক্রোশ হইবে।

আ। তাঁহার স্বামীর নাম ?

ন। কেশবচন্দ্র শর্ম্মা।

আ। তাঁহার সহিত এখন সাক্ষাৎ হইতে পারে ?

ন। সে কথা ঠিক বলিতে পারিলাম না। একবার আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।

এই বলিয়া তিনি ভিতরে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "না মহাশয়, তাঁহার সহিত আর এখানে দেখা হওয়া অসম্ভব, তিনি পরশ্ব রাত্রের ট্রেনে কলিকাতায় গিয়াছেন।"

আ। সস্ত্রীক ?

ন। আজ্ঞে হাঁ।

আ। তবেই হইয়াছে, তাঁহার স্ত্রী আর এ জগতে নাই।"

আমার কথায় বাধা দিয়া নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি! কি ভয়ানক সংবাদ দিতেছেন ? বাড়ীতে জানিতে পারিলে এখনই যে একটা তুমুল কাণ্ড হইবে!"

নরেন্দ্রবাবুকে আর কোন কথা গোপন করা যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলাম না। কেবল গত রাত্রের কথা ছাড়া আর সকল কথাই একে একে ব্যক্ত করিলাম।

নরেন্দ্রনাথ অতি মনোযোগের সহিত আমার সকল কথা শুনিলেন। পরে অতি বিষণ্ণভাবে উত্তর করিলেন, "এ সেই কেশবেরই কার্য্য! বিবাহ করিয়া অবধি সে একদিনের জন্য স্ত্রীকে সুখী করে

নাই। যতদিন বিবাহ হয় নাই, ততকাল সে এক প্রকার ছিল কিন্তু বিবাহের পর তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইল। এদিকে পাড়ার লোকেও তাহাকে একঘরে করিল। একদিন শুনিলাম, সৌদামিনীকে লোকে উড়ের মেয়ে বলিয়া যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিতেছে। এবং সেইদিন হইতে সৌদামিনী কিম্বা কেশব আর কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যায় না।”

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “সত্যই তিনি উৎকলবাসীর কন্যা?”

নরেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “আজ্ঞে না—তাঁহার পিতা বহুদিন উড়িষ্যায় বাস করিয়াছিলেন, এই অপরাধে তাঁহাকে জাতিচ্যুত হইতে হইয়াছিল।

আ। কেশববাবু কি তাহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই?

ন। কিছুমাত্র না—তিনি স্বয়ংই ঐ কথা লোকের নিকট বলিয়া বেড়াইতেন।

আ। আমাকে কেশবচন্দ্রের বাড়ীটা দেখাইয়া দিন।

নরেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন। অনেকদূর যাইবার পর নরেন্দ্রনাথ অনতিদূরে একখানি ক্ষুদ্র অট্টালিকা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, “ঐ যে কেশবচন্দ্র দরজায় দাঁড়াইয়া?”

আমি সেইদিকে গমন করিলাম এবং কেশবচন্দ্রকে সবলে ধারণ করিয়া বলিলাম, “কি মহাশয়! আমাকে চিনিতে পারেন?”

আমার কণ্ঠস্বরে কেশব চমকিত হইলেন, তিনি আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিলেন। পরে অতি বিমর্ষভাবে বলিয়া উঠিলেন, “কি সর্ব্বনাশ, আপনি এখনও জীবিত আছেন?”

আমি সে কথা গ্রাহ্য করিলাম না। সম্মুখেই একগাছি বড়

দড়ি দেখিতে পাইয়া তাহার সাহায্যে কেশবকে উত্তমরূপে বন্ধন করিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন আপনার বন্ধু কোথায় বলুন। কেন না তিনিও আমার জীবন সংহার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার উদ্যানে যে মানুষ মারা কল আছে, তাহা ভাঙ্গিয়া না ফেলিলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।"

দেখিতে দেখিতে সেইস্থানে লোকে লোকারণ্য হইল। সমাগত সকলেই কেশবের বিপক্ষ বলিয়া বোধ হইল। তাহারা সকলেই কেশবকে নানাপ্রকার গালি দিতে লাগিল।

কেশব কোনমতেই তাঁহার বন্ধুর কথা বলিলেন না। কিন্তু তাহা জানিতে আমার বিশেষ কষ্ট হইল না। উপস্থিত লোক-দিগের মধ্যে একজন আমায় সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি তখনই থানা হইতে কয়েকজন কনষ্টেবল লইয়া একেবারে সারদাচরণের উদ্যান-বাটিকায় গমন করিলেন এবং সহসা তাঁহাকে ধৃত করিয়া বন্দী করতঃ আমার নিকটে আনয়ন করিলেন।

তখন দুই বন্দী লইয়া আমি থানার দারোগার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং বন্দীদ্বয়কে তাঁহার জিম্মায় রাখিয়া ও তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম।

দারোগা সাহেব অতি ভদ্রলোক। তিনি সত্বর বন্দীদ্বয়কে কলিকাতায় প্রেরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

সময়মত দারোগাবাবু উভয়কেই কলিকাতায় আনয়ন করি-লেন ও এখানকার প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ করিয়া সারদা-চরণের নামে হত্যা করিবার উৎযোগ এই অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। পরে অনুসন্ধানে দারোগাবাবু সারদাচরণের সমস্ত লীলা প্রকাশ করিয়া দিলেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্র কেহই ছিল না,

একজন বেশ্যা লইয়া তিনি ঐ বাগানে বাস করিতেন। সারদা-চরণের দলের সমস্ত লোকই ধৃত হইয়া উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইল।

কেশবচন্দ্র পরিশেষে সমস্ত কথা স্বীকার করেন ও কহেন, লোক গঞ্জনায় ও জাতিচ্যুত হওয়ার নিমিত্তই তিনি গাড়ীর ভিতরেই তাঁহার স্ত্রীকে হত্যা করেন ও পরিশেষে চলিত ট্রামের সম্মুখে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া, গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভিড়ের ভিতর লুকাইয়া পড়েন। কিন্তু সেইস্থান হইতে পলায়ন করেন না। আমি যখন মাথা পরীক্ষা করি, তিনি দেখিতে পান এবং আমি কোন্ পথ অবলম্বন করি, তাহাই লক্ষ্য করিতে থাকেন। পরি-শেষে আমি যে ট্রেনে চন্দননগরে গমন করি, তিনিও সেই ট্রেনে গমন করিয়া আমার অগ্রেই ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া পড়েন। পরিশেষে কৌশল করিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া, আমাকে যে উপায়ে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

যথাসময়ে কেশবচন্দ্রের বিচার হয়, বিচারে তিনি চরম দণ্ডে দণ্ডিত হন।

সমাপ্ত।

পর সংখ্যা অর্থাৎ ২০৫ সংখ্যা বর্দ্ধিত আকারে আশ্বিন মাস হইতে বাহির হইবে।